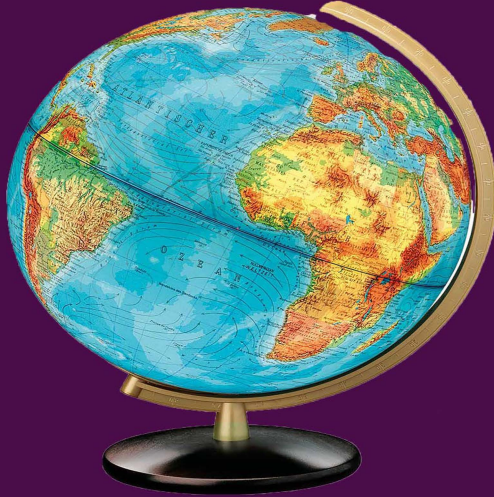


BCS

সংক্ষিপ্ত সাধারণ জ্ঞান

বাংলাদেশ, আন্তর্জাতিক ও ভূগোলের প্রয়োজনীয় আলোচনা



মান্না দে, বিসিএম পুন্নিশা

BCS

সংক্ষিপ্ত সাধারণ জ্ঞান

www.boighar.com

রচনা ও সংকলন

মান্না দে

বিসিএস পুলিশ

নাদিরুজ্জামান (নাদিম)

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা

www.boighar.com

তহি সংগ্রহ সংক্রান্ত বিসয়ে সত্রাজতি যোগাযোগ-

01938 858 887

www.boighar.com



Confidence Research Work Ltd.

3/E, Mirpur Road, Rafin Plaza (7th Floor), Dhaka

BCS

সংক্ষিপ্ত সাধারণ জ্ঞান

www.boighar.com

প্রকাশনায় : কনফিডেন্স রিসার্চ ওয়ার্ক লি:
গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ২০১৬
দ্বিতীয় প্রকাশ : মে, ২০১৬
তৃতীয় প্রকাশ : মার্চ, ২০১৭

www.boighar.com

মূল্য: ১৫০ (একশত পঞ্চাশ টাকা) নির্ধারিত।

প্রচ্ছদ ডিজাইন
মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

www.boighar.com

কম্পোজ
মোহাম্মদ ইউছুফ

মুদ্রণ: শাইনিং প্রিন্টার্স
২৭৮/৩/এ, এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন, ঢাকা- ১২০৫

BCS All Books Free Download:

MyMahbub.Com

All kinds of books free Download:

MyMahbub.Com



Please Give Us Some
Credit When You Share
Our Books!

নিবন্ধ নং

২৪৭৬৬-কমদ

www.boighar.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



কপিরাইট অফিস

স্বত্বাধিকার বিবক্ষভুক্তির প্রমাণপত্র

স্বত্বাধারী প্রমাণপত্র প্রদান করা হয়েছে যে

বেননান আহমেদ বাজু

অধীত

সং

২০২৬ খ্রিঃ

তারিখে

বেননান আহমেদ বাজু

কর্তৃক

প্রকাশিত

"Confidence Research work"

নামক

জিলিন্দা

কয়ের

রূচয়িতা

স্বত্বাধিকার সনদটি রেজিস্ট্রী বহিতে

কমিশনর বিসার্চ (জার্নাল)

নং

নামে ও

২৪৭৬৬-কমদ

স্বত্বাধারী নিবন্ধিত করা হয়েছে।

আমার সহি ও সীলনোহরে অফ

২০২৬

খ্রিঃাব্দে

মেস্টার

খানের

চাক্ষুণ

তারিখে প্রদত্ত হল।

২৪/১০/২৬
সিদ্ধান্ত

প্রাপ্তিস্থান:

- | | |
|--|---|
| <p>১। সুমনা বই ঘর
৩৭/১ বাংলাবাজার, ঢাকা।
মোবা: ০১৮১৯ ০৮৯৮৫০
www.boighar.com</p> <p>২। উদয়ন লাইব্রেরি
১/১ বাবুপুরা মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা।
মোবা: ০১৮১৮ ২৬৬০৯১
www.boighar.com</p> <p>৩। তোফাজ্জল লাইব্রেরি
ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।
মোবা: ০১৭৫৩ ২৩১৯৩৫</p> <p>৪। নাহার বুক হাউজ
৩৩ বাবুপুরা মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা।
মোবা: ০১৭৪৩ ৯১২৬৭৪</p> <p>৫। মামুন বুক হাউজ
৭৩, ইসলামিয়া মার্কেট, নীলক্ষেত
মোবা: ০১৬৮২৭৪২২৩৭
www.boighar.com</p> <p>৬। নিউ বুকল্যান্ড লাইব্রেরি
শাহানশাহ্ মার্কেট, চকবাজার, চট্টগ্রাম।
মোবা: ০১৮১৯ ০৬৫৭৭৭</p> <p>৭। ড্রীমস্ লাইব্রেরি
মিরপুর- ১০, চাঁন ম্যানশন
ফলপট্টির গলি, ঢাকা।
মোবা: ০১৭৩৮ ২৯৯০০৭</p> <p>৮। বই বিচিত্রা
www.boighar.com
সোনাদিঘির মোড়, রাজশাহী।
মোবা: ০১৭১৬ ২৭৬৭৭১</p> | <p>৯। গ্রাজুয়েট লাইব্রেরি
সরকারি বি,এল কলেজগেট
দৌলতপুর, খুলনা।
মোবা: ০১৯৩৯ ১১৭১১৭</p> <p>১০। বুক সেন্টার
হেলাচলা রোড, খুলনা
মোবা: ০১৯২৩৫৮৭৫২৭</p> <p>১১। মিন্টু লাইব্রেরি
লালবাগ কলেজগেট, রংপুর।
মোবা: ০১৭১৮ ১৬৯৯৯৬</p> <p>১২। গ্রীণ লাইব্রেরি
মুন্সিগাড়া, দিনাজপুর।
মোবা: ০১৭১৭ ৮১৭৯৭৩</p> <p>১৩। রক্ষিক গ্রন্থাগার
টাউন হল, কুমিল্লা।
মোবা: ০১৭১১ ৩১৩৬৭৪</p> <p>১৪। পুষ্পিতা লাইব্রেরি
১নং গেট, বি,এম কলেজ, বরিশাল।
মোবা: ০১৭৪৬ ৮৪২৫৫</p> <p>১৫। বই বিচিত্রা
২নং রামবাবু রোড, ময়মনসিংহ
মোবা: ০১৯১৪৮৬৯২৪১</p> <p>১৬। আকন্দ লাইব্রেরি
৯০, সি কে ঘোষ রোড, ময়মনসিংহ
মোবা: ০১৯১২৭৭৩২৯৭</p> |
|--|---|

বিসিএস সংক্ষিপ্ত

সাধারণ জ্ঞান

মান্না দে ও নাদিম

বইটির বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ও ভূগোল বাজারে প্রচলিত বইগুলোতে কতোটা অপ্রয়োজনীয় আলোচনা আছে তা বিসিএস ভাইভা যারা দিয়েছেন কেবল তারাই বুঝতে পারবেন। নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে উপর্যুক্ত বিষয়ে অপ্রয়োজনীয়তা দূর করে নতুন প্রার্থীদের জন্য একটি গোছানো বই প্রকাশের চেষ্টা করেছি মাত্র। যেহেতু বইটির মাত্র ২য় প্রকাশ, তাই সবার সহযোগিতা কামনা করছি।

www.boighar.com

বিসিএস প্রস্তুতির একটি বড় অংশ হলো বাংলাদেশ, আন্তর্জাতিক ও ভূগোল। প্রিলিমিনারী, লিখিত ও ভাইভাতে এ বিষয়গুলোর মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য চাকরির পরীক্ষায়ও উপর্যুক্ত বিষয়গুলো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়গুলো সবাই পড়েন ঠিকই, কিন্তু মনে থাকেনা, সম্ভবত এর অন্যতম কারণ গদ্বিহ। আমরা এ তিনটি বিষয়ের কয়েকটি মৌলিক বইয়ের প্রয়োজনীয় অংশ এখানে গুছিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছি, এমসিকিউতে না করার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রার্থীরা লাইন বাই লাইন পড়ে যেন মনে রাখতে পারেন। আশকরি এত অল্প পৃষ্ঠায় বেশি তথ্যের বই বাজারে আর নেই। সকল নিয়োগ পরীক্ষাসহ লিখিত এবং ভাইভাতেও বইটি আপনাকে সহযোগিতা করবে বলে আশা করি।

বিসিএস এর বিভিন্ন পর্যায়ে বইটির গুরুত্ব:

প্রিলিমিনারী : বাংলাদেশ বিষয়াবলী	: ৩০ নম্বর
আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী	: ২০ নম্বর
ভূগোল	১০ নম্বর

লিখিত: বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী: ৩০০

ভাইভা: মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ভূগোল, বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়গুলো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা চেষ্টা করেছি মোটামুটি মানসম্মত একটি গোছানো বই আপনাদের হাতে তুলে দিতে, দ্বিতীয় প্রকাশে বইটি প্রায় নির্ভুল বলা যায়। এর পরও সাধারণ জ্ঞানের বইয়ে ভুল খুবই স্বাভাবিক একটি বিষয়। যে কোন ধরনের গঠনমূলক সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হবে।

www.boighar.com

যোগাযোগ: ০১৮১২ ১০৬ ৬৩০, ০১৬৭০ ৪০৭ ০১৬

সূচিপত্র

বাঙালি জাতির উৎপত্তি	১৭	ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন	৩৪
প্রাচীন বাংলার জনপদ	১৭	চামকা বিদ্রোহ	৩৫
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য	১৮	বারাসাত বিদ্রোহ	৩৫
আলেকজান্ডার	১৮	ফরায়েজী আন্দোলন	৩৫
বাংলায় মৌর্য যুগ	১৮	১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ	৩৫
বাংলায় গুপ্তযুগ	১৯	নীল বিদ্রোহ	৩৬
গুপ্ত পরবর্তী যুগ	১৯	তেভাগা আন্দোলন	৩৬
পাল বংশের রাজনৈতিক ইতিহাস	২০	স্বদেশি আন্দোলন	৩৬
সেন রাজাদের ইতিহাস	২০	বাংলায় সশস্ত্র বৈপ্লবী আন্দোলন	৩৬
উপমহাদেশে ইসলামের আবির্ভাব	২১	রাওলাট আইন ও জালিয়ানওয়ালাবাগ	
দিল্লী সালতানাত	২১	হত্যাকাণ্ড	৩৭
খান জাহান আলী	২১	খিলাফত আন্দোলন	৩৭
মোগল সাম্রাজ্য	২৩	অসহযোগ আন্দোলন	৩৮
পানিপথ	২৩	স্বরাজদল ও বেঙ্গল প্যাক্ট	৩৮
মসলিন	২৩	আইন অমান্য আন্দোলন	৩৮
মুঘল সম্রাটদের বংশ তালিকা	২৩	ভারত শাসন আইন	৩৮
শূরশাসন: শেরশাহ	২৪	১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন ও হক	
হুমায়ূনের দ্বিতীয় অধ্যায়	২৪	মন্ত্রিসভা	৩৮
মুঘল শাসন (দ্বিতীয় পর্যায়)	২৪	একে ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা	৩৯
বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা	২৬	লাহোর প্রস্তাব	৪০
হযরত শাহজালাল (রাঃ)	২৬	ক্রিপস মিশন	৪০
বাংলায় স্বাধীন সুলতানী আমল	২৬	ভারত ছাড় আন্দোলন	৪০
বাংলায় আগমণকারি পরিব্রাজক	২৭	১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ	৪০
বার ভূঁইয়াদের ইতিহাস	২৮	ক্যাবিনেট মিশন	৪১
বাংলায় সুবেদারী শাসন	২৮	১৯৪৬ সালের নির্বাচন ও সোহরাওয়ার্দী	
বাংলায় নবাবী শাসন	২৯	মন্ত্রিসভা	৪১
ভারতীয় উপমহাদেশে ও বাংলাদেশে		পাকিস্তান আমল	৪১
ইউরোপীয়দের আগমন	৩০	ভাষা আন্দোলন	৪১
উপমহাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির		আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস	৪৩
শাসন	৩১	১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক	
গভর্নরের শাসন (১৭৭৩-১৮৩৩খ্রি.)	৩২	নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট	৪৪
ভাইসরয়ের শাসন (১৮৫৮-১৯৪৭খ্রি.)	৩৩	পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র	৪৫

কাগমারী সম্মেলন	৪৫	বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি	৬২
১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন	৪৬	রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ	৬৩
মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশ	৪৬	রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ	৬৪
পাকিস্তানের দ্বিতীয় শাসনতন্ত্র	৪৭	ইতিহাসে বাঙালি ব্যক্তিত্ব	৬৮
১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন	৪৭	নোবেল জয়ি বাঙালি	৭০
১৯৬৫ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন	৪৭	বাঙালি বিজ্ঞানী	৭১
১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ	৪৭	বাঙালি শিক্ষাবিদ	৭২
১৯৬৬ সালের ছয় দফা	৪৭	বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী	৭৩
আগরতলা পরিকল্পনা মামলা ও ৬৯'র		চিত্রশিল্পী	৭৪
গণঅভ্যুত্থান	৪৮	বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার	৭৫
সত্তরের নির্বাচন এবং মুক্তিযুদ্ধ	৫০	বাঙ্গালী দার্শনিক	৭৬
৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ	৫১	বাংলাদেশের সীমানা	৭৬
মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ	৫২	বাংলাদেশের সমুদ্র জয়	৭৭
অপারেশন সার্চ লাইট	৫২	ভারত ও মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী	
স্বাধীনতা ঘোষণা	৫২	বাংলাদেশের জেলা সমূহ : ৩২টি	৭৮
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র	৫৩	সীমান্তবর্তী স্থান	৭৮
মুজিবনগর সরকার গঠন	৫৩	ছিটমহল	৭৯
মুক্তিযুদ্ধের সামরিক প্রশাসন	৫৪	আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ	৮১
নিয়মিত বাহিনী	৫৪	খেলাধুলা সংক্রান্ত সংস্থার সদস্যপদ	
অনিয়মিত বাহিনী	৫৫	প্রাপ্তির সাল	৮২
মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর এলাকা	৫৫	জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ	৮৩
সেক্টর কমান্ডারদের পরিচয়	৫৫	জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে বাংলাদেশ	
মুক্তিযুদ্ধে সম্মানসূচক খেতাব	৫৬	পুলিশ	৮৩
মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য বিদেশি বন্ধুদের		বাংলাদেশ কূটনৈতিক মিশন	৮৩
সম্মাননা	৫৬	ভূ-প্রকৃতি	৮৪
৭ জন বীরশ্রেষ্ঠ পরিচিতি	৫৬	বাংলাদেশের পাহাড়	৮৪
বুদ্ধিজীবী হত্যা	৫৮	বাংলাদেশের পর্বত	৮৫
চূড়ান্ত বিজয়	৫৮	উপত্যকা	৮৫
দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ	৫৯	বাংলাদেশের সমুদ্র সৈকত	৮৫
মুক্তিযুদ্ধে বিদেশিদের অবদান	৫৯	বঙ্গোপসাগর	৮৫
জাতীয় চার নেতা	৬০	বাংলাদেশের দ্বীপ	৮৬
ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি	৬২	বাংলাদেশের চর	৮৭
৯০ এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন	৬২	দুবলার চর	৮৭

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট	৮৭	বিভিন্ন শহরের নাম	৯৮
বাংলাদেশের নদ-নদী	৮৭	বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা	৯৮
বাংলাদেশের প্রধান নদীসমূহের		বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের আসন	৯৯
উৎপত্তিস্থল	৮৯	বাংলাদেশের মন্ত্রণালয়	১০০
বাংলাদেশের প্রধান নদীসমূহের মিলিত		বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রথম নির্বাচন	১০১
হবার স্থান	৮৯	বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন	১০১
নদী, উপনদী ও শাখা নদী	৯০	বাংলাদেশের গণভোট	১০১
নদীসমূহের বাংলাদেশে প্রবেশের স্থান	৯০	বাংলাদেশের বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে	
বিভিন্ন নদীর পূর্বনাম	৯০	শীর্ষ ব্যক্তিত্ব	১০২
গুরুত্বপূর্ণ ফেরিঘাটের অবস্থান	৯০	বাংলাদেশের জাতীয় বিষয়াবলি	
নদী তীরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ শহর বা স্থান	৯১	বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা	১০২
টিপাইমুখ বাঁধ, বিল	৯২	বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ	১০৩
বাংলাদেশের বিভিন্ন বিলের অবস্থান	৯২	বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক	১০৩
হাওড়	৯২	রাষ্ট্রীয় মনোভ্রাম	১০৩
জলপ্রপাত, ঝরণা	৯২	বাংলাদেশের জাতীয় স্মৃতিসৌধ	১০৪
আবহাওয়া ও জলবায়ু	৯৩	বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত	১০৪
বাংলাদেশের তাপমাত্রা	৯৩	বাংলাদেশের রণ সঙ্গীত	১০৪
বাংলাদেশের বৃষ্টিপাত	৯৩	বাংলাদেশের জাতীয় ও অন্যান্য	
বাংলাদেশের ঋতুবেচিত্র	৯৩	গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ	১০৫
মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন কেন্দ্র	৯৩	বাংলাদেশের পদক ও পুরস্কার	১০৬
বাংলাদেশে আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড়	৯৪	বাংলাদেশের সম্পদসমূহ	১০৭
পরিবেশ দূষণ	৯৪	জুম চাষ	১০৭
এল নিনো ও লা নিনো	৯৫	বাংলাদেশের কৃষিশুমারি	১০৭
বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো	৯৫	খাদ্যশস্য	১০৭
জেলা	৯৫	অর্থকরী ফসল	১০৮
উপজেলা	৯৬	বাংলাদেশের কৃষি বিষয়ক প্রতিষ্ঠান	১০৯
থানা	৯৬	উন্নত ফসলের জাত	১১০
পৌরসভা	৯৬	বাংলাদেশের বনভূমি	১১০
সিটি কর্পোরেশন	৯৭	বনজ সম্পদ	১১২
বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী স্থান	৯৭	সাম্প্রতিক বনজ সম্পদ	১১৩
সাম্প্রতিক বাংলাদেশের প্রশাসনিক		প্রাণিজ সম্পদ	১১৩
কাঠামো	৯৭	মৎস্য সম্পদ	১১৪
এক নজরে বৃহত্তম-ক্ষুদ্রতম	৯৮	পানি সম্পদ	১১৪

BCS সংক্ষিপ্ত সাধারণ জ্ঞান

বাংলাদেশের পানি শোধনাগার	১১৫	স্থান, স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য	১৩২
সেচ প্রকল্প, বাঁধ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ	১১৫	মসজিদ	১৩৪
খনিজ সম্পদ	১১৬	প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার	১৩৫
বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ গ্যাস ক্ষেত্রগুলোর		সোমপুর বিহার	১৩৫
অবস্থান	১১৬	স্থানের পূর্বনাম-উপনাম	১৩৬
শক্তি সম্পদ	১১৮	ভৌগোলিক উপনাম	১৩৭
শিল্প সম্পদ	১১৯	ভাষা আন্দোলনের স্মরণে ভাস্কর্য	১৩৮
পাট শিল্প	১২০	মুক্তিযুদ্ধের স্মরণে ভাস্কর্য	১৩৮
চিনি শিল্প	১২০	অন্যান্য মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত ভাস্কর্য	১৩৯
সিমেন্ট শিল্প	১২০	বিশ্ব ঐতিহ্য ও বাংলাদেশ	১৪০
কাগজ শিল্প	১২০	বাংলাদেশের উপজাতি	১৪০
বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য কাগজকল	১২১	উপজাতিদের অঞ্চলভিত্তিক অবস্থান	১৪১
বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য হার্ডবোর্ড মিল	১২১	উপজাতিদের ধর্ম	১৪১
জাহাজ শিল্প	১২১	উপজাতিদের উৎসব	১৪২
বাংলাদেশের প্রথম, বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম	১২২	উপজাতিদের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান	১৪২
বাংলাদেশের প্রথম মহিলা	১২৩	উপজাতিদের ভাষা	১৪২
বাংলাদেশের উচ্চতম	১২৪	বাংলাদেশের গণমাধ্যম	১৪২
বাংলাদেশের গভীরতম	১২৪	বাংলাদেশ টেলিভিশন	১৪৩
বাংলাদেশের বৃহত্তম	১২৫	বাংলাদেশ বেতার	১৪৩
বাংলাদেশের দীর্ঘতম	১২৬	চলচ্চিত্র	১৪৪
ক্ষুদ্রতম	১২৬	মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র	১৪৫
সংস্কৃতি (নাটক)	১২৬	মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র	১৪৫
বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সংগীত	১২৮	মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র	১৪৫
বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নৃত্য	১২৮	অন্যান্য বিখ্যাত চলচ্চিত্র	১৪৫
ঐতিহাসিক স্থান	১২৮	গাদ্দুগার	১৪৬
পুঞ্জনগর	১২৯	ডোনে রাখা ভাল	১৪৭
কোটবর্ষ	১২৯	পার্ক	১৪৭
ময়নামতি	১২৯	গাধাদুগ শাহ পার্ক	১৪৭
নোয়াপাড়া ঈশাণচন্দ্রনগর	১২৯	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের	
সোনারগাঁও	১৩০	সংবিধান	১৪৮
লালবাগের কেল্লা	১৩০	বাংলাদেশের সংবিধান রচনার ইতিহাস	১৪৮
বড় কাটরা এবং ছোট কাটরা	১৩০	বাংলাদেশ সংবিধান	১৪৮
উত্তরা গণভবন	১৩০	বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদসমূহ	১৫০

প্রথম ভাগ: প্রজাতন্ত্র (১-৭)	১৫০	কমিশন (BTRC)	১৬৯
দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি (৮-২৫)	১৫১	কোম্পানি লিমিটেড (BTCL)	১৬৯
তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার (২৬-৪৭)	১৫২	টেলিযোগাযোগ সম্পর্কিত বাংলাদেশে প্রথম	১৬৯
চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ (৪৮-৬৪)	১৫৩	বাংলাদেশের মোবাইল ফোন কোম্পানি	১৬৯
পঞ্চম ভাগ: আইন সভা (৬৫-৯৩)	১৫৪	সাবমেরিন ক্যাবল ও বাংলাদেশ	১৬৯
ষষ্ঠ বিভাগ: বিচার বিভাগ (৯৪-১১৭)	১৫৭	বাংলাদেশের ভূ-উপগ্রহ	১৭০
সপ্তম ভাগ: নির্বাচন (১১৮-১২৬)	১৫৮	বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা	১৭০
অষ্টম ভাগ: মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (১২৭-১৩২)	১৫৯	শিক্ষা ব্যবস্থা ও স্তর	১৭০
নবম ভাগ: বাংলাদেশের কর্মবিভাগ (১৩৩-১৪১)	১৫৯	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা	১৭০
দশম ভাগ: সংবিধান সংশোধন (১৪২)	১৬০	ক্যাডেট কলেজ	১৭১
একাদশ ভাগ: বিবিধ (১৪৩-১৫৩)	১৬০	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়	১৭১
রাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে প্রধান	১৬১	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ	১৭১
প্রধানমন্ত্রী পদাধিকারবলে প্রধান	১৬১	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৭২
বাংলাদেশে সংবিধানের সংশোধনী সমূহ	১৬২	বাংলাদেশের স্বাক্ষরতা আন্দোলন	১৭২
যোগাযোগ ব্যবস্থা	১৬৫	বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা কর্মসূচি	১৭২
বাংলাদেশের আকাশপথ	১৬৫	স্বাস্থ্য সেবা	১৭৩
বাংলাদেশের বিমান সংস্থা	১৬৫	দরিদ্র বিমোচন	১৭৩
বাংলাদেশ রেলপথ	১৬৫	এনজিও	১৭৩
বাংলাদেশ রেলওয়ে	১৬৬	চুক্তি:	
সমুদ্রবন্দর	১৬৬	গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি	১৭৪
বিমানবন্দর	১৬৬	বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী চুক্তি	১৭৪
কন্টেইনার ডিপো	১৬৭	পার্বত্য শান্তি চুক্তি	১৭৪
নদীবন্দর	১৬৭	বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তি	১৭৫
বাংলাদেশের স্থলবন্দর সমূহ	১৬৭	বাংলাদেশ-ভারত পানি চুক্তি	১৭৫
এশিয়ান হাইওয়ে ও বাংলাদেশ	১৬৮	টিকফা চুক্তি	১৭৫
বাংলাদেশের ডাক ব্যবস্থা	১৬৮	প্রতিরক্ষা ও সশস্ত্র বাহিনী	১৭৬
বাংলাদেশের ডাক বিভাগ	১৬৮	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)	১৭৬
বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা	১৬৯	পুলিশ	১৭৬
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ		র‍্যাব	১৭৬
		বাংলাদেশের স্পেশাল বাহিনী	১৭৭
		বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা সংস্থা	১৭৭
		প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা	১৭৭

জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের নির্বাহী		বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও জনতাত্ত্বিক	
কমিটি (একনেক)	১৭৭	সূচক ২০১৫	১৮৪
বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি	১৭৭	শ্রম জরিপ- ২০১৫	১৮৪
বাংলা একাডেমি	১৭৮	আর্থিক পরিসংখ্যা	১৮৫
বাংলাদেশ শিশু একাডেমি	১৭৮	অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৬ অনুসারে	
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট	১৭৮	জনসংখ্যা জরিপ-	১৮৫
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি	১৭৮	নারী বিষয়ক তথ্যাবলি	১৮৫
বারডেম	১৭৮	শিশু বিষয়ক তথ্যাবলি	১৮৬
আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র		জনসংখ্যা	১৮৬
(ICDDR)	১৭৯	আন্তর্জাতিক	
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১৭৯	পৃথিবী পরিচিতি	১৮৭
লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১৭৯	হ্রদ	১৮৮
NIPORT	১৭৯	সাগর ও উপ-সাগরের তীরবর্তী রাষ্ট্রসমূহ	১৮৯
NAPE	১৭৯	বিভিন্ন সাগর ও উপ-সাগরের অবস্থান	১৮৯
FBCCI	১৭৯	বিশ্বের প্রধান প্রধান সমুদ্রবন্দরসমূহ	১৮৯
নায়েম	১৮০	পৃথিবীর বিখ্যাত খালসমূহ	১৯০
ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	১৮০	অন্তরীপসমূহ	১৯১
বিবিধ	১৮০	জলপ্রপাত	১৯১
বিভিন্ন কমিশন	১৮০	প্রণালী	১৯১
অর্থনীতি	১৮০	বিশ্বের প্রণালীসমূহ	১৯২
বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম	১৮১	নদনদী	১৯২
রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা	১৮১	বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ নদ নদীসমূহ	১৯৩
সরকারি ইপিজেড	১৮১	নদী তীরবর্তী শহরসমূহ	১৯৪
বেসরকারি ইপিজেড	১৮২	উল্লেখযোগ্য দ্বীপ	১৯৫
উন্নয়ন পরিকল্পনা	১৮২	নিরোদপূর্ণ দ্বীপসমূহ	১৯৫
বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা সমূহ	১৮২	নিশেষ দর্ম অধ্যুষিত দ্বীপ ও এলাকা	১৯৬
বৈদেশিক সাহায্য	১৮২	সামারিক দ্বীপের দ্বীপ	১৯৬
বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৬	১৮২	উপদ্বীপ	১৯৭
রেমিট্যান্স	১৮৩	পাহাড়-পর্বত	১৯৭
বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানী	১৮৩	মহাদেশ ভিত্তিক সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গসমূহ	১৯৯
এক নজরে জাতীয় বাজেট: ২০১৫-২০১৬	১৮৪	অন্যান্য সর্বোচ্চ শৃঙ্গসমূহ	১৯৯
কর	১৮৪	গরিপথ	২০০
অর্থ বছর	১৮৪	মরুভূমিসমূহ	২০০

মালভূমি	২০০	রাজধানী	২২৩
সমভূমি	২০১	বিশ্ব ভূ-রাজনীতি	২২৬
পৃথিবীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গঠন	২০১	ফিলিস্তিন	২২৬
শিলা ও খনিজ	২০২	ইসরায়েল	২২৬
ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন	২০৩	সিঙ্গাপুর	২২৭
ভূমিকম্প, সুনামি, আগ্নেয়গিরি	২০৩	ইরাক	২২৭
ব-দ্বীপ	২০৩	ইরান	২২৮
বায়ুমন্ডল	২০৪	ইয়েমান	২২৮
আবহওয়া ও জলবায়ু	২০৫	চীন	২২৯
অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা রেখা	২০৮	উত্তর কোরিয়া	২৩০
মহাবিশ্ব ও আমাদের পৃথিবী	২১০	দক্ষিণ কোরিয়া	২৩০
সৌরজগৎ	২১২	শ্রীলংকা	২৩০
সূর্য	২১২	ভারত	২৩১
সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ	২১২	নেপাল	২৩২
মহাকাশ গবেষণা সংস্থা	২১২	মিয়ানমার	২৩৩
মহাকাশ অভিযান	২১২	অং সান সুচি	২৩৪
বিগ ব্যাংক Theory	২১৩	পাকিস্তান	২৩৪
পৃথিবীর অঞ্চল পরিচিতি	২১৩	মালদ্বীপ	২৩৪
বিশ্বের স্থল বেষ্টিত দেশসমূহ তথা		ভুটান	২৩৫
সমুদ্র বন্দরহীন দেশ সমূহ	২১৪	ফিলিপাইন	২৩৫
বিশ্বের বিখ্যাত সীমারেখা	২১৪	আফগানিস্তান	২৩৫
ভৌগোলিক উপনাম	২১৫	ইন্দোনেশিয়া	২৩৫
বিভিন্ন দেশের নতুন ও পুরাতন নাম	২১৬	মালয়শিয়া	২৩৬
বিভিন্ন দেশের জাতীয় প্রতীক	২১৭	জাপান	২৩৬
উপনিবেশক দেশ: এশিয়া	২১৮	তাইওয়ান	২৩৬
উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা	২১৮	ওমান	২৩৭
আফ্রিকা মহাদেশ	২১৯	লেবানন	২৩৭
ইউরোপ মহাদেশ	২১৯	সৌদি আরব	২৩৭
ওশেনিয়া	২১৯	সিরিয়া	২৩৭
বিখ্যাত ব্যক্তিদের উপাধি	২২০	কম্বোডিয়া	২৩৭
বিভিন্ন দেশের মুদ্রা	২২১	থাইল্যান্ড	২৩৭
বিভিন্ন দেশের ভাষা	২২২	ভিয়েতনাম	২৩৭
আইনসভা	২২২	তুরস্ক	২৩৮

BCS সংক্ষিপ্ত সাধারণ জ্ঞান

ইনোসিস	২৩৮	WHO	২৫৫
পূর্বতিমুর	২৩৮	UNESCO	২৫৫
ইউরোপ:		FAO	২৫৫
যুক্তরাজ্য	২৩৮	WTO	২৫৫
জার্মানি	২৪০	IMF	২৫৬
রাশিয়া	২৪০	World Bank	২৫৬
ফ্রান্স	২৪১	UPU	২৫৬
ইতালী	২৪১	ITU	২৫৭
আফ্রিকা:		IFAD	২৫৭
দক্ষিণ আফ্রিকা	২৪৩	WMO	২৫৭
মিশর	২৪৩	LAEA	২৫৭
উত্তর আমেরিক:		WIPO	২৫৭
যুক্তরাষ্ট্র	২৪৫	জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থা সমূহ	২৫৭
বিবিধ	২৪৫	UNICEF	২৫৭
মধ্য আমেরিকা		UNDP	২৫৮
কিউবা	২৪৮	UNCTAD	২৫৮
দক্ষিণ আমেরিকা	২৪৯	UNEP	২৫৮
আন্তর্জাতিক জোট ও সংগঠন সমূহ	২৫০	IPCC	২৫৮
জাতিপুঞ্জ	২৫০	রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক সংস্থা সমূহ	২৫৮
জাতিসংঘ	২৫০	কমনওয়েলথ অব নেশনস	২৫৮
জাতিসংঘ পরিচিতি	২৫১	NAM	২৫৯
সাধারণ পরিষদ	২৫১	ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (OIC)	২৬০
নিরাপত্তা পরিষদ	২৫২	আরব লীগ (League of Arab States)	২৬০
অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ	২৫২	সার্ক (SAARC)	২৬১
আন্তর্জাতিক আদালত	২৫২	আফ্রিকান ইউনিয়ন (AU)	২৬২
সচিবালয়	২৫৩	ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)	২৬২
জাতিসংঘের মহাসচিব বৃন্দ	২৫৩	আসিয়ান (ASEAN)	২৬৩
অছি পরিষদ	২৫৩	BIMSTEC	২৬৩
বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ	২৫৪	সিরডাপ (CIRDAP)	২৬৩
জাতিসংঘ ও এর সংস্থা কর্তৃক শান্তিতে		GCC	২৬৩
নোবেল পুরস্কার লাভ	২৫৪	G-77	২৬৪
জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থা সমূহ	২৫৪		
ILO	২৫৪		

ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (IDB)	২৬৪	NAFTA	২৬৯
এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB)	২৬৪	ফ্রিডম হাউজ	২৬৯
AIIB	২৬৪	ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল	২৭০
ECO	২৬৪	উইকিলিস	২৭০
ACU	২৬৪	SDG	২৭০
OPEC	২৬৫	MDG	২৭০
APEC	২৬৫	আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ	২৭০
NAFTA	২৬৫	বিভিন্ন দেশের গোয়েন্দা সংস্থা	২৭১
BRICS	২৬৫	বিভিন্ন দেশের গেরিলা সংস্থা	২৭২
G-7	২৬৬	বোকো হারাম	২৭৩
G-20	২৬৬	I.S:	২৭৩
D-8	২৬৬	PKK (Party Karkerani	
BENLUX	২৬৬	Kurdistan)	২৭৩
ANZUS	২৬৬	বিশ্বের উল্লেখযোগ্য চুক্তিসমূহ	২৭৪
NATO	২৬৭	ভূমির বিনিময়ে শান্তি চুক্তি বা উইরিভার	
Interpol	২৬৭	চুক্তি	২৭৫
আরবিস ইন্টারন্যাশ	২৬৭	পিএলও- ইসরায়েল স্বায়ত্বশাসন চুক্তি	২৭৫
কেয়ার	২৬৭	জেনেভা চুক্তি ও প্যারিস শান্তি চুক্তি	২৭৫
ICC	২৬৭	জেনেভা কনভেনশন	২৭৫
আন্তর্জাতিক সেবা সংস্থা	২৬৮	মানবাধিকার চুক্তি	২৭৫
অ্যামেনিস্টি ইন্টারন্যাশনাল	২৬৮	তাসখন্দ চুক্তি	২৭৬
রোটারি ইন্টারন্যাশনাল	২৬৮	সিমলা চুক্তি	২৭৬
বয়েজ স্কাউটস	২৬৯	ডেটন চুক্তি	২৭৬
লায়ন্স ক্লাব	২৬৯	রোম চুক্তি ও ম্যাসট্রিচট চুক্তি	২৭৬
গ্রীণ পিস	২৬৯	NPT চুক্তি	২৭৬
ওয়াশ্ব ওয়াচ	২৬৯	CTBT চুক্তি	২৭৬
LDC	২৬৯	হুলাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তি বা অটোয়া চুক্তি	২৭৬
OAS (Organization of		আলজিয়ার্স চুক্তি	২৭৭
American Countries)	২৬৯	কিয়োটো প্রটোকল	২৭৭
SCO	২৬৯	কার্টগোনা প্রটোকল	২৭৭
COMECON	২৬৯	ম্যাগনাকার্টা	২৭৭
COMESA	২৬৯	ইতিহাসের স্মরণীয় যুদ্ধসমূহ	২৭৭
		কলিঙ্গের যুদ্ধ	২৭৭

BCS সংক্ষিপ্ত সাধারণ জ্ঞান

মহানবী (স:) এর আমলের উল্লেখযোগ্য		অপারেশন বিজয়	২৮৪
যুদ্ধসমূহ	২৭৭	ইরাক সম্পর্কিত অপারেশনসমূহ	২৮৪
তরাইনের যুদ্ধসমূহ	২৭৮	আফগানিস্তান সম্পর্কিত অপারেশনসমূহ	২৮৪
পানি পথের যুদ্ধসমূহ	২৭৮	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরিচালিত	
যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা যুদ্ধ	২৭৮	অপারেশনসমূহ	২৮৫
ওয়াটার লু যুদ্ধ	২৭৯	বিভিন্ন স্থানের নাম করণের উৎস	২৮৫
ট্রাফালগার যুদ্ধ	২৭৯	বিশ্বের সপ্তচর্য	২৮৬
ক্রিমিয়ার যুদ্ধ	২৭৯	বিশ্বের প্রাকৃতিক সপ্তাচর্য	২৮৭
আমেরিকার গৃহযুদ্ধ	২৭৯	পারমানবিক তথ্য	২৮৭
প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধ	২৭৯	কয়েকটি আন্তর্জাতিক রুট	২৮৮
কোরিয়া যুদ্ধ	২৭৯	বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিমান সংস্থা	২৮৮
ভিয়েতনাম যুদ্ধ	২৭৯	বিশ্বের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	২৮৯
আরব-ইসরায়েল যুদ্ধসমূহ	২৭৯	বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংবাদ সংস্থা	২৮৯
ইরাক-ইরান যুদ্ধ	২৮০	বিভিন্ন দেশের প্রধান সংবাদপত্র	২৯০
ইরাক-কুয়েত যুদ্ধ বা প্রথম		ইন্টারনেট	২৯০
উপসাগরীয় যুদ্ধ	২৮০	বিশ্বের সামরিক তথ্য	২৯০
ফকল্যান্ড যুদ্ধ	২৮১	বিশ্বের কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহ	২৯১
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ	২৮১	কৃষিজ কাজ	২৯২
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ	২৮১	খনিজ সম্পদ	২৯৩
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্র বাহিনীর		শিল্প সম্পদ	২৯৩
নেতৃবৃন্দ	২৮২	মোটর গাড়ি নির্মাতা দেশ	২৯৩
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অক্ষশক্তির		মেসোপটোমিয়া সভ্যতা	২৯৪
নেতৃবৃন্দ	২৮২	প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা	২৯৪
বিপ্লব সমূহ	২৮২	সিন্ধু সভ্যতা	২৯৫
বাংলাদেশ সম্পর্কিত অপারেশন সমূহ	২৮৩	ফিনিশীয় সভ্যতা	২৯৫
অপারেশন সার্চ লাইট	২৮৩	পারস্য সভ্যতা	২৯৫
অপারেশন জ্যাকপট	২৮৩	রোমান সভ্যতা	২৯৬
অপারেশন ক্রোজডোর	২৮৪	ইনকা সভ্যতা	২৯৬
অপারেশন মান্না	২৮৪	আদিবাসী গোষ্ঠী	২৯৬
অপারেশন সি এঞ্জেলস	২৮৪	আদি মানব	২৯৭
অপারেশন স্ট্রাইকিং ফোর্স	২৮৪	ইসলাম ধর্ম	২৯৭
অপারেশন ক্রিনহাট	২৮৪	হিন্দু ধর্ম	২৯৮
অপারেশন ব্লু স্টার	২৮৪	জৈনধর্ম	২৯৮

বৌদ্ধধর্ম	২৯৮	বিবিধ পুরস্কার	৩০৩
খ্রিষ্টধর্ম	২৯৮	খেলাধুলা	৩০৪
বিশ্বের প্রধান ধর্ম, প্রবর্তক, ধর্মগ্রন্থ ও		আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)	৩০৪
পবিত্র স্থান	২৯৮	টেস্ট ক্রিকেট	৩০৪
পুরস্কার	২৯৯	ওয়ানডে ক্রিকেট	৩০৫
নোবেল পুরস্কার	২৯৯	একাদশ বিশ্বকাপ ক্রিকেট ২০১৫	৩০৭
নোবেল পুরস্কার ঘোষনা	২৯৯	ওয়ানডে বিশ্বকাপ ক্রিকেট সমাচার	৩০৭
প্রথম নোবেল পুরস্কার বিজয়ী	২৯৯	আইসিসি এ্যাওয়ার্ড বা ক্রিকেটের	
উপমহাদেশের নোবেলজয়ী ব্যাক্তিত্ব	৩০০	অস্কার	৩০৭
বিভিন্ন ক্ষেত্রে নোবেলজয়ী প্রথম নারী	৩০০	এশিয়া কাপ-২০১৬	৩০৭
নোবেলজয়ী মুসলিম মনীষী	৩০১	অনুর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ	৩০৮
মরণোত্তর নোবেল পুরস্কার বিজয়ী	৩০১	টি-২০ ক্রিকেট-২০১৬	৩০৮
নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান	৩০১	ফুটবল	৩০৮
নোবেল প্রাইজের বিজয়ের বিশেষ তথ্য	৩০১	ফিফা বিশ্বকাপ	৩০৮
নোবেল পুরস্কার- ২০১৬	৩০২	লন টেনিস	৩১০
ম্যাগসেসে পুরস্কার	৩০২	জাতীয় খেলা	৩১০
ম্যানবুকার পুরস্কার	৩০২	অলিম্পিক	৩১০
একাডেমি পুরস্কার	৩০৩	এস এ গেমস ২০১৬	৩১১
৮৯তম অস্কার বা একাডেমি এ্যাওয়ার্ড	৩০৩	বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্ট-২০১৬	৩১১
পুলিৎজার পুরস্কার	৩০৩		

বাঙালী জাতির উৎপত্তি

সমগ্র বাঙালি জনগোষ্ঠীকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- প্রাক, আর্য বা অনার্য জনগোষ্ঠী এবং আর্য জনগোষ্ঠী এবং আর্য জনগোষ্ঠী আর্যপূর্ব জনগোষ্ঠী মূলত নেত্রিটো, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোটচীনীয় এই চারটি শাখায় বিভক্ত ছিল বলে মনে করা হয়। কেউ কেউ তাদের ‘নিষাদ জাতি’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ইন্দোচীন থেকে আসাম হয়ে বাংলায় প্রবেশ করে অস্ট্রিক জাতি নেত্রিটোদের উৎখাত করে। অস্ট্রিক জাতির সমকালে দ্রাবিড় জাতি এদেশে আসে এবং সভ্যতায় উন্নত বলে তাঁরা অস্ট্রিক জাতিকে গ্রাস করে। অস্ট্রিক-দ্রাবিড় জাতির সাথে মঙ্গোলীয় বা ভোটচীনীয় জাতির সংমিশ্রণ ঘটে। গারো, ত্রিপুরা, চাকমা ইত্যাদি মঙ্গোলয়েড। অস্ট্রিক দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর মিশ্রণে যে জাতির প্রবাহ চলছিল, তার সাথে আর্য জাতি এসে যুক্ত হয়ে গড়ে তুলেছে বাঙালি জাতি। আর্যদের আদিনিবাস ছিল ইউরাল পর্বতের দক্ষিণে বর্তমান মধ্য এশিয়া-ইরানে। আর্যরা সনাতনী ধর্মালম্বী ছিল। তাদের ধর্মগ্রন্থের নাম ছিল বেদ। নৃতাত্ত্বিকভাবে বাংলাদেশের মানুষ প্রধানত আদি-অস্ট্রেলিয় নরগোষ্ঠীভুক্ত।

প্রাচীন বাংলার জনপদ

প্রাচীন যুগে বাংলা (বর্তমানের বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ) এখনকার বাংলাদেশের মতো কোনো একক ও অখণ্ড রাষ্ট্র বা রাজ্য ছিল না। বাংলার বিভিন্ন অংশ তখন অনেকগুলো ছোট ছোট অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। আর প্রতিটি অঞ্চলের শাসক যার যার মত শাসন করতেন। বাংলার এ অঞ্চলগুলোকে তখন সমষ্টিগতভাবে নাম দেওয়া হয় জনপদ।

প্রাচীন জনপদ	বর্তমান অবস্থা
পুণ্ড্র	বৃহত্তর বগুড়া (মহাস্থানগড়), রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চল।
বরেন্দ্র	রাজশাহী বিভাগের উত্তর-পশ্চিমাংশ, বগুড়ার পশ্চিমাংশ, রংপুর ও দিনাজপুরের কিছু অংশ।
বঙ্গ	বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, ফরিদপুর, বরিশাল ও পটুয়াখালি অঞ্চল।
সমতট	বৃহত্তর কুমিল্লা ও বৃহত্তর নোয়াখালী অঞ্চল
চন্দ্রদ্বীপ	বরিশাল, পটুয়াখালি, বাগেরহাট, খুলনা ও গোপালগঞ্জ
গৌড়	মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ
শ্রীহট্ট	সিলেট অঞ্চল
হরিকেল	পার্বত্য সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল
তাম্রলিপি	হরিকেলের উত্তরে বর্তমান মেদেনীপুর জেলার তমলুকই ছিল তাম্রলিপির প্রাণকেন্দ্র।
রাঢ়	বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলার দক্ষিণ অংশে ছিল রাঢ়ের অবস্থান। রাঢ়ের আরেক নাম ছিল সুক্ষ।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- জনপদগুলোর মধ্যে প্রাচীনতম হল পুণ্ড্র।
- ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে সর্বপ্রথম ‘বঙ্গ’ শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়।
- মোগল সম্রাট আকবরের সভাকবি আবুল ফজল তাঁর ‘আইন-ই-আকবরী’ গ্রন্থে সর্বপ্রথম দেশ বাচক বাংলা শব্দ ব্যবহার করেন। তিনি ‘বাংলা’ নামের উৎপত্তি সম্পর্কে দেখিয়েছেন যে, এদেশের প্রাচীন নাম ‘বঙ্গ’ এর সাথে বাধ বা জমির সীমানা সূচক ‘আল’ প্রত্যয়যোগে ‘বাংলা’ শব্দ গঠিত হয়।
- প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম হলো কলহনের লেখা ‘রাজতরঙ্গিনী’। মৌর্য আমল থেকে শুরু করে পরবর্তী অনেক ঘটনা বিশেষ করে কাশ্মীরের রাজাদের কাহিনি বিস্তারিত বর্ণনা লেখক এই গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।
- পাণিনির গ্রন্থে সর্বপ্রথম ‘গৌড়ের’ উল্লেখ পাওয়া যায়।
- কালিদাসের গ্রন্থে ‘বঙ্গ’ জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়।
- প্রাচীন শিলালিপিতে ‘বিক্রমপুর’ ও ‘নাব্য’ নামে বঙ্গের দুটি অঞ্চলের নাম পাওয়া যায়। বর্তমান ফরিদপুর, বরিশাল ও পটুয়াখালীর নিম্ন জলাভূমি ছিল ‘নাব্যের’ অন্তর্ভুক্ত।
- পুণ্ড্রদের রাজধানীর নাম ছিল পুণ্ড্রনগর। পরবর্তীকালে এই পুণ্ড্রনগরই মহাস্থানগড় (পুণ্ড্রবর্ধনের রাজধানী) নাম ধারণ করে। ১৮৭৯ সালে প্রাচীন ‘পুণ্ড্রবর্ধন’ রাজ্যের ঐতিহাসিক নিদর্শণ আবিষ্কার করেন ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ আলেক জাভার কানিংহাম।
- সমতটের রাজধানী ছিল ‘বড় কামতা’

আলেকজান্ডার

আলেকজান্ডার জাতিতে ছিলেন আর্য গ্রীক। তিনি ছিলেন ম্যাসিডনিয়ার রাজা ফিলিপসের পুত্র। বাল্যকালে তিনি প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটলের নিকট গৃহশিক্ষা লাভ করেন। খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৫ খ্রিস্টাব্দে ফিলিপসের মৃত্যু হলে আলেকজান্ডার ম্যাসিডনিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। আলেকজান্ডার খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৫ অব্দে ব্যাবিলনে তাঁর মৃত্যু হয়। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য উপমহাদেশে গ্রীক প্রাধান্যের অবসান ঘটান। সক্রোটসের ছাত্র ছিলেন প্লেটো, প্লেটোর ছাত্র ছিলেন এরিস্টটল এবং এরিস্টটলের ছাত্র ছিলেন আলেকজান্ডার।

বাংলায় মৌর্য যুগ

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম সাম্রাজ্যের নাম মৌর্য সাম্রাজ্য। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য খ্রিস্টপূর্ব ৩২১ অব্দে মগধের সিংহাসনে আরোহণের মাধ্যমে ভারতে মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ভারতের প্রথম সম্রাট, পাটালিপুত্র ছিল তাঁর রাজধানী। চাণক্য ছিলেন তাঁর প্রধানমন্ত্রী। চাণক্যের ছদ্মনাম ছিল কোটিল্য, যা তিনি তাঁর বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থ ‘অর্থশাস্ত্র’ তে গ্রহণ করেছেন। তিনি আলেকজান্ডারের সেনাপতি সেলিউকসকে পরাজিত করে উপমহাদেশ হতে গ্রীকদের বিতাড়িত করেন।

মৌর্য বংশের তৃতীয় সম্রাট ছিলেন অশোক। মহাস্থানগড়ে সম্রাট অশোকের একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। ‘কলিঙ্গের যুদ্ধ’ সম্রাট অশোকের জীবনে ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যুদ্ধে কলিঙ্গরাজ সম্পূর্ণ পরাজিত হন এবং প্রায় এক লক্ষ লোক নিহত হয়। কলিঙ্গ যুদ্ধের রক্তশোভের ভয়াবহতা অশোকের মনে গভীর বেদনার রেখাপাত করে। তখন কৃতকর্মের অনুশোচনায় অশোক বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর শাসনামলে বৌদ্ধধর্ম রাজধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি পায়। তাঁর চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম বিশ্বধর্মের মর্যাদা পায়। এজন্য তাকে বৌদ্ধধর্মের ‘কনস্ট্যানটাইন’ বলা হয়।

বাংলায় গুপ্তযুগ

গুপ্ত যুগকে প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের স্বর্ণযুগ বলা হয়। ভারতে গুপ্ত বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রথম চন্দ্রগুপ্ত।

চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর সমুদ্রগুপ্ত পাটালিপুত্রের (পাটনা) সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তাঁকে প্রাচীন ভারতের ‘নেপোলিয়ন’ বলা হয়। তাঁর আমলে সমতট ছাড়া বাংলার অন্যান্য জনপদ গুপ্ত সম্রাজ্যের অধীনে ছিল। গুপ্ত অধিকৃত বাংলার রাজধানী ছিল পুণ্ড্রনগর।

সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পাটালিপুত্রের সিংহাসনে বসেন। তাঁর উপাধি ছিল ‘বিক্রমাদিত্য’। অনেক প্রতিভাবান ও গুণী ব্যক্তি তাঁর দরবারে সমবেত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রধান নয়জনকে ‘নবরত্ন’ বলা হত। তাঁর সভায় আর্যভট্ট ও বরাহমিহির ছিলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী। আর্যভট্ট অন্য সবার আগে পৃথিবীর আক্ষিক ও বার্ষিক গতি নির্ণয় করেন। আর্যভট্টের গ্রন্থের নাম ছিল ‘আর্য সিদ্ধান্ত’। বরাহমিহির ছিলেন একজন জ্যোতির্বিদ। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম ‘বৃহৎ সंहিতা’। ৬ষ্ঠ শতকের প্রথম দিকে ভারতে বিশাল গুপ্ত সম্রাজ্যের পতন ঘটে। মধ্য এশিয়ার দুর্বল যাযাবর জাতি হুনদের আক্রমণে গুপ্ত সম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

গুপ্ত পরবর্তী যুগ

গুপ্ত বংশের পতনের পর বাংলায় দুটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। এর একটি ছিল প্রাচীন ‘বঙ্গ রাজ্য’ এবং দ্বিতীয়টির নাম ছিল ‘গৌড়’। প্রাচীনকালে রাজারা তামার পাতে খুদাই করে বিভিন্ন ঘোষণা বা নির্দেশ দিতেন। এগুলোকে তাম্রশাসন বলা হত। স্বাধীন বঙ্গরাজ্য আমলের এ রকম সাতটি তাম্র লিপি পাওয়া গেছে।

গুপ্ত রাজাদের অধীনে বড় কোন অঞ্চলের শাসকত্বকে বলা হত ‘মহাসামন্ত’। শশাঙ্ক ছিলেন গুপ্ত রাজা মহাসেন গুপ্তের একজন মহাসামন্ত ছিলেন। শশাঙ্ক গৌড়ের রাজা হয়েছিলেন ৬০৬ সালের কিছু আগে। তিনি প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোকে ‘গৌড়’ নামে একত্রিত করেন। শশাঙ্কের উপাধি ছিল রাজাধিরাজ। তিনি ছিলেন বাংলার প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা। শশাঙ্ক রাজধানী স্থাপন করেন কর্ণসুবর্ণে। এটি ছিল বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায়।

হর্ষবর্ধন পুণ্ড্রভট্ট বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তাঁর সময় কনৌজ ছিল এদেশের রাজধানী। তাঁর সময়ের বিখ্যাত সাক্ষ্যদাতা ছিলেন বানভট্ট। বানভট্টের বিখ্যাত গ্রন্থ হলো ‘হর্ষচরিত’।

পাল বংশের রাজনৈতিক ইতিহাস

শশাঙ্কের পর দীর্ঘদিন বাংলায় কোন যোগ্য শাসক ছিল না। সামন্ত রাজারা প্রত্যেকেই বাংলার রাজা হওয়ার কল্পনায় অস্ত্র নিয়ে ঝাপিয়ে পড়তে থাকেন। এ অরাজকতাপূর্ণ সময়কে (৭ম-৮ম শতক) পাল তাম্র শাসনে ‘মাৎসোন্ধ্যায়’ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পুকুরে বড় মাছগুলো শক্তির দাপটে ছোট মাছ ধরে ধরে খেয়ে ফেলার বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে বলে ‘মাৎসোন্ধ্যায়’। বাংলার সবল অধিপতিরা এমনি করে ছোট ছোট অঞ্চল গুলোকে গ্রাস করেছিল।

৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলার অরাজক পরিস্থিতির অবসান ঘটে পাল রাজত্বের উত্থানের মধ্য দিয়ে। পাল বংশের প্রথম রাজা ছিলেন গোপাল। বাংলায় প্রথম বংশানুক্রমিক শাসন শুরু হয় পাল বংশের রাজত্ব কালের মধ্য দিয়ে। পাল বংশের রাজারা একটানা চারশত বছর এদেশ শাসন করেছিলেন। এত দীর্ঘ সময় আর কোন রাজবংশ এদেশ শাসন করেনি। পাল বংশের রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।

পাল রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন গোপালের পুত্র ধর্মপাল। তার যুগে তিনটি রাজবংশ প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার করতে। একটি বাংলার পাল বংশ, অন্যটি রাজপুতানার গুর্জর প্রতীভার বংশ এবং তৃতীয়টি দক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশ। ইতিহাসে এ যুদ্ধ ‘ত্রিশক্তির সংঘর্ষ’ নামে পরিচিত। নওগাঁর পাহাড়পুরে অবস্থিত ‘সোমপুর বিহার’ নির্মাণ করেন ধর্মপাল।

পাল-আমলে রাজা মহীপাল দেবের সময়ে তালপাতায় অংকিত নালন্দা মহাবিহারের ‘বৌদ্ধ-অনুচিত্র’ বাংলার প্রাচীনতম চিত্রকলার নিদর্শন।

‘বরেন্দ্র বিদ্রোহ’ সংঘটিত হয়েছিল পাল রাজা দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে। এ বিদ্রোহের ফলে দ্বিতীয় মহীপালের মৃত্যু ঘটে।

পাল বংশের সর্বশেষ রাজা ছিলেন রামপাল। সন্ধ্যাকর নন্দীর ‘রামচরিতম’ গ্রন্থ থেকে রামপালের রাজত্ব সম্পর্কে জানা যায়। দিনাজপুর শহরের নিকট যে ‘রামসাগর’ রয়েছে তা রামপালের কীর্তি।

সেন রাজাদের ইতিহাস

বাংলায় সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সামন্ত সেন। তিনি রাজ্য প্রতিষ্ঠা না করায় সেন বংশের প্রথম রাজার মর্যাদা দেওয়া হয় তার পুত্র হেমন্ত সেনকে।

সেন বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন বিজয় সেন।

বল্লাল সেন বাংলায় কৌলিণ্য প্রথার প্রবর্তনকারী হিসেবে পরিচিত।

১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজি লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে নদীয়া দখল করেন। লক্ষণ সেনের পরাজয়ের মধ্যদিয়ে বাংলায় সেন শাসনের অবসান হয়। লক্ষণ সেন ছিলেন সেন বংশের শেষ রাজা। সেন বংশের রাজারা ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী। সেন যুগের অবসানের মধ্যদিয়ে বাংলায় হিন্দু রাজাদের শাসনের অবসান ঘটে।

উপমহাদেশে ইসলামের আবির্ভাব

উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের রাজত্বকালে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ সমূহের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি ৭১২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জামাতা মোহাম্মদ বিন কাসিমকে সিন্ধু রাজা দাহিরের বিরুদ্ধে অভিযানে প্রেরণ করেন। যুদ্ধে দাহির শোচনীয়ভাবে পরাজিত এবং নিহত হন। মোহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের ফলে উপমহাদেশের ইসলামের আবির্ভাব ঘটে।

মোহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের প্রায় ৩০০ বছর পর গজনির সুলতান মাহমুদ ১০০০-১০২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উপমহাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে ১৭ বার অভিযান পরিচালনা করেন।

ময়েজউদ্দিন মোহাম্মদ বিন সামস ইতিহাসে শিহাবউদ্দিন মোহাম্মদ ঘুরী নামে পরিচিত। কোনো কোনো ঐতিহাসিক ঘুরীদের পারসিক জাতি বলে অভিহিত করলেও ঐতিহাসিক লেনপুল তাদের আফগান জাতির বংশধর বলে অভিহিত করেছেন। গজনিতে ঘুর সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলে মোহাম্মদ ঘুরী উপমহাদেশে তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। ১১৯১ খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ ঘুরী পৃথ্বিরাজ চৌহানের বিরুদ্ধে প্রথম তরাইনের যুদ্ধ পরিচালনা করেন। কিন্তু এই যুদ্ধে ঘুরী শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও আহত হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। পরের বছর ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে তিনি আবার পৃথ্বিরাজ চৌহানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং যুদ্ধে জয়লাভ করেন। পৃথ্বিরাজ চৌহান এ যুদ্ধে নিহত হন ফলে উপমহাদেশে বা ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। মোহাম্মদ ঘুরী উপমহাদেশের শাসনভার তার সুযোগ্য সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবেকের উপর ন্যস্ত করে গজনি প্রত্যাবর্তন করেন।

দিল্লী সালতানাত

দাস বংশ:

কুতুবুদ্দিন আইবেক ছিলেন মোহাম্মদ ঘুরীর একজন কৃতদাস। পরবর্তীতে তিনি ঘুরীর সেনাপতি হন। তিনি মোহাম্মদ ঘুরীর অনুমতিক্রমে ভারত বিজয়ের পর দিল্লীতে মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন। উপমহাদেশের স্থায়ী মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা কুতুবুদ্দিন আইবেক। তাঁকে দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতাও বলা হয়। কুতুবুদ্দিন আইবেক ছিলেন তুর্কিস্তানের অধিবাসী। এজন্য কুতুবুদ্দিন আইবেক ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের শাসনামলকে প্রাথমিক যুগের তুর্কি শাসন বলেও চিহ্নিত করা হয়। দানশীলতার জন্য তাঁকে ‘লাখবল্প’ বলা হত। দিল্লীর কুতুবমিনারের নির্মাণ কাজ তাঁর শাসনামলেই শুরু হয়। তিনি মিনারটির নির্মাণকাজ শেষ করতে পারেননি। দিল্লীর বিখ্যাত সাধক কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকীর নামানুসারে এই মিনারের নাম রাখা হয় কুতুবমিনার।

কুতুবুদ্দিন আইবেকের জামাতা ছিলেন ঐশ্বর্যভ্রামশ। তিনি ছিলেন প্রাথমিক যুগে তুর্কি সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাকে দিল্লী সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। ভারতে মুসলমান

শাসকদের মধ্যে তিনি প্রথম মুদ্রা প্রচলন করেন। তিনি কুতুবমিনারের নির্মাণকাজ সমাপ্ত করেন। ইলতুতমিশের কন্যা সুলতানা রাজিয়া ছিলেন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহনকারী প্রথম মুসলমান নারী। সুলতান নাছির উদ্দিন মাহমুদ সরল ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপনের জন্য ‘ফকির বাদশাহ’ নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি কুরআন নকল ও টুপি সেলাই করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বিদ্যোৎসাহী ও গুণীজনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ‘ভারতের তোতা পাখি’ নামে পরিচিত আমির খসরু ছিলেন তাঁর সভাকবি।

খিলজী বংশ:

আলাউদ্দিন খিলজী ১২৯৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন। পর্যটক ইবনে বতুতা আলাউদ্দিন খলজীকে দিল্লীর শ্রেষ্ঠ সুলতান বলে অভিহিত করেছেন। তিনি প্রথম মুসলমান শাসক হিসেবে দক্ষিণ ভারত জয় করেন। তাঁর সেনাপতি মালিক কাফুর ১৩০৬ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম দাক্ষিণাত্য জয় করেন। আলাউদ্দিন খলজী মূল্য ও বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

তুঘলক বংশ:

মোহাম্মদ বিন তুঘলক ১৩২৫ সালে সিংহাসনে আরোহন করেন। মোহাম্মদ বিন তুঘলক রাজ্য শাসনের প্রত্যক্ষ অসুবিধা দূর করার জন্য সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় রাজধানী দিল্লী থেকে দেবগিরিতে স্থানান্তর করেন। তিনি সোনা ও রূপার মুদ্রার পরিবর্তে প্রতীকী তামার মুদ্রার প্রচলন করে মুদ্রা মান নির্ধারণ করে দেন। প্রতীক মুদ্রা জাল না হওয়ার জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন তা সে যুগে ছিল না। ফলে ব্যাপকভাবে মুদ্রা জাল হতে থাকে। এ জন্য সুলতানকে এ পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হয়।

তুঘলক বংশের শেষ সুলতান ছিলেন মাহমুদ শাহ। বিখ্যাত তুর্কি বীর তৈমুর ছিলেন মধ্য এশিয়ার সমরকন্দের অধিপতি। শৈশবে তাঁর একটি পা খোঁড়া হয়ে যায় বলে তিনি তৈমুর লঙ নামে অভিহিত। ১৩৯৮ সালের তৈমুর ভারত আক্রমণ করেন। তৈমুরকে বাঁধা দেওয়ার ক্ষমতা মাহমুদ শাহের ছিলনা। তিনি বিনা বাধায় দিল্লীতে প্রবেশ করেন। প্রায় তিন মাস ধরে অবাধে হত্যা ও লুণ্ঠনের পর তিনি বিপুল সম্পদ নিয়ে ফিরে যান।

খান জাহান আলী

খান জাহান আলী ছিলেন একজন মুসলিম ধর্মপ্রচারক এবং বাংলাদেশের বাগেরহাটের একজন স্থানীয় শাসক। তিনি রাজা গণেশকে পরাজিত করে বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ইসলামের পতাকা উড়ান। তিনি বাগেরহাট জেলায় অবস্থিত বিখ্যাত ‘ষাটগম্বুজ মসজিদ’ নির্মান করেন। মসজিদের নাম ষাটগম্বুজ হলেও মসজিদে গম্বুজের সংখ্যা মোট ৮১টি। মসজিদের ভিতরে ষাটটি স্তম্ভ বা পিলার আছে। মসজিদের চার কোণায় চারটি মিনার আছে। এটি বাংলাদেশের মধ্যযুগের সবচেয়ে বড় মসজিদ। ১৯৮৩ সালে ইউনেস্কো থেকে বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করে।

লোদী বংশ:

১৫২৬ সালে পানি পথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের নিকট দিল্লীর লোদী বংশের সর্বশেষ সুলতান ইব্রাহীম লোদীর পরাজয়ের মাধ্যমে দিল্লী সালতানাতের পতন ঘটে।

মোগল সাম্রাজ্য

জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবর ১৫২৬ সালে ইব্রাহিম লোদীকে প্রথম পানিপথের যুদ্ধে পরাজিত করে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

পানিপথ

পানিপথ উত্তর-পশ্চিম ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের একটি শহর। এটি যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে পানিপথের যুদ্ধ হিসেবে খ্যাত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

- পানিপথের প্রথম যুদ্ধ হয় ১৫২৬ সালে। এ যুদ্ধে সম্রাট বাবর সর্বপ্রথম কামান ব্যবহার করেন। এটি ভারতের ইতিহাসে কোনো যুদ্ধে প্রথম কামান ব্যবহার।
- পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ ১৫৫৬ সালে আকবরের সেনাপতি বৈরামখান ও আফগান নেতা হিমুর মধ্যে সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে হিমু পরাজিত ও নিহত হন এবং আকবর দিল্লী অধিকার করে। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশের মুঘল-আফগান সংঘর্ষের অবসান ঘটে।
- পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে আহম্মদ শাহ আবদালী ও মারাঠাদের মধ্যে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে আহমেদ শাহ আবদালী মারাঠাদেরকে পরাজিত করেন। মারাঠা শাসকদের উপাধি ছিল পেশোয়া।

মসলিন

মসলিন তুলার আশ থেকে প্রস্তুত করা একধরনের সুস্বাদু কাপড় বিশেষ। মসলিন ছিলো মুঘল সম্রাটদের বিলাসের বস্তু।

মুঘল সম্রাটদের বংশ তালিকা

জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবর



সম্রাট হুমায়ুন



সম্রাট আকবর



সম্রাট জাহাঙ্গীর



সম্রাট শাহজাহান



সম্রাট আওরঙ্গজেব



সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ

(সর্বশেষ মুঘল সম্রাট)

জহির উদ্দিন মোহাম্মদ সাহসিকতা ও নির্ভীকতার জন্য ইতিহাসে ‘বাবর’ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। বর্তমান তুর্কিস্তানের অন্তর্গত ফরগনায় বাবরের জন্ম। বাবর মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ‘তুঘক-ই-বাবর’ নামের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে বাবর তার জীবনের জয়পরাজয়ের ইতিহাস সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।

বাবরের মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুন ১৫৩০ সালে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট হুমায়ুন বাংলায় প্রবেশ করেন এবং গৌড় অধিকার করেন। তিনি গৌড় নগরের নাম পরির্তন করে ‘জান্নাতাবাদ’ রাখেন। তিনি বাংলায় আট মাস অবস্থান করে দিল্লীর দিকে যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে বঙ্গারের নিকটবর্তী চৌসার নামক স্থানে শেরশাহ হুমায়ুনকে অতর্কিত আক্রমণ করেন। চৌসারের যুদ্ধে (১৫৩৯) পরাজিত হয়ে হুমায়ুন কোনোক্রমে প্রাণ নিয়ে দিল্লী পৌঁছান। পরের বছর (১৫৪০ সাল) শেরশাহের বিরুদ্ধে আবার অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু কনৌজের নিকট বিলখামের যুদ্ধে তিনি আবার পরাজিত হন। বিজয়ী শেরশাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

শূরশাসন: শেরশাহ

www.boighar.com

১৫৩৯ সালে চৌসারের যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাজিত করে শেরখান ‘শেরশাহ’ উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি হুমায়ুনকে পরাজিত করে দিল্লী অধিকার করে উপমহাদেশে আফগান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। তিনি ‘সড়ক-ই-আজম’ নামে বাংলাদেশের সোনারগাঁও থেকে লাহোর পর্যন্ত ৪৮৩০ কি.মি. দীর্ঘ একটি মহাসড়ক নির্মাণ করেন। শেরশাহ কবুলিয়ত ও পাট্টার প্রচলন করেন। কৃষকগণ তাদের অধিকার ও দায়িত্ব বর্ণনা করে সরকারকে কবুলিয়ত নামে দলিল সম্পাদন করে দিত আর সরকারের পক্ষ থেকে জমির উপর জনগণের সত্ত্ব স্বীকার করে নিয়ে পাট্টা দেওয়া হত। ডাক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য তিনি ঘোড়ার মাধ্যমে ডাক আনা নেওয়ার ব্যবস্থা করেন। শেরশাহ মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার করেন। তিনি দাম নামক রূপার মুদ্রার প্রচলন করেন। এখন বস্তুর মূল্যকে দাম বলা হয়।

হুমায়ূনের দ্বিতীয় অধ্যায়

পারস্য সম্রাটের সহায়তায় হুমায়ুন ১৫৫৫ সালে শেরশাহকে পরাজিত করে পুনরায় দিল্লী দখল করেন। ১৫৫৬ সালে দিল্লীর অদূরে নিজের নির্মিত ‘দীন পানাহ’ দুর্গের পাঠাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে হুমায়ুন মৃত্যু বরণ করেন।

মুঘল শাসন (দ্বিতীয় পর্যায়)

১৫৫৬ সালে মাত্র ১৩ বছর বয়সে আকবর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। হুমায়ূনের মৃত্যুর পর বৈরাম খান আকবরের রাজ-প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। এজন্য আকবর অনুরাগ বশত তাকে খান-ই-বাবা বলে ডাকতেন। ১৫৫৬ সালের পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে আকবর হিমুকে পরাজিত করেন। এ যুদ্ধের ফলে আকবর দিল্লী অধিকার করেন। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তার লাভ করে। আকবর ১৫৭৬ সালে বাংলা জয় করেন। অমুসলমানদের উপর ধার্য সামরিক করকে জিজিয়া কর বলে। সম্রাট আকবর

রাজপুত ও হিন্দুদের বন্ধুত্ব অর্জন করার জন্য তীর্থ ও জিজিয়া কর রহিত করেন। তিনি রাজপুত কন্যা যোধাবাইকে বিবাহ করেন।

১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে সকল ধর্মের সার সম্বলিত ‘দ্বীন-ই-ইলাহী’ নামক নতুন একেশ্বরবাদী ধর্মমত প্রবর্তন করেন।

ভারতে ইসলামি শাসনামলে হিজরী পঞ্জিকা অনুসারে সকল কাজকর্ম হত। মুঘল সম্রাট আকবর প্রচলিত হিজরী চন্দ্র পঞ্জিকাকে সৌর পঞ্জিকায় রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেন। ইরান থেকে আগত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদ ওমর খতুন্লাহ সিরাজীকে হিজরী চান্দ্র বর্ষপঞ্জিকাকে সৌর বর্ষপঞ্জিকাতে রূপান্তরিত করার দায়িত্ব প্রদান করেন। ওমর খতুন্লাহ সিরাজীর সুপারিশে সম্রাট আকবর ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে এ বাংলা সৌর বর্ষপঞ্জির প্রবর্তন করেন।

সম্রাট আকবর মনসবদারী প্রথা চালু করেন। সম্রাটের রাজসভার সদস্যদের মধ্যে আবুল ফজল, টোডরমল, বীরবল প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজস্ব মন্ত্রী টোডরমল রাজস্ব ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। আবুল ফজল রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ ‘আইন-ই-আকবরী’। আকবরের রাজসভার গায়ক ছিলেন তানসেন। তানসেনকে ‘বুলবুল-ই-হিন্দ’ বলা হত। আকবরের রাজসভার বিখ্যাত কৌতুককার ছিলেন বীরবল।

১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবর মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে আখ্রার সেকেন্দ্রায় সমাহিত করা হয়।

মুঘল আমলে সরকার কর্তৃক আরোপিত নিয়মিত করের অতিরিক্ত সকল সামরিক ও অসামরিক এবং অন্যান্য অর্থকে বলা হত আওয়াব।

সম্রাট জাহাঙ্গীর এদেশের সরকারি কাজে ফার্সি ভাষা চালু করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাথে নূরজাহানের বিবাহ মুঘল সম্রাজ্যের ইতিহাসে একগুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নূরজাহানের বাল্যনাম ছিল মেহেরুন নেছা। ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর মৃত্যুবরণ করেন। তার সমাধি লাহোরে অবস্থিত। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ ‘তুয়ক-ই-জাহাঙ্গীর’।

মমতাজ ছিলেন সম্রাট শাহজাহানের স্ত্রী। সম্রাট তার প্রিয়তমার মৃত্যুতে গভীর আঘাত পান। তিনি আখ্রার যমুনা নদীর তীরে পত্নীর প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ ‘তাজমহল’ নির্মাণ করেন। মণিমুক্তা খচিত ‘ময়ূর সিংহাসন’ সম্রাট শাহজাহানের অমর কৃতি। সম্রাট শাহজাহানের মুকুটে ‘কোহিনুর’ হীরা শোভা বর্ধন করত। সম্রাট শাহজাহান দিল্লীতে লাল কেলাস, লাহোরে সালিমার উদ্যান নির্মাণ করেন। এ জন্য তাকে Prince of Builders বলা হয়।

সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন অতিশয় ধর্মপ্রাণ মুসলমান। এজন্য তাঁকে ‘জিন্দাপীর’ বলা হয়। তিনি জিজিয়া কর পুনঃস্থাপন করেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব এর ভ্রাতা শাহসুজা বাংলার সুবাদার ছিলেন। সম্রাট শাহজাহান তার পুত্র আওরঙ্গজেবকে যোগ্যতার স্বীকৃতি স্বরূপ ‘আলমগীর’ নামক তরবারী প্রদান করেন। বাংলার সুবাদার মীর জুমলা ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে

বিনা যুদ্ধে কুচবিহারকে মুঘল সম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ সময় কুচবিহারের নাম রাখা হয়েছিল আলমগীর নগর। আওরঙ্গজেবকে ‘আলমগীর’ বলা হত।

দুর্বল মুঘল সম্রাট মোহাম্মদ শাহ এর আমলে (১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দ) পারস্যের নাদিরশাহ ভারত আক্রমণ করেন। নাদিরশাহ ভারত হতে মহামূল্যবান কোহিনুর হীরা, ময়ূর সিংহাসন এবং প্রচুর ধনরত্ন লুট করে পারস্যে নিয়ে যান।

শেষ মুঘল সম্রাট ছিলেন দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ। সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে রেঙ্গুনে (বর্তমান ইয়াঙ্গুন) নির্বাসনে দেওয়া হয়। ১৮৬২ সালে তিনি রেঙ্গুনে নির্বাসিত অবস্থায় মারা যান। রেঙ্গুনেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা

মুহাম্মদ ঘুরীর সেনাপতি কুতুবুদ্দিন আইবেকের অনুমতিতে তুর্কী বীর ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী ১২০৪ সালে বাংলার শেষ স্বাধীন রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে বাংলা দখল করেন। বখতিয়ার খলজীর বাংলা দখলের মাধ্যমে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা হয়। তিনি দিনাজপুরের দেবকোটে বাংলার রাজধানী স্থাপন করেন।

বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রাথমিক পর্যায় ছিল ১২০৪ সাল থেকে ১৩৩৮ সাল পর্যন্ত। এ যুগের শাসনকর্তারা সকলেই দিল্লীর সুলতানের অধীনে বাংলার শাসনকর্তা হয়ে এসেছিলেন। অনেক শাসনকর্তাই দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীন হতে চেয়েছিলেন। তবে এদের বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। দিল্লীর আক্রমণের মুখে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। ঘন ঘন বিদ্রোহ সংঘটিত হওয়ার কারণে ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী বাংলার নাম দিয়েছিলেন ‘বুলগাকপুর’ বা বিদ্রোহের নগরী।

হযরত শাহজালাল (রাঃ)

হযরত শাহজালাল ছিলেন প্রখ্যাত দরবেশ ও ইসলাম প্রচারক। তিনি ১২৭১ সালে ইয়ামেনে (মতান্তরে তুরস্কে) জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত সুফী শাহপরাণ ছিলেন তার ভাগ্নে এবং শিষ্য। সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজের শাসনামলে তিনি ৩৬০ জন শিষ্যসহ বাংলাদেশে আসেন। এ সময় সিলেটের রাজা ছিলেন গৌর গোবিন্দ। হযরত শাহজালাল সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের সৈন্যদের সাথে মিলে গৌর গোবিন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করেন। গৌর গোবিন্দ পরাজিত হয়ে সিলেট ত্যাগ করে জঙ্গলে আশ্রয় নেন। হযরত শাহজালাল (রাঃ) গৌর গোবিন্দকে পরাজিত করে সিলেটে আযান ধ্বনি দিয়েছিলেন। হযরত শাহজালালের তরবারি সিলেটের মাজারে সংরক্ষিত আছে।

বাংলায় স্বাধীন সুলতানী আমল

দিল্লীর সুলতানগণ ১৩৩৮-১৫৩৮ এই দুইশত বছর বাংলাকে তাদের অধিকারে রাখতে পারেনি। এ সময় বাংলার সুলতানরা স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করেন।

ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের পূর্বনাম ফকরা। ১৩৩৮ সালে তিনি সোনারগাঁয়ের শাসন ক্ষমতা দখল ও স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি ছিলেন বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান। স্বাধীন সুলতান হিসেবে তিনি ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। তবে তিনি সমগ্র বাংলা জয় করতে পারেন নি।

সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ ১৩৫২ সালে সমগ্র বাংলা অধিকার করেন। এজন্য দিল্লীর ঐতিহাসিক শামস-ই-সিরাজ আফীফ তাকে ‘শাহ-ই-বাঙ্গালিয়ান’ বলে অভিহিত করেন। তার সময় থেকে সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল ‘বাঙ্গালা’ নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের আমল থেকে বাংলার সবগুলো জনপদ একত্রে বাংলা নামে পরিচিতি লাভ করে। এজন্য তাকে বাংলার প্রথম জনক বলা হয়।

সিকান্দার শাহ শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের পর বাংলার সুলতান হন ১৩৫৭ সালে। পাণ্ডুরার আদিনা মসজিদ সিকান্দার শাহের অমর কীর্তি।

বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন আলাউদ্দিন হোসেন শাহ। তাঁর আমলে বাংলার রাজধানী ছিল গৌড়। হুসেন শাহের আমলে শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী বাংলা ভাষায় ‘মহাভারত’ রচনা করেছিলেন। বিপ্রদাস, বিজয়গুপ্ত, যশোরাজ খান প্রমুখ সাহিত্যিকগণ তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। তাঁর শাসনামলে গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ ও গুপ্ততিদ্বার নির্মিত হয়। গৌড়ের বিখ্যাত বড় সোনা মসজিদ (বারদুয়ারি মসজিদ) এবং কদমরসুল ভবন সুলতান নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহের অমর কীর্তি।

বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান ছিলেন গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ। ১৫৩৮ সালে শেরশাহ গৌড় দখল করেন এবং বাংলায় স্বাধীন সুলতানী যুগের অবসান হয়।

বাংলায় আগমণকারী পরিব্রাজক

মেগাস্থিনিস:- মেগাস্থিনিস প্রাচীন গ্রিসের একজন পর্যটক এবং ভূগোলবিদ ছিলেন। তিনি এশিয়া মাইনরে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রিক সেনাপতি সেলিউকাস খ্রিস্টপূর্ব ৩০২ অব্দে তাঁকে দূত হিসেবে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজদরবারে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি কয়েক বছর এদেশে অবস্থান করে মৌর্য শাসন সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ‘ইন্ডিকা’ নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন।
ফা হিয়েন:- ফা হিয়েন প্রাচীন চৈনিক তীর্থযাত্রী। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শাসনামলে তিনি ভারতে আসেন। ফা-হিয়েন ৪০১-৪১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে অবস্থান করেন। ফা হিয়েন তাঁর ভারতে অবস্থানকালে তাঁর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ৭টি গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ‘ফো-কুয়ো-কিং’।

হিউয়েন সাঙ:- হিউয়েন সাঙ ছিলেন বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক। ৬৩০ খ্রিস্টাব্দের কোনো এক সময়ে তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন। হর্ষবর্ধনের রাজ দরবারে তিনি আটবছর কাটান। শীলভদ্র বৌদ্ধ শাখার একজন শাস্ত্রজ্ঞ এবং দার্শনিক ছিলেন।

এবং দার্শনিক ছিলেন। তিনি নালন্দা মহাবিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। হিউয়েন সাঙ ২২ বছর ধরে শীলভদ্রের কাছে যাবতীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এরপর তিনি ‘সিদ্ধি’ নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই নালন্দা মহাবিহার বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়। ১১৯৩ সালে তুর্কি সেনাপতি বখতিয়ার খলজী নালন্দা মহাবিহার ধ্বংস করে ফেলেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পঞ্চম শতকে।

ইবনে বতুতা:- ইবনে বতুতা ছিলেন মুসলিম পরিব্রাজক। তিনি ১৩০৪ সালে মরোক্কোতে জন্মগ্রহণ করেন এবং মুহাম্মদ বিন তুঘলকের শাসনামলে ১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি বাংলায় আসেন ফখরুদ্দিন মোবারক শাহের আমলে (১৩৪৫-৪৬ খ্রিস্টাব্দে)। ইবনে বতুতা প্রথম বিদেশি পর্যটক হিসেবে ‘বাঙ্গালা’ শব্দ ব্যবহার করেন। জীবনের নিত্য নৈমিত্তিক দ্রব্যাদির প্রাচুর্য ও স্বল্পমূল্য আর মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি ইবনে বতুতাকে আকৃষ্ট করলেও এদেশের আবহাওয়া তার পছন্দ হয় নি। এজন্য তিনি বাংলার নামকরণ করেন ‘ধনসম্পদপূর্ণ’ নরক। ইবনে বতুতার ‘কিতাবুল রেহালা’ নামক গ্রন্থে বাংলার অপরূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা পাওয়া যায়।

মা ছুয়ান:- মা ছুয়ান ছিলেন চীনা পরিব্রাজক। তিনি ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দে গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের আমলে উপসহাদেশে আসেন।

সিমা কিয়েন: সিমা কিয়েন ছিলেন চীনা পরিব্রাজক। তাকে চৈনিক ইতিহাস লিখন ধারার জনক বলা হয়।

বার ভুঁইয়াদের ইতিহাস

সম্রাট আকবর সম্পূর্ণ বাংলার উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। বাংলার বড় বড় জমিদাররা মুঘলদের অধীনতা মেনে নেয়নি। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এরা একজোট হয়ে মুঘলদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। ইতিহাসে এ জমিদারগণ বারো ভুঁইয়া নামে পরিচিত। এ বারো বলতে বারো জনের সংখ্যা বুঝায় না বরং অনির্দিষ্ট সংখ্যক জমিদার বোঝাতেই বারো শব্দটি ব্যবহার করা হত।

বারো ভুঁইয়াদের নেতা ছিল ঈসা খান। তিনি বাংলার রাজধানী হিসেবে সোনারগাঁও এর গোড়াপত্তন করেন। সম্রাট আকবরের সেনাপতিরা ঈসা খান ও অন্যান্য জমিদারদের পরাজিত করার জন্য বার বার অভিযান প্রেরণ করেও বার ভুঁইয়াদের পরাজিত করতে পারেননি। সম্রাট আকবর মারা গেলে মুঘল সম্রাট হন জাহাঙ্গীর। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে জাহাঙ্গীরের সেনাপতি সুবেদার ইসলাম খান ইসা খানদের পরাজিত করে বাংলায় বারো ভুঁইয়াদের শাসনের অবসান ঘটান।

বাংলায় সুবেদারী শাসন

মুঘল প্রদেশগুলো ‘সুবা’ নামে পরিচিত ছিল। সুবার প্রধান শাসকদের বলা হত সুবেদার যাদের নিয়োগ দিতেন মুঘল সম্রাট। বারো ভুঁইয়াদের দমনের পর সমগ্র বাংলায় সুবেদারি

শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার প্রথম সুবেদার হলেন ইসলাম খান। তিনি ১৬১০ সালে বাংলা সুবার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন। তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের নাম অনুসারে ঢাকার নামকরন করেন ‘জাহাঙ্গীরনগর’।

পর্তুগিজদের অত্যাচারের মাত্রা চরমে উঠলে সম্রাট শাহজাহান তাদেরকে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার আদেশ দেন। সম্রাটের আদেশে বাংলার সুবাদার কাসিম খান পর্তুগিজদের হুগলি থেকে উচ্ছেদ করেন।

সুবাদার শাহ সুজা মুঘল সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। তিনি ইংরেজদের বিনা শুক্কে সুবা বাংলায় অবাধ বাণিজ্য করার সুযোগ দেন। তিনি ঢাকার চকবাজারের ‘বড় কাটরা’ নির্মাণ করেন।

সুবাদার মীর জুমলা ‘ঢাকা গেট’ নির্মান করেন। তিনি আসাম যুদ্ধে যে কামান ব্যবহার করেন তা বর্তমানে ওসমানী উদ্যান সংরক্ষিত আছে।

শায়েস্তা খাঁ দু’দফায় মোট ২২ বছর বাংলা শাসন করেন। তিনি চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপ দখল করেন। তিনি চট্টগ্রামের নাম রাখে ইসলামাবাদ। তিনি মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের এ অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করেন। ঢাকায় শায়েস্তা খান নির্মিত কীর্তিগুলো হলো- ঢাকার চকবাজারের ছোট কাটরা, লালবাগের কেল্লা, চক মসজিদ, সাত গম্বুজ মসজিদ।

বাংলায় নবাবী শাসন

নবাব মুর্শিদকুলী খান: সুবেদার মুর্শিদকুলী খানের সময় থেকে বাংলা সুবা প্রায় স্বাধীন হয়ে পড়ে। নবাব মুর্শিদকুলী খান বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব। নবাব মুর্শিদকুলী খান বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন।

নবাব আলীবর্দী খান: আলীবর্দী খানের শাসনামলে মারাঠারা প্রাচীন বাংলার বিহার, উড়িষ্যা আক্রমণ করত। মারাঠাদের আক্রমণকে বাংলার ইতিহাসে বর্গার হাঙ্গামা বলা হয়। তিনি মারাঠাদের সাথে চুক্তি করে বাংলাকে মারাঠাদের আক্রমণ হতে রক্ষা করেন।

নবাব সিরাজ-উ-দৌলা ও পলাশীর যুদ্ধ: আলীবর্দী খানের কোনো পুত্র সন্তান ছিলনা। ছোট মেয়ে আমেনার সন্তান সিরাজ-উ-দৌলাকে তিনি তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। সিরাজউদৌলার প্রকৃত নাম মীর্জা মুহম্মদ আলী। তিনি ছিলেন বাংলা শেষ স্বাধীন নবাব। ১৭৫৬ সালে সিরাজ-উ-দৌলা বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৩ বছর। সিরাজউদৌলার সিংহাসন লাভ করায় তার বড় খালা ঘষেটি বেগম এবং দরবারের প্রধানশালাগণ নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। ইংরেজগণ এ ষড়যন্ত্রে যোগ দেয়। ১৭৫৬ সালে নবাব সিরাজউদৌলা কলকাতায় ইংরেজদের ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ অধিকার করেন। কলকাতা অধিকার করে সিরাজউদৌলা নিজ মাতামহের নামানুসারে এর নাম রাখেন আলীনগর। নবাবের কলকাতা অভিযান প্রাক্কালে হলওয়েলসহ কতিপয় ইংরেজ কর্মচারী ফোর্ট উইলিয়ামে বন্দী হয়েছিলেন। হলওয়েলের বর্ণনা মতে

নবাব ১৪৬ জন ইংরেজ বন্দী একটি ক্ষুদ্র অঙ্ককার প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করে রাখেন। জুন মাসে প্রচণ্ড গরমে ক্ষুদ্র পরিসরে ১৪৬ জন ইংরেজ বন্দীর মধ্যে ১২৩জন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে। হলওয়েল কর্তৃক প্রচারিত এই কাহিনী ‘অন্ধকূপ হত্যা’ নামে পরিচিত। অন্ধকূপ কাহিনীর পশ্চাতে কোন ঐতিহাসিক সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় নি। ২৩ জুন, ১৭৫৭ পলাশীর প্রান্তরে নবাবের সাথে ইংরেজদের যুদ্ধ হয়। মীরমদন, মোহনলাল প্রমুখ দেশপ্রেমিক সৈনিকগণ প্রাণপণ যুদ্ধ করলেও নবাবের সেনাপতি মীরজাফর জগৎশ্রেষ্ঠ, রায়দুর্লভ এদের ন্যায় দেশদ্রোহীদের ষড়যন্ত্রে নবাব পরাজিত ও নিহত হন। এ যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তিমিত হয়। সিরাজ-উ-দৌলার হত্যাকারী মোহাম্মদী বেগ।

মীর কাসিম ও বঙ্গারের যুদ্ধ: মীর কাসিম ১৭৬০ সালে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন মীরজাফরের জামাতা। তিনি ছিলেন দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনচেতা। তিনি অযোধ্যার নবাব সুজাউদৌলা এবং মুঘল সম্রাট শাহ আলমের সঙ্গে একত্রিত হয়ে ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে বিহারে বঙ্গার নামক স্থানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বঙ্গারের যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। কিন্তু তার সম্মিলিত বাহিনী মেজর মনরোর ইংরেজ বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়। যুদ্ধের পর মীরকাসিম আত্মগোপন করেন এবং ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। শাহ আলম ইংরেজদের পক্ষে যোগদেন এবং সুজাউদৌলা রোহিলাখন্ডে পালিয়ে যান।

ভারতীয় উপমহাদেশে ও বাংলাদেশে ইউরোপীয়দের আগমন

- পর্তুগিজ নাবিক বার্থোলোমিউ দিয়াজ ১৪৮৭ সালে আফ্রিকার উত্তরাংশ অতিক্রম করে ইউরোপ হতে পূর্বদিকে আগমনের জলপথ আবিষ্কার করেন। সেই সূত্র ধরেই ইউরোপ হতে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কৃত হয় ১৪৯৮ সালে। পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা এই জলপথ আবিষ্কার করেন। তিনি ইউরোপ থেকে ভারতের কালিকট বন্দরে উপস্থিত হন।
- পর্তুগালের লোকদের পর্তুগিজ বলে। উপমহাদেশে ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে পর্তুগিজরা। ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দে উড়িষ্যার অন্তর্গত পিপলি নামক স্থানে সর্বপ্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। ভারতে পর্তুগিজ উপনিবেশগুলোর প্রথম গভর্নর ছিলেন আলবুকার্ক। বাংলায় ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে প্রথম এসেছিল পর্তুগিজরা ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে। পর্তুগিজগণ বাংলাদেশে ফিরিঙ্গি নামে পরিচিত ছিল। বাণিজ্যের চেয়ে তাদের মধ্যে জলদস্যুতার বিষয়টি প্রবল ছিল। পর্তুগিজ জলদস্যুদের বলা হতো ‘হার্মাদ’। ১৫৩৭ সালে পর্তুগিজরা চট্টগ্রামে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে। শেরশাহ ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজদের চট্টগ্রাম হতে বিতাড়িত করেন। ১৬৬৬ সালে সম্রাট আওরঙ্গজেবের নির্দেশে সুবেদার শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম দখল করে পর্তুগিজদের চট্টগ্রাম হতে বিতাড়িত করেন।
- হল্যান্ডের (নেদারল্যান্ডের) অধিবাসীদের ডাচ বা ওলন্দাজ বলে। তারা পর্তুগিজদের দেখা দেখি এদেশে আসে এবং ‘ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী’ গঠন করে। ইংরেজদের

সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে তারা এ দেশ থেকে চলে যায় এবং ইন্দোনেশিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করে।

- ডেনমার্কের লোকদের বলা হয় ডেনিশ বা দিনেমার। তারা এদেশে বাণিজ্য করার জন্য ‘ডেনিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি’ গঠন করে। কিন্তু তারা বাণিজ্যে তেমন সুবিধা করতে পারেনি এবং ইংরেজদের কাছে বাণিজ্য কুঠি বিক্রয় করে চলে যায়।
- ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে ‘ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি’ গঠিত হয়। ক্যাপ্টেন হকিংস ১৬০৮ সালে ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমসের সুপারিশপত্র নিয়ে বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের উদ্দেশ্যে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন। ক্যাপ্টেন হকিংসের আবেদনক্রমে সম্রাট জাহাঙ্গীর সুরাটে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণের অনুমতি দেন। ঐ সালেই অর্থাৎ ১৬০৮ সালে ইংরেজরা উপমহাদেশের প্রথম কুঠি স্থাপন করে সুরাটে। সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। ১৬৩৩ সালে হরিহরপুরে তারা এ কুঠি নির্মাণ করেন। বাংলার সুবেদার শাহজাদা সুজা ইংরেজদের এদেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার দেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে কোম্পানির এজেন্ট জব চার্নক সুতানটি গ্রামে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করেন। পরে কলকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রাম কিনে নগরটিকে আরো বড় করা হয়। এভাবেই গড়ে উঠে বিখ্যাত কলকাতা শহর। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন কেন্দ্র ছিল কলকাতা। ১৬৯৮ সালে কলকাতায় ইংল্যান্ডের রাজা উইলিয়ামের নামানুসারে ‘ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ’ নির্মিত হয়।
- ইউরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে উপমহাদেশের সকলের শেষে ব্যবসা করার জন্য আসে ফরাসিগণ। ১৭৬০ সালে বন্দীবাসের যুদ্ধে ইংরেজদের নিকট পরাজিত হলে তারা ভারত ছেড়ে চলে যান।

উপমহাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন

- বঙ্গারের যুদ্ধে জয়লাভের পর ক্লাইভ ইচ্ছে করলে দিল্লী অধিকার করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের সাথে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির ফলে ‘ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি’ মুঘল বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট ২৬ লাখ টাকা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেন।

দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তক রবার্ট ক্লাইভ। এই শাসন ব্যবস্থায় তিনি নবাবের হাতে নেজামত ক্ষমতা অর্থাৎ বিচার ও শাসনের দায়িত্ব অর্পণ করে এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উপর রাজস্ব ও দেশ রক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয়। রবার্ট ক্লাইভের দ্বৈতশাসন নীতি এবং ইংরেজ কর্মচারীদের অত্যাচার, উৎপীড়ন ও শোষণের ফলে বাংলার জনসাধারণের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে পড়ে। এছাড়া ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে অনাবৃষ্টি ও খরার কারণে ফসল নষ্ট

হয়ে গেলে বাংলায় প্রচন্ড খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। সমগ্র দেশে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ নেমে আসে। এ দুর্ভিক্ষে প্রায় এক কোটি লোক মৃত্যুবরণ করেন। বাংলায় ১১৭৬ সালের (ইংরেজী ১৭৭০ সালে) এ দুর্ভিক্ষ ইতিহাসে ‘ছিয়াত্তরের মন্বন্তর’ নামে পরিচিত। ‘ছিয়াত্তরের মন্বন্তর’ এর সময় বাংলার গভর্নর ছিলেন কার্টিয়ার।

দ্বৈতশাসন ব্যবস্থায় ইংরেজ কোম্পানির নির্ধাতন ও নিপীড়নের কাহিনী বৃটিশ পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হলে সুদূর ইংল্যান্ডে দ্বৈত শাসনের বিরুদ্ধে তুমুল তর্ক বিতর্ক শুরু হয়। এজন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সুপারিশক্রমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকে নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে নিয়ামক আইন Regulating Act পাস হয়। এই আইনের ফলে কোম্পানির গভর্নর এর পদ গভর্নর জেনারেল পদে উন্নীত করা হয়।

১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পিট ভারত শাসনের জন্য একটি আইন প্রণয়ন করেন। যা ভারত শাসন আইন নামে পরিচিত। ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত পিটের ভারত আইন কার্যকর ছিল।

গভর্নরের শাসন (১৭৭৩-১৮৩৩খ্রি.)

উপমহাদেশে প্রথম রাজস্ব বোর্ড স্থাপন করেন ওয়ারেন হেস্টিংস। রাজকোষের শূন্যতা পূরণের উদ্দেশ্যে হেস্টিংস ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা পাঁচ বছরের জন্য ইজারা দেওয়ার নিয়ম প্রবর্তন করেন। এটি পাঁচশালা বন্দোবস্ত নামে পরিচিত ছিল। তিনি লর্ড ক্লাইভের দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা রহিত করেন ১৭৭৩ সালে এবং একই বছর হতে পাঁচশালা বন্দোবস্ত চালু করেন।

লর্ড কর্নওয়ালিস সরকারি কর্মচারীদের জন্য যে বিধি বিধান চালু করেন পরবর্তী কালে তা ‘ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস’ নামে প্রচলিত হয়। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস বাংলায় দশশালা বন্দোবস্ত চালু করেন। ১৭৯৩ সালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দশশালা বন্দোবস্তকে ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’ বলে ঘোষণা দেন। জমিদারগণ নিয়মিত খাজনা পরিশোধ না করায় কোম্পানি ঘাটতির সম্মুখীন হয়। ফলে ‘সূর্যাস্ত আইন’ পাস করে নির্দিষ্ট সময়ে বকেয়া খাজনা প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ে খাজনা পরিশোধ করতে না পারায় অনেক জমিদার জমি হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়।

অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির প্রয়োগ করে তাঞ্জোর, সুরাট, কর্ণাটক এবং অযোধ্যার স্বাধীনতা হরণ করেন। টিপুসুলতান ছিলেন মহীশূরের শাসনকর্তা। তিনি দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে ব্রিটিশ সেনাপতি ব্রেইথওয়েটকে পরাজিত করে বিপুল সম্মান ও খ্যাতি অর্জন করেন। লর্ড ওয়েলেসলি টিপু সুলতানকে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। টিপু এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করলে ওয়েলেসলি টিপুর বিরুদ্ধে ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে চতুর্থ মহীশূর যুদ্ধ ঘোষণা করেন। টিপুর বিরুদ্ধে এ যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন লর্ড ওয়েলেসলির ভ্রাতা আর্থার ওয়েলেসলি। টিপু বীরের ন্যায় যুদ্ধ করে নিহত হন।

লর্ড বেন্টিক ১৮২৯ সালে আইন করে সতীদাহ প্রথা রহিত করেন। এই ব্যাপারে বেন্টিকে রাজা রামমোহন রায় সক্রিয় সহযোগিতা করেন।

উপমহাদেশে ইংরেজ শাসকদের মধ্য সবচেয়ে বেশি সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন লর্ড ডালহৌসি। তিনি স্বত্ববিলোপনীতির প্রয়োগ করে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটান। ১৮৫০ সালে লর্ড ডালহৌসি ভারতের কলকাতা থেকে ডায়মন্ড হারবার পর্যন্ত সর্বপ্রথম টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপন করেন। ১৮৫৩ সালে তিনি উপমহাদেশে সর্বপ্রথম রেল যোগাযোগ চালু করেন। তিনি ডাকটিকিট এর মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন স্থানে চিঠিপত্র আদান প্রদানের ব্যবস্থা করেন। লর্ড ডালহৌসি ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন পাস করে হিন্দু বিধবাদের পুনঃবিবাহ প্রথা চালু করেন। বিধবা বিবাহ প্রচলনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। জমিদারদের পালক পুত্ররা জমিদারি স্বত্ত্ব পাবে না অর্থাৎ জমিদারি হারাবে, এটাই ছিল স্বত্ব বিলোপ নীতি। এই নীতি প্রবর্তন করেন লর্ড ডালহৌসি।

ভাইসরয়ের শাসন (১৮৫৮-১৯৪৭খ্রি.)

সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনভার ইংল্যান্ডে রানী ভিক্টোরিয়ার হস্তে অর্পণ করেন। ইংল্যান্ডের মহারানীর প্রতিনিধি হিসাবে গভর্নর জেনারেলকে ভাইসরয় বা বড়লাট উপাধি দেওয়া হয়। ভারত শাসনের জন্য মহারানীর পক্ষ থেকে লর্ড ক্যানিং প্রথম ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হন। এর ফলে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন (১৭৫৭-১৮৫৮ সাল) এর অবসান ঘটে। মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার করে উপমহাদেশে প্রথম কাগজের মুদ্রা চালু করেন লর্ড ক্যানিং।

১৮৭২ সালে লর্ড মেয়োর শাসনামলে ভারতবর্ষে প্রথম আদমশুমারি (Census) হয়।

লর্ড লিটন একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি ১৮৭৮ সালে অগ্র আইন পাস করে বিনা লাইসেন্সে অস্ত্র রাখা নিষিদ্ধ করেন। তিনি ১৮৭৮ সালে সংবাদপত্র আইন পাস করে দেশীয় ভাষায় প্রচারিত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করেন।

লর্ড রিপন সংবাদপত্র আইন রহিত করে এদেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর পূর্ণস্বাধীনতা প্রদান করেন। তিনি ১৮৮২ সালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের জন্য হান্টার কমিশন করেন। লর্ড রিপন 'ইলবার্ট বিল' প্রণয়ন করে ভারতীয় বিচারকদের ইউরোপীয় অপরাধীদের বিচার করার ক্ষমতা প্রদান করেন। তিনি বেঙ্গল মিনিসিপাল আইনের মাধ্যমে ভারতে প্রথম স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। লর্ড রিপন শ্রমিক কল্যাণের জন্য 'ফ্যাক্টরি আইন' পাস করে শিল্প শ্রমিকদের দিনে ৮ ঘণ্টা কাজ করার নিয়ম চালু করা করেন।

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে বাংলা প্রদেশ গঠিত ছিল। ১৯০৫ সালে ভারতের ভাইসরয় লর্ড কার্জন এক ঘোষণায় বাংলা প্রদেশকে দুই ভাগে ভাগ করেন। এ ঘটনা বঙ্গভঙ্গ বা বঙ্গবিভাগ নামে পরিচিত। বঙ্গভঙ্গ অনুযায়ী বাংলাদেশের পুরো অংশ এবং আসাম মিলে

হয় ‘পূর্ববঙ্গ ও আসাম’ প্রদেশ। এ নবগঠিত প্রদেশের রাজধানী ছিল ঢাকা। অন্যদিকে পশ্চিম বাংলা, বিহারও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিম বাংলা প্রদেশ যার রাজধানী ছিল কলকাতা। পূর্ব বাংলার ও আসামের প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর ছিলেন ব্যামফিল্ড ফুলার। লর্ড কার্জন কলকাতায় ভারতের বৃহত্তর গ্রন্থাগার ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন।

লর্ড মিন্টুর মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন (১৯০৯) এর মাধ্যমে মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়।

‘পূর্ববঙ্গ ও আসাম’ প্রদেশে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধাভোগী বর্ণহিন্দু সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরামর্শে ‘রাখিবন্ধন’ অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। বাঙালির ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ ‘বাংলার মাটি, বাংলার জল’ গানটি রচনা করেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিবাদের মুখে ১৯১১ সালে দিল্লীর দরবারে রাজা পঞ্চম জর্জ ‘বঙ্গভঙ্গ রদ’ করেন। বঙ্গভঙ্গ রদের সুপারিশ করেন ভারতের ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ। ১৯১২ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের পর পূর্ব ও পশ্চিম বাংলাকে একত্রিত করে কলকাতাকে রাজধানী করে ‘বেঙ্গল প্রদেশ’ সৃষ্টি করা হয়। ১৯১২ সালে ব্রিটিশ ভারতীয় রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে হস্তান্তর করা হয়।

মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্থার আইন (১৯১৯) ভারত শাসন আইন নামেও পরিচিত।

ব্রিটিশ ভারতের শেষ ভাইসরয় বা বড়লাট ছিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। ভারত বিভাগের সময় ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এটলি। ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ‘ভারত স্বাধীনতা আইন’ পাশ হয়। এই আইন অনুসারে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদের হাতে এবং ১৫ আগস্ট ভারতীয় গণপরিষদের হাতে মাউন্ট ব্যাটেন ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। স্যার সাইরিল র্যাডক্লিফের নেতৃত্বে গঠিত কমিশন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্য সীমারেখা চিহ্নিত করেন। এই কমিশন র্যাডক্লিফ কমিশন নামে পরিচিত। অবিভক্ত বাংলার শেষ গভর্নর ছিলেন স্যার ফ্রেডরিক জন বারোজ।

ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন

www.boighar.com

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্ষমতা লাভের পর সর্বপ্রথম যে বিদ্রোহ হয়েছিল তা ইতিহাসে ‘ফকির বিদ্রোহ’ নামে পরিচিত। ফকিররা ১৭৬০ সাল থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ করেছিলেন। ফকিরদের সঙ্গে সন্ন্যাসীরাও ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন এবং কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। ১৭৬৪ সালে বঙ্গারের যুদ্ধে মীর কাশিম ইংরেজদের বিরুদ্ধে ফকির-সন্ন্যাসীদের সমর্থন কামনা করেন। ফকির সন্ন্যাসীগণ মীর কাশিমের পক্ষে যুদ্ধও করেছিলেন। বঙ্গারের যুদ্ধে মীর কাশিম পরাজিত হলেও ফকির সন্ন্যাসীগণ তাদের আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন। ফকির আন্দোলনের নেতা ছিলেন মজনু শাহ ও ভবানী পাঠক। মজনু শাহের মৃত্যুর পর যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে ফকির আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।

চাকমা বিদ্রোহ

১৭৬০ সালে চট্টগ্রাম জেলা ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে আসে। নতুন কোম্পানি সরকার বার বার রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে থাকে। চাকমা রাজা জোয়ান বকসকে মুদ্রায় রাজস্ব দিতে বাধ্য করা হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে মুদ্রা অর্থনীতি প্রচলনের ব্যবস্থা করা হয়। ১৭৭৭ সালে রাজস্বের হার আরও বৃদ্ধি করা হলে প্রধান নায়েব রানু খান রাজা জোয়ান বকসের সম্মতিক্রমে কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। যুদ্ধ চলে প্রায় দশ বছর। অবশেষে কোম্পানি ১৭৮৭ সালে চাকমা রাজার সাথে সন্ধি স্থাপন করেন।

বারাসাত বিদ্রোহ

তিতুমীর ১৭৮২ সালে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাত মহকুমার অন্তর্গত চাঁদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিতুমীরের প্রকৃত নাম মীর নিছার আলী। তিতুমীর প্রথম বারাসতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি চব্বিশ পরগণার কিছু অংশ, নদীয়া ও ফরিদপুরের কিছু অংশ নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করেন। তাঁকে দমন করতে প্রেরিত ইংরেজ বাহিনী তিতুমীরের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এ বিদ্রোহ বারাসতের বিদ্রোহ নামে পরিচিত। বারাসাতের বিদ্রোহের পর তিতুমীর নারিকেল বাড়িয়ায় ১৮৩১ সালে বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন। কোম্পানি সরকার ১৮৩১ সালে ইংরেজ লেফটেন্যান্ট কর্নেল স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করে। ইংরেজ কামান ও গোলাগুলিতে বাঁশের কেল্লা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। তিতুমীর প্রথম বাঙ্গালী হিসাবে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারন করে শহীদ হন।

ফরায়েজী আন্দোলন

বাংলায় ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মুসলমান সমাজে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে চরম দুর্দশা নেমে আসে। মুসলমান সমাজের এ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অধঃপতন দেখে যিনি এর সংস্কারের জন্য এগিয়ে আসেন তিনি হলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ। হাজী শরীয়তুল্লাহ ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে মাদারীপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ইসলামের ফরজ পালনের জন্য তিনি জোর প্রচার চালান। এ ফরজ থেকে এ আন্দোলনের নাম ফরায়েজি হয়েছে। ফরায়েজী আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল ফরিদপুর জেলা। হাজী শরীয়তুল্লাহর মৃত্যুর পর এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন তার স্যোগ্য পুত্র মহসিনউদ্দীন ওরফে দুদু মিয়া। দুদুমিয়ার নেতৃত্বে ফরায়েজী আন্দোলন রাজনৈতিক রূপ লাভ করে। ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি কৃষকদেরকে জমিদার ও মালিকদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করা ছিল এ আন্দোলনের লক্ষ্য। ‘জমি থেকে খাজনা আদায় আল্লাহর আইনের পরিপন্থী’- খাজনা আদায়ের জন্য জমিদারদের অত্যাচার রোধকল্পে দুদুমিয়া আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এ উক্তি করেন।

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ

১৮৫৬ সালে ‘এনফিল্ড’ নামক এক প্রকার বন্দুকের ব্যবহার শুরু হয়। এ বন্দুকের কার্তুজ দাঁত দিয়ে কেটে বন্দুকে ব্যবহার করতে হত। গুজব রটে যে, এ কার্তুজ গুয়ের ও গরুর চর্বি দিয়ে তৈরি। হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীদের মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল যে, তাদের

আদর্শ বিনষ্ট করে দেওয়ার জন্য ইংরেজ সরকার এ কার্তুজ প্রচলন করে। এ কারণে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয় এবং দেশময় ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৫৭ সালে ব্যারাকপুরের সিপাহীরা প্রথম বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহীরা দিল্লি অধিকার করে মোঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করে। ১৮৫৭ সালের বিপ্লবকে ‘সিপাহী বিদ্রোহ’ আবার কেউ কেউ একে ‘জাতীয় সংগ্রাম’ বলে অভিহিত করেন। এটি ছিল পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ। চার মাস অবরোধের পর ব্রিটিশগণ দিল্লি দখল করে নেয়।

নীল বিদ্রোহ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের ফলে বস্ত্রশিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয় এবং কাপড়ের রং করার জন্য নীলের চাহিদা বেড়ে যায়। এ ব্যবসা ছিল অত্যন্ত লাভজনক। ফলে ইংরেজরা এদেশে নীল চাষ শুরু করে। কিন্তু নীলকররা এদেশের চাষীদের বিভিন্নভাবে ঠকাত। এতে প্রতিবাদ করলে বা নীল চাষে সম্মত না হলে চাষী ও তার পরিবারের উপর চলত অমানুষিক অত্যাচার। নীল চাষীরা তাই প্রথমে সংঘবদ্ধভাবে নীল চাষে অসম্মতি জানায়। ১৮৫৯-১৮৬০ এ আন্দোলন ফরিদপুর, যশোর, পাবনা, রাজশাহী, মালদহ, নদীয়া, বারাসত প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। নীল বিদ্রোহ দমন করার জন্য ইংরেজ সরকার ‘নীল কমিশন’ গঠন করে। কমিশন সরজমিনে নীলচাষীদের অভিযোগের সত্যতা পায়। ফলে সরকার একটি আইন দ্বারা ঘোষণা করেন যে, নীলকররা বলপূর্বক চাষীদের নীলচাষে বাধ্য করতে পারবে না এবং সেটা করলে আইনত দণ্ডনীয় হবে। এ আইন পাসের ফলে ১৮৬০ সালে নীল বিদ্রোহের অবসান হয়।

তেভাগা আন্দোলন

তেভাগা আন্দোলন ১৯৪৬ হতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত চলে। মোট উৎপন্ন ফসলের তিনভাগের দুইভাগ পাবে চাষী, একভাগ পাবে জমির মালিক-এই দাবি থেকে তেভাগা আন্দোলনের সূত্রপাত। বাংলার প্রায় ১৯টি জেলায় তেভাগা আন্দোলন নামে কৃষক আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলনের নেত্রী ছিলেন ইলা মিত্র।

স্বদেশী আন্দোলন

বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে যে আন্দোলন গড়ে উঠে তাকে সাধারণভাবে স্বদেশী আন্দোলন বলে। কবি মুকুন্দ দাস বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে ‘পড়ো না রেশমী চুড়ি বঙ্গনারী’ গান গেয়ে জনগণের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষে তীব্র আবেগ সৃষ্টি করেন। শেষ পর্যায়ে স্বদেশী আন্দোলন বৈপ্লবিক সশস্ত্র আন্দোলনে রূপ নেয়।

বাংলায় সশস্ত্র বৈপ্লবী আন্দোলন

১৯০৬ সাল থেকে পরিচালিত এ বৈপ্লবিক আন্দোলনকে ব্রিটিশ সরকার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন হিসাবে চিহ্নিত করে। ঢাকার ‘অনুশীলন সমিতি’ এবং কলকাতার ‘যুগান্তর পার্টি’ ছিল বৈপ্লবিক আন্দোলনের দুই প্রধান শক্তিশালী সংগঠন। ঢাকায় ‘অনুশীলন

সমিতি'র নেতা ছিলেন পুলিন বিহারী দাস এবং 'যুগান্তর পার্টি'র নেতা ছিলেন বাঘা যতীন (প্রকৃত নাম যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)।

বিপ্লবীরা ১৯০৮ সালে পূর্ববঙ্গ ও আসামের লেফটেন্যান্ট গভর্নর ব্যামফিল্ড ফুলারকে হত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লচাকি বিহারের মোজাফফরপুরে কিংসফোর্ডের গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করেন। কিন্তু কিংসফোর্ড গাড়িতে ছিলেন না, ছিলেন অন্য এক ইংরেজের স্ত্রী ও কন্যা। এ বোমায় উভয়ই নিহত হন। ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন এবং তাঁর ফাঁসি হয়।

বঙ্গভঙ্গ রদের পরের বিপ্লবী আন্দোলন চলতে থাকে। বাংলার সশস্ত্র আন্দোলনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনা। এই দুঃসাহসিক অভ্যুত্থানের নেতা ছিলেন সূর্যসেন যিনি মাস্টার দা নামে পরিচিত। ১৯৩০ সালে তিনি তাঁর দলবল নিয়ে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ১৯৩২ সালের প্রীতিলতা ওয়াদেদারের পাহাড়তলীর রেলওয়ে ক্লাব আক্রমণ। ১৯৩৪ সালে চট্টগ্রামে সূর্যসেনের ফাঁসি হয়।

রাওলাট আইন ও জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড

ভারতের স্বত্বাসবাদী আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৯১৮ সালে কুখ্যাত ও প্রতিক্রিয়াশীল রাওলাট আইন প্রবর্তন করে। এই আইনের দ্বারা সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ এবং যে কোনো লোককে বিনা বিচারে কারাদণ্ড ও নির্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। পাঞ্জাবে কুখ্যাত রাওলাট আইনের প্রতিবাদে জনগণের শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা ও প্রতিবাদ চলাকালে সরকার গুলি চালিয়ে কিছু লোককে হত্যা করে। এর প্রতিবাদে ১৯৪৮ সালে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগ উদ্যানে ১০ হাজার মানুষ সমবেত হয়। জেনারেল ডায়ার সমবেত জনগণকে কোনরূপ হুঁশিয়ারি প্রদান না করে তার সেনাবাহিনীকে গুলিবর্ষণের নির্দেশ দেন। এতে বহুলোক হতাহত হয়। জালিয়ানওয়ালাবাগ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কাহিনী প্রচারিত হলে সমস্ত ভারতে প্রতিবাদের ঝড় উঠে।

খিলাফত আন্দোলন

ভারতীয় মুসলমানগণ তুরস্কের সুলতানকে খলিফা বলে মান্য করত এবং মুসলমান জাহানের ঐক্যের প্রতীক বলে মনে করত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের আশ্বাস দেয় তুরস্কের প্রতি কোন আবিচার করা হবে না। সরল বিশ্বাসে মুসলমানগণ ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন জোগায়। যুদ্ধে মিত্রপক্ষের জয়ের ফলে ব্রিটিশরা তুরস্কের ক্ষতি সাধন করে। তুরস্ককে ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ করে মুসলমানদের মনে প্রবল আঘাত হানে। তুর্কি সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা এবং খিলাফতের পবিত্রতা রক্ষার জন্য ১৯১৯ সালে মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, প্রমুখ যে আন্দোলন শুরু করেন তা খিলাফত আন্দোলন নামে পরিচিত।

অসহযোগ আন্দোলন

অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের জনক মহাত্মা গান্ধী। রাউলাট আইন ও জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ১৯২০ সালে গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। এর অর্থ হল ভারতীয়গণ ব্রিটিশ সরকারে সাথে সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকবে, অফিস আদালতে কাজ করবে না, ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া উপাধি বর্জন করবে ইত্যাদি।

১৯২০ সালে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগ এবং খিলাফত আন্দোলন যুগোপভাবে পরিচালনার সিদ্ধান্ত হয়। ১৯২২ সালে উত্তর প্রদেশের চৌচিরা নামক একটি গ্রামে পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। জনতা থানায় আগুন লাগিয়ে দেয় ফলে ২২ জন পুলিশ পুড়ে মারা যায়। আন্দোলন অহিংস থাকছেন বলে গান্ধীজী আন্দোলন স্থগিত ঘোষণা করেন। অসহযোগ আন্দোলন সমাপ্তির পর খিলাফত আন্দোলনও দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে খিলাফত আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে।

স্বরাজদল ও বেঙ্গল প্যাক্ট

চিন্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে কংগ্রেসের একাংশ ১৯২৩ সালে স্বরাজ পার্টি গঠন করে। চিন্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটি বাংলার মুসলমানদের সাথে ১৯২৩ সঙ্গে একটি সমঝোতায় পৌছান। এ সমঝোতা বেঙ্গল প্যাক্ট বা বাংলা চুক্তি নামে পরিচিত। এটি ছিল বাংলায় হিন্দু-মুসলমানদের মিলনের জন্য একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

আইন অমান্য আন্দোলন

গান্ধীজী ভারতে 'পূর্ণ স্বরাজ' প্রতিষ্ঠার দাবিতে ১৯৩০ সালে আইন অমান্য ও সত্যগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন। ব্রিটিশ সরকার মারাত্মক নিপীড়নের মাধ্যমে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করার চেষ্টা করে। ১৯৩২ সালে গান্ধী সত্যগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করে দেন।

ভারত শাসন আইন

সাইমন কমিশন ও গোলটেবিল বৈঠকের আলোকে ১৯৩৫ সালে ভারত শাসনে আইন প্রবর্তন করা হয়। এই আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ভারত শাসনের যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পদ্ধতি এবং প্রদেশগুলোর প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন পরিবর্তন।

১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন ও হক মন্ত্রিসভা

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক আইনসভার ৬০টি আসন কংগ্রেস, ৫৯টি আসন মুসলিম লীগ এবং ৫৫টি আসন কৃষক প্রজা পার্টি লাভ করে। কোন দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয়। সংবিধান অনুযায়ী গভর্নর বঙ্গীয় আইনসভার কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতা শরৎ বসুকে মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানান। শরৎবসু 'কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা' গঠনে অনীহা প্রকাশ করলে কৃষক প্রজা পার্টি নেতা শেরে বাংলা

এ.কে.ফজলুল হক আবাবারো কংগ্রেসের সাথে ‘কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা’ গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু কংগ্রেসের সংকীর্ণ, অনুদার ও অদূরদর্শী নেতাদের অনীহার কারণে শেরে বাংলার এ উদ্যোগ সফল হয়নি। কংগ্রেসের নেতাগণ শেরে বাংলার জাতীয়তাবাদী ও উদার মানসিকতাকে পছন্দ করলেও তাঁর জমিদারি প্রথা অবসানের দাবিকে মেনে নিতে পারেনি। কেননা মুসলিম লীগের মতই কংগ্রেসও জমিদারি প্রথা বিলুপ্তকরণের বিরোধী ছিল। এরই সুযোগ গ্রহণ করে মুসলিম লীগ। মুসলিম লীগ শেরে বাংলার নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাব করে। শেরে বাংলা এ.কে.ফজলুল হক ও তাঁর কৃষক প্রজা পার্টি এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। শেরে বাংলা এ.কে.ফজলুল হকের এ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় ১১ জন সদস্যের মধ্যে ৬ জন ছিলেন মুসলমান এবং ৫ জন ছিলেন হিন্দু। ফজলুল হক মন্ত্রিসভা বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের জন্য ১৯৩৮ সালে ‘ক্লাউড কমিশন’ গঠন করে একই সালে বঙ্গীয় প্রজাসভা আইনের সংশোধন করে জমিদারদের ক্ষমতাহ্রাস এবং কৃষক প্রজাদের অধিকার সম্প্রসারণের চেষ্টা করে। ১৯৩৮ সালে ‘বঙ্গীয় চাষী খাতক আইন’ পাস করা হয়। এর ফলে ঋণগ্রস্ত কৃষকগণ ঋণভার লাঘবের সুযোগ পান। এ আইনের আলোকে অবিভক্ত বাংলার সর্বত্র ‘ঋণ সালিসি বোর্ড’ গঠিত হয়। ১৯৩৯ সালে ‘বঙ্গীয় চাকরি নিয়োগ বিধি’ প্রণীত হয়। এতে মুসলমানদের জন্য শতকরা ৫০ ভাগ চাকরি নির্দিষ্ট রাখার ব্যবস্থা করা হয়। নবাব সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক ইংরেজ বন্দী নির্যাতনের মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে কলকাতায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যে ‘হলওয়েল মনুমেন্ট’ নির্মাণ করেছিল ফজলুল হক মন্ত্রিসভা তা অপসারণ করে দেশবাসীর অকুণ্ঠ ভালাবাসা লাভ করতে সক্ষম হয়।

ফজলুল হক মন্ত্রিসভা ছিল দুর্বল। মুসলিম লীগ এসময় শেরে বাংলা ফজলুল হকের উপর নানাবিধ চাপ প্রয়োগ করে মুসলিম লীগের চাপের মুখে তিনি সামসুদ্দিন আহমদকে বাদ দিয়ে জমিদার মোশাররফ হোসেনকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করলে তাঁর নিজ দলেই ভাঙনের সৃষ্টি হয়। তিনি তাঁর দলের বিক্ষুব্ধ ১৭ জন সদস্যকে বহিস্কার করেন। ফলে প্রাদেশিক আইনসভায় মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হয় এবং কৃষক প্রজা পার্টি সংখ্যালঘিষ্ঠ দলে পরিণত হয়। মন্ত্রিসভার স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্যই শেরে বাংলা মুসলিম লীগের মত সাম্প্রদায়িক দলে ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে যোগদান করতে বাধ্য হন। ১৯৪১ সালে মন্ত্রিসভা থেকে মুসলিম লীগ সদস্যদের পদত্যাগ করার ফলে ফজলুল হক মন্ত্রিসভাও পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

একে ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা

১৯৪১ সালে মুহম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে মতানৈক্যের ফলে একে ফজলুল হক মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি ড. শ্যামপ্রসাদের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। এ মন্ত্রিসভা শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা নামে পরিচিত। এই মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এ কে ফজলুল হক। ১৯৪৩ সালে এই মন্ত্রিসভার পতন হয়।

লাহোর প্রস্তাব

১৯৩৯ সালে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন যে, হিন্দু মুসলমান দুটি আলাদা জাতি। তার এ ঘোষণা ‘দ্বিজাতি তত্ত্ব’ হিসাবে পরিচিত। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ঐতিহাসিক ‘লাহোর প্রস্তাব’ উত্থাপন করেন। লাহোর প্রস্তাবের মূলকথা ছিল উপমহাদেশের উত্তর পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলীয় মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলো নিয়ে একাধিক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। অন্য কোনো ব্যবস্থা মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবেনা। লাহোর প্রস্তাবে পাকিস্তানের কোনো উল্লেখ ছিলনা। তবুও এ প্রস্তাব পাকিস্তান প্রস্তাব নামেও পরিচিত। একাধিক রাষ্ট্রের পরিবর্তে একটি মাত্র রাষ্ট্রগঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ প্রস্তাবের ভিত্তিতেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। প্রস্তাবের ধারাগুলোর বৈশিষ্ট্য এই যে, ১. ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী সংলগ্ন বা সন্নিহিতস্থানসমূহকে ‘অঞ্চল’ হিসেবে চিহ্নিতকরণ। ২. ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বভাগের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোকে নিয়ে ‘স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ’ গঠন। ৩. এমন স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের জন্য প্রয়োজনবোধে ভারতবর্ষের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলোর সীমানা পরিবর্তন। ৪. এসব স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রদেশ বা অঙ্গরাষ্ট্রগুলো হবে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম। ৫. সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর সাথে পরামর্শ করে তাদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সংবিধানে পর্যাণ্ট, কার্যকর ও বাধ্যতামূলক বিধান করা।

ক্রিপস মিশন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান মিত্র পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করলে জাপানি আক্রমণের বিরুদ্ধে এ দেশীয় সাহায্য সহযোগিতা লাভ করার জন্য তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্লিস স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে ১৯৪২ সালে এ উপমহাদেশে প্রেরণ করেন। তিনি রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে যেকয়টি প্রস্তাব করেন, তা ‘ক্রিপস প্রস্তাব’ নামে খ্যাত।

ভারত ছাড় আন্দোলন

ভারতের রাজনৈতিক সংকট নিরসনে ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হলে ১৯৪২ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ‘ভারত ছাড়’ দাবিতে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়।

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সময় জাপানিরা বার্মা দখল করলে এখান থেকে বাংলায় চাল আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে বাংলার খাদ্য শস্য ক্রয় করে বাংলার বাহিরে সৈন্যদের রসদ হিসাবে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অসাধু, লোভী ও মুনাফাখোর ব্যবসায়ীরা খাদ্য গুদামজাত করে। এছাড়া অনাবৃষ্টির ফলে বাংলার খাদ্য উৎপাদনও হ্রাস পায়। ফলে ১৯৪৩ সালে বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়। এ দুর্ভিক্ষে আনুমানিক ৩০ লক্ষ লোক প্রাণ হারায়। বাংলা ১৩৫০ সালে সংঘটিত এই দুর্ভিক্ষ ‘পঞ্চাশের মন্ডল’ নামে পরিচিত।

ক্যাবিনেট মিশন

১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলি তাঁর মন্ত্রীসভার তিন সদস্যকে ভারতে প্রেরণ করেন যা মন্ত্রীমিশন বা ক্যাবিনেট নামে পরিচিত।

১৯৪৬ সালের নির্বাচন ও সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভা

১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আবুল হাসেম এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন মুসলীম লীগ জয় লাভ করে। ১৯৪৬ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। এটি ছিল অবিভক্ত বাংলার শেষ মন্ত্রীসভা। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্য মন্ত্রী।

পাকিস্তান আমল

পূর্ববঙ্গ জমিদারি দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন পূর্ববঙ্গ জমিদারি দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে পাস হয়। এ আইনের ফলে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয়।

ভাষা আন্দোলন

১৯৪৭ সালে ড. মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ ‘দৈনিক আজাদ পত্রিকায়’ ‘পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা’ শিরোনামে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করার দাবি করেন।

১৯৪৭ সালের ৫ ডিসেম্বর করাচিতে একটি শিক্ষা সম্মেলনে পাকিস্তানের শিক্ষা মন্ত্রী ফজলুর রহমানের নেতৃত্বে উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার প্রথম সরকারি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৯৪৭ সালে ১লা সেপ্টেম্বর ‘তমুদ্দিন মজলিশ’ নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। ‘তমুদ্দিন মজলিশ’ এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অধ্যাপক আবুল কাশেম। পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলাকে চালু করার দাবি নিয়ে এগিয়ে আসে ‘তমুদ্দিন মজলিশ’। ভাষার উপরে অধ্যাপক আবুল কাশেম, ড. কাজী মোতাহার হোসেন এবং আবুল মনসুর আহমেদ তিনটি প্রবন্ধ লিখেন। এ প্রবন্ধ তিনটিকে একত্রিত করে ‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু’ শিরোনামে ১৯৪৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর প্রকাশ করে তমুদ্দিন মজলিশ। এটি ছিল ভাষা আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকা এবং এই লেখক তিনজন ছিলেন ‘তমুদ্দিন মজলিশ’ এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসের দুই তারিখে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী নিয়ে ‘রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ’ গঠিত হয়। ১৯৪৭ সালের ১০ আগস্ট পাকিস্তানের গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। ১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদের এক অধিবেশনে ‘ইংরেজির পাশাপাশি উর্দু ভাষাতে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু হলে পূর্ব বাংলার গণপরিষদ সদস্য কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এর প্রতিবাদ করেন এবং বাংলা ভাষাতে গণপরিষদের অন্যতম ভাষারূপে সরকারি স্বীকৃতির দাবী জানান। কিন্তু গণপরিষদ এই দাবী প্রত্যাখান করলে পূর্ব বাংলা ছাত্র-শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবী মহলে অসন্তোষ দেখা দেয়। ১৯৪৮ সালের ২রা মার্চ কামরুদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে ‘রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’ গঠিত হয়। এই সংগ্রাম পরিষদ রাষ্ট্রভাষার ক্ষেত্রে

সরকারের ষড়যন্ত্র রোধ করার জন্য ১৯৪৮ সালের ১১মার্চ থেকে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। ওই দিন ঢাকায় বহু ছাত্র আহত, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ, শামসুল আলমসহ আরোও অনেক ছাত্র নেতা গ্রেফতার হন। এ জন্য ১৯৪৮-১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলনের সময়কালে প্রতিবছর ১১ মার্চ ‘ভাষা দিবস’ হিসেবে পালন করা হত। ১৫ই মার্চ আন্দোলনের মুখে বঙ্গবন্ধু সহ অন্যান্য ছাত্র নেতাদের মুক্তি দেওয়া হয় এবং খাজা নাজিমুদ্দিন ছাত্রদের সাথে একটি আট দফা চুক্তি করতে বাধ্য হয়। ফলে আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়। ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় ঘোষণা দেন, ‘উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা’। ২৪ মার্চ কার্জন হলে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি একই কথার পুনরাবৃত্তি করলে উপস্থিত ছাত্ররা ‘না না’ বলে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ১৯৪৯ সালে পূর্ব বাংলা সরকার বাংলা ভাষা সংস্কারের নামে ‘পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি’ গঠন করেন। মাওলানা আকরাম খাঁ ছিলেন এই কমিটি সভাপতি। ১৯৫০ সালে এই কমিটির রিপোর্ট প্রদান করা হয়। এতে উর্দুকে পূর্ব বাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দ্বিতীয় ভাষারূপে পাঠ করার সুপারিশ করা হয়। ১৯৫১ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান আততায়ীর হাতে নিহত হলে খাজা নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। ১৯৫১ সালের ভাষা সৈনিক মতিনের নেতৃত্বে গঠিত হয় ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষা সংগ্রাম কমিটি’। ১৯৫২ সালের ২৬ই জানুয়ারি পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঢাকায় এক জনসভায় ঘোষণা করেন ‘উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা’। এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারি আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে ‘সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কার্যকরি পরিষদ’ গঠন করা হয়। এই পরিষদ ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রোজ বৃহস্পতিবার ‘রাষ্ট্রভাষা দিবস’ পালনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং সারা দেশে হরতাল কর্মসূচী পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ছাত্র আন্দোলনের ভয়ে ভীত হয়ে নুরুল আমিন সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা জারি করে এবং সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ করে। কিন্তু ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সংগঠিত ভাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ‘রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই’ স্লোগান দিতে দিতে বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ চত্বরে সমাবেশ হয়। পুলিশ উপস্থিত ছাত্রজনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করলে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ বাধে। পুলিশ এক পর্যায়ে গুলিবর্ষণ করলে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ অনেকে শহীদ হন। ২১শে ফেব্রুয়ারিতেই শহীদদের স্মরণে রাজশাহী সরকারি কলেজ প্রাঙ্গণে ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ মিনার স্থাপিত হয়। পুলিশের গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে ১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি বিশাল শোভাযাত্রা বের হয়। এ শোভাযাত্রার উপরও পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। ফলে শফিউর রহমান মৃত্যুবরণ করেন। ২৪ শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাঙ্গণে স্থাপিত হয় ঢাকার প্রথম শহীদ মিনার। ডা. বদরুল আলম এবং ডা.সাদ্দীদ হায়দার এর নকশা আঁকেন। এই শহীদ মিনারটি উদ্বোধন করেন শহীদ শফিউরের পিতা। ২৬ তারিখ সাহিত্যিক আবুল কালাম শামসুদ্দিন পুনরায় উদ্বোধন করেন। ঐ রাতে শহীদ মিনারটি মুসলিমলীগ কর্মীরা ভেঙ্গে

দেয়। ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে বা সংবিধানে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদান করা হয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল ছিলেন মালিক গোলাম মোহাম্মদ, প্রধানমন্ত্রী ছিলেন খাজা নাজিমুদ্দিন এবং পূর্ব বাংলার মূখ্য মন্ত্রী ছিলেন নুরুল আমিন।

বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায় ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬। এদিন পাকিস্তান গণপরিষদের ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান গৃহীত হয়। এ সংবিধানে ২১৪(১) অনুচ্ছেদে বলা হয় “পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু এবং বাংলা।” ২৩ মার্চ ১৯৫৬ সালে এ সংবিধান কার্যকর হয়।

- ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের সর্বপ্রথম গান রচনা করেন অধ্যাপক আনিসুল হক চৌধুরী। গানটির সুর করেন শেখ লুৎফর রহমান।
- ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ চট্টগ্রামের মাহবুবুল আলম চৌধুরী ‘কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি’ নামে ১৬ পৃষ্ঠার কবিতা রচনা করেন। এটি ছিল একুশের প্রথম কবিতা।
- ভাষা সংগ্রামী গাজীউল হক রচনা করেন ‘ভুলবো না, ভুলবো না, একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলবো না’। সুর করেন তার ভাই নিজামুল হক। এটি ছিল একুশের প্রথম গান।
- ‘সাপ্তাহিক সৈনিক’ ছিল ভাষা আন্দোলনের মুখপাত্র। ১৯৪৮ সালে অধ্যাপক সাহেদ আলীর সম্পাদনায় প্রকাশ শুরু হয়। পাকিস্তানের গণপরিষদে প্রথম বাংলা বক্তৃতা দেন মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ।
- বাংলাদেশের বাহিরে ভাষা আন্দোলন : ১৯৬১ সালের ১৯ মে বাংলা ভাষার দাবীতে আসামের কাছাড় জেলায় ভাষা আন্দোলন সংঘটিত হয়। পুলিশ গুলি চালালে ১১ জন মারা যান। ১৯ মে আসামে রাষ্ট্রভাষা দিবস পালিত হয়। ১৯৬১ সালেই অসমীয়া ভাষার পাশাপাশি বাংলাকেও আসামের সরকারি ভাষার ঘোষণা করা হয়।
- ১৯৯৭ সাল বৃটেনের ওল্ডহ্যাম শহরে প্রথম শহীদ মিনার নির্মিত হয়। এটি ছিল দেশের বাহিরে নির্মিত প্রথম শহীদ মিনার।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

- ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে বিশ্বব্যাপী পালন করা হয়।
- ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার এবং ঐতিহাসিক এ দিনটির বাংলা তারিখ ৮ই ফাল্গুন।
- ২১শে ফেব্রুয়ারিকে ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো তাঁর ৩১তম বৈঠকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করে।

- ২০০০ সালে প্রথমবারের মত বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। প্রথম বছরে ১৮৮টি দেশ এই দিবস পালন করে।
- জাতিসংঘ ২০০৮ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে প্রথমবারের মত বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের ছবি সম্বলিত ডাকটিকেট প্রকাশ করে যুক্তরাষ্ট্র।
- ভাষাভাষী জনসংখ্যার বিবেচনায় বাংলা ভাষার অবস্থান বিশ্বে বাংলা পিডিয়ার সূত্রমতে ৭ম এবং মাধ্যমিক বাংলা ব্যাকরণ বইয়ের সূত্র মতে ৪র্থ।
- বাংলা ভাষাকে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়েছে সিয়েরা লিওন।
- বাংলা ভাষাকে জীবনের সর্বস্তরের ব্যবহারের জন্য জাতীয় সংসদে আইন পাস হয় ১৯৮৭ সালে।
- সরকারি ভাষা হিসেবে এদেশে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার শুরু হয় ১৮৩৫ সালে।
- ১৯৭৫ সালের ২১মার্চ রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাকে রাষ্ট্র ও জাতীয় ভাষা ঘোষণা করেন। আদেশে বলা হয় সরকারি, স্বাভাবিক সংস্থা ও আধা সরকারি অফিসে বাংলায় নথি ও চিঠি পত্র লিখতে হবে।

১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট

নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্বপাকিস্তানে মুসলিমলীগকে চরম শিক্ষা দেওয়ার জন্য ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর সমমনা কয়েকটি বিরোধীদল ‘যুক্তফ্রন্ট’ নামে একটি ঐক্যজোট গঠন করে। যুক্তফ্রন্ট মূলত ৩টি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল। এগুলো হলো মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসলিম লীগ, এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক শ্রমিক পার্টি, মাওলানা আতাহার আলীর নেতৃত্বাধীন নেজাম-ই-ইসলামী। পরবর্তীতে হাজী দানেশের নেতৃত্বাধীন বামপন্থী গণতন্ত্রী দল ও খেলাফতে রাব্বানী পার্টি যুক্তফ্রন্টে যোগ দেয়। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিল নৌকা এবং ২১ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। ২১ দফা দাবীর প্রথম দাবী ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া। অন্যান্য উল্লেখ্য যোগ্য দফা গুলো হল:

২নং: বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ ও খাজনা আদায়কারী মধ্যস্থতৃ ভোগীদের উচ্ছেদ করে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বন্টনের ব্যবস্থা করা।

৩নং: পাট ব্যবসায় জাতীয়করণ ও পাটের ন্যায্যমূল্য প্রদান।

৫নং: পূর্ব বাংলাকে লবণের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা।

৯নং: অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন ও শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করা।

১০নং: সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের ব্যবধান দূর করা এবং বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা।

১১নং: বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত সকল কালাকানুন বাতিল করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন প্রদান করা।

১৫নং: শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করা।

১৬নং: বর্ধমান হাউজকে (বর্তমান বাংলা একাডেমী) আপাতত ছাত্রাবাস এবং পরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণাগার করা।

১৭নং: বাংলা ভাষার জন্য শহীদদের স্মরণে শহীদ মিনার নির্মাণ করা।

১৮নং: একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ও সরকারি ছুটির দিন হিসাবে পালন করা।

➤ ২১ দফা কর্মসূচী বা মেনিফেস্টো প্রণয়ন করেন তৎকালীন আওয়ামী লীগ এর সহসভাপতি আবুল মনসুর আহমেদ। ২১ দফা মেনিফেস্টোতে ভাষা সম্পর্কিত দফা ছিল ৫টি (১, ১০, ১৬, ১৭ ও ১৮)।

➤ ১৯৫৪ সালের ১১মার্চ পূর্বপাকিস্তান প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে পূর্ববাংলা আইন পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ছিল ৩০৯টি। এর মধ্যে মুসলিম আসন ছিল ২৩৭টি এবং অমুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য ৭২টি আসন সংরক্ষিত ছিল। মুসলিম আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৩, মুসলিম লীগ ৯টি আসন লাভ করে। অমুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত ৭২টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ১৩টি আসন লাভ করে। অর্থাৎ মোট ৩০৯ আসন বিশিষ্ট প্রাদেশিক আইন সভায় যুক্তফ্রন্ট ২৩৬টি আসন লাভ করে। ১৯৫৪ সালের ৪ এপ্রিল প্রাদেশিক নির্বাচনের পর যুক্তফ্রন্ট পূর্ববাংলায় মন্ত্রীসভা গঠন করে। মন্ত্রীসভার মুখ্যমন্ত্রী হন এ কে ফজলুল হক শেখ মুজিবুর রহমান এই মন্ত্রীসভায় কৃষি, সমবায়, পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর গোলাম মোহাম্মদ ১৯৫৪ সালের ৩০ মে দেশদ্রোহীতার অভিযোগে ফজলুল হকের 'যুক্তফ্রন্ট' মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দিয়ে পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন জারি করেন।

পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র

পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র রচিত হয় ১৯৫৬ সালের ২৩ই মার্চ। এই শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়। পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোকে একত্রিত করে একটি ইউনিট গঠনের ফলে এর নাম হয় 'পশ্চিম পাকিস্তান' এবং পূর্ব বাংলার নাম হয় 'পূর্ব পাকিস্তান'। পাকিস্তান প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ইক্বান্দার মীর্জা।

কাগমারী সম্মেলন

১৯৫৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি আওয়ামীলীগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে টাঙ্গাইল জেলার সন্তোষে একটি ঐতিহাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যা 'কাগমারী' সম্মেলন নামে পরিচিত। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। সম্মেলনে প্রধান এজেন্ডা ছিল পূর্ব

পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ও বৈদেশিক নীতি। অনুষ্ঠানে মাওলানা ভাসানী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, যদি পূর্বপাকিস্তানে শোষণ অব্যাহত থাকে তবে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানকে ‘আসসালামু আলাইকুম’ জানাতে বাধ্য হবেন।

১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন

১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর এক ঘোষণা বলে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইক্কান্দার মীর্জা পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জারি করেন। তিনি প্রধান সেনাপতি জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খানকে পাকিস্তানের প্রধান সামরিক কর্মকর্তা নিয়োগ করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান সামরিক শাসক নিয়োগ করেন ওমরাও খানকে। মাত্র ২০ দিনের মাথায় আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট ইক্কান্দার মীর্জাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং দেশ ত্যাগে বাধ্য করেন। ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান নিজেকে পাকিস্তানের স্বনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসাবে ঘোষণা করেন। একই সাথে তিনি পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি ও সামরিক শাসকের পদেও বহাল থাকেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯৬০ সালের ২৩ মার্চ সামরিক শাসন প্রত্যাহার করেন।

মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশ

জেনারেল আইয়ুব খান ছিলেন উচ্চাভিলাষী। প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হয়েই নিজের ভবিষ্যৎ ক্ষমতার ভিত্তি সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত করার জন্য তিনি বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯৫৯ সালের ২৭ অক্টোবর ক্ষমতা গ্রহণের ঠিক একবছর পরে তিনি ‘মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশ’ জারি করেন। এই আদেশ বলে তিনি যে স্থানীয় সরকারের পরিকল্পনা করেন তার নামকরণ করা হয় ‘মৌলিক গণতন্ত্র’। মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশে ৪ স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন গড়ে তোলার কথা বলা হয়। প্রথম স্তরে ছিল গ্রামে ‘ইউনিয়ন কাউন্সিল, পৌর এলাকায় ‘ইউনিয়ন কমিটি’ এবং ছোট শহরে ‘টাউন কমিটি’। ২য় স্তরে ছিল গ্রামে থানা কাউন্সিল, পৌর এলাকায় ‘মিউনিসিপ্যাল কমিটি’ সামরিক এলাকায় ‘ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড’। ৩য় স্তরে ছিল ‘জেলা কাউন্সিল’ এবং ৪র্থ স্তরে ছিল ‘বিভাগীয় কাউন্সিল’। পূর্ব পাকিস্তানের ৪০ হাজার এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৪০ হাজার ‘মৌলিক গণতন্ত্রী সদস্য জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবেন বলে বিধান করা হয়। এই মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটেই ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, আইন সভার সদস্য ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিধান করা হয়। ১৯৬০ সালে এক সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে সারাদেশে ইউনিয়ন স্তরে ৮০ হাজার ‘মৌলিক গণতন্ত্রী’ নির্বাচিত হন। এই ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীর আস্থাসূচক ভোটে (‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ ভোট) জেনারেল আইয়ুব খান পাঁচ বছরের জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এই মৌলিক গণতন্ত্রীদের সমর্থনের জোরেই আইয়ুব খান তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানকে সুসংহত করতে সমর্থ হন। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে ‘মৌলিক গণতন্ত্র’ পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। নির্বাচনে অনাকোন প্রার্থী থাকার প্রশ্নই উঠে না। কেননা এটি ছিল আস্থা যাচাইয়ের ভোট। এ প্রহসনমূলক নির্বাচনে আইয়ুব খান শতকরা ৯৫.৬২ ভাগ ভোট লাভ করেন।

পাকিস্তানের দ্বিতীয় শাসনতন্ত্র

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের শাসনামলে ১৯৬২ সালে পাকিস্তানে দ্বিতীয় সংবিধান প্রণীত হয়। এই সংবিধানে পাকিস্তানকে একটি ইসলামি প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়। বঙ্গবন্ধুসহ আওয়ামীলীগের ১৩ জন সদস্য উক্ত সংবিধানে স্বাক্ষর করেননি। কারণ পূর্ব বাংলার নাম রাখা হয় ‘ইসলামীক রিপাবলিক অব ইস্ট পাকিস্তান’। সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় পাকিস্তানের রাজধানী করাচি থেকে ইসলামাবাদে স্থানান্তর করা হয়।

১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন

ছাত্ররা ১৯৬২ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর গণতান্ত্রিক শিক্ষার দাবীতে হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় এবং স্বৈরাচারি আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে দেশ ব্যাপী হরতাল পালন করে। এটাই ছিল স্বৈরাচারী আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রথম গণঅভ্যুত্থান।

১৯৬৫ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯৬৫ সালে মৌলিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন দেন এবং নিজেই কনভেনশনাল মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হন। এমতবস্থায় অধিকাংশ বিরোধী দল মিলিত হয়ে COP (Combined Opposition Party) নামে একটি সম্মিলিত জোট গঠন করে। এ জোটের প্রার্থী ছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ভাগনী ফাতেমা জিন্নাহ। এ নির্বাচনে আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্রী পন্থায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ

১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কাশ্মীর প্রদেশে ভারত পাকিস্তান সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ৬ সেপ্টেম্বর শুরু হয় পাক-ভারত যুদ্ধ। ১৭ দিন ব্যাপী এ যুদ্ধে বাঙালী সৈন্যরা অসম্ভব সাহসিকতা দেখায়। অতঃপর জাতিসংঘের হস্তক্ষেপে উভয়পক্ষের যুদ্ধ বিরতি হয়।

১৯৬৬ সালের ছয় দফা

১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষার দাবী সম্বলিত একটি কর্মসূচী ঘোষণা করেন। তাঁতহাসে এটি ৬ দফা কর্মসূচী নামে পরিচিত। পরবর্তীতে ২৩ মার্চ, ১৯৬৬ লাহোরের এক সংবাদ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে ছয়দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন। ছয় দফা কর্মসূচী ঐতিহাসিক ‘লাহোর প্রস্তাব’ এর ভিত্তিতে রচিত। ৬য় দফা দাবীর দফা গুলো নিম্নরূপ
১। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে পাকিস্তানকে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র হিসাবে গঠন করতে হবে। এটি সংসদীয় পদ্ধতির যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা হবে। প্রাপ্ত বয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা হবে সার্বভৌম।

২। ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়। অন্যান্য বিষয় থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।

৩। দেশের দুই অঞ্চলের জন্য সহজে বিনিময়যোগ্য দুটি মুদ্রা চালু থাকবে। মুদ্রা লেনদেনের হিসাব রাখার জন্য দুই অঞ্চলের জন্য দুটি স্বতন্ত্র স্টেট ব্যাংক থাকবে। মুদ্রা ও ব্যাংক পরিচালনার ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে অথবা দুই অঞ্চলের একই মুদ্রা থাকবে তবে সংবিধানে এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে এক অঞ্চলের মুদ্রা ও মূলধন অন্য অঞ্চলে পাচার হতে না পারে। একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে এবং দুটি আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে।

৪। সবপ্রকার কর ও শুল্ক ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে। আদায়কৃত অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংশ ফেডারেল তহবিলে জমা হবে যা দ্বারা ফেডারেল সরকার ব্যয় নির্বাহ করবে।

৫। বৈদেশিক মুদ্রা ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রদেশগুলোর হাতে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে। তবে আয় হতে একটি নির্দিষ্ট অংশ ফেডারেল সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা মিটাতে দেয়া হবে।

৬। প্রদেশগুলো চাইলে তাদের আঞ্চলিক সংহতি ও জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য নিজস্ব মিলিশিয়া বা আধা সামরিক বাহিনী গঠন ও পরিচালনা করতে পারবে।

ছয়দফা কর্মসূচী বাঙ্গালী জাতির ‘মুক্তির সনদ’ বা ‘ম্যাগনাকাটা’ হিসাবে পরিচিত। ১৯৬৬ সালের ৭ জুন বঙ্গবন্ধু সহ সকল রাজবন্দির মুক্তি ও ছয় দফা দাবীতে পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালিত হয়। এই দিন তেজগাঁও এলাকায় পুলিশের গুলিতে শ্রমিক নেতা মনু মিয়া নিহত হন। তিনি ছয় দফা আন্দোলনের প্রথম শহীদ। এ কারণে ৭ জুন কে ছয় দফা দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

আগরতলা পরিকল্পনা মামলা ও ৬৯’র গণঅভ্যুত্থান

পাকিস্তান রাষ্ট্রের জনোর পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানীদের বৈষম্য ক্রমেই বাড়ছিল। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড রুদ্ধ করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান সরকার বার বার তাকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়েছে। তারপরও বঙ্গবন্ধুকে এ ভূখন্ড স্বাধীন করার প্রচেষ্টা থেকে বিরত রাখা যায়নি। বিভিন্ন সময় বঙ্গবন্ধুর সাথে নানা পেশার বিশেষ করে সামরিক বাহিনীর তরুণ বাঙ্গালী সদস্যদের যোগাযোগ হয়। ১৯৬২ সালে পাকিস্তান নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন একদল সেনা সদস্য নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করেন। তাদের সাথে বঙ্গবন্ধুর সশস্ত্র আন্দোলন নিয়ে মতবিনিময় হয়। ১৯৬৩ সালে বঙ্গবন্ধু গোপনে ত্রিপুরা গমন করেন। সেখানে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় তৎকালীন কংগ্রেস নেতা ও পরবর্তীকালে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের সাথে তাঁর বৈঠক হয়। সেখানে তিনি শচীন্দ্রলাল এর মাধ্যমে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে বার্তা পাঠিয়ে সশস্ত্র আন্দোলনে সহযোগিতা কামনা করেন। এদিকে সামরিক বাহিনীতে বিদ্যমান বৈষম্যের কারণে কয়েকজন বাঙ্গালী অফিসার ও সেনা সদস্য গোপনে

সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য সংঘটিত হতে থাকে। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার কাছে বিষয়টি প্রকাশ হয়ে পড়ে। সারা পাকিস্তানে দেড় হাজার বাঙ্গালীকে গ্রেফতার করা হয়। এ ষড়যন্ত্রের জন্য বঙ্গবন্ধুকে প্রধান আসামী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়। তখন বঙ্গবন্ধু জেলে বন্দি ছিলেন। এ মামলাটি দায়ের করা হয় ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের অভিযোগ ছিল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলাতে ভারতীয় সরকারী কর্মকর্তাদের গোপান বৈঠক হয়। সেখানে ভারতের সহায়তায় সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা করা হয়। এ জন্য মামলাটির নাম হয় ‘আগরতলা মামলা’। সরকারি নথিতে মামলার নাম হল ‘রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য’। ১৯৬৬ সালের ৯ই মে ৬ দফা আন্দোলনের কারণে জেলে বন্দি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারি বেকসুর খালাস দেয়া হয় আবার ১৮ জানুয়ারি সামরিক আইনে জেলগেট থেকে আবার গ্রেফতার করে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়। এ মামলায় ৩৫জন অভিযুক্ত ছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে অন্য ৩৪ জন অভিযুক্তদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৫ জনের নাম দেওয়া হল ১। লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ২। স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান ৩। ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক ৪। সার্জেন্ট জহরুল হক ৫। ক্যাপ্টেন শওকত আলী।

আগরতলা মামলার বিচার কার্য পরিচালনার জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। ১৯৬৮ সালের ১৯শে জুন বেলা ১১ টায় মামলার শুনানি শুরু হয়। প্রখ্যাত আইনজীবী আব্দুস সালাম খানের নেতৃত্বে অভিযুক্তদের আইনজীবীদের নিয়ে একটি ডিফেন্স টিম গঠন করা হয়। অন্যদিকে যুক্তরাজ্যে প্রবাসী বাঙ্গালীরা বৃটেনের প্রখ্যাত আইনজীবী স্যার টমাস উইলিয়ামকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আইনজীবী হিসেবে প্রেরণ করে। পাকিস্তান সরকারের পক্ষে প্রধান কৌশলি ছিলেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঞ্জুরকাদের ও এডভোকেট জেনারেল টি এইচ খান। ট্রাইব্যুনালের প্রধান বিচারপতি ছিলেন এস.এ. রহমান। অপর দুই বিচারপতি ছিলেন এম. আর খান ও এম হাকিম। বিচারকার্য চলার সময় পূর্বপাকিস্তানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবী জোরদার হয়। আইয়ুব-মোনায়েম বিরোধী আন্দোলনে জনগণ যখন মুখর, তখন ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি ‘ডাকসু’ কার্যালয়ে ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া ও মেনন উভয় গ্রুপ), জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের একাংশ (দোলন গ্রুপ) সাংবাদিক সম্মেলন করে স্টুডেন্ট এ্যাকশন কমিটি (SAC) গঠন করে এবং ১১ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করে। ছাত্রদের ১১ দফা ঘোষিত হলে জনগণ ছাত্র সমাজের ডাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেয় এবং সংগ্রামী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ছাত্রদের এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে উদ্ভূত হয়েই ৮টি রাজনৈতিক দল মিলে ১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারির DAC (Democratic Committee) গঠন করে। দলগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল পাকিস্তান আওয়ামীলীগ, পাকিস্তান মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামি পার্টি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট ইত্যাদি। DAC ৮ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করে। SAC এর ১১ দফা ও DAC এর ৮ দফার

ভিত্তিতে আন্দোলন বেগবান হয়। SAC এর ১১ দফার মধ্যে একটি দফা ছিল ৬ দফা। ২০ জানুয়ারি ছিল ৬৯'র গণআন্দোলনের মাইলস্টোন। ঐদিন পুলিশের গুলিতে অন্যতম ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান নিহত হন। ২৪ তারিখে নবকুমার ইনস্টিটিউটের দশম শ্রেণির ছাত্র মতিউর এবং খুলনায় তিন জন নিহত হন। ২৪ জানুয়ারিকে বর্তমানে গণঅভ্যুত্থান দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহরুল হককে ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় এবং ১৮ই ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. শামসুজ্জোহাকে পাকিস্তানের সেনারা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেইটের সামনে শান্ত মাথায় কোন কারণ ছাড়াই নৃশংসভাবে বেয়েন্ট চার্জ করে হত্যা করে। অবশেষে আইয়ুব সরকার পূর্বপাকিস্তানের জনগণের কাছে নতি শিকার করে। আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে নেয়। বঙ্গবন্ধু সহ মামলার সকল অভিযুক্তদেরকে ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে মুক্তি দেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধুর মুক্তি উপলক্ষে ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ রেসকোর্স ময়দানে একটি সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। সেই বিশাল জনসভায় ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের (SAC) পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন।

সত্তরের নির্বাচন এবং মুক্তিযুদ্ধ

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে ২৫শে মার্চ আইয়ুব খান পদত্যাগ করলে তাঁর উত্তরসূরি জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার আশ্বাস দেন। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় এসে ১৯৭০ সালের ২৬ শে মার্চ এক বেতার ভাষণে পরবর্তী নির্বাচন ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে সর্বপ্রকার বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করে পুনরায় রাজনৈতিক তৎপরতার অনুমতি দেওয়া হয়। পাশাপাশি ৫ই অক্টোবর জাতীয় পরিষদ ও ২২শে অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হলেও শেষ পর্যন্ত তা পিছিয়ে ৭ই ডিসেম্বর এবং ১৭ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। তবে কিছু অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস হওয়ায় ওইসব অঞ্চলে ১৯৭১ সালের ১৭ই জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামীলীগের দলীয় প্রতীক ছিল নৌকা এবং নির্বাচনী কর্মসূচী ছিল ৬ দফা। এই নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু জাতীয় পরিষদের ১১১নং আসন (ঢাকা-৮) থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং জয় লাভ করেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন লাভ করে। যে ২টি আসনে আওয়ামীলীগ জয় লাভ করতে পারেনি সেগুলো হলো ক) পার্বত্য রাঙ্গামাটি (চট্টগ্রাম-১০) আসনে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় জয় লাভ করেন। এটি জাতীয় পরিষদের ১৬২ নং আসন ছিল। খ) ময়মনসিংহ ৮ আসন থেকে পাস করেন নুরুল ইসলাম। সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ আওয়ামীলীগ মোট ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে জাতীয় পরিষদে একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে। আবার, পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে আওয়ামীলীগ

পায় ২৮৮টি আসন এবং সংরক্ষিত নারী আসনের ১০টি সহ মোট ৩১০ আসনের মধ্যে আওয়ামীলীগ মোট ২৯৮টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। সে সময় জাতীয় পরিষদের সদস্যদের এমএনএ এবং প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের এমপিএ বলা হত। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামীলীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করায় এ দলের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হওয়া ছিল ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান আওয়ামীলীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে গরিমসি আরম্ভ করে। তিনি ৩রা মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্ররোচনায় ১লা মার্চ স্থগিত ঘোষণা করে। এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র, শ্রমিক, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী তথা সাধারণ মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ১লা মার্চ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে নূরে আলম সিদ্দিকী ও শাহজাহান সিরাজ এবং ডাকসুর সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে আ.স.ম আব্দুর রব ও আব্দুল কুদ্দুস মাখন এ চার নেতা মিলে এক বৈঠকে ‘স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ’ গঠন করেন। এ চার ছাত্রনেতাকে বলা হতো মুক্তিযুদ্ধের চার খলিফা। এ সংগঠনের উদ্যোগে ২রা মার্চ দেশ ব্যাপী ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। এবং ঐ দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক ছাত্র সমাবেশে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন আ.স.ম আব্দুর রউফ। একাত্তরের ৩রা মার্চ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আহূত পল্টন সমাবেশে ‘স্বাধীনতার ইশতেহার’ পাঠ করা হয়। স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেন শাহজাহান সিরাজ। বঙ্গবন্ধু ৩রা মার্চ অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন এবং ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পর থেকে তা বেগবান হয়। বঙ্গবন্ধু ঘোষিত অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী সমূহ ছিল: ১) কর প্রদান বন্ধ ২) সকল অফিস হরতাল পালন করবে ৩) সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে ৪) বেতার টিভি আওয়ামীলীগের সংবাদ প্রচার করবে ৫) পরিবহন চালু থাকবে ৬) ব্যাংক ২টা পর্যন্ত খোলা থাকবে ৭) প্রত্যেক ভবনে কালো পতাকা উড়বে ৮) ব্যাংকসমূহ পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থ প্রেরণ করবে না।

১৯৭১ সালের ৩রা মার্চের স্বাধীনতার ইশতেহারে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণা দেওয়া হয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ‘জাতির পিতা’ ঘোষণা করা হয়।

আন্দোলন চাঙ্গা হয়ে উঠলে ইয়াহিয়া খান বাধ্য হয়ে ৬ই মার্চ ঘোষণা করেন যে, ‘২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে এবং তার পূর্বে ১০ মার্চ ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য ১২জন নেতার এক ঘরোয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে’ কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ ঘোষণার মধ্যে ষড়যন্ত্রের আভাস লক্ষ্য করে দৃঢ় কণ্ঠে বলেন যে, ‘বাঙ্গালীর তাজা রক্ত মাড়িয়ে আমি কোনো সম্মেলনে বসতে পারি না’।

৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের দাবী ছিল ৪টি। যথা:

ক) চলমান সামরিক আইন প্রত্যাহার।

খ) সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

গ) গণহত্যার তদন্ত ও বিচার করতে হবে।

ঘ) নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় জেনারেল ইয়াহিয়া খান বলেছিলেন, ‘এদেশের মানুষ চাইনা, মাটি চাই’। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জেনারেল ইয়াহিয়া খান দস্তোক্তি করে বলেছিলেন, ‘লোকটি এবং তাঁর দল পাকিস্তানের শত্রু, এবার তাঁরা শাস্তি এড়াতে পারবে না’।

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের পর বাঙ্গালীদের আন্দোলন দুর্বল করতে জয়দেবপুরের দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙ্গালী সৈন্যদের কৌশলে নিরস্ত্র করার লক্ষ্যে তাদের অস্ত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয়। কিন্তু মুক্তিকামী বাঙ্গালী সৈন্য এবং স্থানীয় জনতা তাদের মতলব বুঝতে পেরে অস্ত্র জমা না দিয়ে চাঁদনা মোড় থেকে জয়দেবপুর পর্যন্ত সড়ক অবরোধ করে। ১৯৭১ সালের ১৯ মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে এভাবেই সর্বপ্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে জয়দেবপুর তথা গাজীপুরের বীর জনতা।

অপারেশন সার্চ লাইট

পাকিস্তানি সেনারা ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে যে গণহত্যামূলক অভিযান চালিয়েছিল তার নাম দেওয়া হয়েছিল ‘অপারেশন সার্চ লাইট’।

স্বাধীনতা ঘোষণা

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির ঘোষণা দিয়েছিলেন। পৃথিবীর দুটি দেশ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছিল। এর মধ্যে একটি হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অপরটি হলো বাংলাদেশ।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রোজ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১.৩০টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ধানমন্ডির ৩২নং বাসা হতে গ্রেফতার করা হয়। ঐ দিন দিনের বেলা যে কোন জরুরী ঘোষণা প্রচারের জন্য তিনি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন প্রকৌশলী নিয়ে ধানমন্ডির ৩২নং বাসভবনে একটি ট্রান্সমিটার স্থাপন করেন বলে আওয়ামীলীগ সূত্রে উল্লেখ আছে। বন্দী হবার পূর্বে মধ্যরাতে অর্থাৎ ২৬মার্চ প্রথম প্রহরে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং এই ঘোষণা ওয়ালেস যোগে চট্টগ্রামে প্রেরণ করেন। পরের দিন বিবিসির প্রভাতি অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি প্রচার করা হয়। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘোষণা হিসাবে ধরে নিয়ে ১৯৮০ সালে ২৬শে মার্চকে স্বাধীনতা দিবস বা জাতীয় দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ২৬শে মার্চ, ১৯৭১ দুপুরে তৎকালীন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হান্নান

বঙ্গবন্ধুর পক্ষে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র হতে স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রটি প্রচার করেন। ১৯৭১ সালের ২৭শে মার্চ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র হতে মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষ হতে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। আর অন্যদিকে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ ১.৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে জিপে তুলে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়। ওই রাতে বঙ্গবন্ধুকে রাখা হয় ক্যান্টনমেন্টে আদমজী স্কুলে। ২৬শে মার্চ দিনের বেলায় তাকে ফ্লাগ স্টাফ হাউজে নেওয়া হয়। তিনদিন পরে বিমানে করে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ মধ্যরাতে দেশের সকল রেডিও স্টেশন পাকিস্তানি সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। চট্টগ্রামের কতিপয় আওয়ামীলীগ নেতার উদ্যোগে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র হতে যন্ত্রপাতি স্থানান্তরিত করে চট্টগ্রামের কালুরঘাটে প্রেরণ করা হয় এবং কালুরঘাট প্রেরণ কেন্দ্রটিকে বেতার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হয় এবং নাম দেওয়া হয় ‘স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র’। ১৯৭১ সালের ২৮শে মার্চ মেজর জিয়ার অনুরোধে ‘স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র’ হতে বিপ্লবী অংশটি বাদ দিয়ে নামকরণ করা হয় ‘স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র’। ১৯৭১ সালের ৩০ মার্চ হানাদার বিমান বাহিনীর বোমা বর্ষণের ফলে বেতার কেন্দ্রটি নিরব হয়ে যায়। একই বছর ২৫শে মে কলকাতার বালিগঞ্জ বেতার কেন্দ্রটি ২য় পর্যায়ের সম্প্রচার শুরু করে।

স্বাধীন বাংলা বেতারের অত্যন্ত জনপ্রিয় দুটি অনুষ্ঠান ছিল ‘চরমপত্র’ ও ‘জন্মাদের দরবার’। ‘জন্মাদের দরবারে’ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের অমানবিক চরিত্র ও পাশবিক আচরণকে ‘কেল্লাহ ফতেহ খান’ চরিত্রের মাধ্যমে চিত্রিত করা হয়েছে। চরমপত্র সিরিজটির পরিকল্পনা করেন জাতীয় পরিষদ সদস্য আব্দুল মান্নান এবং স্থানীয় ঢাকাইয়া ভাষায় এর স্ক্রিপ্ট লেখা হত ও তাঁর উপস্থাপক ছিলেন এম আর আকতার মুকুল।

মুজিবনগর সরকার গঠন

মুক্তিযুদ্ধকে গতিময় ও সুসংহত করার জন্য, ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীর দেখাশুনা এবং বহির্বিশ্বে বাঙ্গালী জাতির ভাবমূর্ত্তিকে তুলে ধরার জন্য ‘প্রবাসী সরকার’ গঠনের চিন্তাভাবনা করা হয়। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল ঘোষিত হয় ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার আদেশ’। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিলের ঘোষণা অনুযায়ী স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার গঠন করা হয়। এ সরকারে প্রধান ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাই তাঁরই নাম অনুসারে বৈদ্যনাথ তলার নতুন নামকরণ করা হয় ‘মুজিব নগর’ এবং অস্থায়ী সরকারও পরিচিত হয় ‘মুজিব নগর সরকার’ নামে। এ সরকার ‘প্রবাসী সরকার’ ও ‘অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার’ নামে পরিচিত। বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাজধানী করা হয় মুজিবনগরকে, সরকার অস্থায়ী সচিবালয় স্থাপিত হয় কলকাতার ৮নং থিয়েটার রোডে। ‘মুজিব নগর অস্থায়ী সরকার’ এর গঠন ছিল নিম্নরূপ :

রাষ্ট্রপতি— বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (পাকিস্তানের কারাগারে আটক)

উপ-রাষ্ট্রপতি— সৈয়দ নজরুল ইসলাম (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি)

প্রধানমন্ত্রী— তাজউদ্দিন আহমেদ

পররাষ্ট্র মন্ত্রী— খন্দকার মোশতাক আহমেদ।

অর্থমন্ত্রী— ক্যাপ্টেন অবঃপ্রাপ্ত মনসুর আলী।

স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পূর্ববাসন মন্ত্রী— এ এইচ এম কামরুজ্জামান।

সেনাবাহিনীর প্রধান— কর্ণেল অবঃ প্রাপ্ত এম এ জি ওসমানী।

সেনাবাহিনীর উপ-প্রধান এবং চীফ অব স্টাফ— কর্ণেল অবঃ প্রাপ্ত এ রব।

ডেপুটি চীপ অব স্টাফ ও বিমান বাহিনীর প্রধান— এ কে খন্দকার।

কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর ছিল তখন হানাদারমুক্ত এবং মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে। মেহেরপুরের ভবের পাড়া গ্রামের বৈদ্যনাথ তলার অশ্রকাননে বহু দেশি-বিদেশী সাংবাদিক, মুক্তিযোদ্ধা এবং আইন সভার সদস্যদের উপস্থিতিতে ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল ‘মুজিবনগর সরকার’ শপথ গ্রহণ করেন। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন আইনসভার সদস্য ও প্রখ্যাত আওয়ামীলীগ নেতা অধ্যাপক ইউসুফ আলী। এই স্বাধীনতার ঘোষণা কার্যকর হয় ২৬শে মার্চ থেকেই। মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানও অধ্যাপক ইউসুফ আলী পরিচালনা করেন। প্রবাসী সরকারকে উপদেশ ও পরামর্শ প্রদানের জন্য ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী) মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মোঃ অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ, কমিউনিস্ট পার্টির কমরেড মনি সিং, কংগ্রেসের শ্রী মনোরঞ্জন ধর, এবং আওয়ামীলীগের ৫ জনপ্রতিনিধি নিয়ে সর্বমোট ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি ‘উপদেষ্টা পরিষদ’ গঠিত হয়। এই উপদেষ্টা কমিটির প্রধান ছিলেন মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। লন্ডন, নিউইয়র্ক, স্টকহোম ও কলকাতায় কূটনৈতিক মিশন খোলা হয়। এ দূতাবাস গুলোতে বাংলাদেশের পক্ষে বহির্বিশ্বের বিশেষ দূত ছিলেন অধ্যাপক আবু সাঈদ চৌধুরী।

মুক্তিযুদ্ধের সামরিক প্রশাসন

তেলিয়াপাড়া রণকৌশল: ১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিল সিলেটের তেলিয়াপাড়ায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, আনসার, ও পুলিশ বাহিনীর উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী সদস্যরা এক বৈঠকে মিলিত হয়ে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে এক সম্মিলিত আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। এ সভাতেই মুক্তিযুদ্ধের অংশগ্রহণকারী বাহিনী সম্পর্কিত সাংগঠনিক ধারণা এবং কমান্ড কাঠামোর রূপরেখা প্রণীত হয়। মুক্তিবাহিনী সরকারী পর্যায়ে দুইভাগে বিভক্ত ছিল। যথা-নিয়মিত ও অনিয়মিত বাহিনী।

নিয়মিত বাহিনী

ক) সেক্টর ট্রুপস: প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের নির্দেশে সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান জেনারেল এম এ জি ওসমানী সুষ্ঠুভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সমগ্র যুদ্ধ ক্ষেত্রকে

১১টি সেক্টরে এবং ৬৪টি সাব-সেক্টরে ভাগ করেন। প্রতিটি সেক্টরের দায়িত্ব একজন সেক্টর কমান্ডারের উপর ন্যস্ত করা হয়।

খ) **ব্রিগেড ফোর্স :** ১১টি সেক্টর ও অনেকগুলো সাবসেক্টর ছাড়াও রণাঙ্গণকে তিনটি ব্রিগেড ফোর্সে বিভক্ত করা হয়। ফোর্সের নামকরণ করা হয় অধিনায়কদের নামের আদ্যক্ষর দিয়ে। জেড ফোর্স: মেজর জিয়াউর রহমান, এস ফোর্স: মেজর কে এম শফিউল্লাহ এবং কে ফোর্স: মেজর খালেদ মোশাররফ।

অনিয়মিত বাহিনী

এ বাহিনীতে ছিল ছাত্র ও যুবকেরা। গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার জন্য এদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। এদেরকে বলা হত ফ্রিডম ফাইটার্স (এফ.এফ), সরকারী নাম ছিল অনিয়মিত বাহিনী বা গণবাহিনী।

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর এলাকা

সেক্টর	এলাকা
১	চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং ফেনী নদী পর্যন্ত
২	নোয়াখালী এবং কুমিল্লা, ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার অংশ বিশেষ
৩	হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ এবং কুমিল্লা ও ঢাকা জেলার অংশ বিশেষ
৪	সিলেট জেলার অংশবিশেষ
৫	সিলেট জেলার অংশবিশেষ এবং বৃহত্তর ময়মনসিংহের সীমান্তবর্তী অঞ্চল
৬	রংপুর ও দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁও মহাকুমা।
৭	রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া জেলা এবং ঠাকুরগাঁও ছাড়া দিনাজপুরের অবশিষ্ট অংশ।
৮	কুষ্টিয়া (মুজিবনগর), যশোর এবং ফরিদপুর ও খুলনার অংশ বিশেষ
৯	খুলনা ও ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ এবং বৃহত্তর বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা
১০	এ সেক্টরের অধীনে ছিল নৌ কমান্ডোরা, সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল এবং অভ্যন্তরীণ নৌপথ ছিল এই সেক্টরের অধীন।
১১	কিশোরগঞ্জ ব্যতীত ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা।

সেক্টর কমান্ডারদের পরিচয়

সেক্টর	সেক্টর কমান্ডারের নাম
১	মেজর জিয়াউর রহমান মেজর রফিকুল ইসলাম
২	মেজর খালেদ মোশাররফ মেজর এ টি এম হায়দার
৩	মেজর কে এম শফিউল্লাহ মেজর এ এন এম নুরুজ্জামান

৪	মেজর সি আর দত্ত, ক্যাপ্টেন এ রব
৫	মেজর মীর শওকত আলী
৬	উইং কমান্ডার এম কে বাশার
৭	মেজর নাজমুল হক, মেজর এ রব, মেজর কাজী নুরুজ্জামান
৮	মেজর আবু ওসমান চৌধুরী মেজর এম এ মঞ্জুর
৯	মেজর আবদুল জলিল এম.এ. মঞ্জুর (অতিরিক্ত দায়িত্ব), মেজর জয়নাল আবেদীন
১০	মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিংপ্রাপ্ত নৌ কমান্ডারগণ যখন যে সেক্টরে কাজ করেছেন, তখন সেসব সেক্টর কমান্ডারগণের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করেছেন।
১১	মেজর এম আবু তাহের ফ্লাইট লে. এম কে হামিদুল্লাহ

মুক্তিযুদ্ধে সম্মানসূচক খেতাব

বীরত্বসূচক খেতাবপ্রাপ্ত সর্বমোট মুক্তিযোদ্ধা ৬৭৭ জন। বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে ৩ জন সেনাবাহিনীর, ১ জন নৌবাহিনীর, ১ জন বিমান বাহিনীর এবং ২ জন ই.পি.আরের। খেতাব প্রাপ্তদের মধ্যে ৭ জন বীরশ্রেষ্ঠ, ৬৯ জন বীরউত্তম, ১৭৫ জন বীরবিক্রম, ৪২৬ জন বীরপ্রতীক ছিলেন। সর্বশেষ বীর উত্তম খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা হলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জামিল (মরণোত্তর)। মুক্তিযুদ্ধে একমাত্র আদিবাসী বীরবিক্রম ইউ কে চিং মারমা। সর্বকনিষ্ঠ খেতাবধারী মুক্তিযোদ্ধা শহীদুল ইসলাম (বীর প্রতীক)। মুক্তিযুদ্ধে খেতাবপ্রাপ্ত একমাত্র বিদেশী নাগরিক ডব্লিউ এস ওডারল্যান্ড (বীর প্রতীক)। ওডারল্যান্ড ১৯১৭ সালে নেদারল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু অস্ট্রেলিয়া ছিল তাঁর পিতৃভূমি। মুক্তিযুদ্ধে বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত মহিলা দুইজন। যথাক্রমে- ক্যাপ্টেন ডা. সেতারা বেগম (২নং সেক্টর) এবং তারামন বিবি (১১নং সেক্টর)। খেতাবহীন মহিলা মুক্তিযোদ্ধা সিলেটের কাঁকন বিবি।

মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য বিদেশী বন্ধুদের সম্মাননা

- বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা পান ১ জন। বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা দেওয়া হয় ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে।
- বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা পান ১৫ জন।
- মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা পায় ৩১২জন ও ১০টি সংগঠন।

৭ জন বীরশ্রেষ্ঠ পরিচিতি

নাম	জন্ম	কর্মস্থল	পদবী	সেক্টর	মৃত্যু	সমাধি
ল্যাস নায়ক মুন্সী আবদুর রউফ	ফরিদপুর জেলায়	ই.পি.আর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস)	ল্যাস নায়ক	১নং	৭ এপ্রিল, ১৯৭১ [সূত্র: বাংলাপিডিয়া] ৮ এপ্রিল [সূত্র: বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান]	রাঙামাটি জেলার নানিয়ার চরে
সিপাহী মোস্তফা কামাল	ভোলা জেলায়	সেনাবাহিনী	সিপাহী	২নং	১৮ এপ্রিল। [মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়] ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১। [সূত্র: বাংলাপিডিয়া]	ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ার মোগড়া গ্রামে
ফ্লাইট লে. মতিউর রহমান	ঢাকা জেলায়। পৈতৃক নিবাস রায়পুরা, নরসিংদী	বিমান বাহিনী	লেফটেন্যান্ট	মুক্তিযোদ্ধার সময় তিনি পাকিস্তানে কর্মরত ছিলেন। পাকিস্তানের বিমান বাহিনীর একটি টি-৩৩ প্রশিক্ষণ বিমান (ছদ্ম নাম ব্লু-বার্ড) ছিনতাই করে নিয়ে দেশে ফেরার পথে তার সহযোগী পশ্চিম পাকিস্তানি পাইলট রাশেদ মিনহাজের সাথে ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে বিমানটি বিধ্বস্ত হয় এবং তিনি নিহত হন। ২০ আগষ্ট, ১৯৭১।		পাকিস্তানের করাচির মার্শরুর বিমান ঘাঁটিতে ছিল তার সমাধি। ২০০৬ সালে বীর শ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের দেহবাসে পাকিস্তান হতে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয়। তাঁকে পূর্ণমর্যাদায় মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে পুনরায় দাফন করা হয়। ('অস্তিত্বে আমার দেশ' তার জীবনের উপর নির্মিত চলচ্চিত্র)
ল্যাস নায়ক নূর মোহাম্মদ শেখ	নড়াইল জেলা	ইপিআর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস)	ল্যাস নায়ক	৮নং		যশোরের শার্শা উপজেলার কাশিপুর গ্রামে।
সিপাহী হামিদুর রহমান	বিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার খর্দখালীশপুরে।	সেনাবাহিনী	সিপাহী	৪নং	২৮ অক্টোবর, ১৯৭১। বীরশ্রেষ্ঠ খোতাব্রাপ্ত শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ।	প্রথমে সমাধি ছিল ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের হাতিমের ছড়া গ্রামে। পরবর্তীতে ২০০৭ সালে বাংলাদেশ রাইফেলসের একটি দল ত্রিপুরা সীমান্তে হামিদুর রহমানের

						দেহব্যাশেষ গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রীয় মর্যদায় তাকে ঢাকার মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে পুনরায় সমাহিত করা হয়।
স্কোয়াড্রন লিডার রুহুল আমিন	নোয়াখালী জেলায়	নৌবাহিনী	স্কোয়াড্রন ইঞ্জিনিয়ার	১০নং	১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১। সূত্র মুক্তিযুদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়।	খুলনার রূপসা উপজেলার বাগমারা গ্রামে রূপসা নদীর তীরে
ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর	বরিশাল জেলায়	সেনাবাহিনী	ক্যাপ্টেন	৭নং	১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১। বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে সর্বশেষ শহীদ	চাঁপাই নবাবগঞ্জের সোনা মসজিদ প্রাঙ্গণে।

বুদ্ধিজীবী হত্যা

মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের ঠিক পূর্ব মূহর্তে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অনিবার্য হয়ে পড়লে পাকিস্তানি হানাদার ও তাদের মিত্র আলবদর বাহিনী ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ বাঙ্গালীর তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সন্তান তথা বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে এক কলঙ্কময় ইতিহাসের সৃষ্টি করেন। শহীদ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য- ডা. ফজলে রাব্বী, ডা. আলীম চৌধুরী, দার্শনিক জিসি দেব, সুরকার আলতাফ মাহমুদ, রাজনীতিবিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শহীদুল্লাহ কায়সার, সাহিত্যিক মুনির চৌধুরী, সাহিত্যিক আনোয়ার পাশা, জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, সাংবাদিক সেলিনা পাবতীন, ড. সিরাজুল ইসলাম খান প্রমুখ।

চূড়ান্ত বিজয়

১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর বাংলাদেশ ও ভারত সরকার যৌথ কমান্ড গঠন করে। মুক্তিবাহিনী ও মিত্র বাহিনীর (ভারতের সেনা বাহিনী) সমন্বয়ে এটি গঠিত হয়। ১৯৭১ সালের ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তান বিমান বাহিনী ভারতের বিমান ঘাটিতে হামলা চালালে সেইদিনই তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৯৭১ সালের ৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রথম জেলা হিসেবে যশোর শত্রুমুক্ত হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাক-হানাদার বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধিনায়ক লে. জেনারেল আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বাংলাদেশ ও ভারতের সম্মিলিত মিত্র ও মুক্তিবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের প্রধান সেনাপতি লে. জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরার নিকট আত্মসমর্পণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের দিন আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর অর্থাৎ বিজয়ের দিনটি ছিল রোজ বৃহস্পতিবার।

বিবিধ:

- বাংলা এ পর্যন্ত দুই বার বিভক্ত হয়। প্রথমবার ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে এবং দ্বিতীয় বার ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের ফলে।
- ঢাকা এ পর্যন্ত পাঁচবার বাংলার রাজধানী হয়। প্রথমবার ১৬১০ সালে সুবেদার ইসলাম খান সুবা বাংলার রাজধানী করেন ঢাকাকে। দ্বিতীয়বার ১৬৬০ সালে সুবেদার মীর জুমলা ঢাকাকে সুবা বাংলার রাজধানী করেন। তৃতীয়বার ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন পূর্ববঙ্গ ও আসামের রাজধানী করেন ঢাকাকে। চতুর্থবার পাকিস্তান সরকার পূর্ববাংলার রাজধানী করেন ঢাকাকে এবং সর্বশেষ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রাজধানী হিসেবে ঢাকাকে ঘোষণা করেন।

দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ

দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ হলো ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেন প্রাঙ্গণে দ্য বিটলস্ ব্র্যান্ডের সদস্য জর্জ হ্যারিসন এবং ভারতীয় সেতার বাদক পন্ডিত রবি শঙ্কর কর্তৃক আয়োজিত দাতব্য সঙ্গীতানুষ্ঠান। জর্জ হ্যারিসন রবি শঙ্করের আহ্বানে ‘বাংলাদেশ’ কনসার্টে যোগ দেন।

মুক্তিযুদ্ধে বিদেশীদের অবদান

- ❖ ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি বর্বরতার খবর সর্বপ্রথম বহির্বিশ্বে প্রকাশ করেন সাইমন ড্রিং।
- ❖ স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহের জন্য কবিতা পাঠের আয়োজন করেন রাশিয়ার ইয়েভগেনি ইয়েভ তুসোফ্‌স্কোর এবং ভারতের এলেন গিনেসবার্গ। এলেন গিনেসবার্গ বাংলাদেশী শরণার্থীদের করুণ ঘটনার বর্ণনা দিয়ে ‘সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড’ নামক কবিতা রচনা করেন।
- ❖ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যিনি সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেছেন তিনি হলেন ইন্দিরা গান্ধী। স্বাধীনতার পরে ইন্দিরা গান্ধী প্রথম রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে বাংলাদেশে আগমন করেন ১৯৭২ সালের ১৭ই মার্চ। বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশে এসেছিলেন তিনি। তাঁর আগে কোনো বিদেশী রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান বাংলাদেশে আসেননি।
- ❖ রাশিয়া (সোভিয়েত ইউনিয়ন) এবং ভারত মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নেন। পক্ষান্তরে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিরোধিতা করে। আমেরিকার মূল ভূ-খন্ডের বাহিরে সবচেয়ে বড় নেভাল ফোর্সের নাম ‘সপ্তম নৌ বহর’। এর প্রধান ঘাটি জাপানের ইয়াকোসুকা। আমেরিকার সবচেয়ে উন্নত ও শক্তিশালী জাহাজগুলোই সপ্তম নৌ বহরে থাকে। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয় নিশ্চিত দেখে আমেরিকা জাতিসংঘকে ব্যবহার করে পাকিস্তানের পক্ষে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে চায়। কিন্তু রাশিয়ার বিরোধিতায় জাতিসংঘকে ব্যবহারে ব্যর্থ হয়ে একতরফা শক্তি

প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত নেয় আমেরিকা। এ সময় ভিয়েতনাম যুদ্ধের কারণে সপ্তম নৌ বহরের বেশিরভাগ জাহাজ ভিয়েতনামের কাছাকাছি ছিল। ১৯৭১ সালের ১০ই ডিসেম্বর সপ্তম নৌ বহরের কয়েকটি জাহাজ নিয়ে ‘টার্কফোর্স ৭৪’ গঠন করা হয়। জাহাজগুলো সিঙ্গাপুরে একত্র হয়ে বঙ্গোপসাগর অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। এই বহরের জাহাজগুলোর মধ্যে প্রধান জাহাজ হলো ‘ইউএসএস এন্টারপ্রাইজ’। এটি ছিল তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিমানবাহী জাহাজ। ঐ সময় জাহাজটিতে নিউক্লিয়ার বোমাও ছিল। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের পাল্টা ধাওয়াতে যুক্তরাষ্ট্রের সব প্রয়াস ব্যর্থ হয় এবং যুক্তরাষ্ট্র পিছু হটে। চীন বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরেও জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের বিরুদ্ধে ভেটো প্রদান করেন।

জাতীয় চার নেতা

সৈয়দ নজরুল ইসলাম: সৈয়দ নজরুল ইসলাম ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে কিশোরগঞ্জ জেলার যমোদল দামপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি ছিলেন। স্বাধীনতার পর তিনি ১৯৭৫ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের শিল্পমন্ত্রী ছিলেন। তিনি সংবিধান প্রণয়ন কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন।

[২৩ আগষ্ট জাতীয় চার নেতাকে মোশতাকের মন্ত্রিসভায় যোগদানে অস্বীকৃতি জানালে গ্রেপ্তার করে কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি করা হয়]

- তাঁর পুত্র সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, বর্তমানে আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এবং জনপ্রসাসন মন্ত্রী।
- তিনি ১৯৪৭ এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ(ইতিহাস) এবং ১৯৫৩ সালে এল এল বি ডিগ্রি লাভ করেন।
- ১৯৫৭ তে তিনি মংমনসিংহ জেলা AL এর সভাপতি হন।
- ১৯৬৪-৭২ পর্যন্ত AL কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র সহ সভাপতি ছিলেন।
- ১৯৬৬ এর ৬ দফা আন্দোলনের সময় বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার হলে সেই সংকটময় সময়ে তিনি AL এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।
- ১৯৭০ এর নির্বাচনে ময়মনসিংহ-১৭ নির্বাচনী এলাকা থেকে গণপরিষদের সদস্য ও AL সংসদীয় দলের উপনেতা নির্বাচিত হন।
- ১৯৭৩ এর নির্বাচনে তিনি ময়মনসিংহ-২৮ থেকে নির্বাচিত হন।
- তিনি বাকশালের উপরাষ্ট্রপতি ছিলেন।
- তিনি শিল্প কারখানা জাতীয়করণ করেন।

- ১৯৪৯ এ Pakistan Central Supirier Service পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কর বিভাগে অফিসার পদ লাভ করেন। ১৯৫১ এ ইস্তফা দিয়ে ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ ইতিহাসের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন।

তাজউদ্দিন আহমেদ (১৯২৫-৭৫): তিনি ১৯২৫ এ গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া থানার দরদরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুজিব নগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। স্বাধীনতার পরে তিনি বঙ্গবন্ধু সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী ছিলেন। তিনি সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি ভাষা আন্দোলনে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সদস্য ছিলেন। তাঁর স্ত্রী জোহরা তাজউদ্দিন ১৯৭৭ সালে AL এর আহ্বায়ক ছিলেন। মেয়ে-সিমিন হোসেন রিমি, মাহজাবিন মিমি ও শারমিন আহমেদ রিতি এবং ছেলে-সোহেল তাজ। তাজউদ্দিন আহমেদ ১৯৪৪ এ ম্যাট্রিকুলেশন, ১৯৪৮ এ আই এ, ১৯৫৩ তে ঢাবি থেকে অর্থনীতি (স্নাতক) ডিগ্রি এবং ১৯৬৪ সালে কারাবন্দি অবস্থায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে আইন শাস্ত্রে ডিগ্রি লাভ করেন। এবং ১৯৫৪ তে কাপাসিয়া থেকে নির্বাচিত হন।

মোহাম্মদ মনসুর আলী:

- তিনি ১৯১৯ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার রতনকান্দি ইউনিয়নের কুড়িপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৯৪১ সালে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে বিএ পাস করেন।
- ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এবং ‘ল’ পাস করেন।
- ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে আইন ব্যবসা শুরু করেন পাবনা জেলা আদালতে।
- তিনি সবসময় পাবনা-১ আসন থেকে নির্বাচন করেছেন।
- ১৯৪৮ সালে তিনি যশোর ক্যান্টনমেন্টে প্রশিক্ষণ নেন এবং পিএলজি ক্যাপ্টেন পদে অধিষ্ঠিত হন। এসময় থেকে তিনি ক্যাপ্টেন মনসুর নামে পরিচিত।
- তিনি বাকশালের সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন।
- ছেলে: মোহাম্মদ নাসিম।

আবুল হাসনাত কামরুজ্জামান:

- তিনি ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে নাটোরের নূরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৯৪৬ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অর্থনীতিতে অনার্স সহ স্নাতক পাস করেন।
- ১৯৭৫ সালে তিনি শিল্পমন্ত্রী হন। মুর্জিবনগর সরকারের স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী ছিলেন।

- ছেলে: খায়রুজ্জামান লিটন (রাজশাহীর সাবেক মেয়র)

এ মহান ৪ নেতাকে ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর হত্যা করা হয়।

ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি

১৯৯১ সালে গোলাম আযমকে জামায়াতে ইসলাম তাদের আমির ঘোষণা করলে বাংলাদেশে জনবিক্ষোভের সূত্রপাত হয়। ফলশ্রুতিতে ১৯৯২ সালে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গঠিত হয়। জাহানারা ইমাম হন এর আহ্বায়ক। এই কমিটি ১৯৯২ সালের ২৬শে মার্চ গণ-আদালতের মাধ্যমে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে একান্তরের নরঘাতক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে ১০টি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপন করেন। ১২জন বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত গণ-আদালতের চেয়ারম্যান ছিলেন জাহানারা ইমাম। তিনি গোলাম আযমের ১০টি অপরাধ মৃত্যুদণ্ডযোগ্য বলে ঘোষণা দেন।

৯০ এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন

১৯৮৭ সালে তৎকালীন স্বৈরাচার শাসক রাষ্ট্রপতি জেনারেল হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদের পদত্যাগ এবং নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকারে অধীনে সংসদ নির্বাচনের দাবীতে ঢাকা অবরোধ কর্মসূচী পালিত হয়। এ আন্দোলন চলাকালে পুলিশের গুলিতে জিপিও এর সামনে যুবলীগ কর্মী নূর হোসেন গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন। এতে আন্দোলন বেগবান হয় এবং ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর স্বৈরাচার সরকারের পতন হয়।

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

- ❖ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম দেশ ভারত। ভারত ১৯৭১ সালের ৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।
- ❖ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী দ্বিতীয় দেশ ভুটান। ভুটান স্বীকৃতি দেয় ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭১।
- ❖ ভুটান তাদের স্বীকৃতি দানের দলিলটি ভারতের আগেই পাঠিয়েছিল। তবে বাংলাদেশ সরকার ভারতের স্বীকৃতিনামাটি প্রথমে গ্রহণ করে। ফলে ভারতই হবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম দেশ।
- ❖ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম ইউরোপীয় দেশ পূর্ব জার্মানি। তবে বর্তমানে পূর্ব জার্মানি ও পশ্চিম জার্মানি মিলে জার্মানি রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। তাই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী দ্বিতীয় ইউরোপীয় দেশ পোল্যান্ডকেও অনেক সময় বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম ইউরোপীয় দেশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
- ❖ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম আফ্রিকান দেশ সেনেগাল।
- ❖ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলা ও কলম্বিয়া।
- ❖ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম ওশেনিয়ার দেশ ফিজি।

- ❖ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ পূর্ব জার্মানি। পূর্ব জার্মানি না থাকলে পোল্যান্ড হবে।
- ❖ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী মধ্যপ্রাচ্যের এবং আরব দেশ ইরাক।
- ❖ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম অ-আরব মুসলিম দেশ মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া।
- ❖ সোভিয়েত ইউনিয়ন (বর্তমান রাশিয়া) বাংলাদেশকে ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি স্বীকৃতি প্রদান করেন।
- ❖ যুক্তরাজ্য বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে ১৯৭২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি।
- ❖ যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে ১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল।
- ❖ সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট।
- ❖ চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে ১৯৭৫ সালের ৩১ আগস্ট।
- ❖ পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি।

রাজনৈতিক সংগঠন সমূহ

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস: ১৮৮৫ সালে ‘ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস’ বা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ সিভিলিয়ন অ্যালান অস্টোভিয়ান হিউম। সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ছিলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিখিল ভারত মুসলিম লীগ: ১৯০৬ সালে ঢাকায় মুসলিমলীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিমলীগের প্রকৃত নাম ছিল ‘নিখিল ভারত মুসলিম লীগ’। মুসলিমলীগ গঠনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন নবাব সলিমুল্লাহ, আগা খান এবং নওয়াব বিকার-উল-মুলুক।

আওয়ামী মুসলিমলীগ: হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং আবুল হাসেমের নেতৃত্বাধীন তৎকালীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের একাংশের সম্মেলনের মধ্যদিয়ে ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকা টিকাটুলীর কেএম দাস লেন রোডের রোজগার্ডেন প্যালাসে ‘পূর্বপাকিস্তান আওয়ামী মুসলিমলীগ’ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালীন সাংগঠনিক সদস্য ছিল ৪০ জন। আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি ছিলেন মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, সাধারণ সম্পাদক ছিলেন শামসুল হক এবং যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। রাজনৈতিক দলটি পূর্বপাকিস্তানে দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হয়। ধর্মনিরপেক্ষতা চর্চা এবং অসম্প্রদায়িক চেতনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে দলের নাম পরিবর্তন করে ‘পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ’ রাখা হয়।

নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ: ১৯৫১ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে সভাপতি এবং সিক্কুর মাহমুদুল হক ওসমানীকে সাধারণ সম্পাদক করে গঠন করা হয় নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি): ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে বিএনপি'র নাম ছিল জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল)

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: সাইয়েদ আবুল আল মওদুদী ১৯৪১ সালে লাহোরে 'জামায়াতে ইসলামী হিন্দ' নামে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর জামায়াতে ইসলামী মূলত ভারত এবং পাকিস্তানে দুইভাগে ভাগ হয়ে যায়। বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী পূর্বপাকিস্তান জামায়াতের শাখা থেকে সৃষ্টি। ১৯৭১ সালে জামায়াতে ইসলামী মুক্তিযুদ্ধের তীব্র বিরোধীতা করে।

ন্যাপ (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি): ১৯৫৭ সালে ৫-৭ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইলের কাগমারিতে যে সম্মেলন হয় তাতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসন এবং পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে আলোচনা হয়। পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবের সাথে ভাসানীর দন্দ্ব দেখা দেয়। ১৮ মার্চ ১৯৫৭ ভাসানী আওয়ামী লীগের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং একই বছর ২৫ জুলাই রূপমহল সিনেমা হলে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি তথা ন্যাপ গঠন করেন। সভাপতি হন ভাসানী এবং জি এস হন মাহমুদ আলী। মাওলানা ভাসানীর পর আওয়ামী লীগের সভাপতি হন মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগিশ।

এনডিএফ (ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট): ১৯৬২ সালে এনডিএফ গঠন করা হয়। আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কৃষক শ্রমিক পার্টি ইত্যাদি এনডিএফ-এ যোগ দেয়। মূলত গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য এনডিএফ গঠন করা হয়।

পাকিস্তান রুখে দাঁড়াও : ১৯৬৪ সালে দাঙ্গার কারণে তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে আহ্বায়ক করে দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি 'পূর্বপাকিস্তান রুখে দাঁড়াও' শীর্ষক প্রচারপত্র বিলি করে।

কপ (কম্বাইন্ড অপজিশন পার্টি): ১৯৬৪ সালে খাজা নাজিমুদ্দিন এর বাসভবনে বিরোধী দলগুলো একত্রিত হয়ে এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য 'কপ' গঠন করে।

কেএসপি (কৃষক শ্রমিক পার্টি) : ১৯৫৩ সালে শেরে বাংলা একে ফজলুল হক 'কেএসপি' গঠন করেন।

রাজনৈতিক নেতৃত্ব

বঙ্গবন্ধু শেখমুজিবুর রহমান:

প্রায় ৩০০ বছর পূর্বে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য শেখ বংশের আদি পুরুষ শেখ আওয়াল চট্টগ্রামে আসেন। তিনি ইরাকের রাজধানী বাগদাদের হাসনাবাদ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ধর্মপ্রচারের জন্য চট্টগ্রাম থেকে সোনারগাঁও যান। তিনি সেখানে বিয়ে করে বসতি স্থাপন করেন। শেখ আওয়ালের পুত্র শেখ জহির উদ্দিন কলকাতায় ব্যবসা করতেন। ব্যবসার কারণে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে তাঁর পরিচয় ছিল। শেখ জহির উদ্দিন ফরিদপুরের কান্দিরপাড়ে খন্দকার পরিবারে বিয়ে করেন। এভাবে ফরিদপুরে শেখ

বংশের আবির্ভাব ঘটে। বঙ্গবন্ধু এই বংশেরই উত্তরসূরি। বঙ্গবন্ধুর পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান এবং মাতা শেখ সাহারা খাতুন। শেখ লুৎফর রহমান গোপালগঞ্জ দেওয়ানী আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন। সেরেস্তাদারের কাজ হলো দেওয়ানী মামলার নথিপত্র সংরক্ষণ করা। এর কাছ থেকে প্রতিদিনের মামলার নথিপত্র পেশকার গ্রহণ করেন। দিনের কাজ শেষে পেশকার পুনরায় সেরেস্তাদারের নিকট তা জমা দেন। বঙ্গবন্ধু ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ (বাংলা ১৩২৭ সনের ২০ চৈত্র) মঙ্গলবার রাত ৮টায় টুঙ্গীপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা বাবা-মা তাঁকে আদর করে খোকা বলে ডাকতেন। তাঁর নানা শেখ আব্দুল মজিদ তাঁর নাম রাখেন শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু প্রথমে গিমাডাঙ্গা স্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন, এটাই তাঁর প্রথম স্কুল। ১৯৩৪ সালে তিনি যখন গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে ৭ম শ্রেণিতে পড়েন তখন তাঁর বেরিবারি রোগ হয়। তাঁর পিতা চিকিৎসার জন্য তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যান। ডা. শিবপদ ভট্টাচার্য্য ও ডা. এ কে রায় চৌধুরী তাঁর চিকিৎসা করেন। এই কারণে শেখ মুজিবের ২ বছর পড়ালেখা বন্ধ থাকে। ১৯৩৬ সালে তাঁর বাবা মাদারীপুর দেওয়ানী আদালতে বদলী হয়ে আসেন। তিনি শেখ মুজিবকে মাদারীপুর হাই স্কুলে ভর্তি করান। এ সময় তাঁর চোখে ‘গ্লুকোমা’ রোগ ধরা পরে। চিকিৎসার জন্য তাঁকে আবার কলকাতায় নেওয়া হয়। ডা. টি আহমেদ তাঁর চোখের অপারেশন করেন। তখন থেকে তিনি চশমা ব্যবহার শুরু করেন। ১৯৩৭ সালে তাঁকে গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে ভর্তি করা হয়। এসময় কাজী আব্দুল হামিদ এমএসসি কে তাঁর গৃহ শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। শেখ মুজিব হামিদ স্যারের নিকট থেকে বিপ্লবীদের সম্পর্কে অবগত হন। ইংরেজ বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলন ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কাহিনী শুনে রাজনীতিতে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত হন। এক কথায় বলতে গেলে হামিদ মাস্টারের নিকট হতে রাজনীতির প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। বঙ্গবন্ধুর প্রিয় খেলা ছিল ফুটবল ও ভলিবল। স্কুল জীবনে তিনি গোপালগঞ্জ ওয়াডারার্স ক্লাবের হয়ে ফুটবল খেলতেন। ১৯৩৮ সালে অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী শের-ই বাংলা এবং তাঁর বাণিজ্য ও পল্লী মন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জে আসেন। তাঁরা গোপালগঞ্জ মাঠে কৃষি মেলায় উদ্বোধন করেন। এসময় মুসলিমলীগ নেতাদের সংবর্ধনার ব্যবস্থা করলেও কংগ্রেস তাঁদের বিরোধিতা করেন। শেখ মুজিব ছাত্রদের নিয়ে সংবর্ধনায় অংশ নেন। মন্ত্রীরা যাওয়ার সময় শেখ মুজিব তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ান। ছাত্রাবাস সংস্কারের দাবী করলে শের-ই বাংলা তাকে ১২০০ টাকা প্রদান করেন। এভাবেই শেরে বাংলা ও সোহরাওয়ার্দীর সাথে বঙ্গবন্ধুর প্রথম সাক্ষাত হয়। ৩ই দিন মন্ত্রীদের বিদায়ের পর কংগ্রেস নেতাদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়। ৭ দিন হাজত বাস করে মুক্তি লাভ করেন। এটা বঙ্গবন্ধুর প্রথম কারাবাস। শেখ মুজিব তাঁর প্রথম কারা জীবন সম্পর্কে বলেছেন ‘আমার যে দিন প্রথম ওয়েল হয় সেদিন আমার নাবালকত্ব ঘুচেছে বোধ হয়। বঙ্গবন্ধু ১৯৪২ সালে ইসলামিয়া কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে মানবিক শাখায় মেট্রিক পাস করেন এবং ১৯৪২ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ইসলামিয়া কলেজ (বর্তমানে মাওলানা আজাদ কলেজ) এ পড়াশুনা করেন। ইসলামিয়া কলেজে তিনি বেকার হোস্টেলের ২৪ নং

রুমে থাকতেন। ১৯৯৮ সালে পশ্চিম বাংলা সরকার এই হোস্টেলের ২৩ ও ২৪ নং রুম একত্রিত করে বঙ্গবন্ধু স্মৃতিকক্ষ করেছে। ১৯৪৭ সালে বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। তাঁর রুম ছিল ১৬৫ এসএম হল। ১৯৪৯ সালের ৩রা মার্চ ঢাবি এর ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীরা তাদের দাবি দাওয়া নিয়ে ধর্মঘট শুরু করে। ৫ মার্চ ১৯৪৯ তাদের সমর্থনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পূর্বপাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ধর্মঘট শুরু করে। এ প্রেক্ষাপটে ঢাবি কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়। ২৯ মার্চ ২৭ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়। অতঃপর ঘোষণা করা হয় ক্ষমাচেয়ে আবেদন করলে তাদের বিষয়ে বিবেচনা করা হবে। ২৬ জন ক্ষমাপ্রার্থনা করে আবেদন করে ক্ষমা পেলেও বঙ্গবন্ধু ক্ষমাপ্রার্থনা করেননি। এ কারণে তাকে ঢাবি থেকে বহিস্কার করা হয়। পাকিস্তান আমলে তিনি আর ঢাবিতে যাননি। ১৯৭২ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি ঢাবিতে যান। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান আমলে ৮ বার বন্দি হয়ে জেলে যান। ১৯৫৩ সালে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের জিএস নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু ফরিদপুর-১৪ আসন থেকে জয়লাভ করেন মুসলিমলীগ নেতা ওয়াহিদুজ্জামান ঠাণ্ডু মিয়াকে পরাজিত করে। ১৯৫৬ সালে তিনি পূর্বপাকিস্তানের শিল্পমন্ত্রী হন। ১৯৬৬ সালে তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি বাঙ্গালী জাতির মুক্তির সনদ ‘ঐতিহাসিক ছয় দফা’ (১৯৬৬) এর ঘোষক। ১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সপ্তম মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় বঙ্গবন্ধু বলেন ‘ছয় দফার ভিত্তিতে পাকিস্তান পুনঃগঠিত হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের নাম হবে বাংলাদেশ’। এভাবে তিনিই প্রথম ‘বাংলাদেশ’ নামকরণ করেন। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁকে পাকিস্তানের করাচি শহরের মিয়াওয়ালি কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়। ১৯৭১ সালের ২৭ ডিসেম্বর জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর সাথে সিহালা অতিথি ভবনে দেখা করেন। এসময় তিনি বঙ্গবন্ধুকে কনফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব দেন কিন্তু বঙ্গবন্ধু রাজি হননি। ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি তিনি পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি পান। ১৯৭১ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এ জন্য ১০ জানুয়ারি ‘স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস’ হিসেবে পালিত হয়। স্বদেশ প্রত্যাবর্তন কালে তাকে পিআইএ এর বিমানে করে লন্ডনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তিনি বিমান বন্দরে অবতরন করেন এবং হোটেল ক্লারিজে ওঠেন। ১০ জানুয়ারি বৃটিশ রয়েল এয়ারফোর্সের কমেট বিমানযোগে দিল্লী হয়ে ঢাকা আসেন। পথিমধ্যে জ্বালানী সংগ্রহের জন্য সাইপ্রাসে বিমান অবতরন করে। ১৯৭১ সালের ২২ ডিসেম্বর বাংলাদেশের রাজধানী কলকাতার ৮নং থিয়েটার রোড থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয় করণ করেন। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে ঘোড়াদৌড় বন্ধ করে নামকরণ করেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক সফর করেন ভারতের কলকাতায়। ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ এক অধ্যাদেশ বলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি টঙ্গীতে বিশ্বইজতেমা ও কাকরাইল মসজিদ এর জন্য জমি দান করেন। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে তিনি দ্বিতীয়

বিপ্লবের ডাক দেন। ১৯৭৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু নিজের নেতৃত্বাধীন আওয়ামীলীগ সহ দেশের সবকটি রাজনৈতিক দলের বিলুপ্তি ঘটিয়ে একটি দল ‘বাকশাল’ বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক লীগ’ গঠন করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরে সামরিক বাহিনীর কিছু উচ্ছৃঙ্খল সদস্যের হাতে স্বপরিবারে নিহত হন। জন্মস্থান টুঙ্গীপাড়ায় তাকে সমাহিত করা হয়।

১৯৭২ সালের ১০ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু ‘জুলিও কুরি’ শান্তি পদকে ভূষিত হন। বিশ্ব শান্তি পরিষদের তৎকালীন মহাসচিব রামেশ চন্দ্র বঙ্গবন্ধুকে ‘জুলিও কুরি’ পদক পড়িয়ে দেন। এ সময় রামেশ চন্দ্র বলেন, ‘শেখ মুজিব শুধু বঙ্গবন্ধু নয়, আজ থেকে তিনি বিশ্ববন্ধুও বটে’। ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু পদকটি গ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালে মার্কিন সাপ্তাহিক ‘নিউজ উইক’ এর সাংবাদিক লোবেন জ্যাকিন্স তাঁর প্রতিবেদনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজনীতির কবি বা পয়েট অব পলিটিক্স বলে আখ্যায়িত করেন। ২০০৪ সালে বিবিসির শ্রোতা জরিপে বঙ্গবন্ধু ‘হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী নির্বাচিত হন’। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’। সুপ্রিম কোর্ট এর হাইকোর্ট বিভাগ ২০০৯ সালে বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতার ঘোষক বলে রায় দেয়।

ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ: ১৯৭৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর স্বঘোষিত রাষ্ট্রপ্রতি খন্দকার মোশতাক আহমেদ ইনডেমনিটি (দায় মুক্তি) অধ্যাদেশ জারি করে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচারের পথ রুদ্ধ করেন। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালের ১২ নভেম্বর জাতীয় সংসদে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ রহিতকরণ বিল- ১৯৯৬ পাস হয়। এর ফলে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচার প্রক্রিয়া গুরুর আইনি বাধা অপসারিত হয়।

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা: ১৯৯৬ সালে ধানমন্ডি থানায় বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা এজহার দায়ের করেন আ.ফ.ম মহিউল ইসলাম। ১৯৯৮ সালে ঢাকা জেলা দায়রা জজ গোলাম রসুল ১৯ জন আসামীর ১৫ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেন। রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা হলে ২০০৯ সালে মামলা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির শুনানির জন্য আপিল বিভাগের ৫ জন বিচারপতিকে নিয়ে একটি বেঞ্চ গঠন করা হয়। ২০০৯ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করা হয়। রায়ে ১২জন আসামীর মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখা হয়।

আবুল কাশেম ফজলুল হক:

এ কে ফজলুল হক ১৮৭৩ সালে বরিশাল জেলার রাঙাপুর থানার সাতুরিয়া গ্রামে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। রাজনৈতিক মহল ও সাধারণ মানুষের নিকট তিনি শেরে-এ-বাংলা (বাংলার বাঘ) নামে পরিচিত। ছিলেন। তিনি রাজনৈতিক অনেক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর মধ্যে কলকাতার মেয়র (১৯৩৫), অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী (১৯৩৭-৪৩), পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী (১৯৫৪), পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (১৯৫৫), পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর (১৯৫৬-৫৮) অন্যতম।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী:

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৮৯২ সালে পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজনৈতিক অনেক পদে অধীস্থান করেছেন যেমনঃ কলকাতার ডেপুটি মেয়র (১৯২৩), অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী (১৯৪৬-৪৭), নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি (১৯৫১), পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী (১৯৫৬-৫৭)। ১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর লেবাননের রাজধানী বৈরুতে মৃত্যুবরণ করেন।

আব্দুল হামিদ খান ভাসানী:

আব্দুল হামিদ খান ভাসানী একজন বিখ্যাত বাঙালি রাজনীতিবিদ। তিনি ১৮৮০ সালে সিরাজগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। দেশের মানুষের কাছে তিনি ‘মজলুম জননেতা’ নামে পরিচিত। তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি যুক্তফ্রন্ট গঠনের অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন। ১৯৫৭ সালের কাগমারী সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। তিনি ১৯৫৭ সালে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন করেন। তিনি রাজনৈতিক জীবনের বেশিরভাগ সময় বামপন্থী (মাও সে তুং) ধারার রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। এজন্য তাঁর অনুসারীদের অনেকে তাঁকে ‘লাল মাওলানা’ নামেও ডাকতেন। ১৯৭৬ সালের ১৬ মে ফারাক্কা বাধ নির্মাণের প্রতিবাদে ঐতিহাসিক লংমার্চের নেতৃত্ব দেন। ১৯৭৬ সালে তিনি পরলোক গমন করেন। টাঙ্গাইলের সন্তোষে তাঁকে দাফন করা হয়।

কর্ণেল তাহের:

আবু তাহের একজন বাংলাদেশী মুক্তিযোদ্ধা এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) নেতা ছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১১ নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসনামলে এক হত্যা মামলায় সামরিক আদালতে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয় এবং ১৯৭৬ সালের ২১ জুলাই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তাহেরকে ফাঁসি দেয়া হয়।

ইতিহাসে বাঙালী ব্যক্তিত্ব বাঙালী সমাজ সেবক ও সংস্কারক

হাজী মোহাম্মদ মহসীন:

হাজী মোহাম্মদ মহসীন ১৭৩২ সালে ভারতের পশ্চিম বঙ্গের হুগলি শহরে এক সম্ভ্রান্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃসম্পত্তি এবং পরলোকগত বোন মুনুজানের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে তিনি বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হন। বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হয়েও তিনি অনারম্ভ জীবনযাপন করতেন। গরীব মেধাবী ছাত্রদের জন্য তিনি ‘মহসীন ট্রাস্ট’ গঠন করেন। দানশীলতার জন্য তিনি ‘দানবীর’ বা ‘বাংলার হাতেম তাই’ নামে পরিচিত। এ দানশীল ও পরোপকারী ব্যক্তি ১৮১২ সালে পরলোকগমন করেন।

রাজা রামমোহন রায়:

রাজা রামমোহন রায় ১৮৭২ সালে হুগলি জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একাধারে শিক্ষা ও ধর্মীয় সংস্কারক। ১৮২৩ সালে সংবাদপত্র বিধি পাশ করা হলে তিনি এর রিফরম্

তীব্র আন্দোলন শুরু করেন। ১৮২৮ সালে তিনি ‘ব্রাহ্মসভা’ প্রতিষ্ঠা করেন। এ সংগঠনের সদস্যগণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দু, ইসলাম এবং খ্রিস্ট ধর্মের সারসংক্ষেপ করে একেশ্বরবাদের উপর ভিত্তি করে তিনি ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন। সতিদাহ প্রথা নিষিদ্ধকরণে ও বিধবা বিবাহ প্রচলনের স্বপক্ষে তিনি জোর প্রচারণা চালান। সতিদাহ প্রথা প্রসঙ্গে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হলো ‘প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ’। তৎকালীন নামমাত্র দিল্লিশ্বর মোঘল বাদশা দ্বিতীয় আকবর তাঁর দাবি-দাওয়া ব্রিটিশ সরকারের কাছে পেশ করার জন্য ১৮৩০ সালে রামমোহন রায়কে বিলেতে পাঠান। এ উপলক্ষ্যে সম্রাট তাঁকে ‘রাজা’ উপাধি দেন। রামমোহন রায় লন্ডনে গিয়ে কোম্পানির শাসনে ভারতীয়দের দূর্বস্থার কথা ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে অবহিত করেন। রাজা রামমোহন রায় ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষপাতী। এ উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল শহরে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর:

১৮২০ সালের ২০ সেপ্টেম্বর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পারিবারিক নাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘বিদ্যাসাগর’ ছিল তাঁর উপাধি। ১৮৪০ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে তিনি ‘বিদ্যাসাগর’ উপাধি লাভ করেন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা নামে স্বাক্ষর করতেন। হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ বিধবা বিবাহ আইন পাস হয়। ১৮৯১ সালের ২৯ জুলাই বিদ্যাসাগরের মৃত্যু হয়।

স্যার সৈয়দ আহমদ খান:

স্যার সৈয়দ আহমদ ছিলেন ভারতের মুসলিম জাগরণের প্রথম অগ্রদূত। তিনি ১৮১৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। মুসলমানদের মধ্য রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই প্রগতিশীল ভাবধারা গড়ে তোলার জন্য সৈয়দ আহমেদ যে আন্দোলনের সূত্রপাত করেন তা ‘আলীগড় আন্দোলন’ নামে পরিচিত। তিনি মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৮৭৫ সালে আলীগড়ে ‘মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ’ প্রতিষ্ঠান করেন। কলেজটি ১৯২০ সালে ‘আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়’ এ উন্নীত হয়। আলীগড় ভারতের উত্তর প্রদেশে অবস্থিত একটি বিখ্যাত জেলা।

নওয়াব আব্দুল লতিফ:

নওয়াব আব্দুল লতিফ ১৮২৮ সালে ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বাংলায় মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা প্রচলনের জন্য তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৮৬৩ সালে কলকাতায় মুসলিম সাহিত্য সমাজ মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় কলকাতা মাদ্রাসায় (বর্তমান নাম আলিয়া মাদ্রাসা) ইংরেজি বিভাগ খোলা হয়। মুসলমান সমাজের প্রতি তাঁর অবদানের জন্য সরকার তাঁকে ‘খান বাহাদুর’ ও ‘নওয়াব’ উপাধি প্রদান করে। ১৮৯৩ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

সৈয়দ আমীর আলী:

সৈয়দ আমীর আলী মুসলমানদের বিভিন্ন অধিকার আদায়ের জন্য ১৮৭৭ সালে কলকাতায় সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯০৯ সালে লন্ডনে প্রিভিকাতুসিলের সদস্যপদ লাভ করেন। তিনি ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম এ সম্মানের অধিকারী হন। ‘The spirit of Islam’ তাঁর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ।

নওয়াব ফয়জুল্লাহ চৌধুরাণী:

বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের প্রথম অগ্রদূত লাকসামের নওয়াব ফয়জুল্লাহ চৌধুরাণী। নারী শিক্ষার প্রসার ও সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম এবং একমাত্র মুসলিম নারী হিসেবে ব্রিটেনের মহারানী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক ‘নওয়াব’ উপাধি পান। ১৮৭৩ সালে কুমিল্লায় প্রতিষ্ঠা করেন ফয়জুল্লাহ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়। ফয়জুল্লাহ ছিলেন অত্যন্ত সাহিত্যানুরাগী। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম রূপজালাল। তিনি ছিলেন মুসলিম নারী জাগরণের কবি।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন:

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ১৮৮০ সালে ৯ ডিসেম্বর রংপুর জেলায় পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ৯ ডিসেম্বর ‘রোকেয়া দিবস’ হিসেবে পালিত হয়। বাংলাদেশের নারী শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৯১১ সালে কলকাতায় ‘সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল’ প্রতিষ্ঠা করেন। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন ‘আজুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম’। তাঁর নামানুসারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রোকেয়া ছাত্রনিবাস এর নামকরণ করা হয়। ১৯৩২ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত।

নোবেলজয়ী বাঙ্গালী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৫ বৈশাখ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দে (৭ মে, ১৮৬১খ্রি.) কলকাতায় জোড়াসাকোর ঠাকুর বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। জোড়াসাকোর ঠাকুর পরিবারের আসল পদবী ছিল ‘কুশারী’। পারিবারিকভাবে তাঁরা জমিদার ছিলেন। তিনি ১৯০১ সালে বোলপুরের শান্তি নিকেতনে ‘ব্রহ্মচর্যাশ্রম’ নামে বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা করেন যা ১৯২১ সালে ‘বিশ্বভারতী’ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্য তিনি রাখি উৎসবের প্রচলন করেন। ১৯১৩ সালে ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পান। তিনি নোবেলজয়ী প্রথম এশীয়। তিনি সাহিত্যে নোবেলজয়ী প্রথম ভারতীয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই গীতাঞ্জলি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। ইংরেজিতে অনূদিত গীতাঞ্জলি গ্রন্থটির (Song Offerrings) ভূমিকা লেখেন W.B. Yeats। কবি অমিয় চক্রবর্তী বিশ্বকবির ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে কাজ করেন। ১৯১৫ সালে তৎকালীন ভারত সরকার তাকে ‘স্যার’ বা ‘নাইট’ উপাধি প্রদান

করে। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ‘নাইট’ উপাধি ত্যাগ করেন। ২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ (৭ আগস্ট, ১৯৪১ খ্রি.) তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ২০০৪ সালের ২৪ মার্চ ‘শান্তি নিকেতন’ হতে নোবেল পুরস্কার চুরি যায়।

অমর্ত্য সেন:

অমর্ত্য সেন ১৯৩৩ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস বাংলাদেশের মানিকগঞ্জ জেলায়। তিনি দুর্ভিক্ষ, মানব উন্নয়নতত্ত্ব, জনকল্যাণ অর্থনীতি ও গণদারিদ্রের বিষয়ে গবেষণার জন্য ১৯৯৮ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। অমর্ত্য সেন ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক। তিনি বর্তমানে ভারতের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির দিক থেকে তিনি দ্বিতীয় বাঙ্গালী। তিনি অর্থনীতিতে নোবেলজয়ী প্রথম এশীয়। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘Poverty and Famine’

ড. মুহাম্মদ ইউনুস:

ড. মুহাম্মদ ইউনুস বাংলাদেশী নোবেল বিজয়ী ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদ। তিনি চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার বাথুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ক্ষুদ্রঋণ এবং ‘সামাজিক ব্যবসা’ ধারণার প্রবর্তক। মুহাম্মদ ইউনুস ও গ্রামীণ ব্যাংক যৌথভাবে ২০০৬ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির দিক থেকে তিনি প্রথম বাংলাদেশি, তৃতীয় বাঙ্গালি। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক ‘মেডেল অব ফ্রিডম (২০০৯ খ্রি.) সহ অনেক পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ ‘দারিদ্রহীন বিশ্বের অভিমুখে’।

বাঙালি বিজ্ঞানী

জগদীশচন্দ্র বসু:

জগদীশ চন্দ্র বসু একজন সফল বাঙালি বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আবিষ্কারের মধ্যে উদ্ভিদের বৃদ্ধি পরিমাপক যন্ত্র ক্রেসকোগ্রাফ, উদ্ভিদের দেহের উত্তেজনার বেগ নিরূপক সমতল তরলপিপি যন্ত্র রিজোনাস্ট রেকর্ডার অন্যতম। জগদীশ চন্দ্র বসু ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ছোটদের জন্য তিনি ‘অব্যক্ত’ নামক বিজ্ঞান বিষয়ক একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

প্রফুল্ল চন্দ্র রায়:

প্রফুল্ল চন্দ্র রায় একজন প্রখ্যাত বাঙালি রসায়নবিদ, দার্শনিক। তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রতিষ্ঠাতা এবং মারকিউরাস নাইট্রাস এর আবিষ্কারক। তাঁর জন্ম অবিভক্ত বাংলার খুলনা জেলায়।

মেঘনাথ সাহা:

মেঘনাথ সাহা (সংক্ষেপে এমএন সাহা) পদার্থবিজ্ঞানে থার্মাল আয়নাইজেশন তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে বিখ্যাত। তিনি ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন।

ফজলুর রহমান খান:

ফজলুর রহমান খান বাংলাদেশের একজন বিশ্বখ্যাত স্থপতি ও প্রকৌশলী। তিনি এফ.আর খান নামে সুপরিচিত। তিনি পৃথিবীর অন্যতম উচ্চতম ভবন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোর ‘সিয়াস টাওয়ার’ এর নকশা প্রণয়ন করেন। সিয়াস টাওয়ারের বর্তমান নাম উইলিস টাওয়ার। বাংলাদেশি স্থপতিদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন।

আব্দুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দীন:

আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দীন বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ এবং বিজ্ঞান লেখক। সিরাজগঞ্জ জেলার ফুলাবাড়ি উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। এদেশে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার জন্য ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক ‘কলিঙ্গ পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে ‘এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে’ ‘আবিষ্কারের নেশায়’, ‘রহস্যের শেষ নেই’, ‘সাগরের রহস্যপুরী’, ‘জানা-অজানার দেশে’ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু:

সত্যেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন একজন ভারতীয় বাঙালি পদার্থ বিজ্ঞানী। তিনি আলবার্ট আইনস্টাইনের সাথে যৌথভাবে বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান প্রদান করেন, যা পদার্থ বিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হিসেবে বিবেচিত।

জামাল নজরুল ইসলাম:

জামাল নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তাঁর জন্ম ঝিনাইদহ শহরে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘The Ultimate Fate of the Universe’ যা (১৯৮৩ খ্রি.) কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।

বাঙালি শিক্ষাবিদ

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ:

তিনি ছিলেন একাধারে ভাষাবিদ, গবেষক, চিন্তাবিদ এবং শিক্ষাবিদ। ১৮৮৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার পেয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ডা. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ অনেক বই লিখেছেন। তাঁর মধ্যে ‘ভাষা ও সাহিত্য’, ‘বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত’, ‘বাংলা সাহিত্যের কথা’, ‘বাংলা ভাষার ব্যাকরণ’, বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান, ‘দীওয়ানে হাফিজ’ এবং রুবাইয়াৎ-ই-ওমর-ই-খায়াম উল্লেখযোগ্য। জাতিসত্তা সম্পর্কে তাঁর স্মরণীয় উক্তি ছিল, “আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি।” ১৯৬৬ সালে বাংলা পঞ্জিকা সংস্কার করেন। ১৯৬৯ সালের ১৩ জুলাই তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হলের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়। ঐ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ঢাকা হলের নামকরণ করা হয় শহীদুল্লাহ হল।

মুহাম্মদ কুদরত-ই-খুদা:

কুদরত ই খুদা বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত রসায়নবিদ, গ্রন্থাকার এবং শিক্ষাবিদ। তিনি পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর দেশে শিক্ষার ব্যবস্থা পূর্নগঠনে যে শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয় তিনি তাঁর সভাপতি ছিলেন। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট প্রণীত হয়। তাঁর নামানুসারে রিপোর্টটির নামকরণ করা হয় ‘কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট’।

বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী**ফকির লালন শাহ:**

লালন ফকির ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে ঝিনাইদহ জেলার হরিশপুর গ্রামে এক কায়স্থ হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু ছেলেবেলায় অসুস্থ অবস্থায় তাঁর পরিবার তাকে ত্যাগ করে। তখন সিরাজ সাই নামের এক মুসলমান বাউল তাঁকে আশ্রয় দেন এবং সুস্থ করে তুলেন। লালন শাহ ছিলেন একাধারে বাউল সাধক, বাউল গানের গীতিকার, সুরকার ও গায়ক। তাঁকে ‘বাউল সঙ্গীত’ হিসাবেও অভিহিত করা হয়। লালন কুষ্টিয়া জেলার ছেউড়িয়া গ্রামে একটি আখড়া গড়ে তোলেন, যেখানে তিনি তার শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন। ১৮৯০ সালে কুষ্টিয়ায় নিজ আখড়ায় মৃত্যুবরণ করেন। বিখ্যাত কয়েকটি লালনগীতি: “খাচার ভিতর অচিন পাখী” “মিলন হবে কত দিনে” “আমার বাড়ীর কাছে আরশী নগর, এক পড়শী বসত করে।” “জাত গেল জাত গেল বলে” “কেউ মালা, কেউ তসবি গলায়, তাইতো জাত ভিন্ন বলায়” “আমি অপার হয়ে বসে আছি, ওহে দয়াময় পাড়ে লয়ে যায় আমায়”

হাসান রাজা:

দেওয়ান হাসান রাজা উনিশ শতকের সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা বাউল শিল্পী। তিনি সুনামগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। হাসান রাজার বিখ্যাত গানের পঙ্কতি “লোকে বলে, বলে রে, ঘরবাড়ী ভালা না আমার” “মাটির পিঞ্জিরার মাঝে বন্দী হইয়ারে” “সোনা বন্ধে আমারে দেওয়ানা বানাইল”।

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ:

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ একজন বাঙালি সঙ্গীতজ্ঞ। সেতার, সানাই এবং রাগ সঙ্গীতের গুরু। আলাউদ্দিন খাঁর জন্ম বর্তমান ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার শিবপুর গ্রামে। তাঁর সন্তান ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ ও অনুপূর্ণাদেবী নিজ নিজ ক্ষেত্রে উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। আচার্যের বিখ্যাত শিষ্য হলেন পণ্ডিত রবি শংকর।

আব্বাস উদ্দিন আহমদ:

আব্বাস উদ্দিন আহমদ একজন বিখ্যাত লোকসঙ্গীত শিল্পী। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ ‘আমার শিল্পী জীবনের কথা’।

শাহ আব্দুল করিম:

‘বাউল সম্রাট’ হিসেবে খ্যাত শাহ আব্দুল করিম সুনামগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কিছু অবিস্মরণীয় গান— “গাড়ি চলে না, চলে না, চলে না রে...” “আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম” “কেমনে ভুলিব আমি বাঁচি না তারে ছাড়া” “আমি কুলাহারী কলঙ্কিনী” “বন্ধে মায়া লাগাইছে পিরিতি শিখাইছে” “আসি বলে গেল বন্ধু আইল না”।

আব্দুল আলীম:

আব্দুল আলীম বাংলা লোকসঙ্গীতের এক অমর শিল্পী। তিনি মূলত পল্লীগীতিতে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর কিছু অবিস্মরণীয় গান— “এই যে দুনিয়া কিসেরও লাগিয়া” হলুদিয়া পাখি সোনারও বরণ, পাখিটি ছাড়িল কে”

আজম খান:

পপসম্রাট আজম খান ঢাকার আজিমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে বাংলা “পপগানের জনক” বলা হয়। ১৯৭২ সালে ‘উচ্চারণ’ নামক ব্যান্ড দিয়ে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল। তিনি ছিলেন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা (২নং সেক্টর) ২০১১ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

চিত্রশিল্পী**জয়নুল আবেদীন:**

জয়নুল আবেদীন বাংলাদেশের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। তিনি ‘শিল্পাচার্য’ নামে পরিচিত ছিলেন। ২০১৪ সালে তাঁর শততম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। তিনি মূলত ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ (পঞ্চাশের মন্বন্তর)-এর ছবি একে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্মের মধ্যে রয়েছে ‘সংগ্রাম’, ‘মনপুরা-৭০’, ‘ম্যাডোনা-৪৩’, ‘বিদ্রোহী গরু’, ‘সাঁওতাল রমনী’, ‘গায়ের বধু’, ‘মইটানা’ ‘নবান্ন’ প্রভৃতি। তিনি লোকশিল্প জাদুঘর (সোনারগাঁ) এবং ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউট (বর্তমান চারুকলা ইনস্টিটিউট) এর প্রতিষ্ঠাতা।

কামরুল হাসান:

কামরুল হাসান বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। তিনি নিজেকে পটুয়া বলতেন। স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ে জেনারেল ইয়াহিয়ার মুখের ছবি দিয়ে আঁকা পোস্টারটি (এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে) খুব বিখ্যাত। কামরুল হাসান ১৯৭২ সালে তৎকালীন সরকারের অনুরোধে শিবনারায়ণ দাশ কর্তৃক ডিজাইনকৃত পতাকার বর্তমান রূপ দেন। তিনি ১৯৮৮ সালে স্বৈরশাসক এরশাদকে ব্যঙ্গ করে ‘দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে’ পোস্টারটি স্কেচ আঁকেন। তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্ম ‘তিন কন্যা’, ‘রায়বেঁশে নৃত্য’ এবং ‘নাইওর’।

এস.এম সুলতান:

শেখ মোহাম্মদ সুলতান বা এস.এম সুলতান বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্ম ‘প্রথম বৃক্ষরোপণ’ এবং ‘চরদখল’। শেষ বয়সে নড়াইলের নিজবাড়ীতে তিনি শিশুদের জন্য ‘শিশুস্বর্গ’ ও ‘চারুপীঠ’ নামে দুটি চিত্র অঙ্কন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

রনবী:

রফিকুল্লাবী (উপনাম রনবী) বাংলাদেশের খ্যাতনামা ব্যঙ্গচিত্র শিল্পী ও কার্টুনিস্ট। ‘টোকাই’ নামক কার্টুন চরিত্রটি তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি।

মুস্তাফা মনোয়ার:

মুস্তাফা মনোয়ারের অমর সৃষ্টি শিক্ষামূলক কার্টুন ‘মীনা’।

বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার**হীরালাল সেন:**

হীরালাল সেন ছিলেন একজন বাঙালি চিত্রগ্রাহক। তাঁকে উপমহাদেশের চলচ্চিত্রের জনক বলা হয়। তিনি মানিকগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯০৩ সালে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘আলী বাবা ও চল্লিশ চোর’ নির্মাণ করেন। এটি ছিল উপমহাদেশের প্রথম নির্বাক চলচ্চিত্র।

সত্যজিৎ রায়:

সত্যজিৎ রায় ছিলেন একজন বিখ্যাত ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা। তিনি উপমহাদেশের প্রথম অস্কার বিজয়ী। বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় চরিত্র ফেলুদা তাঁর অমর সৃষ্টি। তিনি ছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক সুকুমার রায়ের একমাত্র সন্তান। কলকাতায় জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর পৈত্রিক নিবাস ছিল বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলা। তাঁর উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র “পথের পাঁচালী” (চলচ্চিত্রটি লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট বিভাগে অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড (১৯৯২) এবং কান চলচ্চিত্র উৎসবেও পুরস্কার লাভ করে। তাঁর উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র সমূহ হল “অপরাজিত”, “অপুর সংসার”, “অশনি সংকেত”, “হীরক রাজার দেশে”, “কাম্বোজঙ্গা”, “গণশত্রু” (হেনরিক ইবসনের An Enemy of the People অবলম্বনে নির্মিত)।

ঋত্বিক ঘটক:

ঋত্বিক কুমার ঘটক একজন বিখ্যাত বাঙালি চলচ্চিত্র পরিচালক। তিনি ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি অদৈত মল্লবর্মণ রচিত উপন্যাস ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ এর চলচ্চিত্র রূপ দেন।

তারেক মাসুদ:

তারেক মাসুদ একজন বাংলাদেশী চলচ্চিত্র পরিচালক। ‘কাগডের ফুল’ ছবির লোকেশন ঠিক করতে গিয়ে ২০১১ সালে মুন্সিগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান। তাঁর উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র: ‘মাটির ময়না’ ২০০২ সা লে চলচ্চিত্রটি মুক্তিপায়। একই বছর চলচ্চিত্রটি কান চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়। এটি প্রথম বাংলাদেশী চলচ্চিত্র হিসেবে ‘শ্রেষ্ঠ বিদেশী ভাষার চলচ্চিত্র’ বিভাগে অস্কারে জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। “মুক্তির গান” বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভ্রাম্যমান একটি গানের দলের উপর পূর্ণদৈর্ঘ্য ডকুমেন্টারি চলচ্চিত্র। “আদম সুরত” তৈরী হয়েছে শিল্পী এস.এম সুলতানের জীবন কাহিনী অবলম্বনে।

তানভীর মোকাম্মেল:

তানভীর মোকাম্মেল বাংলাদেশের একজন চলচ্চিত্র পরিচালক। তাঁর বিখ্যাত চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে ‘হুলিয়া’, ‘নদীর নাম মধুমতি’, ‘অচিন পাখি’, ‘চিত্রা নদীর পারে’, ‘লালসালু’, ‘লালন’, ‘কর্ণফুলীর কান্না’ প্রভৃতি।

বাঙ্গালী দার্শনিক**অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান:**

অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ জেলায় (বৃহত্তর ঢাকা জেলা) বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অতীশ দীপঙ্করের বাসস্থান এখনও ‘নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা’ নামে পরিচিতি। তিনি তিব্বতের রাজার অনুরোধে ১০৪১ খ্রিস্টাব্দে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য দুর্গম হিমালয় অতিক্রম করে তিব্বতে যান।

চরক:

www.boighar.com

চরক প্রাচীন ভারতের একজন চিকিৎসক। চরক ছিলেন তৎকালীন ভারতবর্ষের কলিঙ্গ রাজার চিকিৎসক। আর্যবেদ চিকিৎসা পদ্ধতির সর্বপ্রথম সংকলনগ্রন্থ ‘চরক সংহিতা’ নামে সমাধিক পরিচিত।

আরজ আলী মাতুব্বর :

আরজ আলী মাতুব্বর বরিশাল জেলায় এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত লৌকিক দার্শনিক।

বিবিধ:

- ❖ বাংলাদেশে মহিলা দার্শনিকদের মধ্যে একজন হচ্ছেন- অধ্যাপক মিসেস আখতার ইমাম।
- ❖ বুলবুল চৌধুরী খ্যাত- নৃত্যের জন্য।
- ❖ ভারতীয় উপমহাদেশের বিখ্যাত অভিনেত্রী সূচিত্রাসেন জন্মগ্রহণ করেন- বাংলাদেশের পাবনা জেলাতে।
- ❖ আলফাজারি ছিলেন- একজন জ্যোতির্বিদ।

বাংলাদেশের সীমানা

সীমানা	আয়তন ও জেলা
বাংলাদেশের সর্বমোট সীমারেখা	৫১৩৮ কি.মি. [সূত্র: বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ]
	৪৭১২ কি.মি. [সূত্র: মাধ্যমিক ভূগোল]
বাংলাদেশের সর্বমোট স্থলসীমা	৩৯৯৫ কি.মি. [সূত্র: মাধ্যমিক ভূগোল]
	৪৪২৭ কি.মি. [সূত্র: বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ]
বাংলাদেশের উপকূলের দৈর্ঘ্য	৭১৬ কি.মি. [সূত্র: মাধ্যমিক ভূগোল]
	৭১১ কি.মি. [সূত্র: বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ]
বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা	২০০ নটিক্যাল বা ৩৭০.৪ কি.মি.

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমুদ্রসীমা	১২ নটিক্যাল মাইল
১ নটিক্যাল মাইল	১.১৫ মাইল বা ১.৮৫২ কি.মি.
বাংলাদেশের সাথে দুটি দেশের সীমানা আছে	ভারত এবং মায়ানমার
বাংলাদেশের সাথে ভারতের সীমারেখার দৈর্ঘ্য	৩৭১৫ কি.মি. [সূত্র: মাধ্যমিক ভূগোল]
	৪১৫৬ কি.মি. [সূত্র: বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ]
বাংলাদেশের সাথে মিয়ানমারের সীমান্ত দৈর্ঘ্য	২৮০ কি.মি. [সূত্র: মাধ্যমিক ভূগোল]
	২৭১ কি.মি. [সূত্র: বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ]
বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা	৩২ টি
ভারত ও মিয়ানমার উভয়দেশের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের জেলা	রাঙামাটি (তিনটি দেশের সীমান্তবর্তী জেলা)
মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের জেলা	৩টি (রাঙামাটি, বান্দরবান ও কক্সবাজার)
ভারতের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের জেলা	৩০টি

বাংলাদেশের সমুদ্র জয়

ভারত ও মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ চলছিল। ভারত ও মিয়ানমারের সাথে দ্বিপাক্ষীয় আলোচনা করেও সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধ মিটাতে না পেরে বাংলাদেশ বিষয়টি আন্তর্জাতিক আদালতে সালিশে নিয়ে যায়। বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমঝোতার ভিত্তিতে ITLOS (International Tribunal for The Law of the Sea) এর মাধ্যমে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নেয় ২০০৯ সালের ১৪ ডিসেম্বর। ITLOS বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমুদ্রসীমা বিরোধ মামলার রায় দেয় ২০১২ সালের ১৪ মার্চ। এই বায়ে বাংলাদেশের অর্জন যথা : ক) ২০০ নটিক্যাল মাইলের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল। খ) ১২ নটিক্যাল মাইলের রাষ্ট্রীয় বা আঞ্চলিক বা রাজনৈতিক সমুদ্র অঞ্চল। গ) ২০০ নটিক্যাল মাইলের অর্থনৈতিক অঞ্চলের পরে বর্ধিত মহীসোপানে (প্রায় ৩৫০ নটিক্যাল মাইল) নিরঙ্কুশ অধিকারের বৈধতা। ঘ) সমুদ্র এলাকায় বাংলাদেশের প্রাপ্তি ১,১১,৬৩১ বর্গ কি.মি.। ITLOS প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৪ সালে। ITLOS বা সমুদ্র বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালের সদর দপ্তর জার্মানির হামবুর্গে। বাংলাদেশ-ভারত সমুদ্রসীমা বিরোধ নিরসনে রায় ঘোষণা করে PC'A (Permanant Court of Arbitration) বা আন্তর্জাতিক স্থায়ী সালিশী আদালত। এর সদর দপ্তর নেদারল্যান্ডের হেগে অবস্থিত। বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে বিরোধপূর্ণ সমুদ্র এলাকার আয়তন ২৫,৬০২ বর্গ কি.মি.। PCA কর্তৃক মামলার রায় ঘোষিত হয় ২০১৪ সালের ৭ জুলাই। প্রদত্ত রায়ে বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে পায় ১৯,৪৬৭ বর্গ কি.মি. আর ভারত পায় ৬,১৩৫ বর্গ কি.মি.। ফলে বর্তমানে বাংলাদেশ মোট সমুদ্রসীমা দাড়াল ১,১১,৬৩১+১৯,৪৬৭=১,৩১,০৯৮ বর্গ কি.মি.।

ভারত ও মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের জেলা সমূহ: ৩২টি

বিভাগ	জেলা সমূহ
ময়মনসিংহ বিভাগ	জামালপুর, শেরপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা
সিলেট বিভাগ	সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ
চট্টগ্রাম বিভাগ	চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, ফেনী, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কক্সবাজার, বান্দরবন
রাজশাহী বিভাগ	জয়পুরহাট, নওগাঁ, নবাবগঞ্জ, রাজশাহী
রংপুর বিভাগ	কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, পঞ্চগড়, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁ, দিনাজপুর
খুলনা বিভাগ	মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, যশোর, সাতক্ষীরা

বাংলাদেশের সীমানা

অবস্থান	অবস্থিত প্রদেশ
উত্তরে	ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয় প্রদেশ
পূর্বে	ভারতের আসাম ত্রিপুরা ও মিজোরাম প্রদেশ এবং মিয়ানমার
পশ্চিমে	ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ
দক্ষিণে	বঙ্গোপসাগর, মিয়ানমার (বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে ভারতের আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ প্রদেশ অবস্থিত)

বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের পশ্চিমবঙ্গের জেলা ৯টি। এগুলো হলো: মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা, মালদহ, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, দার্জিলিং।

সীমান্তবর্তী স্থান

বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও স্থানগুলোর অবস্থান

জেলা	সীমান্তবর্তী গুরুত্বপূর্ণ স্থান
পঞ্চগড়	বেড়ুবাড়ী
কুড়িগ্রাম	রৌমারি, বড়াইবাড়ী, কলাবাড়ী, ইতলামারী, ভূরঙ্গামারী, ভন্দরচর
লালমনিরহাট	দহগ্রাম, পাটগ্রাম, হাতিবান্ধা, বুড়িমারী
নীলফামারী	চিলাহাটী
ঠাকুরগাঁও	হরিপুর, বালিয়াডাঙ্গা
দিনাজপুর	হিলি, বিরল, ফুলবাড়ী, বিরামপুর
জয়পুরহাট	চৈঁচড়া
রাজশাহী	পবা, গোদারবাড়ী, চারগ্রাম
চাপাইনবাবগঞ্জ	সোনা মসজিদ, শিবগঞ্জ, গোমেন্তাপুর, ভোলাহাট

কুষ্টিয়া	ভেড়ামাড়া
মেহেরপুর	মুজিবনগর, গাংনী
যশোর	বেনাপোল, শার্শা, ঝিকড়গাছা
সাতক্ষীরা	কলোরোয়া, কৈখালি, কুশখালী, বৈকারী, কালিগঞ্জ
ময়মনসিংহ	হালুয়াঘাট, কড়ইতলী
শেরপুর	নলিতাবাড়ী
নেত্রকোনা	দুর্গাপুর, বাদামবাড়ি
সিলেট	পাদুয়া, জকিগঞ্জ, তামাবিল, বিয়ানীবাজার, জৈন্তাপুর, প্রতাপপুর, গোয়াইনঘাট, সোনারহাট, কানাইঘাট
মৌলভীবাজার	ডোমাবাড়ি, বড়লেখা
হবিগঞ্জ	চুনাকুঁড়া
সুনামগঞ্জ	দুয়ারবাজার
কুমিল্লা	চৌদ্দগ্রাম, বিবির বাজার, বুড়িচং
ফেনী	বিলোনিয়া, মহুরীগঞ্জ, ফুলগাজী
কক্সবাজার	উখিয়া
খাগড়াছড়ি	পানছড়ি

হিটমহল

- ভারতের হিটমহলগুলো ছিল বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারি ও পঞ্চগড়ে যা এখন বাংলাদেশের মালিকানাধীন।
- বাংলাদেশের হিটমহলগুলো ছিল ভারতের কুচবিহারে যা এখন ভারতের মালিকানাধীন।

হিটমহল সমস্যা নিরসনে গৃহীত উদ্যোগ:

ভারত ও পাকিস্তানের রাষ্ট্র জন্মলাভের মধ্য দিয়ে উদ্ভূত ‘হিটমহল’ নামক সমস্যা নিরসনে ১৯৫৮ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এবং পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নূনের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা নেহেরু-নূন চুক্তি নামে পরিচিত। ঐ চুক্তিতে বেরুবাড়ি হিটমহল হস্তান্তরের বিষয়ে একটি ঘোষণা স্বাক্ষর করেছিলেন তারা। কিন্তু এর বিরুদ্ধে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের আদেশের কারণে তা বাস্তবায়িত হয়নি। এরপর পাকিস্তানের সামরিক সরকারের উদাসীনতা এবং ভারত সরকারের অনীহার কারণে এ বিষয়ে আর অগ্রগতি হয়নি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতা লাভের পাশাপাশি উত্তরাধিকার সূত্রে হিটমহল সমস্যাও লাভ করে। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ও ভারতের ভেতরে থাকা হিটমহল বিনিময়সহ সীমান্তে ভূমি সংক্রান্ত অন্যান্য সমস্যা সমাধানে ১৬ মে ১৯৭৪ বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরাগান্ধীর মধ্যে

স্থলসীমান্ত চুক্তি হয়, যা ‘মুজিব-ইন্দিরা’ চুক্তি নামে পরিচিত। ২৩ নভেম্বর ১৯৭৪ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে এ চুক্তি সংবিধানের তৃতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে পাস হয়। এরপর ২৭ নভেম্বর ১৯৭৪ বাংলাদেশ সরকার তা অনুসমর্থন করে। কিন্তু ভারত তা না করায় চুক্তিটি বাস্তবায়িত হয়নি। এরপর দীর্ঘদিন এ বিষয়ে আর কোনো অগ্রগতি না হলে ৬ সেপ্টেম্বর ২০১১ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ১৯৭৪ সালের স্থলসীমান্ত চুক্তির প্রটোকলে স্বাক্ষর করেন। কিন্তু অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক টানাপোড়নে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক জোট (NDA) সরকার চুক্তি বাস্তবায়নের ভারতের পার্লামেন্টে সংবিধান সংশোধনী বিল পাসে ব্যর্থ হয়। এরপর নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসীন হন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিজেপি সরকার। তার সরকার ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়নের পথ উন্মুক্ত হয় এবং তা বাস্তবায়িত হয়। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ১৯৭৪ সালে স্বাক্ষরিত স্থলসীমান্ত চুক্তিটি ৫ মে ২০১৫ ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় অনুমোদিত হয়। এরপর ৬ মে ২০১৫ তা ভারতের রাজ্যসভায় এবং ৭ মে ২০১৫ লোকসভায় সর্বসম্মতিতে পাস হয়। পাসকৃত বিলে ভুল থাকায় ১১ মে ২০১৫ সে ভুল শুধরে তা রাজ্যসভায় পুনরায় উত্থাপন করা হয় এবং তা সর্বসম্মতভাবে পাস হয়। অবসান ঘটে ৪১ বছরের অচলাবস্থার। ৪১ বছর ধরে ঝুলে থাকা চুক্তিটি আলোর মুখ দেখার পাশাপাশি খুলে যায় দীর্ঘ ৬৮ বছর ধরে জট লেগে থাকা ছিটমহল সমস্যা সমাধানের পথ। ৬-৭ জুন ২০১৫ ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরকালে ৬ জুন ২০১৫ দু’দেশের মধ্যে ১৯৭৪ সালের স্থলসীমান্ত চুক্তি ও ২০১১ সালের প্রটোকল অনুমোদনের দলিল বিনিময় হয়। আর মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি অনুযায়ী অনুমোদনের পর দু’দেশের মধ্য দিয়ে ১৯৭৪ সালে সীমান্ত চুক্তি কার্যকর হয়ে যায়। সেই মোতাবেক বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে বিরাজিত ছিটমহল সমস্যারও চির অবসান ঘটে।

ছিটমহল বিনিময়:

বাংলাদেশে ও ভারতে মধ্যে সীমান্ত চুক্তির অনুসমর্থনের দলিল হস্তান্তরের পর নির্ধারিত সময় ৩১ জুলাই ২০১৫ মধ্যরাতে আনুষ্ঠানিকভাবে বিনিময় হয় দুই দেশের ছিটমহল। এর মধ্য দিয়ে প্রায় সাত দশক ধরে দু’দেশের ছিটমহলবাসী যে নারকীয় জীবন-যাপন করেছেন তা থেকে মুক্তি লাভ করে। ১৯৭৪ সালে স্থলসীমান্ত চুক্তি ও ২০১১ সালের প্রটোকল অনুযায়ী বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহল (ভারতে থাকা) পায় ভারত এবং ভারতের ১১১টি ছিটমহল (বাংলাদেশের মধ্যে থাকা) পায় বাংলাদেশ। এর ফলে বাংলাদেশের মূল ভূ-খণ্ড হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। একইভাবে ভারতের অভ্যন্তরে অবস্থিত সকল বাংলাদেশি ছিটমহল ভারতের ভূ-খণ্ড হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। বাংলাদেশ পায় ১৭১৬০.৬৩ একর এবং ভারত পায় ৭১১০.০২ একর। জনসংখ্যা যোগ হয় বাংলাদেশে ৪০৪৭০ জন এবং ভারতে ১৫১৯৪ জন। ইতিহাসের অংশ হয়ে যায় ছিটমহল।

অপদখলীয় জমি হস্তান্তর:

অপদখলীয় জমি হচ্ছে সেসব জমি যা সীমান্ত এলাকার বাসিন্দারা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে, কিন্তু দেশভাগের পর তা পড়ে গেছে অন্য দেশে। এক দেশের বাসিন্দা, জমি পড়েছে আরেক দেশে। এসব ভূমি নিয়ে বিভিন্ন সময় দু'দেশের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষও হয়। ছিটমহল বিনিময়ের পাশাপাশি ১৯৭৪ সালের সীমান্ত চুক্তি অনুযায়ী দু'দেশের মধ্যে অপদখলীয় জমি পরস্পরের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ফিরে পায় ৬টি স্থানে ২২৬৭.৬৮২ একর এবং ভারত ফিরে পায় ১২টি স্থানে ২৭৭৭.০৩৮ একর। আর অবসান ঘটে দু'দেশের মধ্যে বিরোধপূর্ণ জমি নিয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের।

অমীমাংসিত সীমানা চিহ্নিত:

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ছিটমহল বিনিময় ও অপদখলীয় জমি হস্তান্তরের পাশাপাশি ১৯৭৪ সালের সীমান্ত চুক্তি অনুযায়ী দু'দেশের মধ্যে ৬.৫ কিলোমিটার অচিহ্নিত সীমানার ৪.৫ কিলোমিটার সীমানাও চিহ্নিত করা হয়। অচিহ্নিত রয়ে গেছে বিলোনিয়া সেষ্টরে মুহুরীর চরের শুধু ২ কিলোমিটার সীমানা।

- মশালডাঙ্গা ছিটমহলটি কুড়িগ্রাম জেলায় অবস্থিত।
- বেড়ুবাড়ি ছিটমহলটি ছিল পঞ্চগড়ে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যে কমনওয়েলথ এর সদস্যপদ লাভ করে।

সংস্থা/সংগঠন	সদস্যপদ লাভের সময়
জাতিসংঘ (UN) এর স্থায়ী পর্যবেক্ষক	১৯৭১
জাতিসংঘ (UN) এর পূর্ণ সদস্যপদ	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪
আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF)	১৯৭২
পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাংক (IBRD)	১৯৭২
আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সমিতি (IDA)	১৯৭২
আন্তর্জাতিক পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা (IFC)	১৯৭৬
পুঁজি বিনিয়োগ জনিত বিরোধ নিষ্পত্তির আন্তর্জাতিক কেন্দ্র (ICSID)	১৯৮০
বহুপাক্ষিক বিনিয়োগ গ্যারান্টি সংস্থা (MIGA)	১৯৮৮
জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (UNESCO)	১৯৭২
জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (UNIDO)	১৯৭২
জাতিসংঘের উন্নয়ন ও বাণিজ্য কর্মসূচী (UNCTAD)	১৯৭২
বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)	১ জানুয়ারি, ১৯৯৫
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)	১৯৭২
আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)	১৯৭২
খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)	১৯৭৩

আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা (IAEA)	১৯৭২
এসকাপ (ESCAP)	১৯৭৩
অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা (ECO)	১৯৯২
কমনওয়েলথ (Commonwealth)	১৯৭২
জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (NAM)	১৯৭৩
ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (OIC)	১৯৭৪
ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (IDB)	১৯৭৪
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB)	১৯৭৩
আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা (Interpol)	১৯৭৬
রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট	১৯৭৩
আসিয়ান রিজিওনাল ফোরাম (ARF)	২০০৬
বিশ্ব ডাক ইউনিয়ন (UPU)	১৯৭৩
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (ICC)	২০১০
ITU	১৯৭৩

খেলাধুলা সংক্রান্ত সংস্থার সদস্যপদ প্রাপ্তির সাল

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (ICC) এর সহযোগী সদস্য	১৯৭৭
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (ICC) এর পূর্ণ সদস্য	২০০০
ফিফা (FIFA)	১৯৭৪
আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (IOC)	১৯৮০

বাংলাদেশের বিভিন্ন সংস্থার যততম সদস্য:

সংস্থা/সংগঠন	যততম সদস্য
জাতিসংঘ (UN)	১৩৬ তম
কমনওয়েলথ (Commonwealth)	৩২তম
ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (OIC)	৩২তম
আসিয়ান রিজিওনাল ফোরাম (ARF)	২৬তম
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (ICC)	১১১তম

- বাংলাদেশ সর্বপ্রথম NAM Summit এ যোগদান করেছিল ১৯৭৩ সালে।
- বাংলাদেশ ASEAN সংগঠনের সদস্যপদ চাইছে।

জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ খ্রি. ২৯ তম অধিবেশনে
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রথম বাংলায় ভাষণ দেন।	২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ ২৯ তম অধিবেশনে

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রথম বাংলাদেশী সভাপতি	হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ৪১তম অধিবেশন, ১৯৮৬ খ্রি.
জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে প্রথম বাংলাদেশী সভাপতি	আনোয়ারুল করিম চৌধুরী ২০০১ খ্রি.
বাংলাদেশ ২ বার নিরাপত্তা পরিষদ (স্থায়ী পরিষদ) এর অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে।	ক) ১৯৭৯-১৯৮০ সালে খ) ২০০০-২০০১ সালে
৪ জন জাতিসংঘের মহাসচিব বাংলাদেশ সফর করেন	১) কুর্ট ওয়াল্ড হেইম (১৯৭৩ খ্রি.) ২) পেরেজ দ্য কুয়েলার (১৯৮৯ খ্রি.) ৩) কফি আনান (২০০১ খ্রি.) ৪) বান কি মুন (২০০৮, ২০১১ খ্রি.)
জাতিসংঘ শান্তিমিশনে বাংলাদেশের অবস্থান	প্রথম
বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে প্রথম অংশগ্রহণ করে	১৯৮৮ সালে, জাতিসংঘ ইরাক-ইরান সামরিক পর্যবেক্ষক গ্রুপ (UNIMOG)
বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী সর্বপ্রথম শান্তিমিশনে অংশগ্রহণ করে	১৯৮৯ সালে, নামিবিয়ার শান্তিমিশন UNTAG এ
বাংলাদেশের প্রথম নারী হিসাবে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নেতৃত্ব দেন	এস.পি মালি নম্বাস
জাতিসংঘের প্রাক্তন আভার সেক্রেটারি জেনারেল	বাংলাদেশের আমিরাত হক
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৫জন সদস্য বিমান দুর্ঘটনায় শহীদ হন	বেনিনে, ২৫ ডিসেম্বর, ২০০৩ সালে
জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিহত বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের স্মরণে নির্মিত স্তম্ভ।	শান্তিস্তম্ভ, শোনে বাংলা নগরে জাতীয় প্যারেড পথে।

জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে বাংলাদেশ পুলিশ

- ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ পুলিশ সর্বপ্রথম নামিবিয়াতে UNTAG নামক শান্তি মিশনে ৬০ জন পুলিশ সদস্য প্রেরণ করে।
- বাংলাদেশ পুলিশ এ পর্যন্ত ১৭টি মিশনে ৪০৫৭ জন সৈন্য পাঠিয়েছে।
- বাংলাদেশ পুলিশ তাদের প্রথম শান্তিরক্ষা মিশনে ৫ জন মহিলা পুলিশ পাঠায়।
- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সৈন্য প্রেরণ এবং অবদানে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী এবং নারী পুলিশ বাহিনী শীর্ষে রয়েছে।

বাংলাদেশ কুটনৈতিক মিশন

বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাস সংখ্যা	৫৭টি দেশে (মিশন ৭৩টি)
বাংলাদেশে বিদেশি দূতাবাস আছে	৫৬টি দেশের।
সার্কভুক্ত যে সকল দেশের দূতাবাস বাংলাদেশে আছে	সার্কভুক্ত সকল দেশের দূতাবাস বাংলাদেশে রয়েছে
বাংলাদেশে দূতাবাস নেই	প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারের

সার্কভুক্ত যে সকল দেশে বাংলাদেশের দূতাবাস আছে	ভুটান, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল এবং পাকিস্তান
বাংলাদেশের ২টি স্থায়ী মিশন আছে	নিউইয়র্ক ও জেনেভায়
বাংলাদেশের কোন কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক নেই	ইসরাইলের
বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে কিন্তু কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই	তাইওয়ানের
টুয়েসডে গ্রুপ	বাংলাদেশে নিযুক্ত ১৪ দাতা দেশের রাষ্ট্রদূত/হাই কমিশনারদের সংগঠন। প্রতি মঙ্গলবার এ গ্রুপটি বৈঠক করে বলে এটি 'টুয়েসডে গ্রুপ' নামে পরিচিত।

ভূ-প্রকৃতি

ভূ-প্রকৃতি অনুসারে বাংলাদেশকে ৩টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ১) টারিশিয়ারী যুগের পাহাড় সমূহ ২) প্রাইস্টোসিন যুগের সোপান অঞ্চল ৩) সাম্প্রতিক কালের প্লাবন সমভূমি।

১) পাহাড়িয়া অঞ্চল: বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব এবং উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ এ অঞ্চলের অন্তর্গত।

ক) দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের পাহাড়: রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার, ও চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত।

খ) উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়: সিলেট, মৌলভী বাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় অবস্থিত।

২) সোপান অঞ্চল: রাজশাহী বিভাগের বরেন্দ্রভূমি, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলার মধুপুর গড়, গাজীপুর জেলার ভাওয়ালের গড় এবং কুমিল্লা জেলার লালমাই পাহাড় এ অঞ্চলের অন্তর্গত।

৩) প্লাবন সমভূমি অঞ্চল: এ অঞ্চলের আয়তন ১২৪২৬৬ বর্গকিলোমিটার।

বাংলাদেশের পাহাড়

চট্টগ্রাম অঞ্চলের পাহাড়সমূহ আরাকান ইয়োমা পর্বতের অংশ। পাহাড়সমূহ টারিশিয়ারী যুগের। পাহাড়সমূহ ভাঁজ বা ভঙ্গিল পর্বত শ্রেণির।

পাহাড়	অবস্থান	তথ্য কণিকা
গারো	ময়মনসিংহ	বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু ও বৃহত্তম পাহাড়
লালমাই	কুমিল্লা	
চন্দ্রনাথ	চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড	হিন্দুদের জন্য তীর্থস্থান
কুলাউড়া	মৌলভী বাজার	এই পাহাড়ে ইউরেনিয়াম পাওয়া গেছে
চিমুক	বান্দরবান	এই পাহাড়কে 'কালো পাহাড়' বা 'পাহাড়ের রানী' বলা হয়
জৈয়ন্তিকা	সিলেট	

বাংলাদেশের পর্বত

পর্বতশৃঙ্গের নাম	উচ্চতার ক্রম	অবস্থান	উচ্চতা
মোদকটং বা সাকা হাফং	প্রথম	থানচি বান্দরবান	—
তাজিং ডং বা বিজয়	দ্বিতীয়	বান্দরবান	১২৩১ মিটার বা ৪০৩৯ ফুট [সূত্র: মাধ্যমিক ভূগোল]
			১৪১২ মিটার বা ৪৬৩২ ফুট [সূত্র: পর্যটন কর্পোরেশন]
কেওক্রাডং	তৃতীয়	বান্দরবান	১২৩০ মিটার বা ৪০৩৫ ফুট

উপত্যকা

দুইদিকে পাহাড় বা পর্বতের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকাকে উপত্যকা বলে।

উপত্যকা বা ভ্যালি	অবস্থান	উপত্যকা বা ভ্যালি	অবস্থান
হালদা	খাগড়াছড়ি	সান্থু	চট্টগ্রাম
বলিশিরা	মৌলভী বাজার	ভেঙ্গি	কাপ্তাই, রাঙামাটি
নাপিত খালি	কক্সবাজার	মাইনীমুখী	রাঙামাটি

বাংলাদেশের সমুদ্র সৈকত

সমুদ্র সৈকত	অবস্থান	দৈর্ঘ্য
কক্সবাজার	কক্সবাজার	১২০ কি.মি.
কুয়াকাটা	পটুয়াখালী	১৮ কি.মি.
ইনানী	কক্সবাজার	
পতেঙ্গা	চট্টগ্রাম	

- বিশ্বের দীর্ঘতম প্রাকৃতিক সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার।
- বাংলাদেশের সমুদ্র সৈকতের মধ্যে শুধুমাত্র কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত ২তে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখা যায়।

বঙ্গোপসাগর

বাংলাদেশের উপকূলবর্তী উপসাগরের নাম হচ্ছে বঙ্গোপসাগর। বঙ্গোপসাগর ভারত মহাসাগরের অংশবিশেষ। বঙ্গোপসাগরের সর্বোচ্চ গভীরতা ৪৬৯৪ মিটার বা ১৫৪০০ ফুট। সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড বঙ্গোপসাগরের একটি খাদের নাম এবং এর অন্য নাম ‘গঙ্গাখাত’। Ninety East Ridge বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত ৯০° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার সমান্তরালে একটি নিমজ্জিত পর্বতশ্রেণী।

বাংলাদেশের দ্বীপ

দ্বীপ	জেলা	জ্ঞাতব্য
সেন্ট মার্টিন দ্বীপ	কক্সবাজার	নাফ নদীর মোহনায় অবস্থিত বাংলাদেশের একমাত্র সামুদ্রিক প্রবাল দ্বীপ। টেকনাফ সমুদ্র উপকূল হতে ৯ কি.মি. দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত। দ্বীপটির আয়তন মাত্র ৮ বর্গকি.মি.। দ্বীপটির অন্য নাম নারিকেল জিঞ্জিরা। সেন্টমার্টিন দ্বীপ পর্যটন কেন্দ্র, মৎস্য আহরণ, চুনাপাথর, খনিজ পদার্থ (কালো সোনা) প্রভৃতির জন্য বিখ্যাত।
হেঁড়া দ্বীপ	কক্সবাজার	সেন্টমার্টিন দ্বীপের দক্ষিণাংশ হেঁড়া দ্বীপ নামে পরিচিত। জোয়ারের সময় দ্বীপটি সেন্টমার্টিন হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ভাটার সময় সেন্টমার্টিন হতে পায়ে হেঁটে দ্বীপটিতে যাওয়া যায়। এটি বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণের স্থান।
কুতুবদিয়া	কক্সবাজার	রাঙা নৌ চলাচলের সুবিধার জন্য ব্রিটিশ আমলে নির্মিত বাতিঘর আছে।
মহেশখালী	কক্সবাজার	বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ী দ্বীপ। দ্বীপটির আয়তন ২৬৮ বর্গকিমি। ‘আদিনাথ মন্দির’ এই দ্বীপে অবস্থিত।
সোনাদিয়া দ্বীপ	কক্সবাজার	দ্বীপটির আয়তন ৯ বর্গকি.মি.। মৎস্য আহরণ ও অতিথি পাখির জন্য বিখ্যাত। এই দ্বীপে গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করা হবে।
সন্দ্বীপ	চট্টগ্রাম	দ্বীপটির আয়তন ৭৬২ বর্গকি.মি.। প্রাচীনকালে এই দ্বীপে সামুদ্রিক জাহাজ তৈরি করা হত।
নিঝুম দ্বীপ	নোয়াখালী	মেঘনা নদীর মোহনায় বঙ্গোপসাগরের হাতিয়া নামক স্থানে অবস্থিত। দ্বীপটির আয়তন ৯১ বর্গকি.মি. (৩৫.১৩৫ বর্গমাইল)। ১৯৭০ সালে ঘূর্ণিঝড়ে এ দ্বীপের নামকরণ করা হয় নিঝুম দ্বীপ। দ্বীপটির পূর্বনাম বাউলার চর বা বালুয়ার চর। মৎস্য আহরণ, উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী অঞ্চল এবং অতিথি পাখি আগমনের জন্য বিখ্যাত।
হাতিয়া	নোয়াখালী	
ভোলা দ্বীপ	ভোলা	মেঘনা নদীর মোহনায় অবস্থিত বাংলাদেশের একমাত্র দ্বীপ জেলা। এটি বাংলাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ। দ্বীপটির পূর্বনাম দক্ষিণ শাহবাজপুর।
মনপুরা দ্বীপ	ভোলা	এই দ্বীপে পর্তুগীজরা বাস করত।
দক্ষিণ তালপাট দ্বীপ	সাতক্ষীরা	বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিরোধপূর্ণ এই দ্বীপটি হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মোহনায় বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত। দ্বীপটির আয়তন ৮ বর্গ কি.মি.। দ্বীপটির অন্য নাম

		পূর্বাশা। ভারত দ্বীপটির নামকরণ করেছিল ‘নিউমুর’। বর্তমানে ভারতের মালিকানাধীন।
স্বর্ণদ্বীপ	নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলা	৩৬০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের ‘জাহাইজ্জার চর’ নামের এ চরটি ২০১৩ সালে সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ ও বসতি স্থাপনের জন্য হস্তান্তর করা হয়। বর্তমান নাম স্বর্ণদ্বীপ।

- পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ- বাংলাদেশ
- বাংলাদেশের বৃহত্তম ব-দ্বীপ- সুন্দরবন।

বাংলাদেশের চর

জেলা	বিখ্যাত চর
ভোলা	চর মানিক, চর জব্বার, চর নিউটন, চর কুকুড়ি মুকড়ি, চর নিজাম, চর জংলী, চর মনপুরা, চর জহির উদ্দিন, চর ফয়েজ উদ্দিন, চর কুকুড়ি মুকড়ি প্রভৃতি বন্য প্রাণীর অভয়ারণ্য
ফেনী	মুহুরীর চর
নোয়াখালী	চর শ্রীজনি, চর শাহাবানী
লক্ষ্মীপুর	চর আলেকজান্ডার, চর গজারিয়া
চট্টগ্রাম	উড়ির চর
রাজশাহী	নির্মল চর

দুবলার চর

সুন্দরবনের দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত। মৎস্য আহরণ, গুটিকী উৎপাদন এবং উপকূলীয় সবুজ বেটনীর জন্য বিখ্যাত। দুবলার চরের অপর নাম জাফর পয়েন্ট।

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

পয়েন্ট	অবস্থান	পয়েন্ট	অবস্থান
হিরণ পয়েন্ট	সুন্দরবনের দক্ষিণে	এলিফ্যান্ট পয়েন্ট	কক্সবাজার
টাইগার পয়েন্ট	সুন্দরবনের দক্ষিণে	জিরো পয়েন্ট	গুলিস্তান, ঢাকা
জাফর পয়েন্ট	সুন্দরবনের দক্ষিণে		

বাংলাদেশের নদ-নদী

বাংলাদেশ নদীর সংখ্যা	প্রায় ৭০০টি [সূত্র: মাধ্যমিক ভূগোল]
বাংলাদেশ ‘নদীমাতৃক দেশ’ কারণ	৩১০ টি [সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেটবুক]
উপনদী, শাখানদীসহ বাংলাদেশে নদীর	প্রায় ২৩০ টি [সূত্র: ছোটদের বিশ্বকোষ]
	অধিক সংখ্যক নদী থাকার জন্য
	২৪,১৪০ কিলোমিটার

মোট দৈর্ঘ্য	
বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী	মেঘনা
বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদ	ব্রহ্মপুত্র
বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম নদী	গোবরা নদী (মাত্র ৪ কি.মি. দীর্ঘ)
বাংলাদেশের খরশ্রোতা নদী	কর্ণফুলী
বাংলাদেশের প্রশস্ততম নদী	মেঘনা (ভোলার নিকট)
বাংলাদেশের সবচেয়ে নাব্য নদী	মেঘনা
বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি চর আছে	যমুনা নদীতে
বাংলাদেশ ও মিয়ানমারকে বিভক্তকারী নদী	নাফ
নাফ নদীর দৈর্ঘ্য	৫৬ কি.মি.
বাংলাদেশ ও ভারতকে বিভক্তকারী নদী (সুন্দরবনে)	হাড়িয়াভাঙ্গা
বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উৎপত্তি ও সমাপ্ত নদী	হালদা ও সাঙ্গু
বাংলাদেশের মোট অভিন্ন বা আন্তসীমান্ত নদী	৫৮টি [সূত্র: বাংলা পিডিয়া]
	৫৭টি [সূত্র: যৌথ নদী কমিশন বাংলাদেশ]
ভারত থেকে বাংলাদেশে আসা অভিন্ন নদী	৫৫টি [সূত্র: বাংলা পিডিয়া]
	৫৪টি [সূত্র: যৌথ নদী কমিশন বাংলাদেশ]
মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে আসা অভিন্ন নদী	৩টি নদী (সাঙ্গু, মাতামুহুরী ও নাফ)
বাংলাদেশ হতে ভারতে প্রবেশকারী নদী	১টি (কুলিখ)
বাংলাদেশ হতে ভারতে গিয়ে পুনরায় বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে	আত্রাই, পূর্নভবা, ট্যাঙ্গন
বাংলাদেশের নদ	ব্রহ্মপুত্র, কপোতাক্ষ, আড়িয়াল খাঁ
একটি নদীর নাম একজন ব্যক্তির নামে করা হয়েছে। নদী এবং ব্যক্তির নাম যথাক্রমে-	রূপসা, রূপলাল সাহার নামানুসারে
ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত হয়েছে	চীন (তিব্বত), ভুটান, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে।
জোয়ার-ভাটা হয়না	গোমতী নদীতে
গঙ্গা (পদ্মা) নদী প্রবাহিত হয়েছে	চীন, নেপাল, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে।
এশিয়ার সর্ববৃহৎ 'প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র'	হালদা নদী
বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাছের রেণু পোনা সংগ্রহ করা হয়	হালদা নদী থেকে

বাংলাদেশ নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট অবস্থিত	ফরিদপুরে
নদী শিকস্তি	নদী ভাঙ্গনে সর্বশান্ত জনগণ
নদী পয়স্টি	নদীতে চর জাগলে যারা চাষাবাদ করে
গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার সম্মিলিত নদী অববাহিকার বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত অংশ	৩৩%

বাংলাদেশের প্রধান নদীসমূহের উৎপত্তিস্থল

নদী	উৎপত্তিস্থল
পদ্মা	হিমালয় পর্বতের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে
মেঘনা	আসামের নাগা মনিপুর পাহাড়ের দক্ষিণে লুসাই পাহাড় থেকে
ব্রহ্মপুত্র	তিব্বতের হিমালয়ের কৈলাশ শৃঙ্গের নিকটে মানস সরোবর হ্রদ থেকে
যমুনা	জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জের নিকট ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখা যমুনা নামে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়।
কর্ণফুলী	মিজোরামের লুসাই পাহাড়ের লংলেহ থেকে
সাজু	আরাকান পাহাড়
করতোয়া	সিকিমের পার্বত্য অঞ্চল
তিস্তা	সিকিমের পার্বত্য অঞ্চল
মাতামুহুরী	লামার মইভার পর্বত
মহুরী	ত্রিপুরার লুসাই পাহাড়
ফেনী	পার্বত্য ত্রিপুরার পাহাড়
গোমতী	ত্রিপুরা পাহাড়ের ডুমুর
খোয়াই	ত্রিপুরার আঠারমুড়া পাহাড়
সালদা	ত্রিপুরার পাহাড়
হালদা	খাগড়াছড়ির বাদনাতলী পর্বতশৃঙ্গ
মনু	মিজোরামের পাহাড় থেকে
মহানন্দা	হিমালয় পর্বতমালার মহালদিরাম পাহাড়

বাংলাদেশের প্রধান নদীসমূহের মিলিত হবার স্থান

নদীর নাম	মিলনস্থান	মিলিত হওয়ার পর নদীর নাম
পদ্মা ও যমুনা	গোয়ালন্দ (রাজবাড়ী), দৌলতদিয়া	পদ্মা
পদ্মা ও মেঘনা	চাঁদপুর	মেঘনা
কুশিয়ারা ও সুরমা	আজমিরীগঞ্জ	কালনি [কালনি ভৈরব বাজারে নিকট মেঘনা নাম ধারণ করে]
পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা	ভৈরব বাজার	মেঘনা
বাঙালি ও যমুনা	বগুড়া	যমুনা

হালদা ও কর্ণফুলী	কালুরঘাট, চট্টগ্রাম	কর্ণফুলী
তিস্তা ও ব্রক্ষপুত্র	চিলমারী, কুড়িগ্রাম	ব্রক্ষপুত্র

নদী, উপনদী ও শাখা নদী

নদীর নাম	উপনদী	শাখা নদী
পদ্মা	মহানন্দা	কুমার, মাথাভাঙা, ভৈরব, গড়াই, মধুমতি, আড়িয়াল খাঁ
মহানন্দা	পুনর্ভবা, নাগর, ট্যাংগন ও কুলিখ	
মেঘনা	মনু, বাউলাই, তিতাস, গোমতী	
ব্রক্ষপুত্র	ধরলা ও তিস্তা	যমুনা, বংশী, শীতলক্ষ্যা
যমুনা	করতোয়া ও আত্রাই	ধলেশ্বরী
কর্ণফুলী	হালদা, বোয়ালখালি, কাসালং	মাইনী
ধলেশ্বরী		বুড়িগঙ্গা
ভৈরব		কপোতাক্ষ ও পশুর

নদীসমূহের বাংলাদেশে প্রবেশের স্থান

নদীর নাম	যে জেলার ভিতর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে
পদ্মা	চাঁপাইনবাবগঞ্জ (বৃহত্তর রাজশাহী)
মেঘনা	সিলেট
ব্রক্ষপুত্র	কুড়িগ্রাম
তিস্তা	নীলফামারী
কর্ণফুলী	পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের মধ্য দিয়ে

বিভিন্ন নদীর পূর্বনাম

নদীর নাম	অন্য নাম বা পূর্বের নাম	নদীর নাম	অন্য নাম বা পূর্বের নাম
পদ্মা	কীর্তিনাশা	ব্রক্ষপুত্র	লোহিত্য
যমুনা	জোনাই নদী	বুড়িগঙ্গা	দোলাই নদী (দোলাই খাল)

গুরুত্বপূর্ণ ফেরীঘাটের অবস্থান

ফেরীঘাট	অবস্থান	ফেরীঘাট	অবস্থান
দৌলদিয়া	রাজবাড়ী	আরিচা	মানিকগঞ্জ
নগরবাড়ি	পাবনা	মাওয়া	মুন্সিগঞ্জ
পাটুরিয়া	মানিকগঞ্জ	কাওরাকান্দি	মাদারীপুর

নদী তীরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ শহর বা স্থান

স্থানের নাম	নদীর নাম	স্থানের নাম	নদীর নাম
রাজশাহী	পদ্মা	কুমিল্লা	গোমতী
সারদা	পদ্মা	ময়মনসিংহ	পুরাতন ব্রক্ষপুত্র
শিলাইদহ	পদ্মা	জামালপুর	পুরাতন ব্রক্ষপুত্র
রাজবাড়ী	পদ্মা	কিশোরগঞ্জ	পুরাতন ব্রক্ষপুত্র
গোয়ালন্দ	পদ্মা	বাগেরহাট	মধুমতি
মাওয়া ঘাট	পদ্মা	গোপালগঞ্জ	মধুমতি
দৌলদিয়াঘাট	পদ্মা	টুঙ্গীপাড়া	মধুমতি
আরিচাঘাট	পদ্মা	বাংলাবান্দা	মহানন্দা
মুন্সিগঞ্জ	ধলেশ্বরী	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	মহানন্দা
সিরাজগঞ্জ	যমুনা	পঞ্চগড়	করতোয়া
সিলেট	সুরমা	মহাস্থানগড়	করতোয়া
সুনামগঞ্জ	সুরমা	নীলফামারী	তিস্তা
ছাতক	সুরমা	লালমনিরহাট	তিস্তা
নরসিংদী	মেঘনা	রংপুর	তিস্তা
আশুগঞ্জ	মেঘনা	কুষ্টিয়া	গড়াই
জিয়া সারকারখানা	মেঘনা	মংলা	পশুর
চাঁদপুর	মেঘনা	চালনা বন্দর	পশুর
ভৈরব	মেঘনা ও শীতলক্ষ্যা	চট্টগ্রাম	কর্ণফুলী
ঘোড়াশাল	শীতলক্ষ্যা	চন্দ্রঘোনা	কর্ণফুলী
নারায়নগঞ্জ	শীতলক্ষ্যা	কাপ্তাই	কর্ণফুলী
ঝালকাঠি	বিশখালী	রাঙামাটি	কর্ণফুলী ও শংখ
খুলনা	ভৈরব ও রূপসার মিলনস্থল	বান্দরবান	শংখ
ফেনী	ফেনী	শেরপুর	কংশ
বরিশাল	কীর্তনখোলা	টেকনাফ	নাফ
মৌলভী বাজার	মনু	কক্সবাজার	নাফ
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	তিতাস	ঢাকা	বুড়িগঙ্গা
লালবাগের কেছা	বুড়িগঙ্গা	টঙ্গী	তুরাগ
যশোর	কপোতাক্ষ নদী	হবিগঞ্জ	খোয়াই
সাতক্ষীরা	পাঙ্গাশিয়া	পটুয়াখালী	পায়রা

➤ চেন্দী নদী খাগড়াছড়ি জেলায় অবস্থিত।

- ধান সিঁড়ি নদী বরিশাল জেলায় অবস্থিত।
- The river 'Rajat Rekha' is located in Munshigonj district.
- Piyan River is located in sylhet.

টিপাইমুখ বাঁধ

উৎপত্তিস্থলে মেঘনা নদীর নাম বরাক। বাংলাদেশের সিলেট সীমান্ত থেকে প্রায় ১০০ কি.মি. পূর্বে ভারতের মণিপুর রাজ্যের টিপাইমুখ নামক স্থানে বরাক ও তুইভাই নদীর সংযোগস্থলে ভারত সরকার একটি বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এই বাঁধ নির্মিত হলে বাংলাদেশে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বিল:

নদী, বিল ও হাওড় বাংলাদেশের মিঠাপানির মাছের উৎস। বাংলাদেশের মিঠাপানির মাছের প্রধান উৎস চলনবিল। এটি বাংলাদেশের বৃহত্তম বিল। চলনবিলের মধ্য দিয়ে আত্রাই নদী প্রবাহিত হয়েছে। ডাকাতিয়া বিলকে 'পশ্চিমা বাহিনী নদী' বলা হয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন বিলের অবস্থান

বিল	অবস্থান	বিল	অবস্থান
চলনবিল	পাবনা ও নাটোর	বিল ডাকাতিয়া	খুলনা
তামাবিল	সিলেট	আড়িয়াল বিল	শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ
ভবদহ বিল	যশোর	বাইক্লা বিল	শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
বগা (বগাকাইন)	বান্দরবান		

হাওড়

হাওড়	অবস্থান	Key Points
হাকালুকি	মৌলভীবাজার ও সিলেট	বাংলাদেশের বৃহত্তম হাওড়
টাঙ্গুয়ার	সুনামগঞ্জ	
হাইল	মৌলভী বাজার	
বুরবুরক	জৈন্তাপুর, সিলেট	বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম হাওড়

- প্রান্তিক হ্রদ বান্দরবান জেলায় অবস্থিত।

জলপ্রপাত, ঝরণা

জলপ্রপাত: বাংলাদেশের সবচেয়ে বিখ্যাত জলপ্রপাত মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখায় অবস্থিত মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত। মাধবকুণ্ড জলপ্রপাতের উৎপত্তি বড়লেখা থানার পাথুরিয়া পাহাড় থেকে। মাধবকুণ্ড জলপ্রপাতে পানি ২৫০ ফুট উপর হতে নিচে পতিত হয়।

ঝরনা: বাংলাদেশে শীতল পানির ঝরনা আছে কক্সবাজারের হিমছড়ি পাহাড়ে। বাংলাদেশে উষ্ণ পানির ঝরনা আছে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড পাহাড়ে।

আবহাওয়া ও জলবায়ু

➤ বাংলাদেশ ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত।

বাংলাদেশের তাপমাত্রা

বাংলাদেশের	বার্ষিক	গ্রীষ্মকাল	বর্ষাকাল	শীতকাল
গড় তাপমাত্রা	২৬.০১° সে.	২৮° সে.	২৭° সে.	১৭.৭° সে.

বাংলাদেশের	উষ্ণতম	শীতলতম
স্থান	নাটোরের লালপুর	সিলেটের শ্রীমঙ্গল
জেলা	রাজশাহী	সিলেট
মাস	এপ্রিল	জানুয়ারি

বাংলাদেশের বৃষ্টিপাত

বাংলাদেশের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত	২০৩ সেমি বা ২০৩০ মি.মি. [সূত্র: মাধ্যমিক ভূগোল]
বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতের স্থান	সিলেটের লালখান (বাংলাদেশ উত্তর-পূর্ব অঞ্চল)
বাংলাদেশের সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাতের স্থান	নাটোরের লালপুর
ঋতুভিত্তিক বৃষ্টিপাত	ক) বাংলাদেশে মোট বৃষ্টিপাতের এক পঞ্চমাংশ গ্রীষ্মকালে হয়।
	খ) বাংলাদেশের মোট বৃষ্টিপাতের পাঁচভাগের প্রায় চারভাগ (৮০%) বৃষ্টিপাত বর্ষাকালে হয়।
	গ) উত্তর-পূর্ব শুষ্ক মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে শীতকালে কম বৃষ্টিপাত হয়।

বাংলাদেশের ঋতুবৈচিত্র

বাংলাদেশের মোট ঋতু	৬টি। যথা: গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত গ্রীষ্ম = বৈশাখ + জ্যৈষ্ঠ বর্ষা = আষাঢ় + শ্রাবণ শরৎ = ভাদ্র + আশ্বিন, হেমন্ত = কার্তিক + অগ্রহায়ণ শীত = পৌষ + মাঘ বসন্ত = ফাল্গুন + চৈত্র
বাংলাদেশের স্বতন্ত্র ঋতু	বর্ষাকাল

মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন কেন্দ্র

(SPARSO) Space Research and Remote Sensing Organization

মহাকাশ গবেষণাকারী সরকারী সংস্থা ঢাকার আগারগাঁওয়ে অবস্থিত। এটি ঘূর্ণিঝড় ও দুর্যোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের একমাত্র পূর্বাভাস কেন্দ্র। ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত সংস্থাটি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করে।

বাংলাদেশে আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড়

বাংলাদেশের উপকূলে সর্বশেষ ঘূর্ণিঝড় 'রোয়ানু' আঘাত হানে	২১ মে, ২০১৬ সালে
'রোয়ানু' একটি মালদ্বীপের শব্দ। এর অর্থ-	নারিকেলের ছোবড়ার তৈরী দড়ি
ঘূর্ণিঝড় মহাসেন বাংলাদেশে আঘাত হানে	১৬ মে, ২০১৩
ঘূর্ণিঝড় 'আইলা' বাংলাদেশে আঘাত হানে	২৫ মে, ২০০৯
আইলা অর্থ	'ডলফিন' বা শুশুক জাতীয় একধরনের প্রাণী
প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় সিডর (Sidr) বাংলাদেশে আঘাত হানে	২০০৭ সালে
কাল-বৈশাখী ঝড় হয়	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে [সূত্র: বাংলা পিডিয়া]

পরিবেশ দূষণ

পরিবেশ দূষণ ৪ প্রকার	ক) পানি দূষণ খ) বায়ু দূষণ গ) মাটি দূষণ ঘ) শব্দ দূষণ
দুই স্ট্রোকবিশিষ্ট ইঞ্জিন নিষিদ্ধ করা হয় কারণ	দুই স্ট্রোকবিশিষ্ট ইঞ্জিনে বায়ু দূষণ বেশি হয়।
গাড়ি থেকে নির্গত কালো ধোয়ায় যে বিষাক্ত গ্যাস থাকে	কার্বন মনোক্সাইড (CO)
ঢাকা মহানগরীতে টু-স্ট্রোক যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়	১ জানুয়ারি, ২০০৩
ঢাকা শহরের বায়ুতে একটি ধাতব মৌল মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে পাওয়া যায়, তা হল-	সীসা
স্মোগ (SMOG) (SMOG = SMOKE+FOG)	SMOG হচ্ছে এক ধরনের দূষিত বায়ু। যান্ত্রিক পরিবহন ও শিল্পকারখানার দূষণ থেকে SMOG এর সৃষ্টি হয়। SMOG এর ফলে উদ্ভিদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, মানব চোখের ক্ষতি করে এবং মানবদেহে স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি করে।
বাপা (BAPA)	Bangladesh Poribesh Andolon ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
পলিথিন ব্যবহার ক্ষতিকর। কারণ-	ব্যবহারের পর পরিত্যক্ত পলিথিন মাটিতে বা পানিতে পড়ে না। ফলে এটি দীর্ঘকাল অপরিবর্তিত থেকে মাটি ও পানি তথা পরিবেশের ক্ষতি করে।

ঢাকা শহরে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করা হয়	১ জানুয়ারি, ২০০২
চট্টগ্রাম নগরীতে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করা হয়	২১ ফেব্রুয়ারি, ২০০২
সারাদেশে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করা হয়	১ মার্চ, ২০০২
শব্দ দূষণের ফলাফল	উচ্চ রক্তচাপ হতে পারে। শব্দদূষণের মাত্রা ১০৫ ডিবি এর বেশি হলে মানুষ বধির হয়ে যেতে পারে।

এল নিনো:

এল নিনো একটি স্পেনিশ শব্দ যার অর্থ ছোট খোকা। বিষুবরেখার অপরপাশ থেকে নেমে আসা উষ্ণ পানির শোতের কারণে সৃষ্ট জলবায়ুর প্রতিক্রিয়াকে ব্যক্ত করার জন্য ইকুয়েডর ও পেরুর জেলেরা এল নিনো শব্দের ব্যবহারের প্রচলন করে।

লা নিনো:

লা নিনো শব্দটি স্পেনিশ যার অর্থ ছোট খুকী। এল নিনোর প্রভাবে সাগরে উষ্ণ পানির শোত প্রবাহিত হবার পর পরবর্তীতে সাগরের পানির উষ্ণতা কমে আসে। সাগরের পানির এ উষ্ণতা কমে আসাই লা নিনো নামে পরিচিত। লা নিনোর প্রভাবে অতিবৃষ্টি ও বন্যা হয়।

বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো

বিভাগ

বাংলাদেশের ৮টি বিভাগ	ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, রংপুর এবং ময়মনসিংহ
বাংলাদেশের প্রথম বিভাগ	ঢাকা (১৮২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত)
বাংলাদেশের সর্বশেষ বিভাগ	ময়মনসিংহ

জেলা

বাংলাদেশে জেলার সংখ্যা	৬৪টি
বাংলাদেশের প্রস্তাবিত ৬৫তম জেলা	ভৈরব
ঢাকা বিভাগে জেলার সংখ্যা	১৩টি। যথা: ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর ও রাঙ্গাবাড়ী।
চট্টগ্রাম বিভাগে জেলার সংখ্যা	১১টি। যথা: চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, চাঁদপুর, কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
রাজশাহী বিভাগে জেলার সংখ্যা	৮টি। যথা: রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ, বগুড়া ও জয়পুরহাট।

রংপুর বিভাগে জেলার সংখ্যা	৮টি। যথা: রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, পঞ্চগড় এবং ঠাকুরগাঁও
খুলনা বিভাগে জেলার সংখ্যা	১০টি। যথা: খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, যশোর, মাগুরা, ঝিনাইদহ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, ও চুয়াডাঙ্গা।
বরিশাল বিভাগে জেলার সংখ্যা	৬টি। যথা: বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা ও ভোলা।
সিলেট বিভাগে জেলার সংখ্যা	৪টি। যথা: সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার।
ময়মনসিংহ বিভাগে জেলার সংখ্যা	৪টি। যথা: ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোণা।

➤ পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা- ৩টি। যথা: রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি।

উপজেলা

উপজেলা: ১৯৮২ সালের ৭ নভেম্বর থেকে কার্যকরী অধ্যাদেশ বলে প্রথম উন্নীত থানা পরিষদ গঠন করা হয়। পবর্তীতে ১৯৮৫ সালে উন্নীত থানা পরিষদকে উপজেলা পরিষদে রূপান্তর করা হয়। ১৯৯২ সালে জাতীয় সংসদে ‘উপজেলা বাতিল’ বিল পাস হয়। ২০০৯ সালে জাতীয় সংসদে ‘উপজেলা পরিষদ বাতিল আইন’ সংশোধন বিল পাস হয়। ফলে বর্তমানে পুনরায় উপজেলা ব্যবস্থা চালু আছে।

থানা

বাংলাদেশে বর্তমানে নৌ থানা	৪২টি
বাংলাদেশে বর্তমানে রেলওয়ে থানা	২৪টি
বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম কোণের থানা	তেতুলিয়া, পঞ্চগড়
বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব কোণের থানা	জকিগঞ্জ, সিলেট
বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের থানা	শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের থানা	টেকনাফ, কক্সবাজার

পৌরসভা

ঢাকা পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়	১৮৬৪ সালে
ঢাকা পৌরসভা ‘পৌর কর্পোরেশনে’ রূপান্তরিত হয়	১৯৭৮ সালে
ঢাকা পৌর কর্পোরেশন ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে রূপান্তরিত হয়	১৯৯০ সালে

সিটি কর্পোরেশন

বাংলাদেশে ১১টি সিটি কর্পোরেশন রয়েছে	ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, নারায়নগঞ্জ, কুমিল্লা, রংপুর, গাজীপুর।
ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে উত্তর ও দক্ষিণ দুই ভাগে ভাগ করা হয়	২৯ নভেম্বর, ২০১১
সিটি এলাকায় ক্ষুদ্রতম প্রশাসনিক একক	ওয়ার্ড
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে ওয়ার্ড সংখ্যা	৩৬টি
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে ওয়ার্ড সংখ্যা	৫৬টি
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে ওয়ার্ড সংখ্যা	৪১টি
আয়তনে সবচেয়ে বড় সিটি কর্পোরেশন	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন।
আয়তনে সবচেয়ে ছোট সিটি কর্পোরেশন	সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
জনসংখ্যায় সবচেয়ে বড় সিটি কর্পোরেশন	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
জনসংখ্যায় সবচেয়ে ছোট সিটি কর্পোরেশন	কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন।

বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী স্থান

অবস্থান	স্থান	উপজেলা	জেলা
সর্ব উত্তরের	বাংলাবান্ধা/জায়গীরজোত	তেঁতুলিয়া	পঞ্চগড়
সর্ব দক্ষিণের	ছেঁড়াদ্বীপ/সেন্টমার্টিন	টেকনাফ	কক্সবাজার
সর্ব পূর্বের	আখাইনটং	থানচি	বান্দরবান
সর্ব পশ্চিমের	মনকশা	শিবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ

সাম্প্রতিক বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো (এক নজরে বর্তমান ও সর্বশেষ)

নাম	বর্তমান সংখ্যা	সর্বশেষ
বিভাগ	৮টি	ময়মনসিংহ
সিটি কর্পোরেশন	১১টি	গাজীপুর
জেলা	৬৪টি	
উপজেলা	৪৯১টি	লালমাই (কুমিল্লা)
থানা	৬৩৯ টি	মাধবদী (নরসিংদী) এবং মহিপুর (পটুয়াখালী)
পৌরসভা	৩২৭টি	দোহাজারি (চট্টগ্রাম)
ইউনিয়ন	৪৫৫০ টি (সূত্র: জাতীয় তথ্য বাতায়ন) ৪৫৫২ টি (সূত্র: আদমশুমারি- ২০১১) ৪৫৭১টি (সূত্র: বাংলাদেশ পকেট পরিসংখ্যান)	নড়াইলের পাঁচগ্রাম
গ্রাম	৮৭, ১৯১টি	-

এক নজরে বৃহত্তম-ক্ষুদ্রতম

নাম	আয়তনে		জনসংখ্যায়	
	বৃহত্তম	ক্ষুদ্রতম	বৃহত্তম	ক্ষুদ্রতম
বিভাগ	চট্টগ্রাম	ময়মনসিংহ	ঢাকা	বরিশাল
জেলা	রাঙামাটি	নারায়নগঞ্জ	ঢাকা	বান্দরবান
উপজেলা	শ্যামনগর (সাতক্ষীরা)	বন্দর (নারায়নগঞ্জ)	গাজীপুর সদর	থানচি (বান্দরবান)
থানা	শ্যামনগর (সাতক্ষীরা)	ওয়ারী (ঢাকা)	গাজীপুর সদর	বিমানবন্দর (ঢাকা)
সিটি কর্পোরেশন	গাজীপুর	সিলেট	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা
পৌরসভা	বগুড়া	ভেদরগঞ্জ (শরীয়তপুর)	বগুড়া সদর	
ইউনিয়ন	সাজেক (বাঘাইছড়ি, রাঙামাটি)	হাজীপুর (দৌলতখান, ভোলা)	ধামসোনা (সাভার, ঢাকা)	হাজীপুর (দৌলতখান, ভোলা)

বিভিন্ন শহরের নাম

সিলেট	সাইবার সিটি	রাজশাহী	সিল্ক সিটি বা গ্রিন সিটি
ঢাকা	ক্রিন সিটি	বরিশাল	সৃজনশীল আর্দশ শহর
চট্টগ্রাম	হেলদি সিটি		

বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা

বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার ধরন	সংসদীয়
বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় মর্যাদার অধিকারী	রাষ্ট্রপতি
বাংলাদেশের বর্তমান সরকার প্রধান	প্রধানমন্ত্রী
স্থানীয় সরকার	কোন দেশের বিভিন্ন এলাকাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকাতে কর আরোপসহ সীমিত ক্ষমতা দান করে যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়।
বাংলাদেশে বর্তমানে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালু আছে	৩ স্তর বিশিষ্ট। যথা: ক) জেলা পরিষদ খ) উপজেলা পরিষদ এবং গ) ইউনিয়ন পরিষদ (পল্লী অঞ্চলে) বা পৌরসভা (শহরাঞ্চলে) বা সিটি কর্পোরেশন
স্থানীয় সরকারের সর্বোচ্চ স্তর	জেলা পরিষদ
পল্লী অঞ্চলে নিম্নতম স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান	ইউনিয়ন পরিষদ
শহরাঞ্চলে নিম্নতম স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান	পৌরসভা
জেলা পরিষদ বা উপজেলা পরিষদ বা	৫ বছর

ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদকাল	
জেলা পরিষদ (৬১ টি জেলা)	একজন চেয়ারম্যান, ১৫ জন সদস্য এবং সংরক্ষিত আসনের ৫ জন মহিলা সদস্য নিয়ে জেলা পরিষদ গঠিত। ২৮ ডিসেম্বর ২০১৬ প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত হয় ৬১টি জেলা পরিষদের নির্বাচন। জেলা পরিষদ নির্বাচনের ভোটের হলেন সিটি কর্পোরেশন এর (যদি থাকে) মেয়র ও কমিশনারগণ, ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ। ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত দেশের প্রথম ও একমাত্র নারী জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান হলেন রংপুর জেলার ছাফিয়া খানম। নব নির্বাচিত চেয়ারম্যানরা শপথ গ্রহণ করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট।
পার্বত্য জেলা পরিষদ (৩টি পার্বত্য জেলা)	একজন চেয়ারম্যান ও ৩৩ জন সদস্য নিয়ে গঠিত
বাংলাদেশে উপজেলা ব্যবস্থা চালু হয়	১৯৮৫ সালে
বাংলাদেশের সর্বশেষ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন হয়	২০১৪ সালে
ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়	১ জন চেয়ারম্যান, ৯ জন সাধারণ সদস্য, সংরক্ষিত আসনের ৩ জন নির্বাচিত নারী সদস্য
ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের বিধান করা হয়	১৯৯৭ সালে
পৌরসভার চেয়ারম্যানের বর্তমান পদবী	মেয়র
পৌরসভার কমিশনারদের বর্তমান পদবী	কাউন্সিলর
White Paper	সরকার কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য বিবরণী

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের আসন

জাতীয় সংসদের নির্বাচিত আসন	৩০০টি
সংরক্ষিত মহিলা আসন	৫০টি
জাতীয় সংসদের সর্বমোট আসন	৩৫০টি
সবচেয়ে বেশি সংসদীয় আসন	ঢাকা জেলায়- ২০টি
সবচেয়ে কম সংসদীয় আসন	রাঙামাটি-১টি, খাগড়াছড়ি-১টি, বান্দরবান-১টি
জাতীয় সংসদের ১নং আসন	পঞ্চগড় জেলায়
জাতীয় সংসদের ৩০০ নং আসন	বান্দরবান জেলায়
সর্বাধিক ভোটের	জাতীয় সংসদের ১৯২ নং আসন (ঢাকা-১৯

	আসন)
সর্বনিম্ন ভোটার	জাতীয় সংসদের ১২৫নং আসন (ঝালকাঠি-১ আসন)
ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে সংসদীয় আসন	১৫টি। (ঢাকা দক্ষিণ-৮টি এবং ঢাকা উত্তর-৭টি)

বাংলাদেশের মন্ত্রণালয়

www.boighar.com

বাংলাদেশের মোট মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা	৪১টি (রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ)
বাংলাদেশের সর্বশেষ মন্ত্রণালয়	৪ ডিসেম্বর, ২০১১ সালে গঠিত হয়
	১) রেলপথ মন্ত্রণালয়
	২) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গঠিত হয়	২০০৩
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গঠিত হয়	২০০১
মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠিত হয়	২০০১
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠিত হয়	১৯৯৪ সালে
Cabinet এর শব্দার্থ	মন্ত্রীপরিষদ
মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী প্রধান	মন্ত্রী
মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান	সচিব বা জ্যেষ্ঠ সচিব
মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বনিম্নে আছেন	সহকারী সচিব
রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের প্রধান	মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের প্রধান	মুখ্য সচিব
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের বর্তমান প্রধান	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রণালয়	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
অধিদপ্তরের প্রধান	মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর	খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অধীন
বাংলাদেশ পুলিশ	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বর্তমান নাম	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
জেলা প্রশাসক পদমর্যাদা	যুগ্মসচিব সমতুল্য

বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রথম নির্বাচন

বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচন	৭ মার্চ, ১৯৭৩
প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন	
প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচন	১৯৭৩
জনগণের প্রত্যক্ষ/সরাসরি ভোটে প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচন	১৯৭৮
প্রথম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন	১৯৯৪
প্রথম উপজেলা পরিষদ নির্বাচন	১৯৮৫
প্রথম পৌরসভা নির্বাচন	১৯৭৩
প্রথম ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন	১৯৭৩

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন

সংসদ নির্বাচন	সময়কাল	তথ্য
প্রথম	৭ মার্চ, ১৯৭৩	বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম নির্বাচন।
দ্বিতীয়	১৯৭৯	বহুদলের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন।
তৃতীয়	১৯৮৬	-
চতুর্থ	১৯৮৮	-
পঞ্চম	১৯৯১	তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন।
ষষ্ঠ	১৯৯৬	-
সপ্তম	১৯৯৬	তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে দ্বিতীয় নির্বাচন।
অষ্টম	২০০১	তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে তৃতীয় নির্বাচন।
নবম	২০০৮	তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে চতুর্থ নির্বাচন।
দশম	৫ জানুয়ারি, ২০১৪	নির্বাচনকালীন সরকারের অধীনে নির্বাচন।

বাংলাদেশের গণভোট

গণভোট	তারিখ	প্রকৃতি	লক্ষ্য
প্রথম	১৯৭৭	প্রশাসনিক	প্রেসিডেন্ট জিয়ার নিজ শাসন বৈধকরণ
দ্বিতীয়	১৯৮৫	প্রশাসনিক	জেনারেল এরশাদের সমর্থন যাচাই
তৃতীয়	১৯৯১	সাংবিধানিক	সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর আইন প্রস্তাব

- বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতি এডভোকেট মো: আবদুল হামিদ। তিনি বাংলাদেশের ২০তম প্রেসিডেন্ট এবং ব্যক্তি হিসেবে ১৭তম প্রেসিডেন্ট।
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের ১৩তম প্রধানমন্ত্রী এবং ব্যক্তি হিসেবে ১০তম প্রধানমন্ত্রী।
- বর্তমান স্পিকার ড. শিরীন শারমীন চৌধুরী। তিনি বাংলাদেশের প্রথম নারী স্পিকার।

বাংলাদেশে বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শীর্ষ ব্যক্তিত্ব

প্রধান বিচারপতি	বিচারপতি এস কে (সুরেন্দ্র কুমার) সিনহা (২১ তম)
প্রধান নির্বাচন কমিশনার	কে এম নুরুল হুদা (১২তম)
এটর্নি জেনারেল	এ্যাডভোকেট মাহবুবে আলম (১৫তম)
মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক	মাসুদ আহমেদ (১১তম)
বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর	ফজলে কবীর (১১তম)
সেনা প্রধান	জেনারেল শফিউল হক (১৭তম)
নৌবাহিনীর প্রধান	রিয়ার এডমিরাল নিজাম উদ্দিন আহমেদ
বিমান বাহিনীর প্রধান	এয়ার চিফ মার্শাল আবু এসরার
পুলিশের আই জি	এ কে এম শহীদুল হক
বিজিবি মহাপরিচালক	মেজর জেনারেল আবুল হোসেন
র‍্যাব এর মহাপরিচালক	বেনজীর আহমেদ
বাংলাদেশ কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান	ড. মোহাম্মদ সাদিক (১৩তম)
দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান	ইকবাল মাহমুদ (৫ম)
প্রধান তথ্য কমিশনার	অধ্যাপক ড. মো. গোলাম রহমান
জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান	কাজী রিয়াজুল হক (৩য়)
জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান	বিচারপতি হাসান ফয়েজ
আইন কমিশনের চেয়ারম্যান	এ বি এম খায়রুল হক
বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান	অধ্যাপক আবদুল মান্নান
জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি।	ড. আব্দুল মোমেন
FBCCI এর বর্তমান সভাপতি	আবদুল মাতলুব আহমেদ
জাতীয় রাজস্ববোর্ড (NBR) এর চেয়ারম্যান	মো: নজিবুর রহমান

বাংলাদেশের জাতীয় বিষয়াবলী
বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা

বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা সবুজ আয়তক্ষেত্রের মধ্যে লাল বৃত্ত। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের উপর ভিত্তি করে জাতীয় পতাকা নির্ধারণ করা হয়, তখন মধ্যের লাল বৃত্তে বাংলাদেশের মানচিত্র ছিল। মানচিত্র খচিত বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ডিজাইনার ছিলেন শিব নারায়ণ দাশ। ১৯৭১ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের বটতলায় এক ছাত্রসভায় তৎকালীন ছাত্রনেতা ডাকসু ভিপি আ.স.ম আবদুর রব বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা প্রথম উত্তোলন করেন। এজন্য ২ মার্চ ‘জাতীয় পতাকা দিবস’ হিসাবে পালন করা হয়। ১৯৭১ সালের ১৮ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের কলকাতাস্থ বাংলাদেশ

মিশনে এম হোসেন আলী বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। এটি কোন বিদেশি মিশনে সর্বপ্রথম বাংলাদেশী পতাকা উত্তোলন। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা বিধি প্রণীত হয়। এ সময় বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা হতে মানচিত্রটি সরিয়ে ফেলা হয়। পতাকার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং লাল বৃত্তের ব্যাসার্ধের অনুপাত ৫:৩:১। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ডিজাইনার পটুয়া কামরুল হাসান। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার সাথে জাপানের পতাকার মিল আছে।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবন ঢাকা শেরে বাংলানগরে অবস্থিত। প্রখ্যাত মার্কিন স্থপতি লুই কান এটির মূল স্থপতি। পূর্ব বাংলার আইনসভা হিসাবে বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলটি ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের প্রথম ও দ্বিতীয় সংসদের অধিবেশন গুলো অনুষ্ঠিত হয় পুরনো সংসদ ভবনে যা বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ১৯৬১ সালে বর্তমান জাতীয় সংসদ ভবনের নির্মাণকাজ শুরু হয়। নির্মাণকাজ সমাপ্ত হওয়ার পর ১৯৮২ সালে উদ্বোধন করা হয়। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তার সংসদ ভবনের উদ্বোধন করেন। ১৯৮৯ সালে জাতীয় সংসদ ভবন স্থাপত্য উৎকর্ষতার জন্য আগা গান পুরস্কার লাভ করে। সংসদ ভবন এলাকার আয়তন ২১৫ একর। সংসদ ভবনটি ৯ তলা বিশিষ্ট। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ এক কক্ষ বিশিষ্ট। জাতীয় সংসদ ভবনের মূল ভবনের সর্বোচ্চ উচ্চতা ১১৭ ফুট। জাতীয় সংসদ ভবন সংলগ্ন লেকটি 'ট্রিসেন্ট লেক' নামে পরিচিত। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের প্রতীক শাপলা ফুল। এ পর্যন্ত দুইজন বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান জাতীয় সংসদে বক্তৃতা করেন। প্রথমজন হলেন যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট য়োশেফ মার্শাল টিটো এবং অন্যজন হলেন ভারতের প্রেসিডেন্ট ভি ভি গিরি। এরা উভয়েই ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের পার্লামেন্টে বক্তৃতা করেন।

বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক

বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক উভয় পাশে ধানের শীষ বেষ্টিত পানিতে ভাসমান জাতীয় ফুল শাপলা। তার মাথার ওপর পাট গাছের পরস্পর সংযুক্ত তিনটি পাতা যার উভয় পাশে দুটো করে মোট চারটি তারকা। চারটি তারক সংবিধানের চারটি মূলনীতি নির্দেশ করে। বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীকের রূপকার হলো কামরুল হাসান।

রাষ্ট্রীয় মনোআম

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মনোআমে রয়েছে লাল রঙের বৃত্তের মাঝে হলুদ রঙের বাংলাদেশের মানচিত্র। বৃত্তের উপরের দিকে লেখা আছে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ', নিচে লেখা 'সরকার' এবং বৃত্তের পাশে দুটি করে মোট চারটি তারকা। আর এই মনোআমের ডিজাইন করেছেন এ এন এ সাহা।

বাংলাদেশের জাতীয় স্মৃতিসৌধ

জাতীয় স্মৃতিসৌধ (অন্য নাম সম্মিলিত প্রয়াস) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত স্মারক স্থাপনা। এটি ঢাকা শহরের উপকণ্ঠে সাভারের নবীনগরে অবস্থিত। এর স্থপতি হলেন সৈয়দ মাইনুল হোসেন। স্মৃতিসৌধটির উচ্চতা ১৫০ ফুট (৪৬.৫ মিটার)। সৌধটি সাতটি ত্রিভুজাকৃতি দেয়াল নিয়ে গঠিত। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৬এর ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, ১৯৬২এর শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ এর ছয়দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণভূত্থান, ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ- এই সাতটি ঘটনাকে স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিক্রমা হিসাবে বিবেচনা করে সৌধটি নির্মিত হয়েছে। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতিসৌধটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ১৯৮২ সালে এর উদ্বোধন করা হয়।

বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত

“আমার সোনা বাংলা, ’। এ গানের রচয়িতা ও সুরকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গানটি রচিত হয়েছিল। আমার সোনা বাংলাগানটি রচিত হয়েছিল গগণ হরকরার ‘আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে’ বাউল গানটির সুরের অনুকরণে করা হয়েছে। ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় গানটি প্রথম প্রকাশিত হয়। গানটি রবীন্দ্রনাথের ‘গীতবিতান’ গ্রন্থের স্বরবিতান অংশভুক্ত। চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান ১৯৭০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত তার বিখ্যাত ‘জীবন থেকে নেওয়া’ কাহিনী চিত্রে এই গানের সর্বপ্রথম চলচ্চিত্রায়ন করেন। ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ তারিখে পল্টন ময়দানে ঘোষিত স্বাধীনতার ইশতেহারে এই গানকে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৭২ সালে ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর বাংলাদেশের সংবিধানে এই গানকে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা দেওয়া হয়। এটি ছিল মূলত একটি কবিতা। ২৫ চরণ বিশিষ্ট এই কবিতার প্রথম ১০ চরণ বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। তবে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে প্রথম ৪ চরণ বাজানো হয়। গানটির ইংরেজি অনুবাদ করেন সৈয়দ আলী আহসান। ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতাও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাংলাদেশের রণ সঙ্গীত

‘চল্ চল্ চল্, উর্ধ্বগগনে বাজে মাদল’ গানটি বাংলাদেশের রণসঙ্গীত। গানটির গীতিকার, সুরকার এবং শিল্পী হলো বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। গানটি ‘সন্ধ্যা’ কাব্যগ্রন্থ হতে সংকলিত। ‘নতুনের গান’ শিরোনামে ঢাকার ‘শিখা’ পত্রিকায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। উৎসব অনুষ্ঠানে রণসঙ্গীতের ২১ চরণ বাজানো হয়।

অন্যান্য:

- ❖ বাংলাদেশের জাতীয় ভাষা বাংলা।
- ❖ বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম।
- ❖ বাংলাদেশের জাতীয় পাখি দোয়েল। দোয়েলের বৈজ্ঞানিক নাম কপসিকাস সলারিহ।
- ❖ বাংলাদেশের জাতীয় পশু রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

- ❖ বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশ। ইলিশের বৈজ্ঞানিক নাম হিলশা হিলশা।
- ❖ বাংলাদেশের জাতীয় ফুল শাপলা। শাপলার বৈজ্ঞানিক নাম নিমফিয়া নওসিলি।
- ❖ বাংলাদেশের জাতীয় ফল কাঁঠাল। কাঁঠালের বৈজ্ঞানিক নাম এট্রোকার্পাস ইন্ডিফ্রিফলিয়া।
- ❖ বাংলাদেশের জাতীয় বৃক্ষ আম গাছ। আমগাছের বৈজ্ঞানিক নাম ম্যাগনিফেরা ইন্ডিকা।
- ❖ বাংলাদেশের জাতীয় ধর্ম ইসলাম।
- ❖ বাংলাদেশের জাতীয় বন সুন্দর বন।
- ❖ বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম। এটি ঢাকার গুলিস্তানে অবস্থিত।
- ❖ বাংলাদেশের জাতীয় স্টেডিয়াম ঢাকার গুলিস্তানে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম।
- ❖ বাংলাদেশের জাতীয় গ্রন্থাগার ঢাকার আগারগাঁওয়ের শেরে বাংলা নগরে অবস্থিত। এর নামও জাতীয় গ্রন্থাগার।
- ❖ বাংলাদেশের জাতীয় পার্ক এর নাম হলো ভাওয়াল ন্যাশনাল পার্ক। এটি গাজীপুর অবস্থিত।
- ❖ বাংলাদেশের জাতীয় যাদুঘর ঢাকার শাহাবাগে অবস্থিত। এর নাম “জাতীয় জাদুঘর”
- ❖ বাংলাদেশের জাতীয় খেলা কাবাডি।

বাংলাদেশের জাতীয় ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিবস সমূহ

- বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস- ১০ জানুয়ারি।
- জাতীয় শিক্ষক দিবস- ১৯ জানুয়ারি।
- শহীদ আসাদ দিবস- ২০ জানুয়ারি।
- গণঅভ্যুত্থান দিবস- ২৪ জানুয়ারি।
- জনসংখ্যা দিবস- ২রা ফেব্রুয়ারি।
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার দিবস- ২২ ফেব্রুয়ারি।
- সুন্দরবন দিবস- ১৪ ফেব্রুয়ারি।
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস- ২১শে ফেব্রুয়ারি
- জাতীয় পতাকা দিবস- ২রা মার্চ
- ঐতিহাসিক ভাষণ দিবস- ৭ই মার্চ
- রাষ্ট্রভাষা দিবস- ১৫ই মার্চ।
- জাতীয় শিশু দিবস- ১৭ই মার্চ।
- স্বাধীনতার সশস্ত্র প্রতিরোধ দিবস- ১৯ মার্চ।
- ছয়দফা দিবস- ২৩ মার্চ।
- কালোরাত দিবস- ২৫ মার্চ।
- স্বাধীনতা দিবস বা জাতীয় দিবস- ২৬ মার্চ।
- জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস- এপ্রিল মাসের প্রথম বুধবার।

- মুজিবনগর দিবস- ১৭ই এপ্রিল।
- ফারাক্কা লংমার্চ দিবস- ১৬ই মে।
- পলাশী দিবস ২৩ জুন।
- মূসক দিবস- ১০ জুলাই।
- জাতীয় শোক দিবস- ১৫ই আগষ্ট।
- জাতীয় আয়কর দিবস- ১৫ই সেপ্টেম্বর।
- জাতীয় শিক্ষা দিবস- ১৭ই সেপ্টেম্বর।
- জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস- ২২ অক্টোবর।
- জেল হত্যা দিবস- ৩রা নভেম্বর।
- সংবিধান দিবস- ৪ঠা নভেম্বর।
- জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস- ৭ই নভেম্বর।
- শহীদ নূর হোসেন দিবস- ১০ই নভেম্বর।
- জাতীয় কৃষি দিবস- ১৫ই নভেম্বর (পহেলা অগ্রহায়ণ)।
- সশস্ত্র বাহিনী দিবস- ২১শে নভেম্বর।
- মুক্তিযোদ্ধা দিবস- ১লা ডিসেম্বর।
- বাংলা একাডেমী দিবস- ৩রা ডিসেম্বর।
- বেগম রোকেয়া দিবস- ৯ই ডিসেম্বর।
- শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস- ১৪ই ডিসেম্বর।
- বিজয় দিবস- ১৬ই ডিসেম্বর।

বাংলাদেশের পদক ও পুরস্কার

স্বাধীনতা পদক: স্বাধীনতা পদক ১৯৭৭ সালে প্রবর্তন করা হয়। এটি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার। পুরস্কারটি প্রবর্তন করেন সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। সর্বোচ্চ ১০ জনকে স্বাধীনতা পদক দেওয়া হয়।

একুশে পদক: ১৯৭৬ সালে একুশে পদক প্রবর্তিত হয়। সর্বোচ্চ ১৫ জনকে একুশে পদক দেওয়া হয়।

বাংলা একাডেমী পুরস্কার এই পুরস্কারটি প্রবর্তিত হয় ১৯৬০ সালে। এটি সাহিত্যে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পুরস্কার।

- ১৯৮৯ সাল থেকে শিশু একাডেমী পুরস্কার দেওয়া হয়।
- ১৯৭৬ সাল থেকে দেওয়া হয় জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার ও জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার।
- বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার প্রবর্তিত হয় ১৯৭৩ সালে। এই পুরস্কারের পূর্ব নাম ছিল রাষ্ট্রপতি পুরস্কার।

- বৃক্ষরোপণের জন্য প্রদান করা হয় ‘প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পুরস্কার’। এই পুরস্কারটি ১৯৯৩ সাল থেকে দেওয়া হয়।
- কৃষি উন্নয়নের জন্য প্রদান করা হয় ‘রাষ্ট্রপতি পুরস্কার’।

বাংলাদেশের সম্পদ ও শিল্প কৃষিজ সম্পদ

- যে সকল কৃষকের নিজেদের জমির পরিমাণ এক একরের নীচে তাদেরকে ভূমিহীন চাষী বলে।
- ফসল উৎপাদনের জন্য সারা বছরকে ২টি মৌসুমে ভাগ করা যায়।
যথা: রবি মৌসুম এবং খরিপ মৌসুম।

রবি মৌসুম:

- আশ্বিন মাস থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত সময়কে রবি মৌসুম বলে। রবি শস্যকে শীতকালীন শস্য হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

খরিপ মৌসুম:

- ক) খরিপ-১ : চৈত্র মাস থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত সময়কে খরিপ-১ বলা হয়। এই সময়কে গ্রীষ্মকালও বলা হয়।
- খ) খরিপ-২ : আষাঢ় মাস থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত সময়কে খরিপ-২ বলা হয়।

জুম চাষ

জুম চাষ পাহাড়ি এলাকায় প্রচলিত একধরনের কৃষিপদ্ধতি বা চাষাবাদ। এই চাষাবাদ এক ধরনের কৃষি অর্থনীতি। ‘জুম চাষ’ এক ধরনের স্থানান্তরিত কৃষি পদ্ধতি।

বাংলাদেশের কৃষিশুমারি

সময়কাল	বৈশিষ্ট্য
১৯৬০	প্রথম কৃষিশুমারি
১৯৭৭	স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম কৃষিশুমারি
২০০৮	দেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ কৃষিশুমারি অর্থাৎ গ্রাম ও শহরে একযোগে অনুষ্ঠিত কৃষিশুমারি।

খাদ্যশস্য

বাংলাদেশে উৎপাদিত খাদ্যশস্যের মধ্যে ধান, গম, ডাল, তেলবীজ, ভুট্টা, যব এবং নানারকম মসলা প্রধান।

ধান:

ধান বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য। বাংলাদেশে উৎপন্ন ধানকে প্রধানত আউশ, আমন ও বোরো এই তিনভাগে ভাগ করা হয়। বাংলাদেশের প্রধান ধান চাষ হচ্ছে বোরো। আউশ

ধান উচু জমিতে, আমন ধান অপেক্ষাকৃত নীচু জমিতে এবং বোরো ধান শীতকালীন ফসল হিসাবে বিভিন্ন নিচু জলাশয়, বিল, হাওড়সহ অন্যান্য জমিতে উৎপাদিত হয়। আমন ধান অগ্রাহায়ণ-পৌষ মাসে উঠে। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ইরি-৮ জাতের উফশি ধান আমদানি করা হয় যা এখনও এদেশে চালু আছে। উত্তরবঙ্গের মগা এলাকার জন্য উপযোগী ধান বি-৩৩। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত লবণাক্ততা সহিষ্ণু ধান বিনা-৮। একটি দেশজ নতুন জাতের ধান হলো হরিধান। এই উচ্চ ফলনশীল ধানের আবিষ্কারক নড়াইলের হরিপদ কাপালী। নারিকা-১ হলো এক ধরনের খরা সহিষ্ণু ধান। উৎকৃষ্ট মানের ধান হিসাবে বরিশাল ও পটুয়াখালী অঞ্চলের বালাম, দিনাজপুরের কাটারীভোগ, নোয়াখালী ও কুমিল্লা অঞ্চলের কালিজিরা ও চিনিগুঁড়া উল্লেখযোগ্য।

আলু:

স্প্যানিশ ‘Patata’ থেকে ‘Potato’ এসেছে। আলু বাংলাদেশের একটি অর্থকরী ফসল। নেদারল্যান্ড থেকে আলু বাংলাদেশে আনা হয়েছে। আলু বিশ্বের কন্দাল জাতীয় ফসল।

অর্থকরী ফসল

যে সকল ফসল সরাসরি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে চাষ করা হয়, তাদের অর্থকরী ফসল বলে। অর্থকরী ফসলের মধ্য পাট, চা, আখ, তামাক, রেশম, রাবার ও তুলা প্রধান।

পাট:

পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বলে পাটকে ‘সোনালী আঁশ’ বলা হয়। পাটকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা : সাদা, তোষা ও মেছতা। তোষা পাট থেকে উন্নতমানের আঁশ পাওয়া যায়। একটি কাঁচা পাটের গাঁইটের ওজন ৩.৫ মণ। পাট পচানোর পদ্ধতিকে বলে রিবন রেটিং। ২০১০ সালে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা পাটের জন্ম রহস্য আবিষ্কার করেন। পাটের জীন রহস্য উন্মোচনকারী দলের নেতা ড. মাকসুদুল আলম। ড. মাকসুদুল আলম পাট, ভুট্টা, তুলা, সয়াবিনসহ ৫০০টি উদ্ভিদের ক্ষতিকারক ছত্রাকের জীবনরহস্য উন্মোচন করেন।

জুটন:

পাট ও তুলার সংমিশ্রণে এক ধরনের কাপড় হল জুটন। এতে ৭০ ভাগ পাট ও ৩০ ভাগ তুলা থাকে। ড. মোহাম্মদ সিদ্দিকুল্লাহ জুটন আবিষ্কার করেন।

চা:

চা বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান অর্থকরী ফসল। ‘চা’-এর আদিবাস হলো চীন। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম চা চাষ আরম্ভ হয় ১৮৪০ সালে চট্টগ্রাম ক্লাব এলাকায়। বাংলাদেশে প্রথম বাণিজ্যিকভাবে চায়ের চাষ শুরু হয় ১৯৫৭ সালে সিলেটের মালনিছড়ায়। সিলেটে প্রচুর চা জন্মবার কারণ হলো- পাহাড় ও প্রচুর বৃষ্টি। বাংলাদেশে অর্গানিক চা উৎপাদন শুরু হয়েছে পঞ্চগড়ে।

তুলা: যশোর অঞ্চল তুলা চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী।

রাবার:

অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটে রাবার উৎপন্ন হয়। ১৯৬১ সালে কক্সবাজারের রামুতে দেশের প্রথম রাবার বাগান করা হয়।

রেশম:

রাজশাহী, দিনাজপুর অঞ্চলে রেশম চাষ হয়। রেশম পোকা বা মথ তুঁত গাছের পাতা খেয়ে বেঁচে থাকে।

কৃষি তথ্য:

ফসল	বর্ণনা
ধান	ধান উৎপাদনে পৃথিবীতে বাংলাদেশের স্থান ৪র্থ। নওগাঁ জেলায় সবচেয়ে বেশি চালকল রয়েছে।
গম	বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি গম উৎপাদিত হয় ফরিদপুরে।
আলু	আলু উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে ৭ম এবং এশিয়া মহাদেশে ৩য়। বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলে (মুন্সিগঞ্জে) আলু বেশি চাষ হয়
পাট	পাট উৎপাদনে বিশ্বের শীর্ষদেশ ভারত। পাট উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয় বর্তমানে সবচেয়ে বেশি পাট উৎপাদিত হয় ফরিদপুর জেলায় যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রধান পাট আমদানিকারক
মাছ	মাছ উৎপাদনে শীর্ষ জেলা ময়মনসিংহ। মিঠা পানির মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে ৫ম এবং চাষকৃত মাছ উৎপাদনে বিশ্বে ষষ্ঠ। চীন উভয় ধরনের মাছ উৎপাদনে প্রথম।
ভুট্টা	ভুট্টা উৎপাদনে শীর্ষ জেলা রংপুর
ফল	ফল উৎপাদনে শীর্ষ জেলা বরিশাল
আম	বাংলাদেশ আম উৎপাদনে বিশ্বে ৭ম
সবজি	সবজি উৎপাদনে শীর্ষ জেলা বরিশাল
রাবার	বাংলাদেশে মোট ১৬টি রাবার বাগান আছে যা বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন এর আওতাধীন।
রেশম	বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি রেশম গুটির চাষ হয় চাঁপাইনবাবগঞ্জে।
বিটি বেগুন	সম্প্রতি জেনিটিক্যালি মোডিফাইড শস্য বিটি বেগুন নিয়ে বাংলাদেশে বিতর্ক হচ্ছে।

বাংলাদেশের কৃষি বিষয়ক প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	জয়দেবপুর, গাজীপুর
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	ময়মনসিংহ
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	জয়দেবপুর, গাজীপুর
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট	মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা

বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট	ঈশ্বরদী, পাবনা
বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট	শ্রীমঙ্গল, সিলেট
বাংলাদেশ পশু সম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট	সাভার, ঢাকা
বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	রাজশাহী
বাংলাদেশ চামড়া গবেষণা ইনস্টিটিউট	সাভার, ঢাকা
বাংলাদেশ মৌমাছি পালন ইনস্টিটিউট	ঢাকা
বাংলাদেশ আম গবেষণা কেন্দ্র	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
বাংলাদেশ গম গবেষণা কেন্দ্র	নশিপুর, দিনাজপুর
বাংলাদেশ মসলা গবেষণা কেন্দ্র	শিবগঞ্জ, বগুড়া
বাংলাদেশ ডাল গবেষণা কেন্দ্র	ঈশ্বরদী, পাবনা
মৃত্তিকা গবেষণা ইনস্টিটিউট	ফার্মগেট, ঢাকা
বাংলাদেশ রাবার বোর্ড	চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম

উন্নত ফসলের জাত

ফসলের নাম	ফসলের জাত
ধান	ইরাটম, ব্রিশাইল, সোনার বাংলা-১, সুপার রাইস, হাইব্রিড হীরা, ময়না, হরিধান, মালাইরি, নারিকা-১
গম	অগ্রণী-সোনালিকা, বলাকা, দোয়েল, আনন্দ, আকবর, কাঞ্চন, বরকত
ভুট্টা	উত্তরণ (ব্রাক উদ্ভাবিত), বর্ণালী, শুভ
সরিষা	সফল, অগ্রণী
তুলা	রূপালী ও ডেলফোজ
তামাক	সুমাট্রা, ম্যানিলা
মরিচ	যমুনা
পুঁইশাক	সবুজ চিত্রা
টমেটো	মিন্টু (বাংলাদেশে উদ্ভাবিত প্রথম হাইব্রিড টমেটো), বাহার, মানিক, রতন, ঝুমকা, সিঁদুর, শ্রাবণী।
আলু	ডায়মন্ড, কার্ডিনেল, কুফরী, সিন্দুরী
বাধাঁকপি	গোল্ডেন ক্রস, কে ওয়াই ক্রস, গ্রীণ এক্সপ্রেস, ড্রাম হেড
আম	মহানন্দা, মোহনভোগ, লেংড়া, গোপালভোগ
তরমুজ	পদ্মা
কলা	অগ্নিশ্বর, কানাইবাঁশী, মোহনবাঁশী, বীট জবা, অমৃতসাগর, সিংগাপুরী
বেগুন	শুকতারা ও তারাপুরী।

বাংলাদেশের বনভূমি

বাংলাদেশের বনভূমি তিন ধরনের। যথা: ১) ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি ২) ক্রান্তীয় পতনশীল বৃক্ষের বনভূমি ৩) শ্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন।

ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি:

যে সকল উদ্ভিদের পাতা একসঙ্গে ঝরে পড়ে না এবং গাছ গুলো চিরসবুজ থাকে তাদের চিরহরিৎ উদ্ভিদ বলে। এ বনভূমির প্রধান বৃক্ষ ময়না, তেলসুর, চাপালিশ, গর্জন, গামারি, জারুল, কড়ই, বাঁশ, বেত, হোগলা প্রভৃতি। আর প্রধান প্রাণী হাতি, শূয়ার ইত্যাদি। ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, সিলেট অঞ্চলে অবস্থিত। চন্দ্রঘোণা কাগজকলে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বাঁশ ব্যবহৃত হয়। গর্জন ও জারুলগাছ রেলের স্লিপার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। গামারি ও চাপালিশ গাছ সাম্পান ও নৌকা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

ক্রান্তীয় পতনশীল বৃক্ষের বনভূমি:

যে সকল গাছের পাতা বছরে একবার সম্পূর্ণ ঝরে যায়, তাদের পাতাঝরা উদ্ভিদ বলে। ক্রান্তীয় পতনশীল বনভূমির প্রধান বৃক্ষগুলোর মধ্যে গজারি (বা শাল), ছাতিম, কুর্চি, বহেড়া, হিজল গাছ অন্যতম। এই বনভূমির অবস্থান ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, মধুপুর বনভূমি, গাজীপুর জেলার ভাওয়ালের উদ্যান, রংপুর ও দিনাজপুরের বরেন্দ্র বনভূমি অঞ্চলে। শালকাঠ ঘরের আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক তারের খুঁটি এবং জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

শ্রোতজ বনভূমি:

শ্রোতজ বনভূমি বা উপকূলীয় বনকে ম্যানগ্রোভ বন বলে। অসংখ্য দ্বীপ নিয়ে গঠিত বনাঞ্চল হলো সুন্দরবন। এই বনের ‘সুন্দরবন’ নামকরণের মূল কারণ ‘সুন্দরী’ বৃক্ষের প্রাচুর্য। সুন্দরবনের অন্য নাম হচ্ছে বাদাবন। যে বন জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয় আবার ভাটার সময় শুকিয়ে যায়, তাকে টাইডাল বন বা ‘জোয়ার ভাটার বন’ বলে যেমন- সুন্দরবন। সুন্দরবন বাংলাদেশ এবং ভারত দুটি দেশে বিস্তৃত। সুন্দরবনের মোট আয়তনের ৬২ শতাংশ বাংলাদেশে অবস্থিত। সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলায় সুন্দরবনের বেশিরভাগ এলাকা অবস্থিত। সুন্দরবনের প্রধান উদ্ভিদ সুন্দরী, এছাড়াও গরান, গেওয়া, পশুর ধুন্দল, কেওড়া, বায়েন প্রভৃতি বৃক্ষ প্রচুর জন্মে। এ সকল উদ্ভিদের শ্বাসমূল থাকে। এছাড়া ছন ও গোলপাতা সুন্দরবন হতে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এ বনের প্রাণী রয়েল বেঙ্গল টাইগার, হরিণ, বানর, সাপ ইত্যাদি। হিরণ পয়েন্ট, কাটকা ও আলকি দ্বীপকে বলা হয় সুন্দরবনের অভয়ারণ্য। সুন্দরবনে দুই ধরনের হরিণ দেখা যায় যথা- মায়া হরিণ ও চিত্রা হরিণ। সুন্দরবনে বাঘ গণনার জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতি হলো পাগমার্ক (পদচিহ্ন)। সুন্দরী বড় বড় খুঁটি তৈরিতে, গেওয়া নিউজপ্রিন্ট ও দিয়াশলাই কারখানায়, ধুন্দল পেন্সিল তৈরিতে, গরান বৃক্ষের বাকল চামড়া পাকা করার কাজে এবং গোলপাতা ঘরের ছাউনিতে ব্যবহৃত হয়। এ বন থেকে প্রচুর মধু ও মোম আহরণ করা হয়।

এক নজরে সুন্দরবনের আয়তন:

মোট আয়তন	১০,০০০ বর্গকি.মি.	সূত্র: উইকিপিডিয়া
	৬০১৭ বর্গকি.মি.	
বাংলাদেশ অংশের আয়তন	৬৪৭৪ বর্গকি.মি. বা ২৪০৮ বর্গমাইল	সূত্র: মাধ্যমিক ভূগোল
	৫৭০৪ বর্গকি.মি. বা ২১২২ বর্গমাইল	সূত্র: শিশু বিশ্বকোষ

বনজ সম্পদ

কোন দেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য মোট ভূমির ২৫% বনভূমি প্রয়োজন। ২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশের বনভূমি মোট ভূমির ২০% এর উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল।

অঞ্চল হিসাবে বাংলাদেশের বৃহত্তম বনভূমি	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বনভূমি (প্রায় ১২,০০০ বর্গ কি.মি.)
বাংলাদেশের একমাত্র কৃত্রিম ম্যানগ্রোভ বন	চকোরিয়া, কক্সবাজার
বাংলাদেশের একক বৃহত্তম বনভূমি	সুন্দরবন
পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন	সুন্দরবন
বিভাগ অনুসারে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বনভূমি	চট্টগ্রাম বিভাগে (৪৩%)
বিভাগ অনুসারে বাংলাদেশের সবচেয়ে কম বনভূমি	রাজশাহী বিভাগে (২%)
জেলা অনুসারে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বনভূমি আছে	বাগেরহাট জেলায়
পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বনভূমি আছে	৭টি। যথা : বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, খুলনা, চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, বান্দরবান ও কক্সবাজার।
বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় বনভূমি নেই	২৮ টি জেলায়
উপকূলীয় সবুজ বেস্টনী প্রকল্প গড়ে তোলা হয়েছে	১০ টি জেলায়
বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় বননীতি গৃহীত হয়	১৯৭২ সালে
বাংলাদেশে সামাজিক বনায়নের কাজ শুরু হয়	১৯৮১ সালে (চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায়)
জাতীয় বৃক্ষরোপন শুরু হয়	১৯৭২ সালে
জাতীয় বৃক্ষমেলা প্রবর্তন করা হয়	১৯৯৪ সালে
বাংলাদেশে পরিবেশ নীতি ঘোষণা করা হয়	১৯৯২ সালে
বাংলাদেশের উচ্চতম বৃক্ষ	বৈলাম (বান্দরবান গভীর অরণ্যে পাওয়া যায়)
দ্রুততম বৃদ্ধি সম্পন্ন গাছ	ইপিল ইপিল
‘লুকিং গ্লাস ট্রি’ নামে পরিচিত	সুন্দরী বৃক্ষ
নেপিয়ার	এক ধরনের ঘাস
সূর্যকন্যা বলা হয়	তুলা গাছকে
পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর গাছ	ইউক্রিপটাস
পঁচাকী গাজী বিখ্যাত	বাঘ শিকারের জন্য
বনাঞ্চল থেকে সংগৃহীত কাঠ ও লাকড়ি	দেশের মোট জ্বালানির ৬০% পূরণ করে
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট অবস্থিত	চট্টগ্রামে

সাম্প্রতিক বনজ সম্পদ:

বাংলাদেশে বনভূমি মোট ভূমির	১৭.০৮% [সরকারি হিসাবে]
	১১.০৪% [অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৫]
FAO এর বিশ্ব বনভূমি রিপোর্ট-২০১১ মতে, বাংলাদেশে বনভূমি মোট ভূমির-	১১%

প্রাণিজ সম্পদ

গবাদি পশুর জাত উন্নয়নে পাক-ভারত উপমহাদেশে প্রথম অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন	বৃটিশ নাগরিক লর্ড লিন লিথগো
বাংলাদেশের গবাদি পশুর দ্রুণ প্রথম বদল করা হয়	৫ মে, ১৯৯৫ সালে
‘বাংলাদেশ গবাদি পশু গবেষণা ইনস্টিটিউট’ অবস্থিত	ঢাকার সাভারে
কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার অবস্থিত	ঢাকার সাভারে
দুগ্ধজাত সামগ্রীর জন্য বিখ্যাত লাহিড়ীমোহন হাট অবস্থিত	পাবনায়
‘মহিষ প্রজনন কেন্দ্র’ অবস্থিত	বাগেরহাট
‘ছাগল প্রজনন কেন্দ্র’ অবস্থিত	সিলেটের টিলাগড়ে
‘ছাগল উন্নয়ন ও পাঠা কেন্দ্র’ অবস্থিত	রাজবাড়ী হাট
‘বন্য প্রাণী প্রজনন কেন্দ্র’ (সরকারি) অবস্থিত	করমজল, সুন্দরবন
‘হরিণ প্রজনন কেন্দ্র’ অবস্থিত	কক্সবাজার জেলার ডুলাহাজরায়
‘কুমীর প্রজনন কেন্দ্র’ অবস্থিত	ময়মনসিংহের ভালুকায়
‘গাধা প্রতিপালন কেন্দ্র’ অবস্থিত	রাঙামাটি জেলায়
উন্নত জাতের গাভী-	হরিয়ানা, সিন্ধী, ফ্রিসিয়ান, হিসার, জারসি, শাহীওয়াল, আয়ের শায়ের ইত্যাদি
সবচেয়ে বেশি দুগ্ধ প্রদানকারী গাভীর জাত-	ফ্রিসিয়ান
ব্রয়লার-	যে সকল মুরগী কেবল মাংস উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়, তাদের ব্রয়লার বলে।
উন্নত জাতের ব্রয়লার মুরগী	হাইব্রো, স্টার ব্রো, ইন্ডিয়ান রোভাব, মিনিব্রো
লেয়ার-	ডিমপাড়া মুরগীকে লেয়ার বলে।
সবচেয়ে বেশি ডিম দেয়	লেগহর্ন
মাংস ও ডিম উভয়টি পাওয়া যায়	রোড আইল্যান্ড রেড এবং অস্টারলক জাতের মুরগী থেকে-
যমুনাপাড়ী ছাগলের অপর নাম	রামছাগল
ব্লাক বেঙ্গল	এক ধরনের ছাগল

কুষ্টিয়া গ্রেড	বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের চামড়ার নাম
বনরুই	এক ধরনের বিড়াল
ঘড়িয়াল দেখা যায়	পদ্মা নদীতে
মুরগীর রোগ	রাণীক্ষেত, বসন্ত, রক্তআমাশয়, কলেরা, বার্ড ফ্লু ইত্যাদি
হাঁসের রোগ	ডাক প্লেগ, রোপা
গবাদি পশুর রোগ	গো-বসন্ত, যক্ষ্মা, ব্লাককোয়াটার, অ্যানথ্রাক্স

মৎস্য সম্পদ

বাংলাদেশের প্রধান জলজসম্পদ		মাছ ও পানি
বাংলাদেশের মৎস আইনে রুই জাতীয় মাছের পোনা ধরা নিষেধ		২৩ সে.মি কম দৈর্ঘ্যের
পিরানহা-		এক ধরনের রাক্ষুসে মাছ
মুখে ডিম রেখে বাচ্চা ফুটায়		তেলাপিয়া মাছ
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট	অবস্থান	ময়মনসিংহ
	পাঁচটি কেন্দ্র	স্বাদু পানি কেন্দ্র, ময়মনসিংহ
		লোনা পানি কেন্দ্র, খুলনা
		নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর
		সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র কক্সবাজার
		চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র, বাগেরহাট

White Gold:

গলদা চিংড়ি চাষ হয় স্বাদু পানিতে আর বাগদা চিংড়ি চাষ হয় লোনা পানিতে। বাগদা চিংড়ির বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ শুরু হয় ১৯৭৬ সাল থেকে। বাগদা চিংড়ি আশির দশক থেকে রপ্তানি পণ্য হিসেবে স্থান করে নেয়। প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় হওয়ায় বাংলাদেশের চিংড়ি সম্পদকে White Gold বলা হয় আর হিমায়িত খাদ্যকে Thurst Sector বলা হয়।

পানি সম্পদ

বাংলাদেশ পানি সম্পদের চাহিদা সবচেয়ে বেশি	কৃষি খাতে
বাংলাদেশে পানীয় জলের জন্য অধিকাংশ মানুষ নির্ভর করে	নলকূপের পানির উপর
বাংলাদেশে পানিতে বিপজ্জনক মাত্রার চেয়ে বেশি আর্সেনিক পাওয়া গেছে	অগভীর নলকূপের পানিতে

বাংলাদেশে নলকূপের পানিতে প্রথম আর্সেনিক ধরা পড়ে-	১৯৯৩ সালে (চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায়)
পানিতে স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে বেশি আর্সেনিক পাওয়া গেছে-	৬১টি জেলায়
পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক পাওয়া যায়নি-	৩ টি জেলায়। যথা: রাজমাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি জেলায়
বাংলাদেশে সর্বাধিক আর্সেনিক আক্রান্ত জেলা	চাঁদপুর
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এর মতে পানিতে আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্যতা	০.০১ মি.গ্রা./লিটার
বাংলাদেশের খাবার পানিতে আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্যতা মাত্রা-	০.০৫ মি.গ্রা./লিটার
বাংলাদেশের পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা-	১.০১ মি.গ্রা./লিটার
বাংলাদেশে সর্বপ্রথম আর্সেনিক ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করা হয়	গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে
আর্সেনিক দূরীকরণে সনো ফিল্টারের উদ্ভাবক-	প্রফেসর আবুল হুসসাম
আর্সেনিক দূরীকরণে আর্থ ফিল্টারের উদ্ভাবক-	অধ্যাপক দুলালী চৌধুরী
অত্যাধিক দূষিত নদীর পানি-	বুড়িগঙ্গা

বাংলাদেশের পানি শোধনাগার

পানি শোধনাগার	নির্মাণকাল	Key points
চাঁদনীঘাট, ঢাকা	১৮৭৪ খ্রি.	বাংলাদেশের প্রথম পানিশোধনাগার
সোনাকান্দা, নারায়ণগঞ্জ	১৯২৯ খ্রি.	
গোদানাইল, নারায়ণগঞ্জ	১৯৮৯ খ্রি.	
সায়েদাবাদ, ঢাকা	২০০২ খ্রি.	বাংলাদেশের বৃহত্তম পানি শোধনাগার

সেচ প্রকল্প, বাঁধ ও বন্যা নিয়ন্ত্রন

বাংলাদেশের প্রথম সেচ প্রকল্প	গঙ্গা-কপোতাক্ষ (এ-ক) সেচ প্রকল্প, ১৯৫৪ সালে স্থাপিত হয়।
জি.কে প্রকল্পের আওতাভুক্ত অঞ্চল	তিস্তা বাঁধ প্রকল্প
তিস্তা বাঁধ অবস্থিত	লালমনিরহাট জেলায়
তিস্তা বাঁধ প্রকল্পের আওতাভুক্ত অঞ্চল	রংপুর ও দিনাজপুর
তিস্তা বাঁধ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শুরু হয়	১৯৫৯-৬০ সালে
তিস্তা বাঁধ প্রকল্প উদ্বোধন করা হয়	১৯৯০ সালে
DND বাঁধের পুরো নাম	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা
বাকল্যান্ড বাঁধ অবস্থিত	বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে

খনিজ সম্পদ

প্রাকৃতিক গ্যাস:

www.boighar.com

প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ। ১৯৫৫ সালে সিলেটের হরিপুরে বাংলাদেশের প্রথম গ্যাসফিল্ড আবিষ্কৃত হয়। বাংলাদেশে প্রথম গ্যাস উত্তোলন করা হয় ১৯৫৭ সালে। প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান মিথেন। আমাদের দেশে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাসে মিথেনের পরিমাণ প্রায় ৯৫% - ৯৯%। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় গ্যাসক্ষেত্র তিতাস। ঢাকা শহরে গ্যাস সরবরাহ করা হয় তিতাস গ্যাস ক্ষেত্র হতে। সিএনজি (CNG) এর অর্থ কমপ্রেস করা প্রাকৃতিক গ্যাস।

গ্যাস সম্পদ দ্রুত অনুসন্ধানের লক্ষ্যে সরকার ১৯৮৮ সালে সমগ্র বাংলাদেশকে ২৩টি ব্লকে বিভক্ত করে এছাড়া বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকায় তেল গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য উক্ত এলাকাকে ২৮টি নতুন ব্লকে বিভক্ত করে সরকার আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করে।

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ২৬টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্তমানে ২০টি গ্যাসক্ষেত্রের ৯০টি কূপ থেকে গ্যাস উত্তোলিত হচ্ছে। তিতাস গ্যাস ক্ষেত্রে সর্বাধিক ২০টি কূপ আছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৫ মতে, মজুদ গ্যাসের দিক থেকে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ গ্যাসক্ষেত্র হলো তিতাস। দৈনিক সবচেয়ে বেশি গ্যাস উত্তোলন করা হয় হবিগঞ্জের বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্র হতে।

খাতওয়ারী গ্যাসের ব্যবহার (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৬)

ব্যবহার	গ্যাসক্ষেত্র	গ্যাসক্ষেত্র	গ্যাসক্ষেত্র
বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৪১.৩৭%	গৃহস্থলি	১২.২৬%
শিল্প	১৫.৯৮%	সিএনজি	৪.৮২%
সার কারখানা	৫.৩৮%	বাণিজ্যিক	০.৯২%

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ গ্যাসক্ষেত্রগুলোর অবস্থান:

গ্যাসক্ষেত্র	অবস্থান	গ্যাসক্ষেত্র	অবস্থান
হরিপুর	সিলেট	ছাতক	সুনামগঞ্জ
তিতাস	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	কৈলাসটিলা	সিলেট
বাখরাবাদ	কুমিল্লা	সেমুতাং	খাগড়াছড়ি
কুতুবদিয়া	কক্সবাজার	বিয়ানি বাজার	সিলেট
কামতা	সিলেট	সালদা নদী	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
সাজু	বঙ্গোপসাগর	বিবিয়ানা	হবিগঞ্জ
বাপুরা	কুমিল্লা	সুন্দলপুর	নোয়াখালী
শ্রীকাইল	কুমিল্লা	রূপগঞ্জ	নারায়নগঞ্জ

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ২টি গ্যাসক্ষেত্র আছে। যথা: সাজু ও কুতুবদিয়া। সমুদ্র এলাকায় বাংলাদেশের প্রথম গ্যাসক্ষেত্র সাজু।

➤ বাংলাদেশে তেল-গ্যাস আবিষ্কারের সর্বোচ্চ সাফল্য বাপেক্সের।

গ্যাসক্ষেত্রে অগ্নিকাণ্ড:

১৯৯৭ সালে মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার মাগুরছড়া গ্যাসক্ষেত্রে অগ্নিকাণ্ড হয়। এটি বাংলাদেশের কোন গ্যাসক্ষেত্রে প্রথম অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডের সময় এ গ্যাসক্ষেত্রে দায়িত্বে ছিল অক্সিডেন্টাল (যুক্তরাষ্ট্র)। ২০০৫ সালে সুনামগঞ্জের টেংরাটিলা গ্যাসক্ষেত্রে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। এই গ্যাসক্ষেত্রেটিতে আগুন লেগে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ সময় এই গ্যাসক্ষেত্রে কূপখননের দায়িত্বে ছিল কানাডিয়ান কোম্পানি নাইকো।

খনিজ তেল:

বাংলাদেশে ১৯৮৬ সালে সিলেটের হরিপুরে সর্বপ্রথম খনিজ তেল পাওয়া যায়। এছাড়া মৌলভীবাজার জেলার বরমচালে একটি তেলক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯৮৭ সালে হরিপুর তেলক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলন শুরু হয়। ১৯৯৪ সালে তেল উত্তোলন বন্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশে তেল শোধনাগার ইস্টার্ন রিফাইনারি চট্টগ্রামে অবস্থিত।

- বাংলাদেশে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানকারী ‘নাইকো’ কানাডার প্রতিষ্ঠান।
- ইউনোকল যুক্তরাষ্ট্রের তেল কোম্পানী।

কয়লা:

জয়পুরহাট জেলার জামালগঞ্জ, নওগাঁর পত্নীতলা, দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়া, ফুলবাড়ী, সুনামগঞ্জ জেলার টাকেরহাট প্রভৃতি স্থানে উন্নতমানের বিটুমিনাস ও লিগনাইট কয়লা পাওয়া যায়। খুলনা অঞ্চলের কোলা বিলে পিট কয়লা পাওয়া গেছে। ‘আইভরি ব্ল্যাক’ হলো অস্থিজ কয়লা। দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়ায় বাংলাদেশের প্রথম কয়লাচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

কয়লাক্ষেত্র	অবস্থান	আবিষ্কার
জামালগঞ্জ	জয়পুরহাট	
বড়পুকুরিয়া	দিনাজপুর	১৯৮৫
খালিশপুর	রংপুর	
দীঘিপাড়া	দিনাজপুর	
ফুলবাড়ী	দিনাজপুর	
পাঁচবিবি	জয়পুরহাট	

কঠিন শিলা:

রংপুর জেলার মিঠাপুকুর এবং দিনাজপুরের মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলার সন্ধান পাওয়া গেছে।

চুনাপাথর:

টাকেরহাট, জাফলং, ভাঙ্গারহাট, জকিগঞ্জ, সেন্টমার্টিন দ্বীপে চুনাপাথর পাওয়া যায়।

চীনা মাটি:

নেত্রকোণার বিজয়পুর, নওগাঁর পত্নীতলা, দিনাজপুরের পার্বতীপুরে চীনা মাটি পাওয়া যায়।

সিলিকা বালি:

সুনামগঞ্জের টাকেরহাট, মৌলভীবাজারের কুলাউড়া, জামালপুরের গারো পাহাড়ে সিলিকা বালি পাওয়া যায়। কাঁচবালির সর্বাধিক মজুদ আছে সিলেট অঞ্চলে।

তেজক্রিয় বালু:

কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতে পাওয়া যায়। এদের ‘কালা সোনা’ও বলা হয়। এগুলোর মধ্যে জিরকন, মোনাজাইট ও জাহেরাইট উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের বিশিষ্ট ভূ-বিজ্ঞানী এম এ জাহের আবিষ্কৃত পদার্থটিকে তাঁর নাম অনুসারে জাহেরাইট রাখা হয়েছে।

নুড়িপাথর:

সিলেট, পঞ্চগড় এবং লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রামে নুড়িপাথর পাওয়া যায়।

গন্ধক:

চট্টগ্রামের কুতুবদিয়ায় বাংলাদেশের একমাত্র গন্ধক খনি অবস্থিত।

তামা:

রংপুর জেলার রানীপুকুরে, দিনাজপুরের মধ্যপাড়ায় তামার সন্ধান পাওয়া গেছে।

ইউরেনিয়াম:

মৌলভীবাজারের কুলাউড়া পাহাড়ে ইউরেনিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে।

খনিজ বালি:

কুতুবদিয়া ও টেকনাফে প্রচুর পরিমাণে খনিজ বালি পাওয়া যায়।

শক্তি সম্পদ**বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৬-এ বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাত:**

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদনের প্রধান উপাদান	প্রাকৃতিক গ্যাস ৬৩.১৯%
বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে	মোট জনসংখ্যার ৭৫%
বর্তমানে দেশে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ	৩৭১ কিলেওয়াট আওয়ার
সরকার দেশের সকল জনসাধারণকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা হাতে নিয়েছে	২০২১ সালের মধ্যে
বাংলাদেশে বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা	১৪,৩২২ মেগাওয়াট
বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে	৭৪১৮ মেগাওয়াট
২০১৫-১৬ (ডিসেম্বর পর্যন্ত) অর্থ বছরে বিদ্যুতের বিতরণ লস	১৩.৫৫%

বিদ্যুৎকেন্দ্র সমূহ:

বাংলাদেশে বৃহত্তম বিদ্যুৎ কেন্দ্র	নারায়নগঞ্জ জেলার হরিপুরে
বাংলাদেশে বৃহত্তম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র	ভেড়ামাড়া (কুষ্টিয়া)
বাংলাদেশে প্রথম গ্যাসচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র	সিলেটের হরিপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্র
বাংলাদেশে প্রথম কয়লাচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র	দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া
বাংলাদেশে প্রথম বার্জমাউন্টেড বিদ্যুৎ কেন্দ্র	খুলনার বার্জমাউন্টেড বিদ্যুৎ কেন্দ্র

বাংলাদেশে প্রথম বেসকারী বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র	দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া
বাংলাদেশে পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র	১টি। যথাঃ কাগুই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র
কাগুই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে	কর্ণফুলী নদীতে
কাগুই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়	১৯৬২ সালে
কাগুই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র কার্যক্রম শুরু করে	১৯৬৫ সালে
কাগুই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদন ক্ষমতা-	২৩০ মেগাওয়াট
বাংলাদেশের একমাত্র কৃত্রিম হ্রদ তৈরী করা হয়েছে	কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ দিয়ে
কাগুই ড্যাম অবস্থিত	কাগুই বাঁধ, রাঙামাটি
বাংলাদেশে আণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প
রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প অবস্থিত	ঈশ্বরদী, পাবনা
সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়িতে অবস্থিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের নাম	বিজয়ের আলো
বাংলাদেশের প্রথম সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হয়	নরসিংদী জেলার করিমপুর ও নজরপুরে
বাংলাদেশের বৃহত্তম সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র	চট্টগ্রামের সন্দ্বীপে
বাংলাদেশের প্রথম বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হয়	ফেনীর সোনাগাজীতে
বিদ্যুৎ বিতরণের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠান	Dhaka Electric Supply Company Ltd (DESCO) Dhaka Power Distribution Company Ltd (DPDC) Rural Electrification Board বা পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (REB)
গ্রাম বাংলায় বিদ্যুতায়নের দায়িত্বে সরাসরিভাবে নিয়োজিত	পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (REB)
চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলার দাতামারা ইউনিয়নের মোহাম্মদপুর এলাকায় নির্মিত হতে যাচ্ছে ৪০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন দেশের সবচেয়ে বড় সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র।	

শিল্প সম্পদ

সার শিল্প:

সার কারখানার নাম	অবস্থান	উৎপাদিত সার	Key Points
ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লি.	ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট	ইউরিয়া	বাংলাদেশের প্রথম সার কারখানা। ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লি.	ঘোড়াশাল, নরসিংদী	ইউরিয়া	-
ট্রিপল সুপার ফসফেট কমপ্লেক্স লি.	পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম	TSP	-

কর্ণফুলী ফার্টলাইজার কো. লি. সংক্ষেপে (কাফকো)	আনোয়ারা, চট্টগ্রাম	ইউরিয়া	বেসরকারী খাতে বাংলাদেশের একক বৃহত্তম সার কারখানা। বাংলাদেশ সরকার ও জাপানের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত
জিয়া সার কারখানা কো. লি.	আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ইউরিয়া	-
চট্টগ্রাম ইউরিয়া ফার্টলাইজার লি.	রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম	ইউরিয়া	-
যমুনা ফার্টলাইজার কো. লি.	তারাকান্দি, জামালপুর	বাংলাদেশের একমাত্র দানাদার ইউরিয়া সার প্রস্তুতকারী কারখানা	বাংলাদেশের বৃহত্তম সার কারখানা। বার্ষিক উৎপাদনক্ষমতা ৫ লক্ষ ৬১ হাজার মে. টন।

পাট শিল্প

পাট বাংলাদেশের প্রধান শিল্প। বাংলাদেশের প্রধান তিনটি পাট শিল্প হলো- নারায়নগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা। ১৯৫১ সালে নারায়নগঞ্জের আদমজীনগরে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের প্রথম পাটকল 'আদমজী জুট মিল'। এটি ছিল বিশ্বের বৃহত্তম পাটকল। ২০০২ সালে এটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

চিনি শিল্প

প্রথম চিনিকল	বাংলাদেশের প্রথম চিনিকল নর্থবেঙ্গল চিনিকল, গোপালপুর, নাটোর।
বৃহত্তম চিনিকল	বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় চিনিকল কেৱু এন্ড কোং, দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা।

সিমেন্ট শিল্প

প্রথম সিমেন্ট কারখানা	১৯৪০ সালে সুনমগঞ্জের ছাতকে স্থাপিত সিমেন্ট কো. লি. বাংলাদেশের প্রথম সিমেন্ট কারখানা।
বৃহত্তম সিমেন্ট কারখানা	বর্তমানে বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম সিমেন্ট কারখানা লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট ফ্যাক্টরী, ছাতক, সুনামগঞ্জ।

কাগজ শিল্প

প্রথম কাগজকল	বাংলাদেশের কাগজকলগুলোর মধ্যে প্রথম ও বৃহত্তম- কর্ণফুলী কাগজকল। ১৯৫৩ সালে এটি স্থাপিত হয়।
পূর্বের বৃহত্তম কাগজকল	বাংলাদেশের বৃহত্তম কাগজের কল ছিল খুলনার নিউজপ্রিন্ট মিল। এই মিলে সুন্দরবনের গেওয়া কাঠ কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হত। বিঃদ্র: ২০০২ সালে এটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।
সর্বপ্রথম	বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সবুজ পাট ব্যবহার করে কাগজের মড তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়।

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য কাগজকল

নাম	অবস্থান	কাঁচামাল
কর্ণফুলী কাগজকল	চন্দ্রঘোনা, রাঙামাটি	বাঁশ ও নরম কাঠ
উত্তরবঙ্গ কাগজকল	পাকশী, পাবনা	চিনিকলগুলো থেকে প্রাপ্ত আখের ছোবড়া
সিলেট মণ্ড ও কাগজকল	ছাতক, সিলেট	নালাগড়া ও ঘাস
বসুন্ধরা কাগজকল	নারায়নগঞ্জ	আমদানিকৃত মণ্ড

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য হার্ডবোর্ড মিল

নাম	অবস্থান	কাঁচামাল
খুলনা হার্ডবোর্ড মিল	খুলনা	সুন্দরবনের গেওয়া কাঠ

জাহাজ শিল্প

জাহাজ নির্মাণ কারখানা	অবস্থান	Key Points
খুলনা শিপইয়ার্ড	খুলনা	বাংলাদেশের বৃহত্তম জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত কারখানা।
চট্টগ্রাম ডকইয়ার্ড	চট্টগ্রাম	
নারায়নগঞ্জ ডকইয়ার্ড	নারায়নগঞ্জ	
ঢাকা ডকইয়ার্ড এন্ড মেরিন ওয়ার্কস প্রা. লি.	ঢাকা	
আনন্দ শিপইয়ার্ড লি.	নারায়নগঞ্জ	২০০৮ সালে বাংলাদেশ প্রথম জাহাজ রপ্তানি করে ডেনমার্ক। বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিকৃত প্রথম জাহাজটির নাম 'স্টেলা মেরিস'। নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান ছিল আনন্দ শিপইয়ার্ড লি.
কর্ণফুলী ডকইয়ার্ড এন্ড মেরিন ওয়ার্কস প্রা. লি.	চট্টগ্রাম	
এফ এন্ড এফ শিপিং রিসাইক্লিং	চট্টগ্রাম	
নৌবাহিনীতে সাবমেরিন		১৪ নভেম্বর ২০১৬ বাংলাদেশের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে 'নবযাত্রা' ও 'জয়যাত্রা' নামে দুটি সাবমেরিন হস্তান্তর করে চীন। এর মাধ্যমে ত্রিমাত্রিক শক্তি হিসেবে যাত্রা শুরু করবে বাংলাদেশ নৌবাহিনী।

অন্যান্য:

নাম	অবস্থান
বাংলাদেশের একমাত্র রেয়ন মিল	কর্ণফুলী রেয়ন মিল (চন্দ্রঘোনা, রাঙামাটি)
বাংলাদেশের একমাত্র মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি অবস্থিত	গাজীপুরে

বাংলাদেশের একমাত্র অস্ত্র কারখানা	গাজীপুরে
বাংলাদেশের বৃহত্তম লৌহ ও ইস্পাত কারখানা	চট্টগ্রাম স্টিল মিলস (চট্টগ্রাম)
বাংলাদেশের মোটর সাইকেল সংযোগ কারখানা	এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড (টঙ্গী, গাজীপুর)
বাংলাদেশের টেলিফোন শিল্প সংস্থা অবস্থিত	টঙ্গী ও খুলনায়
বাংলাদেশের প্রথম ট্যানারি স্থাপন করা হয়	নারায়নগঞ্জে
বাংলাদেশের প্রথম কয়লা শোধনাগার	বিরামপুর হার্ড কোক লি. (দিনাজপুর)
তৈরি পোষাক শিল্পে কোটা ব্যবস্থা ছিল	২০০৪ সাল পর্যন্ত
GSP এর পূর্ণরূপ	Generalized System of Preferences
GSP সুবিধা-	এই সুবিধার আওতায় বাংলাদেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নে পোষাক রপ্তানিতে ১২.৫% হারে শুল্ক সুবিধা পায়।

বাংলাদেশের প্রথম, বৃহত্তম, ক্ষুদ্রতম বাংলাদেশের প্রথম

www.boighar.com

রাষ্ট্রপতি	শেখ মুজিবুর রহমান
অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি	সৈয়দ নজরুল ইসলাম
প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী	তাজউদ্দিন আহমেদ
পররাষ্ট্রমন্ত্রী, আইনমন্ত্রী	খন্দকার মোশতাক আহমেদ
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী	এ.এইচ.এম কামরুজ্জামান
অর্থমন্ত্রী	ক্যাপ্টেন মনসুর আলী
প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা	সাহাবুদ্দীন আহমদ
গণপরিষদের স্পিকার	শাহ আব্দুল হামিদ
জাতীয় সংসদের স্পিকার	মোহাম্মদ উল্লাহ
জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার	মো: বেলায়েত উল্লাহ
জাতীয় সংসদের সংসদ নেতা	শেখ মুজিবুর রহমান
জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা	আসাদুজ্জামান খান
জাতীয় সংসদের চীপ হুইপ	শাহ মোয়াজ্জেম হোসাইন
এ্যাটর্নি জেনারেল	এম.এইচ.খন্দকার
প্রধান বিচারপতি	এ.এস.এম সায়েম
প্রধান নির্বাচন কমিশনার	বিচারপতি মোঃ ইদ্রিস

সরকারী কর্মকমিশনের প্রথম চেয়ারম্যান	ড. এ কিউ এম বজলুল করিম
বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর	এ.এন.হামিদুল্লাহ
সেনাবাহিনীর প্রধান	এম.এ.জি. ওসমানী
বিমান বাহিনীর প্রধান	এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার
আই.জি.পি	এম.এ খালেক
দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান	বিচারপতি সুলতান হোসেন খান
কর ন্যায্যপাল	খায়রুজ্জামান
উপজাতীয় রপ্তানুদূত	শরবিন্দু শেখর চাকমা
জাতীয় পতাকা উত্তোলনকারী	আ.স.ম আব্দুর রব
ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র	ব্যারিস্টার আবুল হাসনাত
ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত মেয়র	মোহাম্মদ হানিফ
ঢাকা পৌরসভার চেয়ারম্যান	ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট মি. স্কিনার
ঢাকা পৌরসভার দেশীয় চেয়ারম্যান	খাজা মোহাম্মদ আজগর
ঢাকা পৌরসভার নির্বাচিত চেয়ারম্যান	রায় বাহাদুর আনন্দ চন্দ্র রায়
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভি.সি	স্যার পি.জে. হার্টস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপমহাদেশের ভি.সি.	স্যার এফ. রহমান

বাংলাদেশের প্রথম মহিলা

প্রধানমন্ত্রী	বেগম খালেদা জিয়া
মন্ত্রিসভার সদস্য	নূরজাহান খুরশিদ
পররাষ্ট্রমন্ত্রী	ডা. দীপু মনি
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী	অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন
বিরোধী দলীয় নেতা	শেখ হাসিনা
সংসদ উপনেতা	সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী
হুইপ	সাণ্ডফতা ইয়াসমিন এমিলি
সচিব	জাকিয়া আকতার
কূটনীতিক	তাহমিনা খান ডলি
রপ্তানুদূত	মাহমুদা হক চৌধুরী
সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি	নাজমুন আরা সুলতানা
‘সোর্ড অব অনার’ প্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা	মারজিয়া ইসলাম
পাইলট	কানিজ ফাতেমা রোকসানা
জাতীয় অধ্যাপক	ড. সুফিয়া আহমেদ
সিটি কর্পোরেশনের মেয়র	ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী

ভাস্কর	নভেরা আহমদ
সংবাদপত্রের সম্পাদক	নূরজাহান বেগম (বেগম পত্রিকা)
রেল চালক	সালমা খান
বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর	বেগম নাজনীন সুলতানা
বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক	ফেরদৌস আরা বেগম
বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক	নীলিমা ইব্রাহীম
বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান	ড. এ.জেড.এম. তাহমিদা বেগম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা ডীন	বেগম আজিজুন্নেছা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী	লীলা নাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্রী	ফজিলাতুন্নেছা
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ	মেহেরুন্নেছা
বীরপ্রতীক	ক্যাপ্টেন সেতারা বেগম
ক্রিকেট দলের অধিনায়ক	তাজকিয়া আক্তার
বাংলাদেশ টেলিভিশনের শিল্পী	ফেরদৌসি রহমান
অভিনেত্রী	পূর্ণিমা সেন গুপ্তা
মুসলিম অভিনেত্রী	বনানী চৌধুরী
জাতিসংঘে নিযুক্ত স্থায়ী প্রতিনিধি	ইসমত জাহান
জাতিসংঘে নিযুক্ত আভার সেক্রেটারী জেনারেল	আমিরাহ হক
ব্রিটেনে 'হাউজ অব কমন্স' এর প্রথম বাংলাদেশী এম.পি	রুশনারা আলী
বাংলাভাষার মহিলা কবি	চন্দ্রাবতী
এভারেস্ট জয়ী প্রথম বাংলাদেশী নারী	নিশাত মজুমদার

বাংলাদেশের উচ্চতম

উচ্চতম বৃক্ষ	বৈলাম (প্রায় ২৪০ ফুট)
উচ্চতম ভবন	সিটি সেন্টার (৩৭ তলা)
উচ্চতম পাহাড়	গারো (ময়মনসিংহ)
উচ্চতম পর্বত	বিজয় (তাজিং ডং)
সর্বোচ্চ ভবন (নির্মিতব্য)	সিটি সেন্টার (মতিঝিল, ঢাকা)-৩৭ তলা

বাংলাদেশের গভীরতম

স্থান	চাঁদপুরে ডাকাতিয়া নদীর একটি খাড়ি (গভীরতা-৩৫ মি.)
-------	--

বাংলাদেশের বৃহত্তম

গ্রাম	বানিয়াচং, হবিগঞ্জ (এশিয়ার বৃহত্তম)
শহর	ঢাকা
দ্বীপ	ভোলা
ব-দ্বীপ	সুন্দরবন
বিল	চলন বিল
হাওর	হাকালুকি
বাঁওর	পোরাপোরা (ঝিনাইদহ)
বনভূমি	সুন্দরবন
বনাঞ্চল	চট্টগ্রাম-পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চল
গ্যাসক্ষেত্র	তিতাস, কুমিল্লা
সমুদ্রবন্দর	চট্টগ্রাম
বিমানবন্দর	হযরত শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর
স্থল বন্দর	বেনাপোল, যশোর
রেল স্টেশন	কমলাপুর রেল স্টেশন, ঢাকা
রেলজংশন	ঈশ্বরদী রেলওয়ে জংশন
চিনিকল	কেরু এণ্ড কোম্পানি, চুয়াডাঙ্গা
সার-কারখানা	যমুনা সার কারখানা, জামালপুর
কাগজকল	কর্ণফুলী কাগজ কল
বাঁধ	কাপ্তাই বাঁধ
পানি সেচ প্রকল্প	তিস্তা প্রকল্প
তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র	ভেড়ামাড়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, কুষ্টিয়া
জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র	কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র
বিশ্ববিদ্যালয়	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার	ঢাকা পাবলিক লাইব্রেরি, ঢাকা
মসজিদ	বায়তুল মোকাররম, ঢাকা
চিড়িয়াখানা	মিরপুর চিড়িয়াখানা, ঢাকা
পার্ক	রমনা পার্ক, ঢাকা
উদ্যান	সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা
হোটেল	হোটেল সোনারগাঁ
জাদুঘর	জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ, ঢাকা
হাসপাতাল	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
স্টেডিয়াম	বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, গুলিস্তান, ঢাকা
ব্যাংক	বাংলাদেশ ব্যাংক

সিনেমা হল	মণিহার, যশোর (বর্তমানে বন্ধ)
ঈদগাহ	শোলাকিয়া, কিশোরগঞ্জ
শপিংমল	‘যমুনা ফিউচার পার্ক’, কুড়িল, ঢাকা (এশিয়ার সর্ববৃহৎ)
কন্টেইনার জাহাজ	বাংলার দূত
যুদ্ধজাহাজ	বি.এন.এস বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশের দীর্ঘতম

সমুদ্র সৈকত	কক্সবাজার
নদ	ব্রহ্মপুত্র
নদী	মেঘনা
সেতু	বঙ্গবন্ধু সেতু
রেলসেতু (একক)	হার্ডিঞ্জ ব্রীজ, পাকশি পাবনা
ফ্লাইওভার	মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভার

ক্ষুদ্রতম

হাওর	বুরবুক হাওর (সিলেট)
বাঁওর	সারাজাত (বিনাইদহ)

সংস্কৃতি নাটক (Play)

গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন বাংলাদেশের পেশাদারী নাট্য সংগঠনগুলোর একটি ফোরাম। বাংলাদেশের নাটকের দলগুলোর মধ্যে থিয়েটার, আরণ্যক, ঢাকা থিয়েটার, নাট্যকেন্দ্র প্রধান।

মঞ্চ	অবস্থান
নজরুল মঞ্চ	বাংলা একাডেমী
মুক্ত মঞ্চ	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
জাতীয় নাট্যশালা	শিল্পকলা একাডেমী, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

গানের কলি	গীতিকার	সুরকার	শিল্পী
কারার ঐ লোহ কপাট, ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট...	কাজী নজরুল ইসলাম		
ধন ধান্য পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা... তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা	দিজেন্দ্র লাল রায় (ডি.এল.রায়)	সমবেত কর্তৃ	
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি	আব্দুল গাফফার চৌধুরী	প্রথম আব্দুল লতিফ	আব্দুল লতিফ
	বর্তমানে আলতাফ মাহমুদ		
সালাম সালাম হাজার সালাম	ফজলে খোদা	আব্দুল জব্বার	

ওরা আমার মুখের ভাষা কাইরা নিতে চায় ওরা কথায় কথায় শিকল পড়ায় মোদের হাতে পায়ে	আব্দুল লতিফ		
আমাদের সংগাম চলবেই, জনতার সংগ্রাম চলবেই	সিকানদার আবু জাফর		
মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি	গোবিন্দ হালদার	আপেল মাহমুদ	
পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে	গোবিন্দ হালদার		
এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলো যারা	গোবিন্দ হালদার	আপেল মাহমুদ	প্রথমে স্বপ্ন রায় পরে রেবেকা সুলতানা
এক নদী রক্ত পেরিয়ে	খান আতাউর রহমান		শাহনাজ রহমতুল্লাহ
আমি বাংলার গান গাই	প্রতুল মুখপাধ্যায়		প্রথম গায়ক প্রতুল মুখপাধ্যায় বর্তমানে মাহমুদজ্জামান বাবু
জয় বাংলা বাংলার জয়	গাজী মাযহারুল আনোয়ার	আনোয়ার পারভেজ	
সবকটা জানালা খুলে দাও না	নজরুল ইসলাম বাবু	আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল	সাবিনা ইয়াসমিন
কফি হাউজের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই	মান্না দে (ভারত)	গৌরি প্রসন্ন মজুমদার	সুপর্ণ কান্তি ঘোষ
ভাল আছি ভাল থেকো, আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো।	রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ		
খাচার ভিতর অচিন পাখি	লালন ফকির		ফরিদা পারভীন
এই পদ্মা এই মেঘনা এই যমুনা সুরমা নদী তটে	আবু জাফর		ফরিদা পারভীন
তুমি কি দেখেছ কভু জীবনের পরাজয়	মো: মুনিরুজ্জামান	সত্য সাহা	আবদুল জব্বার
একতারা তুই দেশের কথা বলরে এবার বল	গাজী মাযহারুল আনোয়ার	সত্য সাহা	শাহনাজ রহমতুল্লাহ
আমার দেশের মাটির গন্ধে ভরে আছে সারা মন	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান		

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সংগীত

জারি	ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের গান। এটি মূলত দুই পক্ষের মধ্যে গানের প্রতিযোগিতা।
গম্ভীরা	চাঁপাই নবাবগঞ্জ (বৃহত্তর রাজশাহী) অঞ্চলের গান
চটকা	রংপুর অঞ্চলের গান
ভাওয়াইয়া	রংপুর অঞ্চলের গান। মূলত গরুর গাড়ী চালকদের মুখে এ গান শোনা যায়।
গাজীর গীত	রংপুর অঞ্চলের গান
ভাটিয়ালী	ময়মনসিংহ অঞ্চলের গান। জেলে-মাঝিদের গান হিসাবে সুপরিচিত।
ভান্ডারী	চট্টগ্রাম অঞ্চলের গান
সারি	নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতার সময় পরিবেশিত গান
কীর্তন	রাধাকৃষ্ণের প্রশংসা সূচক গান।
পালা	সিলেট, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণার হাওড় অঞ্চলের গান
মুর্শিয়া	শিয়া মতাবলম্বীদের পশ্চিমা ভাবধারার গান
লেটো	ময়মনসিংহ অঞ্চলের গান
বাউল	‘বাউল’ শব্দটি এসেছে বাউর শব্দ থেকে যার অর্থ হচ্ছে বাতুল অথবা পাগল। বাউলরা কখনো রীতিবন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চান না। তারা সংসার ত্যাগী মুক্ত পুরুষ। বাউলদের সাধনাই হচ্ছে সঙ্গীতচর্চা। UNESCO ২০০৫ সালে বাউল গানকে Heritage of Humanity (মানবতার ধারক) বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নৃত্য

মনিপুরি	সিলেট অঞ্চলের নৃত্য
ঝুমুর	রংপুর, রাজশাহী অঞ্চলের নৃত্য
ধুপ	খুলনা, ফরিদপুর ও যশোর অঞ্চলের নৃত্য
বল	যশোর অঞ্চলের নৃত্য

ঐতিহাসিক স্থান

উয়ারী বটেশ্বর:

উয়ারী বটেশ্বর নরসিংদীর বেলাব উপজেলায় অবস্থিত একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান। এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন এবং সর্বশেষ আবিষ্কৃত প্রত্নতত্ত্বস্থান। এটি মাটির নিচে একটি দূর্গ নগরী। উয়ারির বসতিকে খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০ অব্দের বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনেকই উয়ারী বটেশ্বরকে টলেমির ‘সোনাগড়া’ বলে উল্লেখ করে থাকেন।

২০১০ সালে এখানে আবিস্কৃত হয় ১৪০০ বছরের প্রাচীন বৌদ্ধ পদ্মমন্দির। ১৯৩০ সালে স্কুল শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ হানিফ পাঠান প্রথম উয়ারি বটেশ্বরকে সুধী সমাজের নজরে আনেন। ২০০০ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের উদ্যোগে শুরু হয় এর প্রথম খনন কাজ। খনন কাজের নেতৃত্ব দেন বিভাগের প্রধান সূফী মোস্তাফিজুর রহমান।

পুণ্ড্রনগর

বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত মহাস্থানগড় বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন পুরাকীর্তি। বাংলার প্রাচীনতম জনপদ ছিল পুণ্ড্র বা পৌন্ড্র। পুণ্ড্রদের আবাসস্থলই পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধন নামে পরিচিত। এই পুণ্ড্র রাজ্যের রাজধানী ছিল পুণ্ড্রনগর। আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় অব্দে এই নগর গড়ে উঠেছিল। পুণ্ড্রনগরের বর্তমান নাম মহাস্থানগড়। এটি মৌর্য ও গুপ্ত রাজবংশের প্রাদেশিক রাজধানী ছিল। কথিত আছে, এখানে পরশুরামের সাথে ফকির বেশি আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হযরত শাহ সুলতান মুহাম্মদ বলখী (র.) এর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে (১২০৫-১২২০খ্রি.) পরশুরাম পরাজিত ও নিহত হন। শাহ সুলতান বলখী (রা.) এ অঞ্চলে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করেন। গড়ের পূর্ব পার্শ্বে রয়েছে করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত শীলাদেবীর ঘাট। এখানে রয়েছে সম্রাট অশোক নির্মিত বৌদ্ধস্তম্ভ যা বেহুলার বাসর ঘর নামে পরিচিত। মহাস্থানগড়ের দর্শনীয় স্থান শাহ সুলতান বলখীর মাজার পরশুরামের প্রাসাদ, খোদার পাথর ভিটা, বৈরাগীর ভিটা, গোবিন্দর ভিটা, লক্ষ্মীন্দরের বাসর ঘর, পদ্মদেবীর বাসভবন ইত্যাদি। ১৮০৮ সালে হ্যামিল্টন বুকানন সর্বপ্রথম এ স্থানটি আবিষ্কার করেন ১৮৮৯ সালে আলেকজান্ডার কানিংহাম স্থানটিকে প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের রাজধানী হিসেবে সনাক্ত করেন।

➤ বৈরাগীর চালা অবস্থিত গাজীপুরের শ্রীপুরে।

কোটিবর্ষ

দেবকোট বা কোটিবর্ষ ছিল বাংলার এক প্রাচীন শহর। কোটিবর্ষ ছিল পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির একটি অংশ। অধুনা ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বাণগড় গ্রামে এই শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।

ময়নামতি

কুমিল্লার বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্থান 'ময়নামতি'। এ এলাকাটি প্রকৃতপক্ষে একটি প্রাচীন নগরী এবং বৌদ্ধ বিহারের অবশিষ্টাংশ। সপ্তদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে এই নগরী ও বিহারগুলো নির্মিত হয়েছিল। রাজা মানিকচন্দ্রের স্ত্রী রাণী ময়নামতির নামে এই নগরীর নামকরণ হয়েছে। পূর্ব নাম ছিল রোহিতগিরি। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, ময়নামতি জয়কর্মান্তবসাক নামক একটি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ। এখানকার উল্লেখযোগ্য স্থাপনা হলো শালবনবিহার, লালমাই পাহাড়, কুটিলা মুড়া, ইটাখোলা মুড়া, রূপবান মুড়া, চারপত্র মুড়া ইত্যাদি।

নোয়াপাড়া ঈশাণচন্দ্রনগর

কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার অন্যতম বৃহৎ অনাবিস্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান। ধ্বংসাবশেষের বেশির ভাগ এলাকা বৌদ্ধ আমলের। পণ্ডিতগণ মনে করেন এই নিদর্শনগুলো হারিয়ে যাওয়া নগরী কর্মান্তবসাকের- যা সপ্তম শতকের সমতটের রাজধানী খাদগা।

সোনারগাঁও

বারো ভূইয়াদের নেতা ঈসা খাঁ সোনারগাঁও এ বাংলার রাজধানী স্থাপন করেন। এ সময় দিল্লির ক্ষমতায় ছিলেন সম্রাট আকবর। সোনারগাঁও বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ জেলার একটি উপজেলা। সোনারগাঁও পূর্বে মেঘনা, পশ্চিমে শীতলক্ষ্যা, দক্ষিণে ধলেশ্বরী এবং উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদ দ্বারা বেষ্টিত একটি বিস্তৃত জনপদ ছিল। এর পূর্ব নাম সুবর্ণগ্রাম। ঈসা খাঁর স্ত্রী সোনা বিবির নামানুসারে সোনারগাঁও এর নামকরণ করা হয়। সোনা বিবির মাজার, পাঁচবিবির মাজার, পাঁচ পীরের মাজার, গিয়াস উদ্দীন আজম শাহের মাজার, ঈসা খাঁর স্মৃতি বিজড়িত লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর, গ্রান্ড-ট্রাঙ্ক রোড ইত্যাদি সোনারগাঁওর দর্শনীয় স্থান। সোনারগাঁও এর পানাম নগরী উনিশ শতকে উচ্চবিত্ত ব্যবসায়ীদের বাসস্থান ছিল।

লালবাগের কেল্লা

লালবাগের কেল্লা মুঘল আমলের ঐতিহাসিক নিদর্শন। এটি পুরোনো ঢাকার লালবাগে অবস্থিত একটি দুর্গ। এই কেল্লার পূর্ব নাম আওরঙ্গবাদ দুর্গ। সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে তার তৃতীয় পুত্র শাহজাদা মোহাম্মদ আযম শাহ এই দুর্গের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। সুবেদার শায়েস্তা খাঁর আমলে এর নির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকে। তবে তার কন্যা পরিবিবি (প্রকৃত নাম ইরান দুখত) এর মৃত্যুর পর ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দে এর নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেন। কেল্লা এলাকাতে পরিবিবির সমাধি অবস্থিত। কেল্লার উত্তর-পশ্চিমাংশে বিখ্যাত শাহী মসজিদ অবস্থিত।

জেনে রাখা ভালো:

ঐতিহাসিক স্থান	অবস্থান	নির্মাতা
লালবাগের কেল্লা	ঢাকার লালবাগ, ঢাকা	শাহজাদা মোহাম্মদ আযম শাহ এবং শায়েস্তা খাঁ
লালকেল্লা	দিল্লি, ভারত	সম্রাট শাহজাহান

বড় কাটরা এবং ছোট কাটরা

বড় কাটরা ঢাকার চকবাজারে অবস্থিত মুঘল আমলের নিদর্শন। সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহ সুজার নির্দেশে আবুল কাসেম নদীর তীরে এই ইমারতটি নির্মাণ করেন। ছোট কাটরা ঢাকার চকবাজারে অবস্থিত শায়েস্তা খাঁর আমলে নির্মিত একটি ইমারত। তিনি এটি সরাইখানা বা প্রশাসনিক কাজে ব্যবহারের জন্য নির্মাণ করেন।

হোসনি দালান:

হোসেনি দালান বা ইমাম বাড়ি ঢাকা শহরের বকশিবাজার এলকার একটি শিয়া উপাসনালয়। মুঘল সম্রাট শাহজাহানের আমলে এটি নির্মিত হয়। সৈয়দ মীর মুরাদ এটি নির্মাণ করেন।

উত্তরা গণভবন:

দিঘাপাতিয়া রাজবাড়ী (উত্তরা গণভবন) নাটোর জেলায় অবস্থিত এককালে দিঘাপাতিয়া মহারাজাদের বাসস্থান। এটি বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের উত্তরাঞ্চলীয় সচিবালয়।

১৭৪৩ সালে রাজা দয়ারাম রায় এটি নির্মাণ করেন। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই রাজবাড়ীর নামকরণ করেন ‘উত্তরা গণভবন’।

কার্জন হল:

কার্জন হল ঢাকার একটি ঐতিহাসিক ভবন। ১৯০৪ সালে ভারতের তৎকালীন ভাইসরয় ও বড়লাট লর্ড কার্জন এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এটি নির্মিত হয় ঢাকা কলেজের পাঠাগার হিসাবে। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে কার্জন হল অন্তর্ভুক্ত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের জন্য— যা আজও ব্যবহৃত হয়।

আহসান মঞ্জিল:

আহসান মঞ্জিল পুরোনো ঢাকার ইসলামপুরে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। এটি পূর্বে ছিল ঢাকার নবাবদের প্রাসাদ। এর প্রতিষ্ঠাতা নবাব আব্দুল গণি। তিনি তাঁর পুত্র খাজা আহসানউল্লাহর নামানুসারে এর নামকরণ করেন। এর নির্মাণকাল ১৮৫৯-১৮৭২ সাল। ১৮৯৭ সালে ঢাকায় ভূমিকম্প আঘাত হানলে আহসান মঞ্জিলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। পরবর্তীকালে নবাব আহসানউল্লাহ তা পুনর্নির্মাণ করেন। ১৯০৬ সালে আহসান মঞ্জিলে অনুষ্ঠিত এক সভায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯২ সালে আহসান মঞ্জিলকে ‘আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে’ রূপান্তরিত করা হয়।

বঙ্গভবন:

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির সরকারী বাসভবন বঙ্গভবন। এটি ঢাকার দিলকুশা এলাকায় অবস্থিত। ১৯০৫ সালে পূর্ববঙ্গ ও আসামের সরকার এ স্থানটি কিনে নেয় এবং প্রাসাদোৎসব বাড়ি তৈরি করে। এটি ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে ‘গভর্নর হাউজ’ নামে পরিচিত ছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি গভর্নর হাউজের নাম পরিবর্তন করে ‘বঙ্গভবন’ করা হয়। ঐ দিনই আবু সাঈদ চৌধুরী বাংলাদেশের প্রথম সাংবিধানিক রাষ্ট্রপতি হন এবং এ স্থানটিকে রাষ্ট্রপতির ভবন হিসেবে ব্যবহার করেন।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার:

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার ঢাকা শহরের প্রধান কারাগার। এটি ঢাকার চানখারপুল এলাকায় অবস্থিত। মুঘল আমলে এখানে একটি দুর্গ ছিল। ব্রিটিশ শাসনামলে তা কারাগারে রূপান্তরিত করা হয়। ১৯৭৫ সালে ৩ নভেম্বর এই কারাগারে আটক চার জাতীয় নেতাকে হত্যা করা হয়। এজন্য ৩ নভেম্বর ‘জেলহত্যা দিবস’ হিসেবে পালিত হয়। জেলখানায় যে চার নেতাকে হত্যা করা হয় তাঁরা হলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, এ এইচ এম কামরুজ্জামান এবং ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী।

তিন নেতার মাজার:

তিন নেতার মাজার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অবস্থিত স্বাধীনতাপূর্ব বাংলার তিন বিখ্যাত নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, খাজা নাজিমুদ্দিন এবং শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের কবরের উপর নির্মিত ঢাকার অন্যতম স্থাপত্য নিদর্শন।

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ:

১৯৭১ সালে ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের মুজিবনগরে প্রবাসী সরকার শপথ গ্রহণ করে। এই ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে ১৯৮৭ সালে এখানে উদ্বোধন করা হয় মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ। স্মৃতিসৌধটির ডিজাইনের নকশা করেন স্থপতি তানভীর করিম।

রাজশাহীর বড়কুঠি:

বড় কুঠি বাংলাদেশের রাজশাহী অঞ্চলের সর্ব প্রাচীন এবং সবচেয়ে আকর্ষণীয় ইমারত। এটি প্রথমে ওলন্দাজ বা ডাচদের ব্যবসা কেন্দ্র ছিল।

শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ:

শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত। ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনী নির্বাচনে এদেশের সূর্য সন্তানদের হত্যা করে। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ সৌধটি উদ্বোধন করেন। এর স্থপতি মোস্তফা হারুন কুদ্দুস হিলি।

শিখা অনির্বাণ এবং শিখা চিরন্তন:

শিখা অনির্বাণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ। যুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী সৈনিকদের স্মৃতিকে জাতির জীবনে চির উজ্জ্বল করে রাখার জন্য এই স্মৃতিস্তম্ভে সার্বক্ষণিকভাবে শিখা প্রজ্জ্বলন করে রাখা হয়। ঢাকা সেনানিবাস এলাকায় এটি অবস্থিত। শিখা চিরন্তন রাজধানী ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অবস্থিত একটি স্মরণ স্থাপনা। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই স্থানটিতে দাড়িয়ে ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ প্রদান করেন।

কমনওয়েলথ সমাধি:

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে (১৯৪১-১৯৪৫খ্রি.) বার্মায় সংঘটিত যুদ্ধে ৪৫,০০০ কমনওয়েলথ সৈনিক নিহত হয়। তাদের স্মৃতি রক্ষার্থে তৈরি করা হয় রণ সমাধিক্ষেত্র (War cemetery)। বাংলাদেশে ২টি কমনওয়েলথ সমাধি ক্ষেত্র রয়েছে। একটি চট্টগ্রামে এবং অপরটি কুমিল্লার ময়নামতিতে।

স্থান, স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য

স্থাপনা	অবস্থান	স্থপতি
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর	কুর্মিটোলা, ঢাকা	বব লারোস
কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন	কমলাপুর, ঢাকা	বব বুই

টি.এস.সি ভবন	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	কনস্ট্যানটাইন ডব্রাইড
বাংলাদেশ ব্যাংক	মতিঝিল, ঢাকা	শফিউল কাদের
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার (পূর্বনাম : ভাসানী নভোথিয়েটার)	বিজয় সরণি, ঢাকা	আলী ইমাম
বোটানিক্যাল গার্ডেন	মিরপুর, ঢাকা	সামসুল ওয়ারেস
নাটোরের রাজবাড়ী	নাটোর	রানী ভবানী
ঢাকা গেইট	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	মীর জুমলা
বাংলার তাজমহল	সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ	আহসানউল্লাহ মনি
বলধা গার্ডেন	ওয়ারী, ঢাকা	নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী

স্থাপনা	অবস্থান	স্থাপনা	অবস্থান
বাংলাদেশ সচিবালয়	তোপখানা রোড, ঢাকা	ঢাকা তোরণ	বনানী ঢাকা
রাষ্ট্রপতির সচিবালয়	পুরাতন বিমানবন্দর, ঢাকা	জাতীয় স্কয়ার	পুরাতন বিমানবন্দর তেজগাঁও, ঢাকা।
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	তেজগাঁও, ঢাকা	বঙ্গবন্ধু স্কয়ার মনুমেন্ট	গুলিস্তান, ঢাকা
প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়	শেরে বাংলা নগর, ঢাকা	রোজ গার্ডেন	টিকাটুলী, ঢাকা
প্রধানমন্ত্রীর ভবন	শেরে বাংলা নগর, ঢাকা	জিনজিরা প্রাসাদ	পুরানো ঢাকা
গণভবন	শেরে বাংলা নগর, ঢাকা	নর্থ ব্রুক হল (লালকুঠি)	পুরানো ঢাকা
আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র	শেরে বাংলা নগর, ঢাকা	মীর জুমলার কামান	ওসমানী উদ্যান
রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন 'পদ্মা'	রমনা, ঢাকা	সোনাকান্দা দুর্গ	নারায়ণগঞ্জ
রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন 'মেঘনা'	রমনা, ঢাকা	বায়োজিদ বোস্‌তামির মাজার	নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম
রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন 'যমুনা'	হেয়ার রোড, ঢাকা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ী	শিলাদহ, কুষ্টিয়া

মসজিদ

ষাট গম্বুজ মসজিদ	বাগেরহাট জেলায় অবস্থিত বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন মসজিদ। পঞ্চদশ শতাব্দীতে পীর খান জাহান আলী এটি নির্মাণ করেন।
বিনত বিবির মসজিদ	বিনত বিবির মসজিদ প্রাক-মুঘল আমলে নির্মিত ঢাকা শহরের প্রাচীনতম মসজিদ। নারিন্দা পুলের উত্তর দিকে অবস্থিত এই মসজিদটি ১৪৫৭ খ্রিস্টাব্দে সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের শাসনামলে মুসাম্মত বখত বিনত বিবি নির্মাণ করেন।
রাজবিবি মসজিদ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় অবস্থিত।
ছোট সোনা মসজিদ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানায় অবস্থিত বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন মসজিদ। সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের আমলে ওয়ালী মোহাম্মদ নামক এক ব্যক্তি মসজিদটি নির্মাণ করেন।
চামচিকা মসজিদ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় অবস্থিত একটি প্রাচীন মসজিদ।
বাঘা মসজিদ	রাজশাহী জেলায় অবস্থিত একটি বিখ্যাত মসজিদ। সুলতান নুসরত শাহ এটি নির্মাণ করেন। ৫০ টাকার নোটে এই মসজিদের ছবি আছে।
আওলাদ হোসেন লেনের মসজিদ	মুঘল আমলে নির্মিত ঢাকা শহরের প্রাচীনতম মসজিদ। সুবেদার ইসলাম খান এটি নির্মাণ করেন।
গোয়ালদিহির গায়েবী মসজিদ	সোনারগাঁওয়ে অবস্থিত একটি প্রাচীন মসজিদ।
কুসুম্বা মসজিদ	নওগাঁ জেলার মান্দা থানার কুসুম্বা গ্রামের একটি প্রাচীন মসজিদ। শূর বংশের শাসক গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহের আমলে সুলাইমান নামের এক ব্যক্তি মসজিদটি নির্মাণ করেন।
চকবাজার শাহী মসজিদ	ঢাকা শহরের চকবাজারে অবস্থিত মোঘল আমলের মসজিদ। মুঘল সুবেদার শায়েস্তা খান এটি নির্মাণ করেন।
সাত গম্বুজ মসজিদ	সাতগম্বুজ ঢাকার জাফরাবাদ এলাকায় অবস্থিত। মসজিদে চারটি মিনার+তিনটি গম্বুজ=মোট সাত, এই কারণে মসজিদের নাম হয়েছে 'সাত গম্বুজ মসজিদ'। ১৬৮০ সালে মুঘল সুবেদার শায়েস্তা খাঁর আমলে তাঁর পুত্র উমিদ খাঁ মসজিদটি নির্মাণ করেন।
লালদীঘি শাহী মসজিদ	রংপুর জেলায় অবস্থিত একটি প্রাচীন মসজিদ।
লালবাগ শাহী মসজিদ	ঢাকার লালবাগ কেল্লার সন্নিহিত স্থানে অবস্থিত মুঘল আমলের একটি মসজিদ। ফখরুখশিয়রের পৃষ্ঠপোষকতায় মসজিদটি নির্মিত হয়েছে।
ওয়ালী খানের মসজিদ	চট্টগ্রাম জেলার চকবাজারে অবস্থিত একটি প্রাচীন মসজিদ। মুঘল ফৌজদার ওয়ারী বেগ খান মসজিদটি নির্মাণ করেন।

বজরা শাহী মসজিদ	নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার বজরা ইউনিয়নের দিল্লির শাহী মসজিদের অনুকরণে নির্মিত বজরা শাহী মসজিদ মুঘল সাম্রাজ্যের স্মৃতি বহন করে। এটি জমিদার আমানউল্লাহ কর্তৃক নির্মিত হয়।
তারার মসজিদ	তারার মসজিদ পুরান ঢাকার আরমানিটোলায় অবস্থিত। মীরজা গোলাম পীর (অন্য নাম মীরজা আহমদ জান) এটি নির্মাণ করেন।
আতিয়া জামে মসজিদ	টাঙ্গাইল জেলায় অবস্থিত একটি বিখ্যাত মসজিদ। ১০ টাকার নোটে এ মসজিদের ছবি আছে।
বায়তুল মোকাররম	ঢাকার গুলিস্তানে অবস্থিত বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ। ১৯৬০ সালে নির্মিত এই মসজিদটি বর্তমানে বিশ্বের দশম বৃহত্তম মসজিদ। মসজিদটির স্থপতি হলেন আবুল হোসেন মোহাম্মদ খারিয়ানী।
বায়তুল ফালাহ	চট্টগ্রামের বৃহত্তম মসজিদ

প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার

বৌদ্ধ বিহার	অবস্থান	নির্মাতা	নির্মাণকাল
সীতাকোট বিহার	নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর		পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকে
সোমপুর বিহার	পাহাড়পুর, নওগাঁ	পাল রাজা ধর্মপাল	অষ্টম শতক
শালবন বিহার	ময়নামতি, কুমিল্লা	দেবরাজা ভবদেব	অষ্টম শতক
আনন্দ বিহার		দেবরাজা আনন্দদেব	অষ্টম শতক
ভোজ বিহার	কুমিল্লা		
মহামুনি বিহার	রাউজান, চট্টগ্রাম		
রাজবন বৌদ্ধবিহার	কাগুতাই, রাঙামাটি		
জগদল বিহার	ধামুইরহাট, নওগাঁ	রাজা রামপাল	
হলুদ বিহার	নওগাঁ		
ভাসু বা বসু বিহার	মহাস্থানগড়, বগুড়া		
শাক্যমুনি বিহার	মিরপুর, ঢাকা		
বিক্রমশীল মহাবিহার	অচিন্তক, বিহার, ভারত		

সোমপুর বিহার

ধর্মপাল নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে একটি বিহার বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। বিহারটির নাম ছিল সোমপুর বিহার। অষ্টম শতাব্দীতে তিনি এটি নির্মাণ করেন। ভারতীয়

উপমহাদেশে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজের ফলে যত বৌদ্ধবিহার আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে এটি আয়তনে বৃহত্তম। এটি ছিল পাহাড়পুরের প্রথম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। ১৮৭৯ সালে কানিংহাম এই বিশাল কীর্তিটি আবিষ্কার করেন। ‘সত্য পীরের ভিটা’ সোমপুর বিহারের একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। সোমপুর বিহারে বাগদাদের খলিফা হারুন-অর-রশিদের সময়ের রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গেছে।

অতীশ দীপঙ্করের জন্মস্থানে বৌদ্ধবিহারের সন্ধান:

প্রখ্যাত ধর্মপ্রচারক ও পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জন্মস্থলে প্রাচীন বিক্রমপুর (বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলা) এর বজ্রযোগিনী গ্রামে একটি বৌদ্ধ বিহারের সন্ধান পাওয়া গেছে। ইতিহাসবিদেরা এতদিন যে বিক্রমপুরি বিহারের কথা বলেছেন, এটি সেই বিহার।

মন্দির:

ঢাকেশ্বরী মন্দির	ঢাকা শহরের পলাশী ব্যারাক এলাকায় অবস্থিত একটি সুপ্রাচীন মন্দির। ধারণা করা হয় সেন বংশের রাজা বল্লাল সেন দ্বাদশ শতাব্দীতে এটি নির্মাণ করেন।
কান্তাজীর মন্দির	কান্তাজীর মন্দির বা কান্তনগর মন্দির দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত একটি প্রাচীন মন্দির। এটি নবরত্ন মন্দির নামেও পরিচিত কারণ তিনতলা বিশিষ্ট এ মন্দিরে নয়টি রত্ন ছিল।
জয়কালী মন্দির	টিকাটুলী, ঢাকা
গুরুদুয়ারা নানকশাহী	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অবস্থিত।
জগন্নাথ মন্দির	পাবনা
বিশ্বনাথ মন্দির	ময়মনসিংহ
রঘুনাথ মন্দির	শেরপুর
রামু মন্দির	কক্সবাজার
পুঠিয়া মন্দির	রাজশাহী

স্থানের পূর্বনাম-উপনাম

বর্তমান-পুরাতন নাম:

বর্তমান নাম	পুরাতন নাম	বর্তমান নাম	পুরাতন নাম
বাংলাদেশ	পূর্ব পাকিস্তান	দিনাজপুর	গভোয়ানালায়ান্ড
ঢাকা	জাহাঙ্গীরনগর	মহাস্থানগড়	পুণ্ড্রবর্ধন
বরিশাল	চন্দ্রদ্বীপ/বাকলা/ইসমাইলপুর	ময়নামতি	রোহিতগিরি
চট্টগ্রাম	ইসলামাবাদ	সোনারগাঁও	সুবর্ণগ্রাম
খুলনা	জাহানাবাগ	মুজিবনগর	বৈদ্যনাথতলা
সিলেট	জালালাবাদ	প্রধানমন্ত্রী ভবন	গণভবন (করতোয়া)
যশোর	খলিফাতাবাদ	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	পুরাতন সংসদ ভবন
বাগেরহাট	খলিফাবাদ	সুপ্রিম কোর্ট ভবন	গভর্নরের বাসভবন

ময়মনসিংহ	নাসিরাবাদ	বঙ্গভবন	গভর্নর হাইজ
ফরিদপুর	ফাতেহাবাদ	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	রমনা হাউজ
নোয়াখালী	সুধারাম/ভুলুয়া	সিরডাপ কার্যালয়	চামেলি হাউজ
কুমিল্লা	ত্রিপুরা	রাজউক	ডি.আই.টি
কুষ্টিয়া	নদীয়া	শেরে বাংলা নগর	আইয়ুব নগর
ফেনী	শমসের নগর	আসাদ গেইট	আইয়ুব গেইট
কক্সবাজার	পালংকি	বাহাদুর শাহ পার্ক	ভিক্টোরিয়া পার্ক
জামালপুর	সিংহজানী	লালবাগ কেব্লা	আওরঙ্গবাদ দুর্গ
গাইবান্ধা	ভবানীগঞ্জ	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	পি.জি হাসপাতাল
মুন্সিগঞ্জ	বিক্রমপুর	রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মা	গুল মোহাম্মদ আদমজীর বাসভবন
ভোলা	শাহবাজপুর	রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনা	হানিফ আদমজীর বাসভবন
গাজীপুর	জয়দেবপুর	নাটক সারপি	বেইলি রোড
সাতক্ষীরা	সাতঘরিয়া	জিরো পয়েন্ট	নূর হোসেন স্কয়ার
রাজবাড়ী	গোয়ালন্দ	কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী	বেগম সুফিয়া কামাল পাবলিক লাইব্রেরী
রাজশাহী	রামপুর বোয়ালিয়া		

ভৌগোলিক উপনাম

ভৌগোলিক উপনাম	স্থান	ভৌগোলিক উপনাম	স্থান
নদীমাতৃক দেশ	বাংলাদেশ	পশ্চিমা বাহিনীর নদী	ডাকাতিয়া বিল
ভাটির দেশ	বাংলাদেশ	বাংলার শস্য ভাণ্ডার	বরিশাল
সোনালী আঁশের দেশ	বাংলাদেশ	বাংলার ভেনিস	বরিশাল
মসজিদের শহর	ঢাকা	হিমালয়ের কন্যা	পঞ্চগড়
রিক্সার নগরী	ঢাকা	সাগরকন্যা	কুয়াকাটা, পটুয়াখালী
৩৬০ আউলিয়ার দেশ	সিলেট	সাগর দ্বীপ	ভোলা
বাংলার আমাজান	সিলেটের রাহাত্তর কুল		
১২ আউলিয়ার দেশ	চট্টগ্রাম	কুমিল্লার দুঃখ	গোমতী
বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী	চট্টগ্রাম	বাংলাদেশের পর্যটন রাজধানী	কক্সবাজার
বাংলাদেশের প্রবেশ দ্বার	চট্টগ্রাম বন্দর	প্রাচ্যের ডাঙি	নারায়ণগঞ্জ
উত্তর বঙ্গের প্রবেশদ্বার	বগুড়া	বাংলাদেশের 'কুয়েত সিটি'	খুলনা অঞ্চল (চিংড়ি চাষের জন্য)

ভাষা আন্দোলনের স্মরণে ভাস্কর্য

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার:

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিসৌধ। এটি ঢাকার কেন্দ্রস্থলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে অবস্থিত। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা ১৯৫২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবিতে নিহত শহীদদের স্মরণে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ কাজ শুরু করেন। ২৪ ফেব্রুয়ারি সকালে শহীদ মিনারটির নির্মাণ কাজ শেষ হয়। ঐ দিন সকালেই শহীদ শফিউরের পিতা শহীদ মিনারটির উদ্বোধন করেন কিন্তু পুলিশ ও সেনাবাহিনী ২৬ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় শহীদ মিনারটি ভেঙ্গে ফেলে। অবশেষে বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা স্বীকৃতি দেওয়ার পর ১৯৫৭ সালে পুনরায় শহীদ মিনারটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ১৯৬৩ সালে এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী শহীদ মিনারটি ভেঙ্গে ফেলে। ১৯৭৩ সালে শহীদ মিনারটি পুনঃনির্মাণ করা হয়। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারটির স্থপতি হলেন হামিদুর রহমান। যুক্তরাজ্যে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের দুইটি প্রতিকৃতি স্থাপিত হয়েছে।

অন্যান্য শহীদ মিনার:

শহীদ মিনার	স্থপতি	অবস্থান
মোদের গরব	অখিল পাল	বাংলা একাডেমি চত্বর
অমর একুশে (ভাষা আন্দোলন)	জাহানারা পারভীন	জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শহীদ মিনার	রবিউল হুসাইন	জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়
স্মৃতির মিনার	হামিদুজ্জামান	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
শহীদ মিনার (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)	শিল্পী মুর্তজা বশীর	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্তিযুদ্ধের স্মরণে ভাস্কর্য

জাঘত চৌরঙ্গী:

মহান মুক্তিযুদ্ধের অসামান্য আত্মত্যাগের স্মরণে নির্মিত ভাস্কর্য জাঘত চৌরঙ্গী। শিল্পী আব্দুর রাজ্জাক জাঘত চৌরঙ্গীর ভাস্কর। ১৯৭৩ সালে এটি নির্মাণ করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায় নির্মিত এটিই প্রথম ভাস্কর্য। জয়দেবপুর চৌরাস্তার সড়কদ্বীপে দৃষ্টিনন্দন এই স্থাপত্যকর্মটি স্থাপন করা হয়।

অপরাজেয় বাংলা:

অপরাজেয় বাংলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে অবস্থিত একটি ভাস্কর্য। এটি নির্মাণ করেন মুক্তিযোদ্ধা ভাস্কর সৈয়দ আবদুল্লাহ খালেদ। ১৯৭৩ সালে ভাস্কর্যটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ১৯৭৯ সালে এটি উদ্বোধন করা হয়।

সংশ্লষ্টক:

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯০ সালে নির্মিত হয়েছিল স্মারক ভাস্কর্য সংশ্লষ্টক। এ ভাস্কর্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যুদ্ধে শত্রুর আঘাতে এক হাত এক পা হারিয়েও

রাইফেল হাতে লড়ে যাচ্ছেন অকুতোভয় বীর সেই সংশ্লিষ্ট। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে এক পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে ভাস্কর্যটি। এর ভাস্কর ছিলেন হামিদুজ্জামান খান।

শাবাশ বাংলাদেশ:

শাবাশ বাংলাদেশ ভাস্কর্যটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত। এর স্থপতি শিল্পী নিতুন কুন্ডু। ১৯৯২ সালে শহীদ জননী জাহানারা ইমাম ভাস্কর্যটির উদ্বোধন করেন।

বিজয়-৭১:

মহান মুক্তি সংগ্রামে বাংলার সর্বস্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মূর্ত প্রতীক ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য বিজয়-৭১। বিখ্যাত ভাস্কর শিল্পী শ্যামল চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে ২০০০ সালে ভাস্কর্যটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়।

বিজয় কেতন:

ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নাম ‘বিজয় কেতন’। এর মূল ফটকে অবস্থিত ভাস্কর্যটির নামও ‘বিজয় কেতন’।

স্বোপার্জিত স্বাধীনতা:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি এর সড়কদ্বীপে রয়েছে স্বোপার্জিত স্বাধীনতা। এ ভাস্কর্যের নির্মাতা চারুকলা ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক শামীম শিকদার।

স্বাধীনতা সংগ্রাম:

www.boighar.com

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুলার রোডের সড়ক দ্বীপে ‘স্বাধীনতা সংগ্রাম’ ভাস্কর্যটি নির্মিত হয়েছে। এটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ভাস্কর্য। ১৯৯৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভাস্কর্যটি উদ্বোধন করেন। এ ভাস্কর্যের নির্মাতা শামীম শিকদার।

অন্যান্য মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত ভাস্কর্য

ভাস্কর্য/স্মৃতিফলক	স্থপতি (ভাস্কর)	অবস্থান
স্বাধীনতা	হামিদুজ্জামান খান	কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা
মুক্তবাংলা	রশিদ আহমেদ	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
স্মারক ভাস্কর্য	মুর্তজা বশীর	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চেতনা-৭১	মোহাম্মদ ইউনুস	পুলিশ লাইন, কুষ্টিয়া
দুর্জয়	মৃণাল হক	রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা
রক্তসোপান		রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাস, গাজীপুর

রাজসিক বিহার:

২০০৮ সালে ঢাকা মহানগরীর ৪০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউর রূপসী বাংলা হোটেল (হোটেল শেরাটন) এর সামনে নির্মাণ করা হয় ‘রাজসিক বিহার’ নামক একটি ভাস্কর্য। শিল্পী মৃণাল হক এটির নির্মাতা।

মুক্তি ও গণতন্ত্র তোরণ:

নীলক্ষেত সংলগ্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ মুখে ‘মুক্তি ও গণতন্ত্র’ নামক তোরণ নির্মিত হচ্ছে। তোরণটির নকশা প্রণয়ন করেন স্থপতি রবিউল হুসাইন।

ভাস্কর্য	অবস্থান	স্থপতি
স্টেপস	সিউল অলিম্পিক	হামিদুজ্জামান খান
মিশুক	মুস্তফা মনোয়ার	শাহবাগ (শিশু পার্কের সামনে)
শাপলা চত্বর	মতিঝিল, ঢাকা	আজিজুল জলিল পাশা
দোয়েল চত্বর	কার্জন হল, ঢাকা	আজিজুল জলিল পাশা
গোল্ডেন জুবলি টাওয়ার	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	মৃণাল হক

বিশ্ব ঐতিহ্য ও বাংলাদেশ

ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান ঘোষণা করে। ১৯৭৮ সালে প্রথম বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করা হয়। বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান বিশেষ ধরনের (বন, পাহাড়, হ্রদ, মরুভূমি, স্মৃতিস্তম্ভ, দালান, প্রাসাদ বা শহর) একটি স্থান যা ‘আন্তর্জাতিক বিশ্ব ঐতিহ্য প্রকল্প’ কর্তৃক প্রস্ততকৃত তালিকায় স্থান পেয়েছে। বাংলাদেশে ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য।

ক্রম		অন্তর্ভুক্তির সাল
৩২১	ঐতিহাসিক মসজিদের নগরী বাগের হাট	১৯৮৫
৩২২	পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার	১৯৮৫
৭৯৮	সুন্দরবন	৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ সালে

রামসার কনভেনশন:

রামসার কনভেনশন হলো বিশ্বব্যাপী জৈব পরিবেশ রক্ষার একটি সম্মিলিত প্রয়াস। ১৯৭১ সালে ইরানের রামসারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশসমূহ ‘কনভেনশন অন ওয়েটল্যান্ড’ নামক একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এতে পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমি গুলোকে তালিকাভুক্ত করা হয়। স্থানীয়, এলাকাভিত্তিক এবং জাতীয় পর্যায়ে কার্যক্রম এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে জলাভূমি রক্ষা করা এবং বুদ্ধিদীপ্ত উপায়ে ব্যবহার নিশ্চিত করা ছিল কনভেনশনের লক্ষ্য। বাংলাদেশের ‘সুন্দরবন’ এবং ‘টান্ডুয়ার হাওর’ রামসার তালিকাভুক্ত হয়েছে।

বাংলাদেশের উপজাতি

বাংলাদেশে বসবাসকারী উপজাতি জনসংখ্যা	১৫ লক্ষ ৮৬ হাজার (মোট জনসংখ্যার ১.১০%)
বাংলাদেশে বসবাসকারী উপজাতির সংখ্যা	৪৮টি [সূত্র: ২০১৫ সালে সরকার কর্তৃক নতুন ২১টি নৃ-গোষ্ঠীকে উপজাতি হিসাবে ঘোষণা করা হয়। তাই পূর্বের ২৭টির সাথে ২১টি যুক্ত হয়ে বর্তমানে ৪৮টি]
বাংলাদেশের বৃহত্তম উপজাতি	চাকমা (প্রথম), সাঁওতাল (দ্বিতীয়)
মাতৃতান্ত্রিক উপজাতি	গারো, খাসিয়া
পিতৃপ্রধান উপজাতি	অধিকাংশ উপজাতি
খাগড়াছুরির আদিবাসী রাজা	বোমাং রাজা

উপজাতিদের অঞ্চলভিত্তিক অবস্থান

উপজাতি	বাংলাদেশ অবস্থান	
চাকমা	রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, কক্সবাজার	
ত্রিপুরা (টিপরা)	খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙামাটি	
লুসাই	খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙামাটি	
মগ (মারমা+রাখাইন)	মারমা	বান্দরবানে চিম্বুক পাহাড়ের পাদদেশে
	রাখাইন	কক্সবাজার ও পটুয়াখালী
বনজোগী (বম)	রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান	
তঞ্চঙ্গ্যা	রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার	
পাংখোয়া	বান্দরবান ও রাঙামাটি	
মুরং (শ্রো)	বান্দরবান	
চাক	বান্দরবান	
খুমি	বান্দরবান	
খিয়াং	বান্দরবান	
খাসিয়া	সিলেট জেলার সীমান্তবর্তী জৈয়ন্তিকা পাহাড়ে	
মণিপুরী	সিলেট, মৌলভীবাজার এবং হবিগঞ্জ জেলার আসাম-পাহাড় অঞ্চলে	
মুণ্ডা	সিলেট	
গারো (মান্দি)	ময়মনসিংহ, শেরপুর, নেত্রকোণা ও টাঙ্গাইল	
হাজং	ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা	
সাঁওতাল	রাজশাহী, রংপুর, বগুড়া, দিনাজপুর	
রাজবংশী	রংপুর	
ওঁরাও	বগুড়া ও রংপুর	
পাণ্ডন	মৌলভী বাজার	
বাওয়ালী ও মৌয়ালী	বাওয়ালীরা সুন্দরবনের গোলপাতা এবং মৌয়ালীরা সুন্দরবনে মধু সংগ্রহ করে	

➤ খাসিয়া গ্রামগুলো পুঞ্জি নামে পরিচিত।

উপজাতিদের ধর্ম

বৌদ্ধ ধর্মালম্বী	উপজাতিদের অধিকাংশ বৌদ্ধ ধর্মালম্বী (৪৩.৭%)। চাকমা, চাক, মারমা, খিয়াং, খুমি, তঞ্চঙ্গ্যা, রাখাইন।
সনাতন ধর্মাবলম্বী	পাংখোয়া, নুনিয়া, পলিয়া, পাহান, ভূঁইমালী, মাহাতো, মুশহর, রবিদাস, রানা কর্মকার, লহরা, কুর্মি, কোচ, খাড়িয়া, নায়েক, পাত্র, বর্মণ, বীন, বোনাজ, শবর, হাজং, হালাম, ত্রিপুরা।
প্রকৃতি পূজারি	মুন্ডা, রাজবংশী

খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী	বম, লুসাই, মাহালী, খাসিয়া, গারো
ইসলাম ধর্মাবলম্বী	পাণ্ডন
জড়োপাসক	ওরাও
বৈষ্ণব	মণিপুরী

উপজাতিদের উৎসব

উপজাতি	উৎসবের নাম	উপজাতি	উৎসবের নাম
ত্রিপুরা	বৈসুক (বর্ষবরণ)	রাখাইন	সান্দ্রে, জলকেলি
মারমা	সাংগ্রাই (বর্ষবরণ)	মুরং	ছিয়াছত
চাকমা	বিবু (বর্ষবরণ), ফাল্লুনী পূর্ণিমা (ধর্মীয়)	খিয়াং	সাংলান
গারো	ওয়ানগালা (ধর্মীয়)	সাঁওতাল	সোহরাই, বুমুর গান

বৈসাবি: উপজাতীয়দের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানকে সামগ্রিকভাবে বৈসাবি বলে।

বৈসাবি=বৈসুক+সাংগ্রাই+বিবুর সংক্ষিপ্ত রূপ।

কঠিন চীবর দান: কঠিন চীবর দান বৌদ্ধ ধর্মের একটি ধর্মীয় আচার এবং উৎসব।

বান্দরবানের রাজবন বিহারকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে এটি পালিত হয়।

উপজাতিদের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান

ক্র.নং	প্রতিষ্ঠান	অবস্থান	
০১	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক একাডেমি (বিরিসিরি)	নেত্রকোনা	বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত প্রথম উপজাতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৭৭
০২	মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি	মৌলভীবাজার	
০৩	রাখাইন সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	কক্সবাজার	

➤ উপজাতিদের মোট উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ৮টি।

উপজাতিদের ভাষা

উপজাতি	ভাষা	উপজাতি	ভাষা
ত্রিপুরা	ককবরক	ওরাও	কুরুখ/শাদইর
সাঁওতাল	সাঁওতালী	গারো	মান্দি

বাংলাদেশের গণমাধ্যম

মিডিয়া : মিডিয়া অর্থ প্রচার মাধ্যম। মিডিয়াকে একটি জাতির ‘ফোর্থ এস্টেট’ বলা হয়।

মিডিয়া বা গণমাধ্যমকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ১) প্রিন্ট মিডিয়া (সংবাদপত্র),

২) ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া (রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট ইত্যাদি)।

বাংলাদেশ টেলিভিশন

বিশ্বে প্রথম দূরদর্শনের মাধ্যমে ছবি দেখানো হয়	১৯২৪ সালে, ইংল্যান্ডে
বিশ্বে প্রথম রঙিন ছবি দেখানো হয়	১৯২৮ সালে, ইংল্যান্ডে
বাংলাদেশ টেলিভিশনের পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্র	২টি। যথা: ঢাকা ও চট্টগ্রাম
বাংলাদেশ টেলিভিশনের উপকেন্দ্র	১৪টি
বাংলাদেশে টেলিভিশনের পুনঃ প্রচার কেন্দ্র	১টি। (রাঙামাটিতে অবস্থিত)
বাংলাদেশ টেলিভিশন স্থাপিত হয়	১৯৬৪ সালে
বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রথম ভবন ছিল	ঢাকার ডিআইটি ভবন (বর্তমানে রাজউক ভবন)
ঢাকার রামপুরায় টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপিত হয়	১৯৭৫ সালে
বাংলাদেশে প্রথম রঙিন টেলিভিশন চালু হয়	১৯৮০ সালে
চট্টগ্রামে পূর্ণাঙ্গ টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপিত হয়	১৯৬৬ সালে
বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট চ্যানেল	এটিএন বাংলা (১৯৯৭)
বাংলাদেশের প্রথম সংবাদভিত্তিক স্যাটেলাইট চ্যানেল	এনটিভি (২০০৩)
বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারী টেরিসট্রিয়াল চ্যানেল	একুশে টিভি
বাংলাদেশের প্রথম ইসলামভিত্তিক স্যাটেলাইট চ্যানেল	ইসলামী টিভি
‘বিটিভি ওয়ার্ল্ড’ স্যাটেলাইট সম্প্রচার শুরু করে	২০০৪ সালে

বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রথম:

শিল্পী	ফেরদৌসী রহমান
নাটক	একতলা দোতলা (১৯৬৫ সালে প্রচারিত হয়)
নাট্য প্রযোজক	মনিরুল আলম
টিভি সিরিয়াল	ত্রিরত্ন (১৯৯৬ সালে প্রচারিত হয়)
প্যাকেজ নাটক	প্রাচীরের পেরিয়ে
বাংলা সংবাদপাঠক	হুমায়ূন চৌধুরী
ইংরেজি সংবাদপাঠক	আলম রশিদ
অনুষ্ঠান পরিচালক	কলিম শরাফী
গান	‘এই যে আকাশ নীল হল আজ’ (রচনা: আবু হেনা মোস্তফা কামাল)

বাংলাদেশ বেতার

পূর্ব বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হয়	১৯৩৯ সালে
বাংলাদেশ বেতারের পূর্ব নাম	রেডিও বাংলাদেশ

বাংলাদেশ বেতারের সদর দপ্তর	আগারগাঁও, ঢাকা
বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারী রেডিও চ্যানেল	রেডিও মেট্রোওয়েভ (বর্তমানে বন্ধ)
বাংলাদেশ এফএম রেডিও	রেডিও টুডে, রেডিও ফুর্তি, এবিসি রেডিও, রেডিও আমার, রেডিও এফ.এম, পিপলস্ রেডিও, রেডিও স্বাধীন, সিটি এফ.এম।
বেতারে প্রচারিত প্রথম নাটক	কাঠ তৌকরা (বন্ধুদেব বসু)
FM Radio এর পূর্ণরূপ-	Frequency Modulation Radio
বাংলাদেশ সংলাপ	বিবিসির প্রচারিত অনুষ্ঠান

চলচ্চিত্র

সর্বপ্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়	১৮৯৫ সালে
সর্বপ্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন	লুমিয়ার ব্রাদার্স (যুক্তরাষ্ট্র)
উপমহাদেশের চলচ্চিত্রের জনক	হীরালাল সেন
প্রথম মুসলমান বাঙালী চলচ্চিত্রকার	কাজী নজরুল ইসলাম
বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের জনক	আবদুল জব্বার খান
বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার	জহির রায়হান
উপমহাদেশের প্রথম নির্বাক চলচ্চিত্র	১৯০৩ সালে নির্মিত 'আলী বাবা চল্লিশ চোর' পরিচালক- হীরালাল সেন।
উপমহাদেশের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র	১৯৩১ সালে নির্মিত 'জামাই ষষ্ঠী' পরিচালক- অমরেন্দ্রনাথ চৌধুরী
বাংলাদেশের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র	১৯৫৬ সালে নির্মিত 'মুখ ও মুখোশ' পরিচালক- আবদুল জব্বার খান
কান চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রথম বাংলাদেশী চলচ্চিত্র	'মাটির ময়না' পরিচালক- তারেক মাসুদ
অস্কার পুরস্কারের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রথম বাংলাদেশী চলচ্চিত্র	'মাটির ময়না' (২০০২ সালে)
আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত বাংলাদেশের প্রথম স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র	'আগামী' পরিচালক-মোরশেদুল ইসলাম
ভারতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে 'সিনেমা অব দ্য ওয়ার্ল্ড' হয়	'শঙ্খনীল কারাগার' পরিচালক- হুমায়ুন আহমেদ
ওয়েবসাইট প্রদর্শিত প্রথম বাংলা চলচ্চিত্র	'ভেজবিড়াল' পরিচালক- শহীদুল ইসলাম খোকন
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম প্রামাণ্য চলচ্চিত্র	Stop Genocide
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র	ওরা ১১ জন
বিশ্বের প্রথম চলচ্চিত্র উৎসবের নাম	ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব, ১৯৩২ সালে
বাংলাদেশে প্রথম চলচ্চিত্র উৎসব হয়	১৯৮১ সালে (ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব)
বাংলাদেশে প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসব হয়	১৯৮৮ সালে
বাংলাদেশের প্রথম সিনেমা হল	পিকচার হাউস

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্র	পরিচালক	চলচ্চিত্র	পরিচালক
ওরা ১১ জন	চাষী নজরুল ইসলাম	আবার তোরা মানুষ হ	খান আতাউর রহমান
সংগ্রাম	চাষী নজরুল ইসলাম	এখনও অনেক রাত	খান আতাউর রহমান
হাঙ্গর নদী থ্রেনেড	চাষী নজরুল ইসলাম	ধীরে বহে মেঘনা	আলমগীর কবির
ধ্রুবতারা	চাষী নজরুল ইসলাম	রূপালী সৈকত	আলমগীর কবির
বাঘা বাঙালি	আনন্দ	নদীর নাম মধুমতি	তানভীর মোকাম্মেল
কার হাসি কে হাসে	আনন্দ	রাবেয়া	তানভীর মোকাম্মেল
আগুনের পরশমণি	হুমায়ূন আহমদ	অরুণোদয়ের অগ্নিস্বাক্ষী	সুভাষ দত্ত
শ্যামল ছায়া	হুমায়ূন আহমদ	জয় বাংলা	ফখরুল আলম
রক্তাক্ত বাংলা	মমতাজ আলী	আলোর মিছিল	মিতা
মেঘের অনেক রং	হারুনুর রশিদ	বাংলার ২৪ বছর	মোহাম্মদ আলী
কলমীলতা	শহীদুল হক খান	বাঁধনহারা	এ.জে.মিন্টু
চিৎকার	মতিন রহমান	মাটির ময়না	তারেক মাসুদ
খেলাঘর	মোরশেদুল ইসলাম	জয়যাত্রা	তৌকির আহমেদ

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র

হলিয়া	তানভীর মোকাম্মেল	আবর্তন	আবু সাইয়িদ
স্মৃতি-৭১	তানভীর মোকাম্মেল	একাত্তরের যীশু	নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু
আগামী	মোরশেদুল ইসলাম	চাকি	এনায়েত করিম বাবুল
সূচনা	মোরশেদুল ইসলাম	দূরন্ত	খান আখতার হোসেন
প্রত্যাবর্তন	মোস্তফা কামাল	রানওয়ে	তারেক মাসুদ
ধুসর যাত্রা	আবু সাইয়িদ	বখাটে	হাবিবুল ইসলাম হাবিব

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র

স্টপ জেনোসাইড	জহির রায়হান	নাইন মানথ টু ফ্রীডম	এস সুকুদেব
		ইনোসেন্ট মিলিয়নস	বাবুল চৌধুরী
এ স্টেট ইজ বার্ন	জহির রায়হান	রিজিউজি-৭১	বিনয় রায়
লিবারেশন ফাইটার্স	আলমগীর কবির	এক সাগর রক্তের বিনিময়ে	আলমগীর কবির
মুক্তির গান	তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ	মুক্তির কথা	তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ

অন্যান্য বিখ্যাত চলচ্চিত্র

স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'চাকা'	মোরশেদুল ইসলাম	সূর্য দীঘল বাড়ি	শেখ নিয়ামত শাকের
শিশুতোষ চলচ্চিত্র 'দীপু নাম্বার টু'	মোরশেদুল ইসলাম	চিত্রা নদীর পাড়ে	তানভীর মোকাম্মেল
পদ্মা নদীর মাঝি	গৌতম ঘোষ	মনের মানুষ	গৌতম ঘোষ

জাদুঘর

বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর:

রাজশাহী শহরে অবস্থিত বাংলাদেশের সর্বপ্রথম জাদুঘর। ১৯১০ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরটির রক্ষণাবেক্ষণ করে।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর:

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ঢাকা শহরের শাহবাগ মোড়ে অবস্থিত দেশের প্রধান জাদুঘর। ১৯১৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ‘ঢাকা জাদুঘর’ এর উদ্বোধন করা হয়। ঢাকা জাদুঘরের প্রথম কিউরেটর ছিলেন নলিনীকান্ত ভট্টশালী। এই জাদুঘরে এখনো এক টুকরা মসলিন কাপড় সংরক্ষিত আছে। ১৯৮৩ সালে ঢাকা জাদুঘরকে ‘জাতীয় জাদুঘর’ এর মর্যাদা দেওয়া হয়।

জাদুঘরের নাম	অবস্থান	প্রতিষ্ঠান
বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর	রাজশাহী	১৯১০
জাতীয় জাদুঘর	শাহবাগ, ঢাকা	১৯১৩
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	আগারগাঁও, ঢাকা	
ভাষা আন্দোলন জাদুঘর	ধানমন্ডি, ঢাকা	
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	সেগুনবাগিচা, ঢাকা	১৯৯৬ সাল
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ‘বিজয়কেতন’	ঢাকা সেনানিবাস	
শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ জাদুঘর	ঢাকা	
লোক ঐতিহ্য সংগ্রহশালা	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	
বাংলাদেশ লোক কারুশিল্প জাদুঘর	সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ	১৯৮১
বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর	ঢাকার ধানমন্ডির ৩২ নং রোডে	
ঢাকা জাদুঘর	বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী, মিরপুর, ঢাকা	
শিল্পচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহ শালা	ময়মনসিংহ	
কৃষি জাদুঘর	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	
ওসমানী জাদুঘর	সিলেট	
গান্ধী স্মৃতি জাদুঘর	সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী	
লালন জাদুঘর	ছেউরিয়া, কুষ্টিয়া	
কুঠিবাড়ি রবীন্দ্র স্মৃতি জাদুঘর	শিলাইদহ, সিরাজগঞ্জ	
শেরে বাংলা জাদুঘর	চাখার, বরিশাল	
জাতিতাত্ত্বিক বা নৃতাত্ত্বিক জাদুঘর	আখ্য়াবাদ, চট্টগ্রাম	
রকস মিউজিয়াম	পঞ্চগড়	
পোস্টাল জাদুঘর	ঢাকা জি.পি.ও	
সামরিক জাদুঘর	বিজয় সরণি, তেজগাঁও, ঢাকা	

বাংলাদেশ রাইফেলস্ জাদুঘর	ঢাকার পিলখানায়	
আহসান মঞ্জিল জাদুঘর	ইসলামপুর, ঢাকা	
ঢাকা নগর জাদুঘর	ঢাকার নগর ভবনে	

জেনে রাখা ভাল

- মহাত্মা গান্ধী বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলা সফর করেন।
- সোনারগাঁও লোকশিল্প জাদুঘর এর জন্য বিখ্যাত।
- বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘর এর পূর্বনাম ছিল ঢাকা জাদুঘর।

পার্ক

বাংলাদেশের প্রাচীনতম পার্ক	বাহাদুরশাহ পার্ক
বাংলাদেশের প্রাচীনতম গার্ডেন	বলধা গার্ডেন
এশিয়ার বৃহত্তম ইকোপার্ক ও বোটানিক্যাল গার্ডেন	বাংলাদেশের সীতাকুণ্ডে অবস্থিত
বাংলাদেশের প্রথম ইকোপার্ক	সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে
সাফারি পার্ক	জীবজন্তুর অভয়ারণ্য
বাংলাদেশের প্রথম সাফারি পার্ক	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক ও বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্র, চকরিয়া, কক্সবাজার।
বাংলাদেশের বৃহত্তম এবং দ্বিতীয় সাফারি পার্ক	বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক, শ্রীপুর, গাজীপুর।
বাংলাদেশের প্রথম ঔষধ শিল্প পার্ক স্থাপিত হচ্ছে	মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলায়
বাংলাদেশের প্রথম হাইটেক পার্ক স্থাপনের কাজ শুরু হয়	কালিয়াকৈর, গাজীপুর
বাংলাদেশ সরকার শিল্প পার্ক স্থাপন করছে	সিরাজগঞ্জে
বাংলাদেশে প্রথম প্রজাপতি পার্ক গড়ে উঠেছে	চট্টগ্রামে

বাহাদুর শাহ পার্ক

বাহাদুর শাহ পার্ক পুরান ঢাকার সদরঘাটের লক্ষ্মীবাজারে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক স্থান যেখানে বর্তমানে একটি পার্ক স্থাপন করা হয়েছে। আঠার শতকের শেষের দিকে এখানে আর্মেনীয়দের একটি বিলিয়ার্ড ক্লাব ছিল। ১৮৫৮ সালে রাণী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করার পর এই ময়দানেই এ সংক্রান্ত একটি ঘোষণাপত্র পাঠ করে শোভাযাত্রা আয়োজন করেন। সেই থেকে এ স্থানের নামকরণ করা হয় 'ভিক্টোরিয়া পার্ক'। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরেজ শাসকেরা প্রহসনমূলক বিচারে ফাঁস দেয়

অসংখ্য বিপ্লবী সিপাহীকে। জনগণকে ভয় দেখাতে সিপাহীদের লাশ এনে ঝুলিয়ে রাখা হয় এই ময়দানের বিভিন্ন গাছের ডালে। ১৯৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃত্বদানকারী মুঘল সশাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের নাম অনুসারে পার্কের নামকরণ করা হয় ‘বাহাদুর শাহ পার্ক’।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান

সংজ্ঞা: রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের কিছু নির্দিষ্ট বিধি-বিধান বা আইন থাকে। এই বিধি-বিধানকে রাষ্ট্রের সংবিধান বা শাসনতন্ত্র বলে। গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটলের মতে ‘রাষ্ট্রের পছন্দকৃত জীবন পদ্ধতিই সংবিধান’। বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংবিধান হলো ভারতের সংবিধান এবং সবচেয়ে ছোট সংবিধান হলো যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান।

সংবিধানের প্রকারভেদ সংবিধানকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ক) লিখিত সংবিধান। খ) অলিখিত সংবিধান।

- ❖ বাংলাদেশ, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের সংবিধান লিখিত।
- ❖ যুক্তরাজ্য, নিউজিল্যান্ড, স্পেন প্রভৃতি দেশের সংবিধান অলিখিত।
- ❖ সৌদি আরবের কোনো সংবিধান নেই।

➤ সংশোধন পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে সংবিধানকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

ক) সুপরিবর্তনীয় সংবিধান খ) দুস্পরিবর্তনীয় সংবিধান।

ক) সুপরিবর্তনীয় সংবিধান এমন এক সংবিধান যা পরিবর্তন করার জন্য কোনো পৃথক বা জটিল পদ্ধতির প্রয়োজন হয় না। আইন সভার সাধারণ আইনের মতোই তা সংশোধন, পরিবর্তন করা যায়।

খ) দুস্পরিবর্তনীয় সংবিধান হলো এমন এক সংবিধান যা পরিবর্তন করার জন্য জটিল ও বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োজন হয়। যেমন বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের সংবিধান। বাংলাদেশের সংবিধানের কোন অংশ পরিবর্তন করতে হলে দুই-তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যদের সমর্থনের প্রয়োজন হয়।

বাংলাদেশের সংবিধান রচনার ইতিহাস

বাংলাদেশের সংবিধান তৈরির উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালের ১১ই জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন। পরবর্তীকালে ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ জারি করেন। সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে যে পরিষদ গঠিত হয় তাই গণপরিষদ। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর এবং ১৭ই ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন এবং ১৭ জানুয়ারির উপনির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত সদস্যগণ গণপরিষদের সদস্য বলে পরিগণিত হয়। জাতীয় পরিষদের ১৬৯ জন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ জন মিলে মোট ৪৬৯ জন সদস্য হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিভিন্ন কারণে (যুদ্ধপরাধী হিসেবে চিহ্নিত, মৃত, দেশত্যাগ) ৪০৩ জন সদস্য

নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হয়। গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল। গণপরিষদের প্রথম স্পিকার ছিলেন শাহ আব্দুল হামিদ এবং প্রথম ডেপুটি স্পিকার ছিলেন মোহাম্মদ উল্লাহ। গণপরিষদের সদস্যদের মধ্য থেকে ৩৪ জন সদস্য নিয়ে বাংলাদেশের সংবিধান রচনা কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সভাপতি ছিলেন ড. কামাল হোসেন। এজন্য ড. কামাল হোসেনকে বাংলাদেশের সংবিধানের রূপকার বা স্থপতি বলা হয়। সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র মহিলা সদস্য ছিলেন বেগম রাজিয়া বানু। সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র বিরোধীদলীয় সদস্য ছিলেন সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। সংবিধান রচনা কমিটি ভারত ও যুক্তরাজ্যের সংবিধানের আলোকে বাংলাদেশের সংবিধান রচনা করেন। বাংলাদেশ সংবিধানের ৯০ পৃষ্ঠা সংবলিত খসড়া সর্ব প্রথম গণপরিষদে উত্থাপিত হয় ১২ অক্টোবর, ১৯৭২। সংবিধানের খসড়া গণপরিষদে উত্থাপন করেন ড. কামাল হোসেন। ৪ নভেম্বর, ১৯৭২ বাংলাদেশের সংবিধানের খসড়া গণপরিষদে গৃহীত হয়। এজন্য ৪ নভেম্বর ‘সংবিধান দিবস’ হিসাবে পালিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর বা প্রবর্তিত হয় ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২। বাংলাদেশের প্রথম হস্তলিখিত সংবিধান ছিল ৯৩ পাতার। হস্তলিখিত সংবিধানটির মূল লেখক ছিলেন শিল্পী আব্দুর রউফ। হস্তলিখিত সংবিধানটির অঙ্গসজ্জা করেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন। গণপরিষদের সদস্যরা হস্তলিখিত মূল সংবিধানের বাংলা ও ইংরেজি লিপিতে স্বাক্ষর করেন ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭২। গণপরিষদের ৩০৯ জন সদস্য হস্তলিখিত মূল সংবিধানে স্বাক্ষর করেন। স্বাক্ষরসহ মোট খসড়া সংবিধানটি হয় ১০৮ পৃষ্ঠার। সংবিধান রচনা কমিটির বিরোধী দলীয় সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত হস্তলিখিত মূল সংবিধানে স্বাক্ষর করেননি। বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হওয়ার সময় রাষ্ট্রপতি ছিলেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এবং প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বাংলাদেশ সংবিধান

সংবিধান হলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন। এতে ১১টি ভাগ বা অধ্যায় এবং ১৫৩টি অনুচ্ছেদ আছে। বাংলাদেশ সংবিধান প্রস্তাবনা দিয়ে শুরু এবং ৭টি তফসিল দিয়ে শেষ হয়েছে।

প্রস্তাবনা: বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম” দিয়ে শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধানের ৭টি তফসিল

প্রথম তফসিল: অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন।

দ্বিতীয় তফসিল: বিলুপ্ত।

তৃতীয় তফসিল: শপথ ও ঘোষণা।

❖ প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ, স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার, প্রধান বিচারপতি কে শপথ বাক্য পাঠ করাবেন রাষ্ট্রপতি।

- ❖ সংসদ সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করাবেন স্পিকার।
- ❖ প্রধান বিচারপতি শপথবাক্য পাঠ করান প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য, সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতিদেরকে।
- ❖ সংবিধানের ১৪৮ নং অনুচ্ছেদে পদের শপথ সম্পর্কে উল্লেখ আছে। সেখানে উল্লেখ আছে (২)- এই সংবিধানের অধীন নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির নিকট শপথ গ্রহণ আবশ্যিক হইলে অনুরূপ ব্যক্তি যে রূপ ব্যক্তি ও স্থান নির্ধারণ করিবেন, সেই রূপ ব্যক্তির নিকট সেইরূপস্থানে শপথ গ্রহণ করা যাবে। ২ (ক)- ১২৩ অনুচ্ছেদের (৩) দফার অধীনে অনুষ্ঠিত সংসদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপিত হওয়ার তারিখ হতে পরবর্তী তিনদিনের মধ্যে এই সংবিধানের অধীন নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক শপথ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার উক্ত তিনদিনের পরবর্তী তিনদিনের মধ্যে এই শপথ পাঠ পরিচালনা করবেন।

চতুর্থ তফসিল: ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানমালা।

পঞ্চম তফসিল: ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণ।

ষষ্ঠ তফসিল : ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাত শেষে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতা ঘোষণা।

সপ্তম তফসিল : ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ এর মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র।

বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদসমূহ

প্রথম ভাগ: প্রজাতন্ত্র (১-৭)

অনুচ্ছেদ-১: প্রজাতন্ত্র- বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র যা ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ’ নামে পরিচিত হইবে।

অনুচ্ছেদ-২: প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা।

অনুচ্ছেদ-২ (ক): রাষ্ট্রধর্ম- প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন।

অনুচ্ছেদ-৩: রাষ্ট্রভাষা- প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা।

অনুচ্ছেদ-৪: জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক ১। প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সঙ্গীত ‘আমার সোনার বাংলা’র প্রথম দশ চরণ। ২। প্রজাতন্ত্রের জাতীয় পতাকা হইতেছে সবুজ ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত। ৩। প্রজাতন্ত্রের জাতীয় প্রতীক হইতেছে উভয় পার্শ্বে ধান্যশীষ্য বেষ্টিত পানিতে ভাসমান জাতীয় পুষ্প শাপলা, তাহার শীর্ষদেশে পাটগাছের তিনটি পরস্পর সংযুক্তপত্র, তাহার উভয় পার্শ্বে দুইটি করিয়া তারকা।

অনুচ্ছেদ-৪ (ক): জাতির পিতার প্রতিকৃতি।

অনুচ্ছেদ-৫: রাজধানী- প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ঢাকা।

অনুচ্ছেদ-৬: নাগরিকত্ব- বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন।

অনুচ্ছেদ-৭: সংবিধানের প্রাধান্য- প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ।

অনুচ্ছেদ-৭ (ক): সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ, ইত্যাদি অপরাধ।

অনুচ্ছেদ-৭ (খ): সংবিধানের মৌলিক বিষয়াবলী সংশোধনের অযোগ্য- সংবিধান আইন ১৪২ অনুচ্ছেদে যা কিছুই থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সব অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদ সমূহের বিধানাবলী সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ সমূহের বিধানাবলী সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোন প্রস্থায় সংশোধনের অযোগ্য হবে।

দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি (৮-২৫)

অনুচ্ছেদ-৮: মূলনীতিসমূহ- ১। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এইনীতি সমূহ হইতে উদ্ভূত এইভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা:- বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীতে ‘সমাজতন্ত্র’-এর পরিবর্তে ‘অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার অর্থে সমাজতন্ত্র’ নীতিটি গৃহীত হয়েছিলো এবং “ধর্মনিরপেক্ষতা” এর-পরিবর্তে “সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করা” নীতিটি গৃহীত হয়েছিলো। পরবর্তীতে ২০০৫ সালের ২৯ আগস্ট সংবিধানের ৫ম সংশোধনী অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করে রায় দেন হাইকোর্ট বিভাগ। আপীল বিভাগ ২ ফেব্রুয়ারি ২০১০ সালে কিছু পর্যবেক্ষণ দিয়ে হাইকোর্ট বিভাগের উক্ত রায় বহাল রাখেন। ফলে বর্তমানে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি সমূহ হচ্ছে-১। জাতীয়তাবাদ, ২। সমাজতন্ত্র; ৩। গণতন্ত্র এবং ৪। ধর্ম নিরপেক্ষতা। সংবিধানের ৯, ১০, ১১ ও ১২ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপরিচালনার চারটি মূলনীতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ-৯: জাতীয়তাবাদ।

অনুচ্ছেদ-১০: সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি।

অনুচ্ছেদ-১১: গণতন্ত্র ও মানবাধিকার।

অনুচ্ছেদ-১২: ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা।

অনুচ্ছেদ-১৩: মালিকানার নীতি।

বাংলাদেশের মালিকানা নীতি হলো তিনটি যথাঃ ১)ব্যক্তি মালিকানা ২)সমবায় মালিকানা ৩) ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা।

অনুচ্ছেদ-১৪: কৃষক ও শ্রমিক মুক্তি।

অনুচ্ছেদ-১৫: মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা।

অনুচ্ছেদ-১৬: গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব।

অনুচ্ছেদ-১৭: অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা।

অনুচ্ছেদ-১৮: জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা।

অনুচ্ছেদ-১৮ (ক): পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

অনুচ্ছেদ-১৯: ‘সুযোগের সমতা’ ও। জাতীয় জীবনের সর্বস্তরের মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।

অনুচ্ছেদ-২০: অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম।

অনুচ্ছেদ-২১: নাগরিকদের অধিকার ও সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য।

অনুচ্ছেদ-২২: নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ।

অনুচ্ছেদ-২৩: জাতীয় সংস্কৃতি।

অনুচ্ছেদ-২৩ (ক): উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি

অনুচ্ছেদ-২৪ : জাতীয় স্মৃতিনিদর্শন প্রভৃতি।

অনুচ্ছেদ-২৫ : আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন।

তৃতীয় ভাগ : মৌলিক অধিকার (২৬-৪৭)

অনুচ্ছেদ-২৬ : মৌলিক অধিকারের সহিত অসামাজিক আচরণ বাতিল।

অনুচ্ছেদ-২৭ : আইনের দৃষ্টিতে সমতা।

অনুচ্ছেদ-২৮ : ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য।

অনুচ্ছেদ-২৯ : সরকারী নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা।

অনুচ্ছেদ-৩০ : বিদেশী খেতাব প্রভৃতি গ্রহণ নিষিদ্ধ। রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন নাগরিক কোন বিদেশি রাষ্ট্রের নিকট হইতে কোন খেতাব, সম্মান, পুরস্কার বা ভূষণ গ্রহণ করিবেন না।

অনুচ্ছেদ-৩১: আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার।

অনুচ্ছেদ-৩২: জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার।

অনুচ্ছেদ-৩৩: হেফতের ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ।

অনুচ্ছেদ-৩৪: জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ।

অনুচ্ছেদ-৩৫: বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে রক্ষণ।

অনুচ্ছেদ-৩৬: চলাফেরার স্বাধীনতা।

অনুচ্ছেদ-৩৭: সমাবেশের স্বাধীনতা।

অনুচ্ছেদ-৩৮: সংগঠনের স্বাধীনতা।

অনুচ্ছেদ-৩৯: চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক-স্বাধীনতা। ১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, ২) বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা, ৩) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা।

অনুচ্ছেদ-৪০: পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা।

অনুচ্ছেদ-৪১: ধর্মীয় স্বাধীনতা।

অনুচ্ছেদ-৪২: সম্পত্তির অধিকার।

অনুচ্ছেদ-৪৩: গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ।

অনুচ্ছেদ-৪৪: মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ।

অনুচ্ছেদ-৪৫: শৃঙ্খলামূলক আইনের ক্ষেত্রে অধিকারের পরিবর্তন।

অনুচ্ছেদ-৪৬: দায়মুক্তি বিধানের ক্ষমতা।

অনুচ্ছেদ-৪৭: কতিপয় আইনের হেফাজত। ৩) গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতা বিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য কোন সশস্ত্র বাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য কিংবা যুদ্ধবন্দীকে আটক, ফৌজদারীতে সোপার্দ কিংবা দণ্ডদান বিধান সংবলিত কোন আইনের বিধান এই সংবিধানের কোন বিধানের সহিত অসামঞ্জস্য বা তাহার পরিপন্থী, এই কারণে বাতিল বা বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবেন।

www.boighar.com

চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ (৪৮-৬৪)

অনুচ্ছেদ-৪৮: রাষ্ট্রপতি-৫৬ (৩) অনুসারে প্রধানমন্ত্রী এবং ৯৫ (১) অনুসারে প্রধান বিচারপতির নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাঁর অন্য সকল দায়িত্বপালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন।

৪। কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবে না যদি তিনি-

ক) পয়ত্রিশ বৎসরের কম বয়স্ক হন। অথবা,

খ) সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য না হন। অথবা,

গ) কখনও এই সংবিধানের অধীন অভিসংশন দ্বারা রাষ্ট্রপতির পদ হইতে অপসারিত হইয়া থাকেন।

অনুচ্ছেদ-৪৯: ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার।

অনুচ্ছেদ-৫০: রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ- ১। রাষ্ট্রপতি কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরের মেয়াদে তাঁর পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

২। একাদিক্রমে হউক বা না হউক দুই মেয়াদের অধিক রাষ্ট্রপতির পদে কোন ব্যক্তি অধিষ্ঠিত থাকবেন না।

৩। স্পিকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে রাষ্ট্রপতি স্বীয় পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

অনুচ্ছেদ-৫১: রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি- রাষ্ট্রপতি তাঁহার দায়িত্বপালন করিতে গিয়া কিংবা অনুরূপ বিবেচনায় কোন কার্য করিয়া থাকিলে বা না করিয়া থাকিলে সেই জন্য তাঁহাকে কোন আদালতে জবাবদিহি করিতে হইবে না।

অনুচ্ছেদ-৫২: রাষ্ট্রপতির অভিশংসন- ১। এই সংবিধান লংঘন বা ঘোরতর অসদাচারণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত করা যাইতে পারিবে।

৪। অভিযোগ বিবেচনার পর মোট সদস্য সংখ্যার অন্যান্য দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অভিযোগ যথার্থ বলিয়া ঘোষণা করিয়া সংসদ কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিলে প্রস্তাব গৃহীত হইবার তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবে।

অনুচ্ছেদ-৫৩: অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতির অপসারণ।

অনুচ্ছেদ-৫৪: অনুপস্থিতি প্রভৃতি কালে রাষ্ট্রপতি পদে স্পিকার- রাষ্ট্রপতি পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে

ক্ষেত্রমত রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত কিংবা রাষ্ট্রপতি পুনরায় স্বীয় কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্পিকার দায়িত্ব পালন করিবেন।

অনুচ্ছেদ-৫৫: মন্ত্রিসভা।

অনুচ্ছেদ-৫৬: মন্ত্রীগণ।

অনুচ্ছেদ-৫৭: প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ।

অনুচ্ছেদ-৫৮: মন্ত্রীদের পদের মেয়াদ।

অনুচ্ছেদ-৫৯: স্থানীয় শাসন।

অনুচ্ছেদ-৬০: স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা।

অনুচ্ছেদ-৬১: সর্বাধিনায়কতা— বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগের সর্বাধিনায়কতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত হইবে।

অনুচ্ছেদ-৬২: প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগে ভর্তি।

অনুচ্ছেদ-৬৩: সংসদের অনুমতি ব্যতীত যুদ্ধ ঘোষণা করা যাইবে না কিংবা প্রজাতন্ত্র কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিবেন না।

অনুচ্ছেদ-৬৪: অ্যাটর্নি জেনারেল— ১। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হইবার যোগ্য কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল পদে নিয়োগ দান করিবেন।

৪। রাষ্ট্রপতির সন্তোষানুযায়ী সময়সীমা পর্যন্ত অ্যাটর্নি জেনারেল স্বীয় পদে বহাল থাকবেন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত পারিশ্রমিক লাভ করবেন।

পঞ্চম ভাগ : আইন সভা (৬৫-৯৩)

অনুচ্ছেদ-৬৫: সংসদ প্রতিষ্ঠা— ১। ‘জাতীয় সংসদ’ (House of the Nation) নামে বাংলাদেশের একটি সংসদ থাকিবে এবং এই সংবিধানের বিধানবলী সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত হইবে।

২। একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাসমূহ হইতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী নির্বাচিত ৩০০ সদস্য লইয়া এবং এই অনুচ্ছেদের (৩) দফায় কার্যকরতাবলে উক্ত দফায় বর্ণিত সদস্যদিগকে লইয়া সংসদ গঠিত হবে। সদস্যগণ ‘সংসদ সদস্য’ বলে অভিহিত হবেন। ৩ (ক) সংবিধান (পঞ্চদশ) আইন, ২০১১ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অবশিষ্ট মেয়াদে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত তিনশত সদস্য এবং (৩) দফায় বর্ণিত পঞ্চাশজন মহিলা সদস্য লইয়া সংসদ গঠিত হইবে।

অনুচ্ছেদ-৬৬: সংসদে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা অযোগ্যতা।

অনুচ্ছেদ-৬৭: সংসদের আসন শূন্য হওয়া— কোন সংসদ সদস্যের আসন শূন্য হইবে যদি—

ক) তাঁহার নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে ৯০ দিনের মধ্যে তিনি তৃতীয় তফসিলে নির্ধারিত শপথগ্রহণ এবং শপথপত্রে স্বাক্ষরদান করিতে অসমর্থ হন। তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ মেয়াদ অতিবাহিত হইবার পূর্বে স্পিকার যথার্থ কারণে তাহা বর্ধিত করিতে পারিবেন।

খ) যদি সংসদের অনুমতি না লইয়া একাদিক্রমে ৯০ বৈঠক দিবস অনুপস্থিত থাকেন।

গ) যদি সংসদ ভাঙ্গিয়া যায়।

অনুচ্ছেদ-৬৮: সংসদ সদস্যের পারিশ্রমিক প্রভৃতি।

অনুচ্ছেদ-৬৯: শপথগ্রহণের পূর্বে আসনগ্রহণ বা ভোটদান করলে সদস্যের অর্থদণ্ড।

অনুচ্ছেদ-৭০: পদত্যাগ ইত্যাদি কারণে আসন শূন্য হওয়া— কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোন ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করেন বা সংসদে উক্তদলের বিপক্ষে ভোটদান করেন, তাঁহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে।

অনুচ্ছেদ-৭১: দ্বৈত সদস্যতায় বাধা।

অনুচ্ছেদ-৭২: সংসদের অধিবেশন— ১। সরকারী বিজ্ঞপ্তি দ্বারা রাষ্ট্রপতি সংসদ আহ্বান, স্থগিত ও ভঙ্গ করিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, ১২৩ অনুচ্ছেদের (৩) দফার (ক) উপদফায় উল্লিখিত নব্বই দিন সময় ব্যতীত অন্য সময়ে সংসদের এক অধিবেশনের সমাপ্তি এবং পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে ৬০ দিনের অতিরিক্ত বিরতি থাকবেনা।

২। সংসদ সদস্যদের যে কোন সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হইবার ৩০ দিনের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য সংসদ আহ্বান করা হইবে।

৩। রাষ্ট্রপতি পূর্বে ভাঙ্গিয়া দিয়া না থাকিলে প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে ৫ বৎসর অতিবাহিত হইলে সংসদ ভাঙ্গিয়া যাবে।

অনুচ্ছেদ-৭৩: সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও বাণী— (২) সংসদ সদস্যদের প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রত্যেক বছর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দান করিবেন।

অনুচ্ছেদ-৭৩ (ক): সংসদ সম্পর্কে মন্তিগণের অধিকার।

অনুচ্ছেদ-৭৪: স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার।

অনুচ্ছেদ-৭৫: কার্যপ্রণালি বিধি, কোরাম প্রভৃতি— ১। এই সংবিধান সাপেক্ষে—

খ) উপস্থিত ও ভোট দানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সংসদে সিদ্ধান্ত গ্রহীত হইবে। তবে সমসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে তিনি (স্পিকার) নির্ণায়ক ভোট বা কাস্টিং ভোট প্রদান করিবেন।

৩) সংসদের বৈঠক চলাকালে কোন সময় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা ষাটের কম বলিয়া যদি সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, তাহা হইলে তিনি অনূন ৬০ জন সদস্য উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত বৈঠক স্থগিত রাখিবেন কিংবা মূলতবী করিবেন।

অনুচ্ছেদ-৭৬: সংসদের স্থায়ী কমিটি সমূহ— সংসদ সদস্যদের মধ্য হইতে সদস্য লইয়া সংসদ নিম্নলিখিত স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করিবেন।

ক) সরকারী হিসাব কমিটি।

খ) বিশেষ অধিকার।

গ) সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে নির্দিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী কমিটি।

অনুচ্ছেদ-৭৭: ন্যায়পাল- ১। সংসদ আইন দ্বারা ন্যায়পালের পদ প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান করিতে পারিবেন।

২। সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালকে কোন মন্ত্রণালয়, সরকারী কর্মচারী বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের যে কোন কার্য সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতাসহ যেরূপ ক্ষমতা কিংবা যেরূপ দায়িত্ব প্রদান করিবেন, ন্যায়পাল সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ বা দায়িত্ব পালন করিবেন।

প্রসঙ্গিক আলোচনা: ১৮০৯ সালে সুইডেনের সংবিধানে বিশ্বে সর্বপ্রথম ‘অন্মাদসম্যান’ বা ন্যায়পাল পদ সৃষ্টি করা হয়। ন্যায়পাল ধারাণাটি প্রথম সুইডেনে উদ্ভাবিত হয়। সুইডিশ শব্দ ‘অন্মাদসম্যান’ কথাটির অর্থ হলো প্রতিনিধি বা মুখপাত্র। অর্থাৎ ন্যায়পাল হলেন এমন ব্যক্তি যিনি অন্যের জন্য কথা বলেন বা অন্যের প্রতিনিধিত্ব করেন। বৃটেনে ‘সংসদীয় কমিশনার’ নামে ন্যায়পালের সমবিধান প্রচলিত রয়েছে। ভারতে ন্যায়পালের পরিবর্তে লোকপাল নামে সমমর্যাদার একটি পদ সৃষ্টির প্রস্তাব ও আলোচনা চলছে। বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে ন্যায়পাল পদ সৃষ্টির জন্য আইন প্রণয়নের জন্য ৭৭ নং অনুচ্ছেদে বিধান রাখা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮০ সালে ন্যায়পাল আইন পাস হয়। কিন্তু বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কাউকে ন্যায়পাল হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়নি।

অনুচ্ছেদ-৭৮: সংসদ ও সদস্যদের বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি।

অনুচ্ছেদ-৭৯: সংসদের সচিবালয়।

অনুচ্ছেদ-৮০: আইন প্রণয়ন পদ্ধতি- ৩) রাষ্ট্রপতির নিকট কোন বিল পেশ করিবার পর ১৫ দিনের মধ্যে তিনি তাহাতে সম্মতি দান করিবেন কিংবা অর্থবিল ব্যতীত অন্য কোন বিলের ক্ষেত্রে বিলটি বা তাঁহার কোন বিশেষ বিধান পুনর্বিবেচনার কিংবা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দেশিত কোন সংশোধনী বিবেচনার অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া একটি বার্তাসহ তিনি বিলটি সংসদে ফেরত দিতে পারবেন এবং রাষ্ট্রপতি তাহা করিতে অসামর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হবে।

অনুচ্ছেদ-৮১: অর্থবিল।

অনুচ্ছেদ-৮২: আর্থিক ব্যবস্থাবলীর সুপারিশ।

অনুচ্ছেদ-৮৩: সংসদের আইন ব্যতীত করারোপে বাধা।

অনুচ্ছেদ-৮৪: সংযুক্ত তহবিল ও প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাব।

অনুচ্ছেদ-৮৫: সরকারী অর্থের নিয়ন্ত্রণ।

অনুচ্ছেদ-৮৬: প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাবে প্রদেয় অর্থ।

অনুচ্ছেদ-৮৭: বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি।

অনুচ্ছেদ-৮৮: সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়।

অনুচ্ছেদ-৮৯: বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি সম্পর্কিত পদ্ধতি।

অনুচ্ছেদ-৯০: নির্দিষ্টকরণ আইন।

অনুচ্ছেদ-৯১: সম্পূরক ও অতিরিক্ত মঞ্জুরি।

অনুচ্ছেদ-৯২: হিসাব ঋণ প্রভৃতির উপর ভোট।

অনুচ্ছেদ-৯২ (ক): বিলুপ্ত।

অনুচ্ছেদ-৯৩: অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা- ১) (সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় অথবা উহার অধিবেশনকাল ব্যতীত) কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে তিনি উক্ত পরিস্থিতিতে যেরূপ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিবেন, সেইরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিতে পারিবেন এবং জারী হইবার সময় হইতে অনুরূপভাবে প্রণীত অধ্যাদেশ সংসদেও আইনের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে।

২) কোন অধ্যাদেশ জারী হইবার পর অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম বৈঠকে তাহা উপস্থাপিত হইবে এবং ইতোপূর্বে বাতিল হইয়া না থাকিলে অধ্যাদেশটি অনুরূপভাবে উপস্থাপনের পর ৩০ দিন অতিবাহিত হইলে কিংবা অনুরূপ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে তাহা অনুমোদন করিয়া সংসদে প্রস্তাব গৃহীত হইলে অধ্যাদেশটির কার্যকারিতা লোপ পাইবে।

ষষ্ঠ বিভাগ : বিচার বিভাগ (৯৪-১১৭)

অনুচ্ছেদ-৯৪: সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠা- ১) ‘বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট’ নামে বাংলাদেশের একটি সর্বোচ্চ আদালত থাকিবে এবং আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ লইয়া তাহা গঠিত হইবে।

অনুচ্ছেদ-৯৫: বিচারক নিয়োগ- ১) প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

২) কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক না হইলে এবং

ক) সুপ্রিম কোর্টে অনূ্যন ১০ বৎসরকাল এ্যাডভোকেট না করিয়া থাকলে

খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে অনূ্যন ১০ বছরকাল কোনো বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠান না করিয়া থাকিলে, অথবা,

গ) সুপ্রিম কোর্টে বিচারক পদে নিয়োগ লাভের জন্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য যোগ্যতা না থাকিলে তিনি বিচারক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।

অনুচ্ছেদ-৯৬: বিচারকদের পদের মেয়াদ- ১) কোন বিচারক ৬৭ বৎসর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্থায়ী পদে বহাল থাকবেন।

অনুচ্ছেদ-৯৭: অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিয়োগ।

অনুচ্ছেদ-৯৮: সুপ্রিম কোর্টের অতিরিক্ত বিচারকগণ।

অনুচ্ছেদ-৯৯: বিচারকগণের ক্ষমতা।

অনুচ্ছেদ-১০০: সুপ্রিম কোর্টের আসন।

অনুচ্ছেদ-১০১: হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার।

অনুচ্ছেদ-১০২: কতিপয় আদেশ ও নির্দেশ প্রভৃতি দানের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা।

অনুচ্ছেদ-১০৩: আপীল বিভাগের এখতিয়ার।

অনুচ্ছেদ-১০৪: আপীল বিভাগের পরোয়ানা জারী ও নির্বাহ।

অনুচ্ছেদ-১০৫: আপীল বিভাগ কর্তৃক রায় বা আদেশ পুনর্বিবেচনা।

অনুচ্ছেদ-১০৬: সুপ্রিম কোর্টের উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার।

অনুচ্ছেদ-১০৭: সুপ্রিম কোর্টের বিধি-প্রণয়ন ক্ষমতা।

অনুচ্ছেদ-১০৮: 'কোর্ট অব রেকর্ড' রূপে সুপ্রিম কোর্ট।

অনুচ্ছেদ-১০৯: আদালত সমূহের উপর তত্ত্বাবধায়ক ও নিয়ন্ত্রণ।

অনুচ্ছেদ-১১০: অধঃস্তন বিভাগ হইতে হাইকোর্ট বিভাগের মামলা স্থানান্তর।

অনুচ্ছেদ-১১১: সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বাধ্যতামূলক কার্যকারিতা।

অনুচ্ছেদ-১১২: সুপ্রিম কোর্টে সহায়তা।

অনুচ্ছেদ-১১৩: সুপ্রিম কোর্টের কর্মচারীগণ।

অনুচ্ছেদ-১১৪: অধঃস্তন আদালতসমূহ প্রতিষ্ঠা।

অনুচ্ছেদ-১১৫: অধঃস্থন আদালত নিয়োগ।

অনুচ্ছেদ-১১৬: অধঃস্তন আদালতসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা।

অনুচ্ছেদ-১১৬ (ক): বিচার বিভাগীয় কর্মচারীগণ বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন।

অনুচ্ছেদ-১১৭: প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল সমূহ।

সপ্তম ভাগ : নির্বাচন (১১৮-১২৬)

অনুচ্ছেদ-১১৮: নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা- ৩) কোন নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ তাঁহার কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে ৫ বৎসর কাল হইবে।

অনুচ্ছেদ-১১৯: নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব।

অনুচ্ছেদ-১২০: নির্বাচন কমিশনের কর্মচারীগণ।

অনুচ্ছেদ-১২১: প্রতিটি এলাকার জন্য একটি মাত্র ভোটার তালিকা।

অনুচ্ছেদ-১২২: ভোটার তালিকায় নামভুক্তির যোগ্যতা- ২) কোন ব্যক্তি সংসদের নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোন নির্বাচনী এলাকায় ভোটার তালিকাভুক্ত হইবার অধিকারী হইবেন যদি-

ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন।

খ) তাঁহার বয়স ১৮ বৎসরের কম না হয়।

গ) কোন যোগ্য আদালত কর্তৃক তাঁহার সম্পর্কে অপ্রকৃতস্থ বলিয়া ঘোষণা বহাল না থাকিয়া থাকে।

ঘ) তিনি ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বা আইনের দ্বারা ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বিবেচিত হন।

ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইয়া না থাকেন।

অনুচ্ছেদ-১২৩ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়- ১) রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ অবসানের কারণে উক্ত পদ শূন্য হইলে মেয়াদ সমাপ্তির তারিখের পূর্ববর্তী ৯০ দিন হইতে ৬০ দিনের মধ্যে শূন্য পদ পূরণের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

২) মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপসারণের ফলে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে পদটি শূন্য হইবার পর ৯০ দিনের মধ্যে, তাহা পূর্ণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

৩) সংসদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে—

ক) মেয়াদ অবসানের কারণে সংসদ ভাঙ্গিয়া যাইবার ক্ষেত্রে ভাঙ্গিয়া যাইবার পূর্ববর্তী নব্বই দিনের মধ্যে

খ) মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোন কারণে সংসদ ভাঙ্গিয়া যাইবার ক্ষেত্রে ভাঙ্গিয়া যাইবার পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে।

৪) সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া ব্যতীত কোন কারণে সংসদের কোন সদস্যপদ শূন্য হইলে পদটি শূন্য হইবার ৯০ দিনের মধ্যে উক্ত শূন্যপদ পূরণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

অনুচ্ছেদ-১২৪: নির্বাচন সম্পর্কে সংসদে বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।

অনুচ্ছেদ-১২৫: নির্বাচনী আইন ও নির্বাচনের বৈধতা।

অনুচ্ছেদ-১২৬: নির্বাচন কমিশনকে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের সাহায্যতা দান।

অষ্টম ভাগ : মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (১২৭-১৩২)

অনুচ্ছেদ-১২৭: মহা হিসাব নিরীক্ষক পদের প্রতিষ্ঠা।

অনুচ্ছেদ-১২৮: মহা হিসাব নিরীক্ষকের দায়িত্ব।

অনুচ্ছেদ-১২৯: মহা হিসাব নিরীক্ষকের কর্মের মেয়াদ— ১) মহাহিসাব নিরীক্ষক তাঁহার দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ হইতে ৫ বৎসর বা তাঁহার ৬৫ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া ইহার মধ্যে যাহা আগে ঘটে, সেইকাল পর্যন্ত স্থায়ী পদে বহাল থাকবেন।

অনুচ্ছেদ-১৩০: অস্থায়ী মহা হিসাব নিরীক্ষক।

অনুচ্ছেদ-১৩১: প্রজাতন্ত্রের হিসাব রক্ষার আকার ও পদ্ধতি।

অনুচ্ছেদ-১৩২: সংসদে মহা নিরীক্ষকের হিসাব উপস্থাপন।

নবম ভাগ : বাংলাদেশের কর্মবিভাগ (১৩৩-১৪১)

অনুচ্ছেদ-১৩৩: নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী।

অনুচ্ছেদ-১৩৪: কর্মের মেয়াদ।

অনুচ্ছেদ-১৩৫: অসামরিক সরকারি কর্মচারীদের বরখাস্ত প্রভৃতি।

অনুচ্ছেদ-১৩৬: কর্মবিভাগ পুনর্গঠন।

অনুচ্ছেদ-১৩৭: কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠা।

অনুচ্ছেদ-১৩৮: সদস্য নিয়োগ।

অনুচ্ছেদ-১৩৯: পদের মেয়াদ— ১) কোন সরকারি কর্মকমিশনের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্য তাঁহার দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ হইতে ৫ বৎসর বা তাঁহার ৬৫ বৎসর পূর্ণ হওয়া ইহার মধ্যে যাহা আগে ঘটে, সেই কাল পর্যন্ত স্থায়ী পদে বহাল থাকবেন।

অনুচ্ছেদ-১৪০: কমিশনের দায়িত্ব।

অনুচ্ছেদ-১৪১: বার্ষিক রিপোর্ট- ১) প্রত্যেক কমিশন প্রতি বৎসর মার্চ মাসের প্রথম দিবসে বা তাঁহার পূর্বে পূর্ববর্তী ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত এক বৎসরে স্বীয় কার্যাবলী সম্পর্কে রিপোর্ট প্রস্তুত করিবেন এবং তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবেন।

অনুচ্ছেদ-১৪১ (ক): জরুরী অবস্থা ঘোষণা।

অনুচ্ছেদ-১৪১ (খ): জরুরী অবস্থার সময় সংবিধানের কতিপয় অনুচ্ছেদের স্থগিতকরণ- এই সংবিধানের তৃতীয় ভাগের অন্তর্গত বিধানাবলীর কারণে রাষ্ট্র যে আইন প্রণয়ন করিতে ও নির্বাহী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সক্ষম নহেন, জরুরী অবস্থা ঘোষণার কার্যকরতার কালে এই সংবিধানের ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ ও ৪২নং অনুচ্ছেদসমূহের কোন কিছুই সেইরূপ আইন-প্রণয়ন ও নির্বাহী ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কিত রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করিবে না।

অনুচ্ছেদ-১৪১ (গ): জরুরী অবস্থার মৌলিক অধিকার সমূহ স্থগিতকরণ।

দশম ভাগ : সংবিধান সংশোধন (১৪২)

অনুচ্ছেদ-১৪২: সংবিধানে বিধান [সংশোধনের] ক্ষমতা- ১) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও

ক) সংসদের আইন দ্বারা এই সংবিধানের কোন বিধান সংশোধিত হইতে পরিবে: তবে শর্ত থাকে যে,

অ) অনুরূপ সংশোধনীর জন্য আনীত কোন বিলের সম্পূর্ণই শিরনাম এ এই সংবিধানের কোন বিধান সংশোধন করা হইবে বলিয়া স্পষ্টরূপে উল্লেখ না থাকিলে বিলটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হইবেনা:

আ) সংসদের মোট সদস্যদের অন্যান্য দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত না হইলে অনুরূপ কোন বিলে সম্মতিদানের জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবেনা।

খ) উপরি-উক্ত উপায়ে কোন বিল গৃহীত হইবার পর সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট তাহা উপস্থাপিত হইলে উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতি দান করিবেন এবং তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতি দান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

২) এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত কোন সংশোধনের ক্ষেত্রে ২৬ অনুচ্ছেদের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

একাদশ ভাগ : বিবিধ (১৪৩-১৫৩)

অনুচ্ছেদ-১৪৩: প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি।

অনুচ্ছেদ-১৪৪: সম্পত্তি ও কারবার প্রভৃতি প্রসঙ্গে নির্বাহী কর্তৃত্ব।

অনুচ্ছেদ-১৪৫: চুক্তি ও দলিল।

অনুচ্ছেদ-১৪৬: বাংলাদেশের নামে মামলা- ‘বাংলাদেশ’ এই নামে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বা বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ-১৪৭: কতিপয় পদধিকারীর পারিশ্রমিক প্রভৃতি।

অনুচ্ছেদ-১৪৮: পদের শপথ।

- অনুচ্ছেদ-১৪৯: প্রচলিত আইনের হেফাজত।
 অনুচ্ছেদ-১৫০: ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী।
 অনুচ্ছেদ-১৫১: রহিতকরণ।
 অনুচ্ছেদ-১৫২: ব্যাখ্যা।
 অনুচ্ছেদ-১৫৩: প্রবর্তন, উল্লেখ ও নির্ভরযোগ্য পাঠ।

রাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে প্রধান

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক
 পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর
 বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি
 বাংলাদেশ স্কাউট
 এশিয়টিক সোসাইটি

প্রধানমন্ত্রী পদাধিকারবলে প্রধান

- ❖ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ নির্বাহী কমিটি (ECNEC)
- ❖ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (NEC)
- ❖ জাতীয় প্রশাসন পুনর্গঠন/সংস্কার/বাস্তবায়ন কমিটি (NICAR)
- ❖ বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ গভর্নিং বোর্ড
- ❖ বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ড

সাংবিধানিক সংস্থা	সাংবিধানিক পদ	সংবিধিবদ্ধ পদ
১। জাতীয় সংসদ বা আইন বিভাগ	১। রাষ্ট্রপতি	১। এ্যাটর্নী জেনারেল
২। সুপ্রিম কোর্ট বা বিচার বিভাগ	২। প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীগণ (প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী)	২। ন্যায়পাল
৩। সরকারী কর্ম-কমিশন	৩। স্পিকার	ইত্যাদি
৪। নির্বাচন কমিশন	৪। ডেপুটি স্পিকার	
	৫। প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি	
	৬। সংসদ সদস্যবৃন্দ	
	৭। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার	
	৮। মহা-হিসাব রক্ষক ও নিয়ন্ত্রক	
	৯। সরকারী কর্ম-কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্য	

বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনী সমূহ

- ❖ বাংলাদেশ সংবিধানে এ পর্যন্ত ১৬টি সংশোধনী আনা হয়েছে। নিম্নে এগুলো ব্যাখ্যা করা হলো:

প্রথম সংশোধনী :

শিরোনাম: সংবিধান [প্রথম সংশোধন] আইন, ১৯৭৩।

উত্থাপনকারী: আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর।

সংসদে পাশের তারিখ: ১৫ জুলাই, ১৯৭৩।

বিষয়বস্তু: যুদ্ধাপরাধীসহ অন্যান্য গণবিরোধীদের বিচার নিশ্চিত করা।

দ্বিতীয় সংশোধনী :

শিরোনাম: সংবিধান [দ্বিতীয় সংশোধন] আইন, ১৯৭৩

উত্থাপনকারী: আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর।

সংসদে পাশের তারিখ: ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩

বিষয়বস্তু: আভ্যন্তরীণ ও বহিরাক্রমণ গোলযোগে দেশের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক জীবন বিপদাপন্ন হলে সে অবস্থায় জরুরী অবস্থা ঘোষণার বিধান।

তৃতীয় সংশোধনী:

শিরোনাম: সংবিধান [তৃতীয় সংশোধন] আইন, ১৯৭৪।

উত্থাপনকারী: আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর।

সংসদে পাশের তারিখ: ২৩ নভেম্বর, ১৯৭৪

বিষয়বস্তু: বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তি অনুযায়ী বেরুবাড়ীকে ভারতের নিকট হস্তান্তরের বিধান।

চতুর্থ সংশোধনী:

শিরোনাম: সংবিধান [চতুর্থ সংশোধন] আইন, ১৯৭৫

উত্থাপনকারী: আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর।

সংসদে পাশের তারিখ : ২৫ জানুয়ারি, ১৯৭৫।

বিষয়বস্তু: সংসদীয় শাসন পদ্ধতির পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনপদ্ধতি চালু করা এবং বহুদলীয় রাজনীতির পরিবর্তে একদলীয় রাজনীতি (বাকশাল) প্রবর্তন।

পঞ্চম সংশোধনী:

শিরোনাম: সংবিধান [পঞ্চম সংশোধন] আইন, ১৯৭৯।

উত্থাপনকারী: শাহ আজিজুর রহমান।

সংসদে পাশের তারিখ: ৫ এপ্রিল, ১৯৭৯

বিষয়বস্তু: ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকে ১৯৭৯ সালের ৫ এপ্রিল পর্যন্ত সামরিক সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের বৈধতা দান। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৭৮ সালের ২য় ঘোষণাবলে ‘বাংলা’ জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে ‘বাংলাদেশী’ জাতীয়তাবাদ প্রবর্তিত হয়। ১৯৭৮ সালে ২য় ঘোষণাপত্রে আদেশ নম্বর ৪ এর ২য় তফসিলবলে বাংলাদেশের সংবিধানের শুরুতে ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’ সন্নিবেশিত হয়।

ষষ্ঠ সংশোধনী:

শিরোনাম: সংবিধান [ষষ্ঠ সংশোধন] আইন, ১৯৮১

উত্থাপনকারী: শাহ আজিজুর রহমান

সংসদে পাশের তারিখ: ৮ এপ্রিল, ১৯৮১।

বিষয়বস্তু: উপ-রাষ্ট্রপতির পদে থেকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের বিধান নিশ্চিতকরণ।

সপ্তম সংশোধনী :

শিরোনাম : সংবিধান [সপ্তম সংশোধন] আইন, ১৯৮৬।

উত্থাপনকারী : আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী বিচারপতি এ কে এম নূরুল ইসলাম।

সংসদে পাশের তারিখ: ১০ নভেম্বর, ১৯৮৬।

বিষয়বস্তু: ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চের পর থেকে ১৯৮৬ সালের ৯ নভেম্বর পর্যন্ত সামরিক শাসনের অধীনে যে সমস্ত আদেশ জারি হয় তা বৈধ করার জন্য।

অষ্টম সংশোধনী :

শিরোনাম : সংবিধান [অষ্টম সংশোধন] আইন, ১৯৮৯।

উত্থাপনকারী : ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ।

সংসদে পাশের তারিখ : ৭ জুন, ১৯৮৮।

বিষয়বস্তু : রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে ইসলামকে স্বীকৃতি দান। Dacca এর নাম Dhaka এবং Bengali এর নাম Bangla করা হয়।

নবম সংশোধনী :

শিরোনাম: সংবিধান [নবম সংশোধন] আইন, ১৯৮৯।

উত্থাপনকারী: সংসদ নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ।

সংসদে পাশের তারিখ: ১০ জুলাই, ১৯৮৯।

বিষয়বস্তু: রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সাথে উপ-উপররাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠান করা রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ ৫ বছর এবং রাষ্ট্রপতি পদে কোন ব্যক্তিকে একাদিক্রমে দুই মেয়াদে সীমাবদ্ধ রাখা।

দশম সংশোধনী:

শিরোনাম: সংবিধান [দশম সংশোধন] আইন, ১৯৯০।

উত্থাপনকারী: আইন ও বিচারমন্ত্রী হাবিবুল ইসলাম

সংসদে পাশের তারিখ: ১২ জুন, ১৯৯০।

বিষয়বস্তু: সংসদে মহিলাদের জন্য ৩০ টি আসন আরও ১০ বছরের জন্য সংরক্ষণ।

একাদশ সংশোধনী:

শিরোনাম: সংবিধান [একাদশ সংশোধন] আইন, ১৯৯১

উত্থাপনকারী: আইন ও বিচারমন্ত্রী মীর্জা গোলাম হাফিজ।

সংসদে পাশের তারিখ: ৬ আগস্ট, ১৯৯১।

বিষয়বস্তু: অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের স্বপদে ফিরে যাবার বিধান।

দ্বাদশ সংশোধনী:

শিরোনাম: সংবিধান [দ্বাদশ সংশোধন] আইন, ১৯৯১

উত্থাপনকারী: প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া।

সংসদে পাশের তারিখ: ৬ আগস্ট, ১৯৯১।

বিষয়বস্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পরিবর্তে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন। উপ-রাষ্ট্রপতি, উপ-প্রধানমন্ত্রী পদগুলো বিলুপ্ত করা হয়।

ত্রয়োদশ সংশোধনী:

শিরোনাম: সংবিধান [ত্রয়োদশ সংশোধন] আইন, ১৯৯৬।

উত্থাপনকারী: শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার।

সংসদে পাশের তারিখ: ২৭ মার্চ, ১৯৯৬।

বিষয়বস্তু: অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন।

চতুর্দশ সংশোধনী:

শিরোনাম: সংবিধান [চতুর্দশ সংশোধন] আইন, ২০০৪

উত্থাপনকারী: আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ।

সংসদে পাশের তারিখ: ১৬ মে, ২০০৪।

বিষয়বস্তু: ৪৫টি সংরক্ষিত মহিলা আসন আগামী ১০ বৎসরের জন্য সংরক্ষণ। সরকারীভাবে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি সরকারী অফিসসহ নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বয়স ৬৫ থেকে ৬৭ বছর, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের বয়স নিয়োগ লাভের তারিখ হতে ৫ বছর বা ৬৫ বয়স পর্যন্ত এবং সরকারী কর্মকমিশনের সভাপতি এবং অন্যান্য সদস্যদের বয়স ৬২ থেকে ৬৫ তে উন্নীতকরণ। নির্বাচনের পর নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণ করাতে স্পিকার ব্যর্থ হলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার শপথবাক্য পাঠ করাবেন।

পঞ্চদশ সংশোধনী:

শিরোনাম: সংবিধান [পঞ্চদশ সংশোধন] আইন, ২০১১।

উত্থাপনকারী: আইন মন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমদ।

সংসদে পাশের তারিখ: ৩০ জুন, ২০১১

বিষয়বস্তু: তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল। ৫৮ ক অনুচ্ছেদ এবং ২ ক পরিচ্ছেদ (৫৮ খ, ৫৮ গ, ৫৮ ঘ এবং ৫৮ঙ অনুচ্ছেদ) বিলুপ্ত। দলীয় সরকারের অধীনে মেয়াদ শেষ হবার আগের ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান। নির্বাচনের আগের ৯০ দিন সংসদ অধিবেশন বসার বাধ্যবাধকতা না রাখা। প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনার নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা স্বীকৃতি এবং তাঁর প্রতিকৃতি সরকারী অফিসসহ নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষণ ও প্রদর্শন। সংরক্ষিত নারী আসন ৪৫ থেকে ৫০ এ উন্নীতকরণ। পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম তিনটি তফসিল সংযোজন।

পঞ্চম তফসিল-১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেইসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেয়া ঐতিহাসিক ভাষণের পূর্ণ বিবরণ। ষষ্ঠ তফসিল- ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাত্রে শেষে অর্থাৎ ২৬ মার্চ ঘোষণার টেলিগ্রাম।

৭ম তফসিল- ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের পূর্ণবিবরণ।

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঘোষিত জরুরী অবস্থার মেয়াদকাল সর্বোচ্চ ৪ মাস।

ষোড়শ সংশোধনী: (সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক ষোড়শ সংশোধনী বাতিল করা হয়েছে)

শিরোনাম : সংবিধান [ষোড়শ সংশোধন] আইন, ২০১৪।

উত্থাপনকারী : আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক।

সংসদে পাশের তারিখ : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪

বিষয়বস্তু : বিচারপতিদের অভিশংসন বা অপসারণের ক্ষমতা জাতীয় সংসদে অর্পণ।

- ❖ সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক তিনটি সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। এগুলো হলো পঞ্চম সংশোধনী (০২ ফেব্রুয়ারি ২০১০, আপিল বিভাগ কর্তৃক), সপ্তম সংশোধনী (১৬ মে ২০১০, আপিল বিভাগ কর্তৃক), ত্রয়োদশ সংশোধনী (১০ মে ২০১১, আপিল বিভাগ কর্তৃক)।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

বাংলাদেশের আকাশপথ

বাংলাদেশের প্রথম অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট চালু হয়	১৯৭২ (ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে)
বাংলাদেশে প্রথম আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালু হয়	১৯৭২ (ঢাকা-লন্ডন-ঢাকা)
অভ্যন্তরীণ রুটে বেসরকারী খাতে বাংলাদেশে প্রথম বিমান সার্ভিস চালু হয়	১৯৯৫ সালে ঢাকা-বরিশাল রুটে

বাংলাদেশের বিমান সংস্থা

বাংলাদেশের বিমান সংস্থার নাম	বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্স লিমিটেড
বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্সের প্রতিষ্ঠাকাল	১৯৭২
বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্স এর কোম্পানিকরণ করা হয়	২০০৭
বাংলাদেশ বিমানের স্লোগান	আকাশে শান্তির নীড়
বাংলাদেশ বিমানের প্রতীক	বলাকা
বাংলাদেশ বিমানের প্রতীকের ডিজাইনার	কামরুল হাসান
বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারী বিমান সংস্থা	অ্যারো বেঙ্গল এয়ার লাইন্স

বাংলাদেশ রেলপথ

বিশ্বে প্রথম রেলপথ বসানো হয়	১৮২৫ সালে, ইংল্যান্ডে
উপমহাদেশে প্রথম রেলযোগাযোগ চালু করেন	লর্ড ডালহৌসি, ১৮৫৩ সালে
ব্রিটিশ বাংলায় প্রথম রেললাইন বসানো হয়	১৮৫৪ সালে, হাওড়া থেকে চুঁচুড়া পর্যন্ত
বাংলাদেশে প্রথম রেললাইন বসানো হয়	১৮৬২ সালে, দর্শনা হইতে কুষ্টিয়ার জগতি পর্যন্ত
বাংলাদেশের প্রথম মিটারগেজ রেলপথ	ঢাকা-নারায়নগঞ্জ
ঢাকা ও কলকাতার মধ্য 'মৈত্রী এক্সপ্রেস' চালু হয়	২০০৮

বাংলাদেশে তিন ধরনের রেলপথ আছে। যথা	ব্রডগেজ, মিটারগেজ ও ডুয়েলগেজ
বাংলাদেশের বৃহত্তম রেল স্টেশন	ঢাকার কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন
বাংলাদেশের রেলওয়ে কারখানা আছে	সৈয়দপুর (বৃহত্তম রেলওয়ে কারখানা)

বাংলাদেশ রেলওয়ে

বাংলাদেশ রেলওয়ে সংস্থার নাম	বাংলাদেশ রেলওয়ে
বাংলাদেশ রেলওয়ে দুটি অঞ্চলে বিভক্ত। যথাঃ	পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল
বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্বিক সদর দপ্তর	রমনা, ঢাকা
বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলীয় সদর দপ্তর	চট্টগ্রাম
বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলীয় সদর দপ্তর	সৈয়দপুর, নীলফামারী

সমুদ্রবন্দর

বাংলাদেশে সমুদ্রবন্দর ৩টি। যথা- চট্টগ্রাম, মংলা, পায়রা।

সমুদ্রবন্দর	যে নদীর তীরে অবস্থিত	বর্ণনা
চট্টগ্রাম	কর্ণফুলী	বাংলাদেশের বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর। ১৮৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে ১৮৮৮ সাল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এর কার্যক্রম শুরু হয়।
মংলা	পশুর ও মংলা নদীর সংযোগস্থলে	১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বন্দরটি বাগেরহাট জেলায় অবস্থিত। এই বন্দরের বড় বড় জাহাজের মাল খালাস করা হয় চালনায়।
পায়রা	পায়রা	পটুয়াখালী কলাপাড়া উপজেলার রামনাবাদ চ্যানেলে পায়ার নদীতে অবস্থিত দেশের তৃতীয় সমুদ্রবন্দর।

বিমানবন্দর

আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	অবস্থান	বর্ণনা
হযরত শাহজালাল (রহ.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	ঢাকা	বাংলাদেশের প্রথম ও বৃহত্তম বিমানবন্দর। ১৯৮০ সালে বিমানবন্দরটি চালু হয়। পূর্ব নাম- কুমিটোলা বিমানবন্দর, জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর।
শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	চট্টগ্রাম	১৯৯২ সালে সরাসরি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালু হয়। পূর্বনাম- এম.এ হান্নান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর।
ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	সিলেট	বাংলাদেশের সর্বশেষ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। ১৯৯৯ সালে বিমানবন্দরটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মর্যাদা লাভ করে।

কন্টেইনার ডিপো

বাংলাদেশের প্রথম ও বৃহত্তম কন্টেইনার ডিপো	চট্টগ্রাম
বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার ডিপো	কমলাপুর, ঢাকা
বাংলাদেশের প্রথম অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার নৌ-টার্মিনাল	কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

নদীবন্দর

বাংলাদেশের প্রধান নদীবন্দর নারায়নগঞ্জ যা শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে অবস্থিত। নারায়নগঞ্জ নদীবন্দরটি বাংলাদেশের বৃহত্তম নদীবন্দর। চাঁদপুর নদীবন্দরটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর যা মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত। বাংলাদেশের সর্বশেষ বা ২৯তম নদীবন্দর জমু চৌধুরীর হাট (লক্ষ্মীপুর সদর)।

বাংলাদেশের স্থলবন্দর সমূহ

বাংলাদেশের স্থলবন্দরসমূহ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন। বাংলাদেশে বর্তমানে ২৩টি স্থল বন্দর আছে।

স্থলবন্দর	অবস্থান	বর্ণনা
বাংলা বান্ধা	তেঁতুলিয়া	
বুড়িমারী	লালমনিরহাট	
হিলি	দিনাজপুর	বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থলবন্দর।
বিরল	দিনাজপুর	
সোনা মসজিদ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	
তামাবিল	সিলেট	
আখাউড়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	
হালুয়াঘাট	ময়মনসিংহ	
বিবিরবাজার	কুমিল্লা	
দর্শনা	চুয়াডাঙ্গা	
বেনাপোল	শারশা, যশোর	বাংলাদেশের বৃহত্তম স্থলবন্দর। বাংলাদেশের একমাত্র সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন বন্দর।
ভোমড়া	সাতক্ষীরা	
টেকনাফ	কক্সবাজার	মিয়ানমারে সাথে বাংলাদেশের একমাত্র স্থলবন্দর
বিলোনিয়া	পত্তরাম, ফেনী	
নাকুগাঁও	নলিতাবাড়ী, শেরপুর	
রামগড়	খাগড়াছড়ি	
বঙ্গসোনাহাট	ভুরুঙ্গামারি, কুড়িগ্রাম	
তেগামুখ	বড়কল, রাঙামাটি	
চিলাহাটি	নীলফামারী	
মাওয়া		
শেওলা	সিলেট	
বাঘা	হবিগঞ্জ	বাংলাদেশের সর্বশেষ স্থল বন্দর

এশিয়ান হাইওয়ে ও বাংলাদেশ

এশিয়ান দেশগুলোর মধ্যে সড়কপথে বাণিজ্য ও পর্যটন বাড়াতে ১৯৫৯ সালে এশিয়ান হাইওয়ে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয় জাতিসংঘের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (ESCAP)। ২০০৩ সালে (ESCAP) এর ৫৮তম সম্মেলনে এ বিষয়ে ৩২টি দেশের মধ্যে একটি আন্তঃসমঝোতা হয়। এশিয়ান হাইওয়ে চুক্তিটি কার্যকর হয় ২০০৫ সালে। ২০০৭ সালে বাংলাদেশ ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়েতে যোগদান করে। ২০০৯ সালে বাংলাদেশ সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের আন্তমন্ত্রণালয় বৈঠকে এশিয়ান হাইওয়েতে যুক্ত হবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

বাংলাদেশের ডাক ব্যবস্থা

বিশ্বে সর্বপ্রথম ডাক ব্যবস্থার প্রচলন হয়	মিশরে, ২০০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে
ভারতীয় উপমহাদেশে ডাকসার্ভিস চালু হয়	১৭৭৪ সালে, শেরশাহের আমলে
ভারতীয় উপমহাদেশে ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেন	শেরশাহ
বিশ্বের প্রথম ডাকটিকিট চালু হয়	ইংল্যান্ডে
বিশ্বের প্রথম ডাকটিকেটের নাম	পেনিন্সুলার
ডাকটিকিটে দেশের নাম লেখা থাকেনা	ইংল্যান্ডের
ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম ডাকটিকিট চালু হয়	১৮৭৫ সালে
বাংলাদেশে প্রথম ডাকটিকিট চালু হয়	১৯৭১ (মুজিবনগর সরকার প্রকাশ করে)
বাংলাদেশে প্রথম ডাকটিকিটে ছিল	বাংলাদেশের মানচিত্রের ছবি
বাংলাদেশ ডাকটিকিটের ডিজাইনার	বিমান মল্লিক
স্বাধীনতার পর প্রথম ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়	১৯৭২
স্বাধীনতার পর প্রকাশিত প্রথম ডাকটিকিটে ছিল	শহীদ মিনারের ছবি
স্বাধীনতার পর প্রকাশিত প্রথম ডাকটিকিটের ডিজাইনার	রিন্টি চিন্টানিশ
স্বাধীনতার পর প্রথম পোস্টকার্ড প্রকাশিত হয়	১৯৭২
বাংলাদেশে প্রথম ডাকঘর	জি.পি.ও
বাংলাদেশ পোস্ট অফিস জাদুঘর অবস্থিত	ঢাকার জি.পি.ও (পুরানা পল্টন) এ
বাংলাদেশের একমাত্র পোস্টাল একাডেমি	রাজশাহীতে
বাংলাদেশের প্রথম ডাকঘর স্থাপিত হয়	চুয়াডাঙ্গায়
বাংলাদেশের সাথে ডাক যোগাযোগ নেই	ইসরাইলের

বাংলাদেশের ডাক বিভাগ

বাংলাদেশ ডাক বিভাগের স্লোগান	সেবাই ধর্ম
বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মনোহ্রাম	একটি ধাবমান রানারের কাঁধে ঝোলানো চিঠির ব্যাগ, হাতে একটি বল্লম এবং মাথায় একটি প্রজ্জ্বলিত লণ্ঠন।
বাংলাদেশ ডাক বিভাগের সদর দপ্তর	ঢাকায়
বাংলাদেশ ডাক বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা	ডাক প্রবাহ

বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা**বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (BTRC)**

BTRC এর পূর্ণরূপ	Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission
BTRC প্রতিষ্ঠিত হয়	২০০১
BTRC কার্যক্রম শুরু করে	২০০২

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড (BTCL)

BTCL এর পূর্ণরূপ	Bangladesh Telecommunication Company Limited.
BTCL যাত্রা শুরু করে	২০০৮
BTCL যাত্রা সদর দপ্তর	ঢাকার ইস্কাটনে

VOIP (Voice Over Internet Protocol)**টেলিযোগাযোগ সম্পর্কিত বাংলাদেশে প্রথম**

বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল ফোন চালু হয়	১৯৯০ সালে
বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠা করেন	রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলায়
বাংলাদেশে প্রথম ইন্টারনেট ব্যবহার শুরু হয়	১৯৯৬ সালে
ইসরাইলের সাথে বাংলাদেশের কোনে টেলিযোগাযোগ নেই।	

বাংলাদেশের মোবাইল ফোন কোম্পানী

বাংলাদেশে ৬টি মোবাইল ফোন কোম্পানী বর্তমানে চালু আছে।

নাম	যাত্রাশুরু	মন্তব্য
প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লি: (সিটিসেল)	১৯৯৩	বাংলাদেশের প্রথম মোবাইল ফোন কোম্পানী
গ্রামীণফোন লিমিটেড (জিপি)	১৯৯৭	গ্রাহক সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের বৃহত্তম মোবাইল ফোন কোম্পানী।
রবি এক্সাইট লিমিটেড (রবি)	১৯৯৭	-
ওরাসকম টেলিকম বাংলাদেশ লিমিটেড (বাংলালিংক)	২০০৫	- www.boighar.com
টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ	২০০৫	বাংলাদেশের একমাত্র সরকারী মোবাইল ফোন কোম্পানী
এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড	২০০৭	বাংলাদেশের সর্বশেষ মোবাইল ফোন কোম্পানী

সাবমেরিন ক্যাবল ও বাংলাদেশ

সাবমেরিন ক্যাবল প্রকল্পটি	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন
বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে যুক্ত হয়	২০০৬ সালে

বাংলাদেশের সাবমেরিন ল্যান্ডিং স্টেশন	কক্সবাজারের বিলংজায়
বাংলাদেশের সাবমেরিন ক্যাবলে যে কনসোর্টিয়ামের মাধ্যমে যোগদান করে তা হল-	SEA-ME-WE-4
বাংলাদেশের দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল	SEA-ME-WE-5 (যুক্ত হয় ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭)

বাংলাদেশের ভূ-উপগ্রহ

আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে যে কেন্দ্র ব্যবহার করা হয়, তাই ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র। বাংলাদেশে ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের সংখ্যা ৪টি।

উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্রের নাম	অবস্থান	প্রতিষ্ঠাকাল	মন্তব্য
বেতুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র	রাঙামাটি	১৯৭৫ সালে	বাংলাদেশের প্রথম ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র
তালিাবাদ ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র	গাজীপুর	১৯৮২ সালে	
মহাখালী ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র	ঢাকা	১৯৯৫ সালে	
সিলেট ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র	সিলেট	১৯৯৭ সালে	বাংলাদেশের সর্বশেষ ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা

উপমহাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন ‘হান্টার কমিশন’। ১৮৮২ সালে গঠিত এ কমিশনের প্রধান ছিলেন উইলিয়াম হান্টার। এ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে জেলা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

- বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়- ১৯৭২ সালে।
- বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন- ড. কুদরত-ই-খুদা।
- ‘একমুখী শিক্ষা কার্যক্রম’ এর সুপারিশ করেছে- কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন।
- ১৯৯৭ সালে গঠিত জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সভাপতি ছিলেন- শামসুল হক।
- সর্বশেষ শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয় ২০০৯ সালে এবং এই কমিটির প্রধান ছিলেন অধ্যাপক কবির চৌধুরী। বর্তমানে ‘শিক্ষানীতি ২০১০’ কার্যকর।

শিক্ষা ব্যবস্থা ও স্তর

বাংলাদেশে বর্তমানে চার ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। যথা:

১) সাধারণ শিক্ষা ২) কারিগরি বৃত্তিমূলক ৩) মাদ্রাসা শিক্ষা ৪) প্রফেশনাল শিক্ষা।

➤ বাংলাদেশে বর্তমানে শিক্ষার স্তর চারটি।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এ বাংলাদেশে শিক্ষার স্তর। যথা:

প্রাথমিক স্তর	১ম - ৮ম শ্রেণি	মাধ্যমিক স্তর	৯ম - ১০ম শ্রেণি
উচ্চমাধ্যমিক স্তর	একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি	উচ্চতর স্তর	পরবর্তী শিক্ষা

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা

- প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় হল- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
- মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় হল- শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

- প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বপ্রথম অবৈতনিক, সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করে— কুদরত-ই খোদা শিক্ষা কমিশন।
- বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয়— ১ জানুয়ারি ১৯৯২ সালে ৬৮টি উপজেলাতে।
- বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দেশব্যাপী সম্প্রসারিত হয়— ১ জানুয়ারি ১৯৯৩ সালে।
- ছেলে-মেয়ে উভয়ের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে— ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত।
- মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়— স্নাতক (ডিগ্রী) বা সমমান পর্যন্ত।
- উপমহাদেশে প্রথম নৈশ বিদ্যালয় চালু হয়— ১৯১৮ সালে।
- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গঠিত হয়— ২০০৩ সালে।
- এ পর্যন্ত দেশের সবগুলো থানাকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর আওতাভুক্ত করা হয়েছে।
- প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে যে প্রতিষ্ঠানটি দায়িত্বপালন করে তার নাম— ‘ডিপিই’।
- পূর্ব বাংলার প্রথম সরকারি বালিকা বিদ্যালয়— ইডেন গার্লস স্কুল।
- বিশ্বব্যাকের অর্থায়নে এনজিও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত শিশুদের জন্য বিদ্যালয়ের নাম— আনন্দ স্কুল।
- কিভার গার্ডেন পদ্ধতির প্রবর্তক— ফ্রোয়েবল।
- বাংলাদেশে বর্তমানে শিক্ষাবোর্ডের সংখ্যা— ১১টি।
- মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা হল— দেশের প্রথম শিক্ষাবোর্ড, প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯২১।
- বাংলাদেশে শ্রেডিং পদ্ধতির প্রবর্তন (এস.এস.সি ও দাখিল— ২০০১ সালে) এবং (এইচ.এস.সি ও আলিম—২০০৩ সালে)।
- ২০১০ সাল হতে বাংলাদেশে মাধ্যমিক পরীক্ষায় সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়।
- বাংলাদেশে বর্তমানে শিক্ষাবোর্ড ১১টি। সর্বশেষ ময়মনসিংহ শিক্ষাবোর্ড।

ক্যাডেট কলেজ

বাংলাদেশে বর্তমানে সর্বমোট ক্যাডেট কলেজ ১২টি। এর মধ্যে মহিলা ক্যাডেট কলেজ ৩টি। ময়মনসিংহ, জয়পুরহাট এবং ফেনী জেলায় একটি করে গার্লস ক্যাডেট কলেজ আছে। বাংলাদেশের প্রথম ক্যাডেট কলেজ— ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলে। বাংলাদেশের প্রথম মহিলা ক্যাডেট কলেজ ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, ঢাকা। বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিল কবে পাস হয় ১৯৯২ সালে।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ

- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়— ১৯৫৩ সালে।
- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য— ড. ইতরাত হোসেন জুবেরী।
- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়— ১৯৬৬ সালে।

- বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরাতন এবং সর্ববৃহৎ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম- বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (ময়মনসিংহে অবস্থিত)
- কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব প্রথম উপাচার্য হন- ড. ওসমান গণি।
- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭০ সালে
- ত্রিশালে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম- ‘কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়’।
- বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (BUET) প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৬২ সারে।
- উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৯২ সালে।
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৯২ সালে।
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত- গাজীপুরে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার জন্য যে কমিশনটি গঠিত হয়েছিল তার নাম- ‘নাথান কমিশন’।
- ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড কার্জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯২১ সালে।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম ছাত্র ভর্তি করে অথবা শিক্ষাবর্ষ শুরু করে- ১৯২১ সালে।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হলেন- রাষ্ট্রপতি।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলর (উপাচার্য)- পি.জে.হার্টস
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপমহাদেশীয়, মুসলিম এবং বাঙালী উপাচার্য ছিলেন স্যার এ.এফ. রহমান
- বাংলাদেশের একমাত্র খাদ্য ও পুষ্টি ইনস্টিটিউট অবস্থিত- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বাংলাদেশের স্বাক্ষরতা আন্দোলন

বাংলাদেশের মোট নিরক্ষরমুক্ত জেলা ৭টি।

- বাংলাদেশের প্রথম নিরক্ষরমুক্ত গ্রাম- ঠাকুরগাঁও জেলার সালান্দ ইউনিয়নের কুচবাড়ী কৃষ্ণপুর গ্রাম।
- বাংলাদেশের প্রথম নিরক্ষরমুক্ত জেলা- মাগুরা।
- বাংলাদেশের সর্বশেষ নিরক্ষরমুক্ত জেলা- সিরাজগঞ্জ।

বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা কর্মসূচী

- বয়স্ক শিক্ষাকে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বলে। বাংলাদেশে সরকারীভাবে পূর্ণাঙ্গ গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়-১৯৮৭ সালে। বাংলাদেশে ‘খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা’ কর্মসূচী চালু হয়- ১৯৯৩ সালে। এ কর্মসূচীতে প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য ১৫ কেজি গম বরাদ্দ ছিল।
- পল্লী উন্নয়নকল্পে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী চালু হয়- ১৯৭৪ সালে।

স্বাস্থ্য সেবা

- বাংলাদেশের ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি হাসপাতালের নাম-পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র।
- ‘সূর্যের হাসি’- মা ও শিশু স্বাস্থ্যের প্রতীক।
- বাংলাদেশে ১৩টি পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্র আছে।
- বাংলাদেশের প্রথম মোবাইল (ভাসমান) হাসপাতালের নাম- জীবন তরী।
- ‘জীবনতরী’- একটি ভাসমান হাসপাতাল।
- বাংলাদেশে সর্বপ্রথম টেস্টিটিউব শিশুর মা হন- ফিরোজা বেগম।
- দেশে প্রথম টেসটিউব বেবীট্রয় ভূমিষ্ঠ হয়- ২০০১ সালে।
- বাংলাদেশের প্রথম হিমায়িত ক্রণ শিশুর জন্ম হয়- ২০০৮ সালে।
- বাংলাদেশে প্রথম হিমায়িত ক্রণ শিশুর নাম- অন্সরা।
- বাংলাদেশে সম্প্রসারিত টীকাদান কর্মসূচী শুরু হয়- ১৯৭৯ সালে।
- বার্ড ফ্লু ভাইরাস হল- ‘H-5 N-1’
- এ দেশে বেসরকারি পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী চালু হয়- ১৯৫৩ সালে।

দারিদ্র বিমোচন

দারিদ্র দুই প্রকার	ক) আয় দারিদ্র্য খ) মানব দারিদ্র্য
বাংলাদেশে দারিদ্র্য পরিমাপে ব্যবহৃত হয়	খাদ্যশক্তি গ্রহণ পদ্ধতি, প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ পদ্ধতি।
অনপেক্ষ দারিদ্র্য Absolute Poverty	জনপ্রতি প্রতিদিন ২১২২ কিলোক্যালরি বা তার নিচে খাদ্যগ্রহণকারী জনগোষ্ঠী।
চরম দারিদ্র্য Hard Core Poverty	জনপ্রতি প্রতিদিন ১৮০৫ কিলোক্যালরি বা তার নিচে খাদ্যগ্রহণকারী জনগোষ্ঠী
দারিদ্র বিমোচনে সমাজসেবা অধিদপ্তরের কার্যক্রম	পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (RSS) শহর সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম (UCD)
‘মঙ্গা’ দেখা দেয়	ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক মাসে রংপুর অঞ্চলে
বাংলাদেশে বয়স্ক ভাতা চালু হয়-	১৯৯৮ সালে।

- বাংলাদেশে চরম দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে- ৩১.৫% (বিবিএস জরিপ-২০১০) (২২.৪%) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য অতি দরিদ্র: ৭.৯%
- বাংলাদেশে দারিদ্রের হার সবচেয়ে বেশি- রংপুর বিভাগে।
- বাংলাদেশে দারিদ্রের হার সবচেয়ে কম- চট্টগ্রাম বিভাগে।

এনজিও

- এনজিও এর পূর্ণরূপ- ‘নন-গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন’।
- এনজিও বিষয়ক ব্যুরো হল- এনজিওদের কাজ নিয়ন্ত্রণকারী একটি সরকারি সংস্থা।
- বাংলাদেশের অধিকাংশ এনজিও বাস্তবায়ন করে- ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী।

- বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এনজিও- ব্র্যাক।
- পৃথিবীর সর্ববৃহৎ এনজিও- ব্র্যাক।
- ব্র্যাক এর পূর্ণরূপ- Bangladesh Rural Advancement Committee.
- ব্র্যাক এর প্রতিষ্ঠাতা- ফজলে হাসান আবেদ।
- ‘কেয়ার’ একটি- আমেরিকার এনজিও।
- SDF প্রতিষ্ঠিত হয়- ২০০০ সালে।
- SDF এর পূর্ণরূপ- সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন।
- SDF এর প্রধান অফিস- ঢাকা।
- SDF অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন।
- SDF কর্মসূচী বাস্তবায়নে অনুদান গ্রহণ করে- বিশ্ব ব্যাংক থেকে।

চুক্তি

গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি:

ভারতের নয়াদিল্লীর হায়দ্রাবাদ হাউসে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তির স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা বন্টন। এই চুক্তি অনুসারে গঙ্গার পানিতে পানির প্রবাহ ৭০-৭৫ হাজার কিউসেক হলে ভারত পাবে ৪০ হাজার কিউসেক এবং বাকীটুকু পাবে বাংলাদেশ। আবার পানি প্রবাহ ৭০ হাজার কিউসেক হলে বাংলাদেশ ও ভারত সমান সমান ভাগ পাবে। এই চুক্তিটি ৩০ বছরের জন্য করা হয়েছিল। চুক্তিটিতে বাংলাদেশের পক্ষে শেখ হাসিনা এবং ভারতের পক্ষে ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবগৌড়া স্বাক্ষর করেছিলেন। ফারাক্কা বাঁধ চালু হয় ১৯৭৫ সালে। জাতিসংঘে ৩১ তম অধিবেশনে বাংলাদেশ ফারাক্কা ইস্যু উত্থাপন করে।

বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী চুক্তি:

১৯৭২ সালের ১৯ মার্চ বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিটির উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে মৈত্রী, শান্তি ও সহযোগিতা বৃদ্ধি। ২৫ বছর মেয়াদি এই চুক্তি শেষ হয় ১৯৯৭ সালের ১৮ মার্চ। এই চুক্তিতে বাংলাদেশের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের পক্ষে শ্রীমতি ইন্দরা গান্ধী স্বাক্ষর করেছিলেন।

পার্বত্য শান্তি চুক্তি:

পার্বত্য শান্তিচুক্তিটি বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংহতি সমিতির মধ্যে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে তৎকালীন টপি হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংহতি সমিতির পক্ষে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সম্ভ্র লারমা নামে পরিচিত) স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির ফলে ১৯৯৮ সালে শান্তি বাহিনী আত্মসমর্পণ করে এবং একই বছর শান্তি বাহিনী বিলুপ্ত হয়। শান্তি বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সম্ভ্র লারমার বড় ভাই মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা। শান্তি বাহিনী ছিল জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র গেরিলা বাহিনী। পার্বত্য

শান্তিচুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য সংখ্যা চেয়ারম্যানসহ ২২ জন। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানের পদমর্যাদা একজন প্রতিমন্ত্রীর সমান।

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তি:

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৬ মে ১৯৭৪ সালে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে। বাংলাদেশ ভারত সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশের পক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ভারতের পক্ষে ইন্দিরা গান্ধী। বাংলাদেশ ভারত সীমান্ত চুক্তির বিষয়বস্তু ছিল বাংলাদেশ ভারতকে বেডুবাড়ী হস্তান্তর করবে এবং বিনিময়ে বাংলাদেশ পাবে তিনবিঘা করিডোর।

বাংলাদেশ-ভারত পানিচুক্তি:

ভারত সরকার বাংলাদেশের পদ্মা নদীর উজানে পানি প্রত্যাহারের জন্য ভারতের মনোহরপুর নামক স্থানে গঙ্গা নদীতে ১৯৬১ সালে ফারাক্কা বাঁধের নির্মাণ কাজ শেষ হয়। ভারত পরীক্ষামূলকভাবে ফারাক্কা বাঁধ চালু করে ১৯৭৫ সালে। ফারাক্কা বাঁধের কারণে বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। এখন পর্যন্ত ফারাক্কার ওপর ৫টি ভারত-বাংলাদেশ পানিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। যথা: ক) ১৯৭৫ সালে গঙ্গার পানিবন্টন নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তি। খ) ১৯৭৭ সালে ৫ বছর মেয়াদি গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি।

টিকফা চুক্তি:

টিকফা বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য ও বিনিয়োগ চুক্তি। ২০১৩ সালের ২৫ নভেম্বর চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়।

- ১৯৭৬ সালের ১৬ মে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী রাজশাহী থেকে মরণ ফাঁদ ফারাক্কা অভিমুখে লংমার্চ করেন।
- বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৭২ সালে।
- বাংলাদেশ-ভারত নৌ-ট্রানজিট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৭২ সালে।
- বাংলাদেশ NPT চুক্তির স্বাক্ষর করে ১৯৭৯ সালে।
- বাংলাদেশ ১৯৯৬ সালে ১২৯ তম দেশ হিসাবে পরমাণু পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি (CTBT) স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ (CTBT) অনুমোদনকারী বিশ্বের ২৭তম দেশ।
- বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের সাথে HANA চুক্তি স্বাক্ষর করে ১৯৯৮ সালের আগস্টে।
- বাংলাদেশ-মিয়ানমার স্থল সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৯৮ সালে।
- বাংলাদেশ ১৯৯৯ সালে স্থল মাইন চুক্তি বা অটোয়া চুক্তি স্বাক্ষর করে।
- বাংলাদেশ কিয়োটো প্রটোকল স্বাক্ষর করে ২০০১ সালে।
- Extradition Treaty হল অপরাধী প্রত্যর্পণ চুক্তি।

প্রতিরক্ষা ও সশস্ত্র বাহিনী

- বাংলাদেশের দেশরক্ষা বাহিনী সংগঠন বিভক্ত তিন ভাগে- যথা: আর্মি, নেভি, বিমান বাহিনী।
- বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সদর দপ্তর- ঢাকায়।
- বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ পদ- জেনারেল।
- বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর রণতরীর নাম-বিএনএস পদ্মা।
- বাংলাদেশ প্রথম নৌ-বহরের নাম- বঙ্গবন্ধু।
- বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি অবস্থিত- পতেঙ্গায়।
- বাংলাদেশ ‘মিলিটারি একাডেমি’ অবস্থিত- চট্টগ্রামের ভাটিয়ারীতে।
- বাংলাদেশের এয়ারফোর্স ট্রেনিং সেন্টার- যশোরে অবস্থিত।
- বাংলাদেশের একমাত্র মেরিন একাডেমি চট্টগ্রামের জলদিয়ায় অবস্থিত।
- ‘সোর্ড অব অনার’ সম্মান প্রদান সম্পর্কিত হল সেনাবাহিনীর সাথে।
- বাংলাদেশে প্রথম সামরিক আইন জারি করেন- খোন্দকার মোশতাক আহমেদ।
- ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোর রাত পর্যন্ত বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন- মেজর জেনারেল এ.কে.এম শফিউল্লাহ।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)

- বিডিআর এর বর্তমান নাম- Border Guard Bangladesh (BGB)
- বিজিবি (BDR) একটি- আধা সামরিক বাহিনী
- বিজিবি এর গঠনকালীন নাম- রামগড় লোকাল ব্যাটালিয়ান (১৭৭৫ সালে)
- বিজিবির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়- ২০১১ সালে।
- বিজিবি এর সদর দপ্তর- পিলখানা, ঢাকা।
- পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহ হয়- ২০০৯ সালে।
- রাইফেলস্ ট্রেনিং একাডেমি ‘বায়তুল ইজ্জত’ অবস্থিত- সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

পুলিশ

- বঙ্গ-ভারত উপমহাদেশের প্রথম পুলিশ ব্যবস্থা চালু করেন- লর্ড ক্যানিং।
- ঢাকা মহানগরীতে মেট্রোপলিটন পুলিশ চালু হয়- ১৯৭৬ সালে।
- বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি অবস্থিত- রাজশাহী জেলার সারদায়।
- পুলিশের ঘুম ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সেল গঠন করা হয়েছে তার নাম- কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স।

র‍্যাব

- বাংলাদেশ ‘র‍্যাব’ এর প্রতিশব্দ- র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ন।
- (RAB) গঠন করা হয়- আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন অ্যাক্ট ১৯৭৯ সংস্কার করে।
- র‍্যাব গঠনের লক্ষ্যে আইন পাস হয়- ২০০৩ সালে।

- সন্ত্রাস দমনে র‍্যাব আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে- ২৬ মার্চ ২০০৪ সালের স্বাধীনতা দিবসের প্যারেডে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে।
- বর্তমান আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নবগঠিত র‍্যাব এর পূর্ব নাম ছিল- র‍্যাট।
- র‍্যাবের সদর দপ্তর- ঢাকার কুর্মিটোলায়।

বাংলাদেশের স্পেশাল বাহিনী

SSF এর পূর্ণরূপ	Special Security Force
SSF নিরাপত্তা প্রদান করে	রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান, ও সরকার ঘোষিত VIP ব্যক্তিদের
PGR	বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বাহিনী
PGR এর পূর্ণরূপ	President Guard Regiment

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা সংস্থা

জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা	National Security Intelligence (NSI)	বাংলাদেশ সরকার
প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর	Directorate General of Force Intelligence (DGFI)	সামরিক বাহিনী
সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা	Directorate of Military Intelligence (DMI)	সামরিক বাহিনী
অপরাধ তদন্ত বিভাগ	Criminal Investigation Department (CID)	বাংলাদেশ পুলিশ
বিশেষ শাখা	Special Brance (SB)	বাংলাদেশ পুলিশ
সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স ইউনিট	Central Intelligence Unit (CIU)	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ফিন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট	Financial Intelligence Unit	বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা

জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটি (একনেক)

Executive Committee of National Economic Council (ECNEC). ECNEC কমিটি প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারী পরিষদ। কমিটির প্রধান হচ্ছে সরকার প্রধান (প্রধানমন্ত্রী)। একনেক এর বিকল্প চেয়ারম্যান হলেন অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী।

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

১৮৭৪ সালে স্যার উইলিয়াম জোস কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। ভারত বিভাগের পর ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘পাকিস্তান এশিয়াটিক সোসাইটি’। স্বাধীনতার পর এর নামকরণ করা হয় ‘বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি’। উদ্দেশ্য উন্নততর গবেষণা, মানুষ ও প্রকৃতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ইত্যাদি অনুসন্ধান। ২০০৩ সালে ‘বাংলাপিডিয়া’ নামে দশখণ্ডের একটি ‘এনসাইক্লোপিডিয়া’ বের করে। ‘বাংলা পিডিয়া’ এর সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম।

বাংলা একাডেমি

অবস্থান	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে
প্রতিষ্ঠাকাল	৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৫
প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট	ভাষা আন্দোলন
বাংলা একাডেমি ভবনের পুরাতন নাম	বর্ধমান হাউজ
বাংলা একাডেমির প্রথম সভাপতি	মাওলানা আকরাম খাঁ
বাংলা একাডেমির প্রথম পরিচালক	ড. মুহাম্মদ এনায়েত হক
বাংলা একাডেমির প্রথম মহাপরিচালক	ড. মায়হারুল ইসলাম
বাংলা একাডেমির মূল মিলনায়তনের নাম	আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ মিলনায়তন

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি শিশুদের জন্য জাতীয় একাডেমি। শিশুদের সাংস্কৃতিক প্রচার, উন্নয়ন এবং পৃষ্ঠপোষকতার জন্য ১৯৭৬ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন। শিশু একাডেমি প্রাঙ্গণে ‘দূরন্ত’ নামক ভাস্কর্য রয়েছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

অবস্থান	সেগুন বাগিচা, ঢাকা
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন	২০০১ সালে জাতিসংঘের সপ্তম মহাসচিব কফি আনানকে সাথে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।
উদ্বোধন	২১ ফেব্রুয়ারি ২০১০ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করেন।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী

সংক্ষিপ্ত নাম	বার্ড
অবস্থান	কোটবাড়ী, কুমিল্লা
প্রতিষ্ঠাকাল	১৯৫৯ সাল
প্রতিষ্ঠাতা	আখতার হামিদ খান
উদ্দেশ্য	পল্লী এলাকার দারিদ্র বিমোচন

বারডেম

অবস্থান	শাহবাগ, ঢাকা
প্রতিষ্ঠাকাল	১৯৮০
প্রতিষ্ঠাতা	ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিম
উদ্দেশ্য	ডায়বেটিস ও অন্যান্য হরমোনজনিত রোগের চিকিৎসা প্রদান

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র (ICDDR)

অবস্থান	মহাখালী, ঢাকা
প্রতিষ্ঠাকাল	১৯৭৮ সালে
প্রতিষ্ঠানের সাফল্য	খাবার স্যালাইন ও বেবি জিঙ্ক আবিষ্কার
বাংলাদেশে পরিচিত	কলেরা হাসপাতাল নামে

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সংক্ষিপ্ত নাম	BKSP
অবস্থান	জিরানী, সাভার, ঢাকা
প্রতিষ্ঠাকাল	১৯৮৬ সালে

লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

PATC এর পূর্ণ নাম	Public Administration Training Centre
অবস্থান	সাভার, ঢাকা
প্রতিষ্ঠাকাল	১৯৮৪ সালে
প্রতিষ্ঠানের প্রধান	রেস্ট্র
উদ্দেশ্য	বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন কর্তৃক বাছাইকৃত ক্যাডার ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সাধারণ ও মৌলিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ।

NIPORT

অবস্থান	আজিমপুর, ঢাকা
প্রতিষ্ঠাকাল	১৯৭৭ সালে
উদ্দেশ্য	জনসংখ্যা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান

NAPE

NAPE এর পূর্ণরূপ	National Academy for Primary Education
অবস্থান	ময়মনসিংহ
প্রতিষ্ঠাকাল	১৯৭৮

FBCCI

পরিচিতি	বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন
প্রতিষ্ঠাকাল	১৯৭৩

নাম

NAEM	National Academy for Education Management
অবস্থান	ঢাকা
প্রতিষ্ঠাকাল	১৯৭২ সাল
উদ্দেশ্য	শিক্ষা বিভাগের ট্রেনিং এর শীর্ষ প্রতিষ্ঠান

বিবিধ

উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী	প্রতিষ্ঠাকাল	১৯৬৮
	প্রতিষ্ঠাতা	সত্যেন সেন
বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র	প্রতিষ্ঠাকাল	১৯৮২
	প্রতিষ্ঠাতা	অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সাস্তিদ
	স্লোগান	আলোকিত মানুষ চাই
বাংলা উইকিপিডিয়া	প্রতিষ্ঠাকাল	২০০৩
	বিষয়বস্তু	বাংলা ভাষায় লেখা একমাত্র মুক্ত জ্ঞানভাণ্ডার

ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

নাম	BRRI	IRRI
অবস্থান	জয়দেবপুর, গাজীপুর	ম্যানিলা, ফিলিপাইন
প্রতিষ্ঠাকাল	১৯৭০ সালে	১৯৬০ সালে
পূর্ণরূপ	Bangladesh Rice Research Institute	International Rice Research Institute

বিভিন্ন কমিশন

- দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে বিলুপ্ত করে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করা হয়।
- বাংলাদেশে দুর্নীতি দমন কমিশন বিল পাস হয়- ২০০৪ সালে।
- বাংলাদেশে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠিত হয়- ২১ নভেম্বর ২০০৪।
- স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠিত- ৩ জন সদস্য নিয়ে।
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়- ২০০৮ সালে।
- বাংলাদেশে পরমাণু শক্তি কমিশন গঠিত হয়- ১৯৭৩।
- বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্যদের নিয়োগকারী হলেন- শিক্ষামন্ত্রী।
- বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান- অর্থমন্ত্রী।
- বাংলাদেশে শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭৪ সালে।

অর্থনীতি

সরকারের আয়- ঋণ গ্রহণ:

বাংলাদেশ সরকার কোন খাত থেকে সবচেয়ে বেশি আয় করে	ভ্যাট হতে
--	-----------

VAT (মূসক) এর পূর্ণরূপ	Value Added Tax (মূল্য সংযোজন কর)
বাংলাদেশের মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) প্রথম প্রবর্তিত হয়	১ জুলাই, ১৯৯১
কর আদায়ের দায়িত্ব—	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ট্যাক্স হলিডে (Tax Holiday)	সাধারণত শিল্পকে উৎসাহিত করার জন্য সাময়িকভাবে ট্যাক্স মওকুফ করা।

বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম

১৯৭৪ সালে অক্টোবরে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ এইড গ্রুপ (Bangladesh Aid Group)। একই বছর ২৯ অক্টোবর ফ্রান্সের প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ এইড গ্রুপের প্রথম বৈঠক। এ বৈঠকের নেতৃত্ব দেয় বিশ্বব্যাংক। ১৯৯৭ সালে ‘বাংলাদেশ এইড গ্রুপ’ এর নতুন নামকরণ করা হয় ‘প্যারিস কনসোর্টিয়াম গ্রুপ’ (Paris Consortium Group)। ২০০২ সালে ‘প্যারিস কনসোর্টিয়াম গ্রুপ’ এর নাম পরিবর্তন করে ‘বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম’ করা হয় এবং ঘোষণা করা হয় পরবর্তী সকল বৈঠক প্যারিসের পরিবর্তে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। ২০০৩ সালে ঢাকায় বিডিএফ এর প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ২০০৫ সালে ‘পিআরএস বাস্তবায়ন ফোরাম’ নামে বিডিএফ এর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

- বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের সমন্বয়কারী সংস্থা— বিশ্বব্যাংক।
- বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়— ফ্রান্সে।
- প্রতিবছর বিশ্ব বিনিয়োগ প্রতিবেদন প্রকাশ করে— আক্ফটাদ।
- বাংলাদেশের বার্ষিক বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ নির্ধারণকারী সংস্থা হচ্ছে— বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম।

রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা

বাংলাদেশে বর্তমানে ৮টি সরকারি EPZ রয়েছে।

সরকারি ইপিজেড

নাম	অবস্থান	বর্ণনা
চট্টগ্রাম	হালিশহর, চট্টগ্রাম	১৯৮৩ সালে স্থাপিত হয়। বাংলাদেশের প্রথম EPZ
ঢাকা	সাভার, ঢাকা	-
মংলা	মংলা, বাগেরহাট	-
ইশ্বরদী	পাকশি, পাবনা	-
উত্তরা	নীলফামারী	বাংলাদেশের একমাত্র কৃষিভিত্তিক EPZ
কুমিল্লা	বিমানবন্দর, কুমিল্লা	
আদমজী	নারায়নগঞ্জ	
কর্ণফুলী	পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম	বাংলাদেশের সর্বশেষ ইপিজেড

বেসরকারী ইপিজেড

রাঙ্গুনিয়া ইপিজেড	চট্টগ্রাম	বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারী
কোরিয়ান ইপিজেড	চট্টগ্রাম	আয়তনের দিক হতে বাংলাদেশের বৃহত্তম

উন্নয়ন পরিকল্পনা

উন্নয়নে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রবর্তক	রাশিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট স্ট্যালিন
বাংলাদেশে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে	পরিকল্পনা কমিশন
পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান	অর্থমন্ত্রী
পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ দেন	রাষ্ট্রপতি
PRSP এর পূর্ণরূপ	Poverty Reduction Strategy Papers
IPRSP এর পূর্ণরূপ	Intetrim Poverty Reduction Strategy Papers

বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা সমূহ

নাম	সময়কাল
প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	১৯৭৩-৭৮
দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৭৮-৮০
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	১৯৮০-৮৫
তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	১৯৮৫-৯০
চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	১৯৯০-৯৫
পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	জুলাই, ১৯৯৭ - জুন, ২০০২
পঞ্চদশ বার্ষিকী পরিকল্পনা	১৯৯৫- ২০১০
দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র (PRSP)-1	জুলাই, ২০০৫ - জুন, ২০০৮
দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র (PRSP)-2	জুলাই-০৮ - জুন, ১১ (ব্যয়-২,৮১,৪৮১ কোটি টাকা)
ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	২০১১ - ২০১৫ (ব্যয় ১৩৩২৬৭০ কোটি টাকা)
সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	২০১৬ - ২০২০ (৩১ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা)

বৈদেশিক সাহায্য

বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক সাহায্য দেয়	IDA
বাংলাদেশের জন্য সর্ববৃহৎ দ্বিপাক্ষিক দাতা দেশ	জাপান
জাপানের বৈদেশিক সাহায্যকারী সংস্থা	জাইকা (JICA)

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১৬

জিডিপি ২০১৫-১৬ (ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬):

জিডিপি	১৭,২৯,৫৬৭ কোটি টাকা
মাথাপিছু জিডিপি	১,৩৮৪ মার্কিন ডলার

জিডিপিতে প্রবৃদ্ধির হার	৭.০৫%
মাথাপিছু জাতীয় আয় (GNI)	১,৪৬৬ মার্কিন ডলার

→ বৈদেশিক সাহায্য প্রদানে বিশ্বে শীর্ষ দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং প্রাপ্তিতে শীর্ষ দেশ আফগানিস্তান।

→ বিশ্বের শীর্ষ ঋণদাতা দেশ জাপান।

জিডিপিতে বিভিন্ন খাতের অবদান: ২০১৫ - ১৬ অর্থবছর।

সেবা		৫৩.৩৯%	
শিল্প		৩১.২৮%	
কৃষি	ক) কৃষি ও বনজ	১১.৬৮%	১৫.৩৩%
	খ) মৎস্য সম্পদ	৩.৬৫%	

১) ধান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা (২০১৫-২০১৬)	৩৫০.৩০ লক্ষ মেট্রিক টন
২০১৫ অর্থবছরে মোট মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ মেট্রিক টন)	৩৮.৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন।

❖ ভোক্তা মূল্যসূচক অনুসারে মূল্যস্ফীতি (২০১৪-১৫)- ৫.৯৯%

রেমিট্যান্স

বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স আয় করে	সৌদি আরব হতে
বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি জনশক্তি আছে	সৌদি আরবে।
২০১৫ সালে সবচেয়ে বেশি জনশক্তি রপ্তানি করে	ওমানে (২৩%)

➤ বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ (৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬)- ৩১.১৬ বিলিয়ন।

শ্রেণীভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশীর সংখ্যা- ২০১৫

➤ দক্ষ শ্রমিক ৩৯%, আধা দক্ষ ১৬%, স্বল্প দক্ষ ৪৫%, পেশাজীবী ০.৩৩%।

বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানী

দেশভিত্তিক রপ্তানী আয়		দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয়	
যুক্তরাষ্ট্র	প্রথম	চীন	প্রথম
জার্মানি	দ্বিতীয়	ভারত	দ্বিতীয়
যুক্তরাজ্য	তৃতীয়	সিঙ্গাপুর	তৃতীয়

এক নজরে জাতীয় বাজেট : ২০১৬-২০১৭

বাজেট	৪৬ তম
বাজেট ঘোষণা	২ জুন, ২০১৬ইং
বাজেট কার্যকর	১ জুলাই, ২০১৬ইং

বাজেট ঘোষক		অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত	
মোট বাজেট		৩,৪০,৬০৫ কোটি টাকা	জিডিপ'র ১৭.৩৭%
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (ADP)		১,১০,৭০০ কোটি টাকা	জিডিপ'র ৫.৬৫%
বরাদ্দ	শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে বরাদ্দ (মোট বাজেটের সর্বোচ্চ)	৫২,৯১৪ কোটি টাকা	জিডিপ'র ১৫.৫৩%
	কৃষি খাতে	১৩,৬৭৫ কোটি টাকা	জিডিপ'র ৩.৮%
মূল্যায়ন (জুলাই-মার্চ, ২০১৫)		৫.৮%	

কর

করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা	সাধারণ	২,৫০,০০০ টাকা
	মহিল ও ৬৫ বছর উর্ধ্ব	৩,০০,০০০ টাকা
	প্রতিবন্ধী	৩,৭৫,০০০ টাকা
	গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা	৪,২৫,০০০ টাকা
ব্যক্তিগ ত ন্যূনতম আয়কর	সিটি কর্পোরেশন	৫০০০ টাকা
	জেলা পর্যায়ে	৪০০০ টাকা
	উপজেলা পর্যায়ে	৩০০০ টাকা
	সর্বোচ্চ করের হার	

কোন দেশে অর্থ বছর কখন থেকে শুরু

দেশ	অর্থবছর	দেশ	অর্থ বছর
বাংলাদেশ	১ জুলাই-৩০ জুন	যুক্তরাজ্য	৬ এপ্রিল-৫ এপ্রিল
ভারত	১ এপ্রিল-৩১ মার্চ	যুক্তরাষ্ট্র	১ অক্টোবর-৩০ সেপ্টেম্বর

বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও জনতাত্ত্বিক সূচক ২০১৫

২২ জুন ২০১৬ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) এর প্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে:-

মোট জনসংখ্যা: ১৫.৮৯ কোটি, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার: ১.৩৭%, পুরুষ-মহিলা অনুপাত:- ১০৪.৯ ১০০, জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গকিলোমিটারে): ১০৭৭ জন, স্কুল জন্মহার (প্রতি হাজারে): ১৮.৮ জন, স্কুল মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে): ৫.১ জন, প্রজনন হার: ২.১০%, স্বাক্ষরতার হার: ৬৩.৬%, শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে): ২৯ জন, মাতৃ মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে): ১.৮১%।

প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল: ৭০.৯ বছর (পুরুষ: ৬৯.৪ বছর, নারী: ৭২বছর)। সুপেয় পানি গ্রহণকারী: ৯৮.৩%, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারকারী: ৬৩.৮%

শ্রম জরিপ ২০১৫

মোট শ্রমশক্তি: ৬ কোটি ১৪ লাখ (কৃষি খাতে ৪৩%, সেবা খাতে ৩৫% এবং শিল্পখাতে ২২%)

মোট বেকার: ২৬ লাখ-৩১ হাজার (এরা সপ্তাহে এক ঘন্টা কাজ করার সুযোগ পান না)।

বেকারত্বের হার: ৪.২৯%

আর্থিক পরিসংখ্যান

- দেশে বর্তমানে তফসিলি ব্যাংক: ৫৭ টি (সর্বশেষ: বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ তথা BGB এর “সীমান্ত ব্যাংক লিমিটেড”)।
- ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান: ৩৩ টি।
- দেশের সর্বশেষ বা ৭ম বিশেষায়িত ব্যাংক হচ্ছে “পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক”
- বর্তমানে দেশে সরকারি নোট তিনটি- ১, ২ ও ৫ টাকা (সর্বশেষ ৫ টাকার নোটকে সরকারি করা হয় ২০১৫ সালে)। সরকারি নোটে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের পরিবর্তে অর্থসচিবের স্বাক্ষর থাকে এবং নোটের গায়ে ‘বাংলাদেশ ব্যাংক’ এর পরিবর্তে “গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার” লেখা থাকে।
- বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক- এ বি ব্যাংক (১৯৮২)।
- Master Card ১ম চালু করে- ন্যাশনাল ব্যাংক।
- সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাংক- সোনালী ব্যাংক

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৬ অনুসারে জনসংখ্যা জরিপ

মোট জনসংখ্যা ১৫.৯ কোটি, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭%, পুরুষ-মহিলা অনুপাত: ১০০.৫ : ১০০, জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কি: মিটারে) ১০৬৩ জন, প্রজনন হার ২.১১%, স্বাক্ষরতার হার ৬২.৩% প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল: ৭০.৭ বছর (পুরুষ ৬৯.১ বছর এবং মহিলা ৭১.৬ বছর)

নারী বিষয়ক তথ্যাবলী

ব্রিটিশ বাংলায় নারীরা প্রথম ভোটাধিকার লাভ করে	১৯২৯ সালে
স্বাধীন বাংলাদেশে জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করা হয়	১৯৭৩ সালে প্রথম জাতীয় সংসদে
বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে নারী সদস্য নিয়োগ দেওয়া হয়	১৯৭৪ সালে
আনসার বাহিনীতে নারী সদস্য নিয়োগ দেওয়া হয়	১৯৭৬ সালে
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে প্রথম মহিলা কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার নিয়োগ করা হয়	২০০০ সালে
বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে প্রথম নারী ক্যাডেট নিয়োগ দেওয়া হয়	২০০০ সালে
ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনে সরাসরি ভোটে নারীদের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়	১৯৯৭ সালে
সন্তানের পরিচয়ের ক্ষেত্রে বাবার নামের পাশাপাশি মায়ের নাম লেখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়	২০০৪ সালে
সরকারী গেজেটেড পদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত কোটা	১০%
সরকারী নন-গেজেটেড পদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত কোটা	১৫%
সরকারী চাকুরীজীবী মহিলাদের প্রসূতিকালীন ছুটি	৬ মাস
বাংলাদেশের প্রথম মহিলা কারাগার নির্মিত হচ্ছে	কাশিমপুর, গাজীপুর
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত কোটা	৬০%
দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত কোটা	৩০%

শিশু বিষয়ক তথ্যাবলী

বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতি অনুযায়ী শিশুর বয়স	০ হতে ১৮ বছর
বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের বয়সসীমা	৭-১৬ বছর
বাংলাদেশে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের সংখ্যা	২টি
বাংলাদেশে কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রের সংখ্যা	১টি
জাতীয় কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র অবস্থিত	টঙ্গী, গাজীপুর
জাতীয় কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র অবস্থিত	কোনাবাড়ী, গাজীপুর
দ্বিতীয় কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র অবস্থিত	পুলেরহাট, যশোর

জনসংখ্যা

বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও আদমশুমারি: জনসংখ্যায় বাংলাদেশ বিশ্বে ৮ম এবং এশিয়াতে সার্কভূক্ত দেশসমূহে অবস্থান ৩য়।

বাংলাদেশের এক নম্বর জাতীয় সামাজিক সমস্যা জনসংখ্যা সমস্যা। ১৯৭৬ সালে জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণীত হয়। একটি দেশের জনসংখ্যাকে আনুষ্ঠানিকভাবে গণনা করার পদ্ধতিকে আদমশুমারি বলে। ১৮৭২ সালে লর্ড মেয়ারের শাসনামলে ভারতবর্ষে প্রথম আদমশুমারি হয়। ২০১১ সালে বাংলাদেশে সর্বশেষ আদমশুমারি হয়। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৫টি আদমশুমারি হয়। যথা: ১৯৭৪ সালে, ১৯৮১ সালে, ১৯৯১ সালে, ২০০১ সালে ও ২০১১ সালে। আগামী আদমশুমারি হবে ২০২১ সালে। আদমশুমারি পরিচালনা করে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

[বাংলাদেশের সিলেট বিভাগে ও গাজীপুর জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি এবং বরিশাল বিভাগে ও বাগেরহাট জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে কম। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ঋণাত্মক চারটি জেলায়। যথা: খুলনা, বাগেরহাট, বরিশাল ও ঝালকাঠি। বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১০১৫ জন, সর্বাধিক জনবসতিপূর্ণ জেলা ঢাকা এবং কম জনবসতিপূর্ণ জেলা বান্দরবন (সূত্র: পঞ্চম আদমশুমারি ২০১১)]।

‘আন্তর্জাতিক’

বিসিএস প্রিলিমিনারি ও ভাইভাসহ অন্যান্য সকল নিয়োগ পরীক্ষার সহায়ক যথাসম্ভব গুছিয়ে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে বিসিএস লিখিত পরীক্ষার জন্য একটা সহায়ক বই উপহার দেয়ার চেষ্টা করবো।

পৃথিবী পরিচিতি

- পৃথিবীর পরিধি প্রায় ৪০,২৩৪ কি.মি. বা ২৫,০০০ মাইল।
- পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ১২,৭৬৫ কি.মি.
- পৃথিবীর ব্যাসার্ধ প্রায় ৬,৪৩৬ কি.মি.
- সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড।
- পৃথিবীর থেকে সূর্যের গড় দূরত্ব ১৪,৯৫,০০,০০০ কি. মি.
- পৃথিবীতে মহাদেশ রয়েছে ৭টি। যথা এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ওশেনিয়া ও এন্টার্কটিকা মহাদেশ।
- আয়তন ও জনসংখ্যায় পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ এশিয়া
- আয়তনে পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম মহাদেশ ওশেনিয়া।
- জনসংখ্যায় পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম মহাদেশ এন্টার্কটিকা মহাদেশ।
- আয়তনে পৃথিবীর বড় দেশ রাশিয়া এবং জনসংখ্যায় বড় দেশ চীন।
- আয়তনে ও জনসংখ্যায় পৃথিবীর ছোট দেশ ভ্যাটিকান সিটি।
- পৃথিবীতে স্বাধীন দেশের সংখ্যা ১৯৫টি।
- সর্বশেষ বা ১৯৫তম স্বাধীন দেশ দক্ষিণ সুদান।
- দক্ষিণ সুদান স্বাধীনতা লাভ করে ২০১১ সালের ৯ জুলাই।
- জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত পৃথিবীর স্বাধীন রাষ্ট্রের সংখ্যা ১৯৩টি (কসোভো ও ভ্যাটিকান সিটি স্বাধীন দেশ হলেও জাতিসংঘের সদস্য নয়) www.boighar.com
- পৃথিবীর সর্ব উত্তরের নগরী নরওয়ের হ্যামারফেস্ট এবং সর্ব দক্ষিণের নগরী চিলির পুয়েটো উইলিয়াম।
- পৃথিবীর শীতলতম স্থান রিজ-এ (এন্টার্কটিকা) অথবা সাইবেরিয়ার ভারখয়ানস্ক (অপশানে যেটা থাকে)।
- পৃথিবীর উষ্ণতম স্থান লিবিয়ার আজিজিয়া।
- এশিয়া তথা পৃথিবীর বৃহত্তম অরণ্য রাশিয়ার তৈগা অরণ্য।
- পৃথিবীর বৃহত্তম রেলপথ ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথ।
- পৃথিবীর সবচেয়ে সরু রাস্তা চিলি।
- পৃথিবীর দ্বিদ্বায়িত রাষ্ট্র ইতালি (ভ্যাটিকান সিটি ও সান ম্যারিনো ইতালির ভিতরে অবস্থিত), দক্ষিণ আফ্রিকা (লেসেথো দক্ষিণ আফ্রিকার ভিতরে অবস্থিত)
- রাশিয়া ও তুরস্ক দুটি মহাদেশ তথা এশিয়া ও ইউরোপে অবস্থিত। তাই এদেরকে ইউরেশিয়ার দেশ বলা হয়।
- তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরটি দুটি মহাদেশে (এশিয়া ও ইউরোপ) পড়েছে।
- পানামুনজাম গ্রামটি দুটি দেশের (উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া) মধ্যে অবস্থিত।
- সুইজারল্যান্ডকে নিরপেক্ষ দেশ বলা হয়।
- চীন পৃথিবীর সর্বাধিক সীমান্তবর্তী (১৪টি দেশের সাথে) দেশ।
- পৃথিবীতে মহাসাগর রয়েছে ৫টি। যথা: প্রশান্ত, আটলান্টিক, ভারত, উত্তর মহাসাগর ও দক্ষিণ মহাসাগর।
- পৃথিবীর বৃহত্তম মহাসাগর প্রশান্ত মহাসাগর।

- পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম মহাসাগর আর্কটিক বা উত্তর মহাসাগর।
- পৃথিবীর গভীরতম মহাসাগর প্রশান্ত মহাসাগর।
- প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতম স্থান মারিয়ানা ট্রান্স (গভীর ১১,০৩৩ মি. বা ৩৬১৯৯ ফুট)।
- আটলান্টিক মহাসাগরের গভীরতম স্থানের নাম 'ন্যায়ার্স' বা 'পোয়ের্ভোরিকো'।
- ভারত মহাসাগরের গভীরতম স্থানের নাম সুন্দা দ্বৈপ্য বা সুন্দা খাত।
- আর্কটিক মহাসাগরের গভীরতম স্থানের নাম ইউরেশিয়ান বেসিন।
- বঙ্গোপসাগরের গভীরতম স্থানের নাম গঙ্গাখাত।
- বাংলাদেশের ভূ-ভাগ সৃষ্টির পূর্বে এখানে ছিল বঙ্গখাত।
- যে বিশাল জলরাশিতে ভূ-ত্বকের নিচু ও গভীর অংশসমূহ পরিপূর্ণ সেই সমস্ত জলরাশিকে একত্রে বারিমণ্ডল বলে। যেমন : মহাসাগর, সাগর, উপসাগর, হ্রদ, খাল, প্রণালী ইত্যাদি।
- কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো প্রশান্ত ও আটলান্টিক উভয় মহাসাগরের তীরে অবস্থিত।
- ভারত ও আটলান্টিক উভয় মহাগরের তীরে অবস্থিত আফ্রিকার একমাত্র দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা এবং কলম্বিয়া আটলান্টিক ও প্রশান্ত উভয় মহাসাগরের তীরে অবস্থিত দক্ষিণ আমেরিকার একমাত্র দেশ।
- উন্মুক্ত বিস্তীর্ণ জলরাশি তথা চারদিক জলসীমা দ্বারা বেষ্টিত বিশাল জলরাশিকে মহাসাগর বলে।
- তিনদিকে জলরাশি এবং একদিকে ভূ-ভাগ দ্বারা বেষ্টিত পানিরাশিকে সাগর বলে যা আয়তনে মহাসাগরের চেয়ে ছোট হয়।
- তিনদিক স্থলভাগ দ্বারা বেষ্টিত এবং একদিক উন্মুক্ত পানি রাশিকে উপ-সাগর বলে। Bay এবং Gulf উভয়ের বাংলা প্রতিশব্দ উপসাগর। যে উপসাগর ভূ-ভাগের দিকে সর্পিণ হলেও জলভাগের দিকে বিস্তৃত হতে থাকে তাকে Bay বলে এবং এর উল্টোটি হলে হবে Gulf .উদাহরণ : Bay of Bengal ,Gulf of mexico.
- পৃথিবীর বৃহত্তম সাগর দক্ষিণ চীন সাগর।
- পৃথিবীর গভীরতম সাগর ক্যারাবিয়ান সাগর।
- পৃথিবীর বৃহত্তম উপসাগর মেক্সিকো উপসাগর।

হ্রদ

চারদিকে ভূ-ভাগ বেষ্টিত জলরাশি যা প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট তাকে হ্রদ বা ইংরেজীতে Lake বলে।

- ১। আয়তনে বিশ্বের বৃহত্তম হ্রদ কাস্পিয়ান সাগর।
- ২। বিশ্বের বৃহত্তম সুপেয় পানির হ্রদ সুপিরিয়র হ্রদ। এটি যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা সীমান্তে অবস্থিত।
- ৩। বিশ্বের গভীরতম হ্রদ রাশিয়ার সাইবেরিয়াতে অবস্থিত বৈকাল হ্রদ। বৈকাল হ্রদ পৃথিবীর প্রাচীনতম হ্রদ।
- ৪। দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম এবং পৃথিবীর উচ্চতম হ্রদ হচ্ছে বলিভিয়া ও পেরু সীমান্তে অবস্থিত 'টিটিকাকা' বা 'তিতিকাকা' হ্রদ। সমুদ্র সমতল থেকে এর উচ্চতা ৩৮১০ মিটার।
- ৫। পৃথিবীর সর্বাধিক লবণাক্ত পানির হ্রদ জিবুতির আসাল হ্রদ।
- ৬। পৃথিবীর দীর্ঘতম হ্রদ 'লেক ট্যাঙ্গানিকা' বা লেক তাঙ্গানিকা। এটি তাঙ্গানিয়ায় অবস্থিত।

- ৭। কেনিয়া, তাজানিয়া এবং উগান্ডা সীমান্তে অবস্থিত ভিক্টোরিয়া হ্রদ আফ্রিকা মহাদেশের বৃহত্তম হ্রদ। এই হ্রদটি তাজানিয়া ও উগান্ডার আন্তর্জাতিক সীমানা হিসেবে বিবেচিত।
- ৮। মৃত সাগর বা লবণ সাগর জর্ডান-ইসরাঈল সীমান্তে অবস্থিত। এই হ্রদে লবণাক্ততার মাত্রা এত বেশি যে এটিতে সব দ্রব্য ভেসে থাকে। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ৪২০ মিটার নিচে অবস্থিত এটি পৃথিবীর নিম্নতম স্থল ভূমি। মৃত সাগরে মানুষ গা ভাসিয়ে থাকতে পারে। পৃথিবীর সবচেয়ে নিম্ন হ্রদ এটি।
- ৯। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় অবস্থিত ৫টি লেক বা হ্রদকে একত্রে গ্রেট লেকস বলা হয়। হ্রদগুলো হলো- সুপিরিয়র, ইরি, অন্টারিও, হুরন এবং মিশিগান।
- ১০। পৃথিবীর বৃহত্তম লবণাক্ত পানির হ্রদ কাস্পিয়ান সাগর কিন্তু সবচেয়ে বেশি লবণাক্ত পানির হ্রদ আসাল হ্রদ।

সাগর ও উপসাগরের তীরবর্তী রাষ্ট্র সমূহ

সাগর/উপসাগর	তীরবর্তী দেশ সমূহ
পারস্য উপসাগর	ইরান, ইরাক, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, ওমান।
ভূমধ্যসাগর	ইউরোপ : স্পেন, ফ্রান্স, ইতালি, মাল্টা, গ্রীস, তুরস্ক এশিয়া : সাইপ্রাস, সিরিয়া, লেবানন, ইসরাঈল
বঙ্গোপসাগর	ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, মিয়ানমার, মালয়শিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড।
আরব সাগর	ভারত, পাকিস্তান, ইরান, ওমান, ইয়েমান।

বিভিন্ন সাগর ও উপসাগরের অবস্থান

মহাসাগর	সাগর, উপসাগর
প্রশান্ত মহাসাগর	বেরিং সাগর, দক্ষিণ চীন সাগর, পূর্ব চীন সাগর, জাপান সাগর, পীত সাগর (yellow sea), ওখস্টক সাগর, জাভা সাগর, প্রবাল সাগর (Coral Sea)
আটলান্টিক মহাসাগর	ক্যারাবিয়ান সাগর, মেক্সিকো উপসাগর, কৃষ্ণ সাগর, মর্মর সাগর, বাল্টিক সাগর, ভূমধ্যসাগর, উত্তর সাগর, টিরহেনিয়ান ও আইহেনিয়ান সাগর
ভারত মহাসাগর	বঙ্গোপসাগর, পারস্য উপসাগর, লোহিত সাগর, এডেন উপসাগর, ওমান উপসাগর, আন্দামান সাগর

বিশ্বের প্রধান প্রধান সমুদ্র বন্দরসমূহ

দেশ	বন্দর সমূহ	দেশ	বন্দরসমূহ
মিশর	পোর্ট সৈয়দ, সুয়েজ, আলেকজান্দ্রিয়া।	দক্ষিণ আফ্রিকা	কেপটাউন, ডারবান
ব্রিটেন	লন্ডন, বিস্ট্রল, ম্যানচেস্টার গ্লাসকো, লিভারপোল।	পোল্যান্ড	ডানজিগ
চীন	ক্যান্টন, সাংহাই	অস্ট্রেলিয়া	সিডনি, মেলবোর্ন, ব্রিসবেন

কানাডা	মন্ট্রিয়াল, কুইবেক	যুক্তরাষ্ট্র	নিউইয়র্ক, শিকাগো, সানফ্রান্সিসকো, ফিলাডেলফিয়া।
ইতালি	নেপলস, ভেনিস, জেনোয়া	পর্তুগাল	লিসবন
ভারত	কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বে	পাকিস্তান	করাচি
রাশিয়া	ভ্লাদিভস্টক, সেন্ট পিটার্সবুর্গ	জার্মানি	হামবুর্গ
জাপান	ওসাকা, ইয়াকোহামা	শ্রীলংকা	কলম্বো, হাম্বানটোটা
মিয়ানমার	আকিয়াব	জর্ডান	আকাবা
মালেশিয়া	পেনাং, সুটেনহাস	ইরান	বন্দর আব্বাস, আবাদান
ইন্দোনেশিয়া	সারাবায়া, সোমরাম	মরক্কো	কাসাব্লাঙ্কা
সুইডেন	গুটেনবার্গ	ফিলিপাইন	ম্যানিলা, দাভাওসিটি
সুদান	পোর্ট সুদান	ইয়েমান	এডেন
নেদারল্যান্ড	রটারডেম	ভিয়েতনাম	হোচি-মিন সিটি
ইসরায়েল	হাইফা	বেলজিয়াম	এন্টওয়ার্প
লিবিয়া	বেনগাজী	ফ্রান্স	মারসিলিস, মোর্সেই

পৃথিবীর বিখ্যাত খাল সমূহ

গ্রান্ড খাল: পৃথিবীর প্রাচীনতম কৃত্রিম খাল এবং দীর্ঘতম খাল হচ্ছে চীনের গ্রান্ড খাল। এর দৈর্ঘ্য ১৭৭৬ কি.মি.।

সুয়েজ খাল: এই খাল খননের ফলে ভূমধ্যসাগরের সাথে লোহিত সাগরের সংযোগ স্থাপন হয়েছে। এই খালটি আফ্রিকা থেকে এশিয়াকে পৃথক করেছে। এই খালটির পশ্চিম পাড়ে মিসরের প্রায় পুরো অংশ এবং পূর্ব পাড়ে মিসরের সিনাই উপদ্বীপ ও শারম আল শেখ (মিসরের একটি অবকাশ যাপন কেন্দ্র) অবস্থিত। এই খাল খননের ফলে জলপথে এশিয়ার সাথে ইউরোপের দূরত্ব অনেক কমে আসে। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে সুয়েজখালের খনন কাজ শুরু হয় এবং পুরো খননকাজে ১০ বছর সময় লাগে। ১৮৬৯ সালে এর খনন কাজ শেষ হয়। ফরাসি ইঞ্জিনিয়ার ফার্ডি খালটি খনন করেন। ১৮৬৯ এ খালটির উদ্বোধন করা হয়। ১৮৮২ সালে ব্রুটন খালটি দখল করে নেয়। ১৯৫৬ সালে মিসর খালটি জাতীয়করণ করে।

১৯৬৭ সালে তৃতীয় আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের কারণে সাময়িকভাবে এই খাল দিয়ে জাহাজ চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৭৫ সালে পুনরায় জাহাজ চলাচল শুরু হয়।

পানামা খাল: পৃথিবীর গভীরতম এবং প্রশস্ততম খাল হচ্ছে পানামা খাল। এর গড় গভীরতা ১৪ মিটার এবং প্রশস্ততা ৯১ মিটার।

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে পানামা খালের খনন কাজ শুরু হয় এবং ১৯১৪ সালে খালটি উদ্বোধন করা হয়। পানামা খালের খনন কাজ করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৯৯ সালে যুক্তরাষ্ট্র এই খালটি পানামার নিকট হস্তান্তর করে।

খাল	অবস্থান	খাল	অবস্থান
কিয়েল খাল	জার্মানি	গোটা খাল	সুইডেন
প্রিন্সেস জুলিয়ানা খাল	হল্যান্ড	এলকটেড খাল	জার্মানি

অন্তরীপ সমূহ

কোন মহাদেশ বা উপমহাদেশের সূচালো অগ্রভাগ যা ধীরে ধীরে সাগর, উপসাগর বা মহাসাগরে নিমজ্জিত হয়েছে তাকে অন্তরীপ বলে।

অন্তরীপের নাম	অবস্থান
উত্তমাশা অন্তরীপ	দক্ষিণ আফ্রিকার অগ্রভাগ
হর্ণ অন্তরীপ	আর্জেন্টিনার সূচালো অগ্রভাগ
বেবা অন্তরীপ	তুরস্কের অগ্রভাগ এবং এটি এশিয়া সর্ব পশ্চিমের বিন্দু
কন্যা কুমারি অন্তরীপ	ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের অগ্রভাগ

জলপ্রপাত

উর্ধ্বগতি অবস্থায় নদীর পানি যদি পর্যায়ক্রমে নরম শিলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তাহলে কোমল শিলা স্তরটিকে বেশি পরিমাণে ক্ষয় করে ফেলে। এর ফলে নরম শিলাস্তরের তুলনায় কঠিন শিলাস্তর অনেক উপরে অবস্থান করে এবং পানি খাড়া ভাবে নিচের দিকে পড়তে থাকে। পানির এরূপ পতনকে জলপ্রপাত বলে।

নাম	অবস্থান	বিশেষণ
অ্যাঙ্গেলস	ভেনিজুয়েলা	বিশ্বের উচ্চতম জলপ্রপাত
ভিক্টোরিয়া	জিম্বাবুয়ে, জাম্বিয়া	আফ্রিকার বৃহত্তম জলপ্রপাত
গুয়ারিয়া	ব্রাজিল	পানি পতনের দিক থেকে বিশ্বের বৃহত্তম
নয়াগ্রা	যুক্তরাষ্ট্র কানাডা সীমান্তে	আয়তনে বিশ্বের বৃহত্তম
স্টানলি ও লিভিংস্টোন	কঙ্গো	
স্টবাক	সুইজারল্যান্ড	
ইণ্ডিয়াজু জলপ্রপাত	ব্রাজিল	বিশ্বের প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্যের একটি
তুগেলা জলপ্রপাত	ব্রাজিল	

প্রণালী

পৃথিবীর যেকোন অংশের দুটি ভূখন্ড যেমন: দ্বীপ, দেশ, উপমহাদেশ বা মহাদেশকে পৃথককারী এবং বৃহৎ জলরাশি যেমন: উপসাগর, সাগর, মহাসাগরকে যোগকারী দীর্ঘ ও সরু প্রাকৃতিক জলরাশিকে প্রণালী বলে। পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘতম প্রণালি হচ্ছে তাতার প্রণালি।

বিশ্বের প্রণালী সমূহ

নাম	পৃথক করেছে	যোগ করেছে
বেরিং প্রণালি	এশিয়া-উত্তর আমেরিকা	বেরিং সাগর+উত্তর সাগর (চুসকি সাগর)
বসফরাস প্রণালি	এশিয়া-ইউরোপ	মর্মর সাগর+কৃষ্ণ সাগর
দার্দানেলিস প্রণালি	তুরস্ক-তুরস্ক	মর্মর সাগর+ইজিয়ান সাগর
জিব্রাল্টার প্রণালি	আফ্রিকা (মরক্কো)-ইউরোপ (স্পেন)	উত্তর আটলান্টিক+ভূমধ্যসাগর
পক প্রণালি	ভারত-শ্রীলংকা	ভারত মহাসাগর+আরব সাগর
মালাক্কা প্রণালি	ইন্দোনেশিয়া (সুমাট্রা)-মালয়শিয়া	বঙ্গোপসাগর+জাভা সাগর
সুন্দা প্রণালি	সুমাট্রা-জাভা	জাভা সাগর+ভারত মহাসাগর
ফরমোজা প্রণালি	পূর্বচীন-তাইওয়ান	চীন সাগর+টুকিং উপসাগর
হরমুজ প্রণালি	ইরান-সংযুক্ত আরব আমিরাতে	পারস্য উপসাগর+ওমান উপসাগর
ইংলিশ চ্যানেল	ফ্রান্স-ব্রিটেন	আটলান্টিক+উত্তর সাগর
ডোভার প্রণালি	ফ্রান্স-ব্রিটেন	ইংলিশ চ্যানেল+উত্তর সাগর
ফ্লোরিডা প্রণালি	কিউবা-ফ্লোরিডা	মেসিকো উপসাগর+আটলান্টিক
কোরিয়া প্রণালি	কোরিয়া-জাপান	পূর্বচীন সাগর+জাপান সাগর

নদনদী

পাহাড় পর্বত, মালভূমি ইত্যাদি উচ্চ ভূমি এবং উঁচু হ্রদ, জলাধার হতে যখন কোন জলের স্রোত (বৃষ্টিপাত, জলীয় বাষ্প ইত্যাদি দ্বারা সঞ্চিত) মধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে উঁচু গাত্র বেয়ে নিচের দিকে নেমে আসে এবং শেষ পর্যন্ত সমুদ্রের বুকে পতিত হয় তখন ঐ জলরাশির প্রবাহ পথকে নদনদী বলে। নদনদী তাদের চলার পথে শাখানদী সৃষ্টি করে আবার উপনদীর সাথে মিলিত হয়।

নদী যখন কোনো হ্রদ বা সাগরে এসে পতিত হয়, তখন সেই পতিত স্থানকে মোহনা বলে। অধিক বিস্তৃত মোহনাকে খাঁড়ি বলে। দুই বা ততোধিক নদীর মিলন স্থলকে নদীসঙ্গম বলে। প্রবাহমান দুটি নদীর মধ্যবর্তী ভূমিকে দোয়াব বলে। পর্বত বা হ্রদ থেকে যখন ছোট নদী উৎপন্ন হয়ে কোনো বড় নদীতে পতিত হয় তখন তাকে সেই বড় নদীর উপনদী বলে। মূলনদী হতে যেসকল নদী বের হয় তাদেরকে মূল নদীর শাখা নদী বলে। যে খাতের মধ্যদিয়ে নদী প্রবাহিত হয় সে খাতকে উক্ত নদীর উপত্যকা বলে। নদী উপত্যকার তলদেশকে নদী গর্ভ বলে।

উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত নদীর গতিপথকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। ক) উর্ধ্বগতি, খ) মধ্যগতি, গ) নিম্নগতি।

বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ নদ-নদী সমূহ

নীল নদ:

নীল নদ হচ্ছে আফ্রিকা মহাদেশ এবং গোটা বিশ্বের দীর্ঘতম নদী। এর দৈর্ঘ্য ৬৬৬৯ কি:মি: এবং এটি কেনিয়া, তাজানিয়া ও উগান্ডা সীমান্তে অবস্থিত ভিক্টোরিয়া হ্রদ থেকে উৎপত্তি লাভ করে আফ্রিকার ১১টি দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভূমধ্যসাগরে পতিত হয়েছে। দেশগুলো হচ্ছে উগান্ডা, রুয়ান্ডা, বুরুন্ডি, কেনিয়া, তাজানিয়া, ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া, সুদান, দক্ষিণ সুদান, কঙ্গো ও মিশর। সুদনের খার্তুমে ব্লু নাইল এবং হোয়াইট নাইল মিলিত হয়েছে।

আমাজোন:

পৃথিবীর প্রশস্ততম নদী হচ্ছে আমাজোন এবং এটি দক্ষিণ আমেরিকার দীর্ঘতম ও বৃহত্তম নদী। নদীটি আন্দিজ পর্বতমালা থেকে উৎপত্তি লাভ করে দক্ষিণ আমেরিকার ৭টি দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে পতিত হয়। এই নদী দিয়ে সবচেয়ে বেশি পানি মহাসাগরে পতিত হয়।

মিসিসিপি মিসৌরি:

এটি যুক্তরাষ্ট্র এবং উত্তর আমেরিকার দীর্ঘতম নদী। মিসৌরি হচ্ছে মিসিসিপির উপনদী। মিসৌরি নদীটি মিসিসিপির সাথে মিলেছে সেন্ট লুইসে।

হোয়াংহো:

হোয়াংহো নদীকে বলা হয় চীনের দু:খ। অন্য নাম পীত নদী বা হলুদ নদী। এই নদীটি কুনলুন পর্বত থেকে উৎপত্তি লাভ করে বোহাইসাগরে পতিত হয়।

ইয়াংসিকিয়াং:

এটি চীনের এবং এশিয়ার দীর্ঘতম নদী। তিব্বতের মালভূমি থেকে উৎপত্তি লাভ করে পূর্বচীন সাগরে পতিত হয়।

মারে ডার্লিং:

অস্ট্রেলিয়া এবং ওশেনিয়ার দীর্ঘতম নদী। ডার্লিং নদী মারে নদীর উপনদী। মারে ডার্লিং নদীটি কোসিয়াক্সো শৃঙ্গ থেকে উৎপত্তি লাভ করে এনকাউন্টার উপসাগরে পতিত হয়।

ভলগা নদী:

ভলগা ইউরোপের দীর্ঘতম নদী। রাশিয়ার ভলদাই পর্বত থেকে উৎপত্তি লাভ করে কাস্পিয়ান সাগরে পতিত হয়।

দানিযুব:

পশ্চিম ইউরোপের দীর্ঘতম নদী জার্মানির ব্ল্যাক ফরেস্ট থেকে উৎপত্তি লাভ করে কৃষ্ণ সাগরে পতিত হয়েছে।

টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস:

আরবি নাম দজলা-ফোরাতে। আর্মেনিয়ার উচ্চভূমি থেকে উৎপত্তি লাভ করে পারস্য উপসাগরে পতিত হয়। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী ইরাকের বসরার নিকট মিলিত হয়ে শাত-ইল-আরব নাম ধারণ করেছে।

সিন্ধু নদী:

সিন্ধু নদী তিব্বতের মালভূমি থেকে উৎপত্তি লাভ করে চীন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আরব সাগরে পতিত হয়েছে।

জর্ডান নদী:

হুলা হ্রদ থেকে উৎপত্তি লাভ করে মৃত সাগরে পতিত হয়েছে। এ নদীতে মাছ হয় না।

আমুদরিয়া নদী: পামির মালভূমি থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে।

ইরাবতী: ইরাবতী নদীর উৎপত্তিস্থল নাগা পাহাড়।

নদী তীরবর্তী শহরসমূহ

শহর	দেশ	নদী
আকিয়াব/ইয়াঙ্গুন	মিয়ানমার	ইরাবতী
লন্ডন	যুক্তরাজ্য	টেমস
রোম	ইতালি	টিবের/টাইবার
টোকিও	জাপান	আরাকাওয়া
ব্যাংকক	থাইল্যান্ড	মিনাম
আংকারা	তুরস্ক	কিজিল
মস্কো	রাশিয়া	মস্কোভা
সিডনি	অস্ট্রেলিয়া	মারে ডার্লিং
নিউইয়র্ক	যুক্তরাষ্ট্র	হার্ডসন
ওয়াশিংটন	যুক্তরাষ্ট্র	পোটোম্যাক
প্যারিস	ফ্রান্স	সীন
বেইজিং	চীন	হোয়াংহো
সাংহাই	চীন	ইয়াংসিকিয়াং
বুয়েস আয়ার্স	আর্জেন্টিনা	লা প্লাটা
হংকং	চীন	ক্যান্টন
কানাডা	অটোয়া, মন্ট্রিয়াল, কুইবেক	সেন্ট লরেন্স
মিশর	কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া	নীল নদ
সুদান	খার্তুম	

ভারত	আগ্রা	যমুনা
	কলকাতা	হুগলি
পাকিস্তান	লাহোর	রাভী
	করাচি	সিন্ধু
সার্বিয়া	বেলগ্রেড	দানিযুব
হাঙ্গেরি	বুদাপেস্ট	
অস্ট্রিয়া	ভিয়েনা	
পোল্যান্ড	ওয়ারশো	ভিশুলা নদী
	ভিশুলা	
জার্মানি	বন	রাইন নদী
	বার্লিন	স্প্রী নদী
ইরাক	বাগদাদ	টাইগ্রিস
	কারবালা	ইউফ্রেটিস

দ্বীপ: চারদিক পানি বা জলরাশি বেষ্টিত ভূ-ভাগকে দ্বীপ বলে।

উল্লেখযোগ্য দ্বীপ

গ্রীনল্যান্ড দ্বীপ: পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ। রাজধানীর নাম গডথ্যাভ। অবস্থান আর্কটিক ও আটলান্টিক মহাসাগরের মাঝে অবস্থিত। উত্তর আমেরিকায় হলেও মালিকানা ডেনমার্কের।

বোর্নিও দ্বীপ: প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপ। এশিয়ার বৃহত্তম দ্বীপ।

পাম দ্বীপপুঞ্জ: পারস্য উপসাগরে অবস্থিত UAE এর দুবাইয়ে অবস্থিত কৃত্রিম দ্বীপ।

রোবেন দ্বীপ: দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বীপ। এখানে ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২৭ বছর কারাগার জীবনের বেশিরভাগ সময় নেলসন ম্যান্ডেলা নির্বাসিত জীবন কাটিয়েছেন।

সেন্ট হেলেনা: দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত যুক্তরাজ্যের দ্বীপ। নেপোলিয়নকে ১৮১৫ সালে এই দ্বীপে নির্বাসন দেয়া হয়েছিল।

ম্যাকাও: দক্ষিণ চীন সাগরে অবস্থিত চীনের দ্বীপ।

লাক্ষ্যা দ্বীপ: আরব সাগরে অবস্থিত ভারতের দ্বীপ।

আদম ব্রীজ: ভারত ও শ্রীলংকার মাঝামাঝি বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত দ্বীপ সমাহার। যেমন: মান্নার দ্বীপ, রামেশ্বর দ্বীপ প্রভৃতি একত্রে আদমব্রীজ নামে পরিচিত। মান্নার দ্বীপটি শ্রীলংকার মালিকানায় রয়েছে।

সাইপ্রাস, সিসিলি, কর্সিকা, মাল্টা প্রভৃতি ভূ-মধ্যসাগরে অবস্থিত দ্বীপ।

লুজেন দ্বীপ, ফিলিপাইনে অবস্থিত। ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলা এই দ্বীপে।

বিরোধপূর্ণ দ্বীপ সমূহ

আবু মুসা দ্বীপ: পারস্য উপসাগরে অবস্থিত ইরান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে একটি বিরোধপূর্ণ দ্বীপ।

পেরেজিল দ্বীপ: মরক্কো ও স্পেনের মধ্যে বিরোধপূর্ণ দ্বীপ। মরক্কোতে এই দ্বীপ লায়লা দ্বীপ নামে পরিচিত। দ্বীপটি মরক্কোর মূল ভূ-খন্ডে অবস্থিত।

প্যারোলেস দ্বীপ: পূর্ব চীন সাগরে অবস্থিত চীন ও তাইওয়ানের মধ্যে বিরোধপূর্ণ দ্বীপ।

স্প্রাটলি দ্বীপপুঞ্জ: দক্ষিণ চীন সাগরে অবস্থিত। চীন ও ভিয়েতনামের মধ্যে বিরোধপূর্ণ দ্বীপ।

সেনকাকু দ্বীপ: চীন ও জাপানের মধ্যে বিরোধপূর্ণ দ্বীপ। চীনে এটি দিয়াউ নামে পরিচিত।

শাত-ইল-আরব: ১৯৮০-৮৮ পর্যন্ত এই জলাধার নিয়ে ইরান ও ইরাকের মধ্যে যুদ্ধ হয়।

হানিস দ্বীপপুঞ্জ: লোহিত সাগরে অবস্থিত। ইয়েমান ও ইরিত্রিয়ার মধ্যে বিরোধ আছে এই দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে।

গোলান মালভূমি: এটি সিরিয়া ও ইসরায়েলের মধ্যে বিরোধপূর্ণ দ্বীপ। ১৯৬৭ সালে তৃতীয় আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের সময় ইসরায়েল সিরিয়ার কাছ থেকে গোলান মালভূমি দখল করে নেয়।

কুড়িল ও শাখানিল: জাপান ও রাশিয়ার মধ্যে দ্বীপগুলো নিয়ে বিরোধ আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে রাশিয়ার দখলে আছে।

দক্ষিণ তালপটি দ্বীপ: দ্বীপটির অপর নাম নিউমুর বা পূর্বাশার দ্বীপ। এই দ্বীপ নিয়ে ভারত বাংলাদেশের মধ্যে বিরোধ। বর্তমানে একটি ভারতের মালিকানায় আছে।

বিশেষ ধর্ম অধ্যুষিত দ্বীপ ও এলাকা

মাল্লার দ্বীপ: শ্রীলংকার মুসলিম অধ্যুষিত একটি দ্বীপ।

মিন্দানাও: ফিলিপাইনের মুসলমান অধ্যুষিত একটি দ্বীপ।

চেচনিয়া: রাশিয়ার অধীনে মুসলিম অধ্যুষিত একটি এলাকা। ১৯৯৪ সালে অঞ্চলটি স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৯৯৪-১৯৯৬ সালের প্রথম চেচেন যুদ্ধে চেচনিয়া আলাদা হয়ে যায় কিন্তু ১৯৯৯-২০০০ সালের দ্বিতীয় চেচেন যুদ্ধের পর অঞ্চলটি আবার রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়।

জিনজিয়াং: চীনের পূর্বাঞ্চলে মুসলিম অধ্যুষিত একটি প্রদেশ। এখানে উইঘুর মুসলিম সম্প্রদায় বাস করে।

নিঙ্গাসিয়া হুই: চীনে মুসলমানদের একটি পবিত্র স্থান।

অমৃতসর: ভারতের পাঞ্জাবের অমৃতসরে শিখ ধর্মাবলম্বীদের পবিত্রতম স্থান।

বাবরি মসজিদ: ভারতের উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় অবস্থিত মুসলমানদের বিখ্যাত মসজিদ।

১৯৯২ সালের দাঙ্গার সময় হিন্দুরা এই মসজিদ ধ্বংস করেছিল।

তক্ষশীলা: পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডিতে বৌদ্ধ সভ্যতার বিখ্যাত কেন্দ্র।

সামরিক ঘাটের দ্বীপ

দ্বীপের নাম	অবস্থান	মালিকানা	ঘাটের প্রকৃতি
দিয়াগো গার্সিয়া	ভারত মহাসাগর	১৯৭৪ সালে বৃটেন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করে	মার্কিন নৌ ঘাটি
পার্ল হারবার	প্রশান্ত মহাসাগর এর হাওয়াই দ্বীপে	যুক্তরাষ্ট্র	সাবেক মার্কিন নৌ ঘাটি
সেন্ট এলবা	ভূ-মধ্যসাগর	বৃটেন	ব্রিটিশ নৌ ঘাটি
সুবিক বে	প্রশান্ত মহাসাগর	ফিলিপাইন	সাবেক মার্কিন নৌঘাটি
গুয়াম	প্রশান্ত মহাসাগর	যুক্তরাষ্ট্র	মার্কিন নৌঘাটি

ওকিয়ানাওয়া	জাপান সাগর	জাপান	সাবেক মার্কিন নৌ ঘাটি ১৯৭২ সালে যুক্তরাষ্ট্র জাপানের নিকট হস্তান্তর করে
সিসিলি	ভূ-মধ্যসাগর	ইতালি	নৌ ঘাটি
জিব্রাল্টার	ভূ-মধ্যসাগর	বুটেন	বৃটিশ নৌঘাটি
গুয়ানতানামো বে-	আটলান্টিক মহাসাগর	কিউবা	মার্কিন নৌ ঘাটি

উপদ্বীপ

তিনদিক জলভাগ দ্বারা বেষ্টিত এবং একদিক স্থলভাগের সাথে সংযুক্ত ভূমিকে উপ-দ্বীপ বলে।

কোরীয়া উপদ্বীপ: উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া।

আরব উপদ্বীপ: সৌদি আরব, ওমান, ইয়েমান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন।

ইবেরিয়ান উপদ্বীপ: স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স, এন্ডোরা।

বলকান উপদ্বীপ: ক্রোয়েশিয়া, সার্বিয়া, বসনিয়া-হার্জগোবিনিয়া, মন্টিনিগ্রো, কসোভো, মেসিডোনিয়া, স্লোভেনিয়া, গ্রীস, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া, মালদোভা, রোমানিয়া।

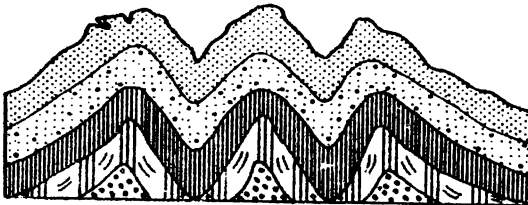
পাহাড়-পর্বত

পাহাড়: সাধারণত ৬০০-১০০০ মিটার উঁচু স্বল্প বিস্তৃত শিলাস্তপকে পাহাড় বলে।

পর্বত: সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে সুউচ্চ অবস্থিত ১০০০ মিটারের বেশি উঁচু বিস্তৃত শিলাস্তপকে পর্বত বলে যা খাড়া ঢালবিশিষ্ট হয়ে থাকে। প্রধান বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পর্বতকে চারভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।

১। ভঙ্গিল পর্বত: ভূগর্ভের অভ্যন্তরীণ প্রচণ্ড চাপের কারণে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে যদি ভাজের সৃষ্টি হয়ে কোথাও উঁচু কোথাও নীচু ভূমিরূপের সৃষ্টি করে তাহলে ভাজ হওয়া উঁচু ভূমিরূপটিকে ভঙ্গিল বা ভাজ পর্বত বলে।

উদাহরণ: হিমালয়, আল্পস, রকি, উরাল প্রভৃতি।



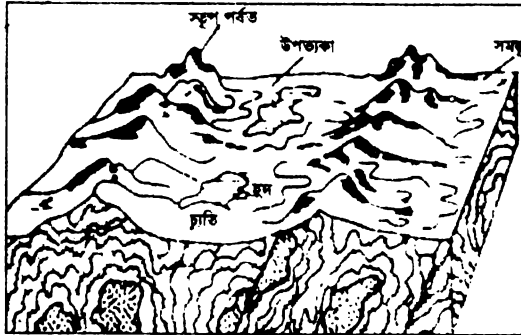
চিত্র ৪.১৩ : ভঙ্গিল পর্বত

২। আগ্নেয় পর্বত: আগ্নেয়গিরির অগ্নোৎপাতের ফলে উদগিরিত লাভা জমা হয়ে যে পর্বতের সৃষ্টি হয় তাকে আগ্নেয় পর্বত বলে। যেমন: জাপানের ফুজিয়ামা পর্বত, ইতালির ভিসুভিয়াস, কেনিয়ার কিলিমাঞ্জারো।



চিত্র ৪.১৪ আগ্নেয় পর্বত

৩। চ্যুতি স্তম্ভ পর্বত: প্রচন্ড ভূ-আলোড়ন তথা ভূমিকম্পের ফলে যখন ভূ-পৃষ্ঠের কোন অংশ ধ্বসে নিচে নেমে যায় বা উপরে ওঠে যায় তখন যে উচু ভূমিরূপের সৃষ্টি হয় তাকে চ্যুতিস্তম্ভ পর্বত বলে। যেমন: জার্মানির ব্ল্যাক ফরেস্ট, পাকিস্তানের লবণ পর্বত।



চিত্র ৪.১৫ চ্যুতি-স্তম্ভ পর্বত

৪। ল্যাকোলিথ পর্বত: ভূ-অভ্যন্তরস্থ গলিত লাভা প্রচন্ড উত্তাপ ও বাষ্পীয়চাপে উর্ধ্বমুখে উত্থিত হওয়ার সময় অভ্যন্তরে সঞ্চিত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠকে উপরের দিকে ধাক্কা দিলে ভূ-পৃষ্ঠে গম্বুজ আকৃতির ন্যায় যে উচু ভূমিরূপের সৃষ্টি হয় তাকে ল্যাকোলিথ পর্বত বলে। যেমন: যুক্তরাষ্ট্রের হেনরি পর্বত।



চিত্র ৪.১৬ : ল্যাকোলিথ পর্বত

পর্বতমালা: অনেকগুলো পর্বত সারিবদ্ধভাবে একত্রিত হয়ে যে ভূমিরূপ সৃষ্টি করে তাকে পর্বতমালা বলে।

- পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশ্রেণী হিমালয় পর্বতমালা।
- পৃথিবীর দীর্ঘতম পর্বতশ্রেণী আন্দিজ পর্বতমালা।

মহাদেশভিত্তিক সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ সমূহ:

পর্বতশৃঙ্গ	পর্বত শ্রেণি	দেশ	মহাদেশ
মাউন্ট এভারেস্ট	হিমালয়, উচ্চতা ৮৮৪৮মি/২৯০৩৫ ফুট	নেপাল	এশিয়া
একাক্সাওয়া	আন্দিজ	আর্জেন্টিনা	দক্ষিণ আমেরিকা
মাউন্ট ম্যাককিনলি	আলাস্কা	যুক্তরাষ্ট্র	উত্তর আমেরিকা
কিলিমাঞ্জারো	কিলিমাঞ্জারো	তানজানিয়া	আফ্রিকা
মাউন্ট এলবুর্জ	ককেশাস	রাশিয়া	ইউরোপ
মাউন্ট ভিনসন	সেন্টিনেল		এন্টার্কটিকা
কারস্টেন পিরামিড/পুসাকজায়া		(ইন্দোনেশিয়া) পাপুয়া	ওশেনিয়া

অন্যান্য সর্বোচ্চ শৃঙ্গ সমূহ

শৃঙ্গ	পর্বতমালা	দেশ	বিশেষত্ব
গডউইন অস্টিন	কারাকোরাম	পাকিস্তান-চীন	পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ
ধবলগিরি		নেপাল	
ফুজিয়ামা		জাপান	জাপানের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ
মাউন্ট ব্র্যাঙ্ক	আল্পস	ইতালি-ফ্রান্স	পশ্চিম ইউরোপের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ
কোসিয়াস্কো	গ্রোড ডিভাইডিং রেঞ্জ	অস্ট্রেলিয়া	অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ
বেন নেভিস		যুক্তরাজ্য	যুক্তরাজ্যের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ
এডামস পিক		শ্রীলংকা	হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধদের জন্য পবিত্র তীর্থস্থান

- মাউন্ট এভারেস্টের নেপালি নাম সাগর মাতা। তিব্বতি নাম চেমোলুংমা এবং চীনা নাম কোকোল্যাংমা।
- প্রথম এভারেস্ট বিজয়ী-এডমন্ড হিলারি (নিউজিল্যান্ড) এবং তেনজিং শেরপা (নেপাল)। প্রথম এভারেস্টের শৃঙ্গে পা রাখেন এডমন্ড হিলারি, ১৯৫৩ সালের ২৯ মে।
- এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহনকারী প্রথম মহিলা জুনকো তাবের্গ।
- এভারেস্ট বিজয়ী প্রথম আরব মহিলা সুজেন আল হাবীব।
- এভারেস্ট বিজয়ী প্রথম ভারতীয় অবতার সিং।
- এভারেস্ট বিজয়ী প্রথম বাংলাদেশী মুসা ইব্রাহীম।
- এভারেস্ট বিজয়ী প্রথম বাংলাদেশী নারী নিশাত মজুমদার।

➤ বাংলাদেশের মোট এভারেস্ট জয়ী ০৫ জন।

নাম	সময়
মুসা ইব্রাহীম	২৩ মে, ২০১০
এমএ মুহিত	২০১১
নিশাত মজুমদার	১৯ মে, ২০১২
ওয়াসফিয়া নাজরীন	২৬ মে, ২০১২
খালেদ সজল	২০ মে, ২০১৩

➤ সাত মহাদেশের সাত সর্বোচ্চ শৃঙ্গ তথা Seven Summit জয়কারী একমাত্র এবং প্রথম বাংলাদেশী নারী ওয়াসফিয়া নাজরীন।

গিরিপথ

পার্বত্য অঞ্চলে পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী সংকীর্ণ ও অনুচ্চ পথকে গিরিপথ বলে।

পৃথিবীর বিখ্যাত গিরিপথ সমূহ:

গিরিপথ	অবস্থান	গিরিপথ	অবস্থান
সেন্টবার্নার্ড	সুইজারল্যান্ড	খাইবার	পাকিস্তান-আফগানিস্তান
বোলান	পাকিস্তান	আলপিনা	কলারাদো, যুক্তরাষ্ট্র
সালান	আফগানিস্তান	শিপকা	বুলগেরিয়া

মরুভূমি সমূহ

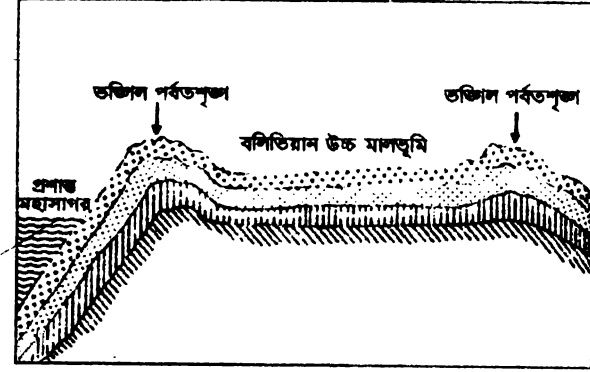
মরুভূমি	অবস্থান
সাহারা	উত্তর আফ্রিকা এবং পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি
আরব মরুভূমি	ইরাক, কুয়েত, কাতার, সৌদি আরব, ইউএই, ওমান, জর্ডান, ইয়েমান।
কালাহারি মরুভূমি	দক্ষিণ আফ্রিকা, বতসোয়ানা, নামিবিয়া
গোবি মরুভূমি	মঙ্গোলিয়া, চীন (এশিয়ার বৃহত্তম মরুভূমি)।
থর মরুভূমি	ভারত-পাকিস্তান
তাকলামাকান মরুভূমি	চীন
গ্রেট ভিক্টোরিয়া	অস্ট্রেলিয়া
পাতাগোনিয়ান মরুভূমি	আর্জেন্টিনা, চিলি
লাদাখ	জাম্মু কাশ্মীর, ভারত (এটি শীতল মরুভূমি)
দাহনা	সৌদি আরব

মালভূমি

সমুদ্র সমতল থেকে সুউচ্চে অবস্থিত বিস্তীর্ণ সমভূমিকে মালভূমি বলে। মালভূমি পর্বতশ্রেণী থেকে অনেক নিচু হয়ে থাকে এবং মালভূমির উপরিভাগ সমতল হয়ে থাকে। পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু মালভূমি হচ্ছে চীনের পামিরমালভূমি। পামির বলা হলেও শব্দটি মূলত পমির যার অর্থ সূর্যের পা। এর উচ্চতা ৪৮১৩ মিটার।

মালভূমি তিন প্রকার। যথা:-

১। **পর্বত মধ্যবর্তী মালভূমি:** দুই বা ততোধিক পাহাড়ের বা পর্বতের মধ্যবর্তী জায়গায় যে মালভূমি গড়ে উঠে তাকে পর্বত মধ্যবর্তী মালভূমি বলে। যেমন: তারিম মালভূমি, বলিভিয়া মালভূমি, মেক্সিকো মালভূমি।



চিত্র ৪.১৮ : পর্বতমধ্যবর্তী মালভূমি

২। **পাদদেশীয় মালভূমি:** পর্বত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পর্বতের পাদদেশে যে মালভূমি সৃষ্টি হয় তাকে পাদদেশীয় মালভূমি বলে। যেমন: পাতাগোনিয়ান মালভূমি, কলোরাডো মালভূমি।

৩। **মহাদেশীয় মালভূমি:** সাগর বা নিম্নভূমি পরিবেষ্টিত বিস্তীর্ণ উচ্চভূমিকে মহাদেশীয় মালভূমি বলে। এই ধরনের মালভূমির পর্বতের সাথে কোন সম্পর্ক থাকে না। যেমন: আরব উপদ্বীপ।

সমভূমি

সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে সামান্য উঁচুতে অবস্থিত বিশাল সমতল ভূ-ভাগকে সমভূমি বলে। সমভূমি দুই প্রকার:

১। **ক্ষয়জাত সমভূমি:** কোনো উঁচু ভূমিরূপ ক্ষয় হয়ে হয়ে যখন সমভূমিতে পরিণত হয় তখন তাকে ক্ষয়জাত সমভূমি বলে। যেমন: সাইবেরিয়ার সমভূমি, মধুপুর, ভাওয়ালগড়, বরেন্দ্রভূমি।

২। **সঞ্চয়জাত সমভূমি:** অসমতল ভূমি যখন হিমবাহের প্রক্রিয়ায় সমতল ভূমিতে পরিণত হয় তখন তাকে সঞ্চয়জাত সমভূমি বলে। যেমন: প্রেইরি অঞ্চল।

- পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সমভূমি মধ্য ইউরোপের সমভূমি।
- পামীর মালভূমিকে পৃথিবীর ছাদ বলা হয়।

পৃথিবীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গঠন:

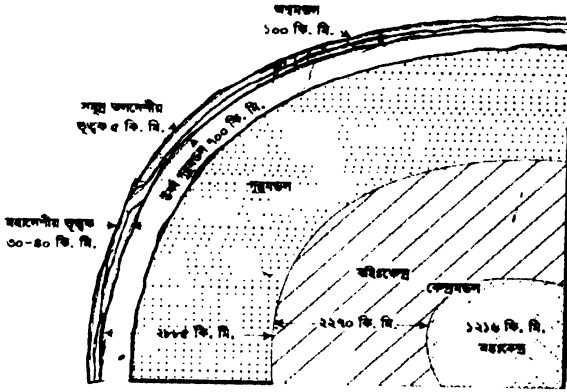
ভূ-ত্বক: জন্মের সময় পৃথিবী ছিল এক উত্তপ্ত গ্যাসপিণ্ড। এই গ্যাসপিণ্ড ক্রমে ক্রমে শীতল হয়ে ঘনীভূত হয়। এক সময় এর উপর যে কঠিন আস্তরণ পড়ে তা হল ভূ-ত্বক।

ভূ-গর্ভ: ভূ-গর্ভের তিনটি স্তর রয়েছে। যথা:

১) অশ্ব মণ্ডল

২) গুরুমণ্ডল

৩) কেন্দ্র মণ্ডল।



চিত্র ৪.১ : পৃথিবীর গঠন কাঠামোর আড়াআড়ি চিত্র

অশ্বমণ্ডল: অশ্বমণ্ডল হচ্ছে পৃথিবীর উপরের স্তর। ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগ থেকে পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রায় ১০০ কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত অশ্বমণ্ডল বিস্তৃত। অশ্বমণ্ডলের বাইরের আবরণ হল ভূ-ত্বক। ভূ-ত্বকের শিলাস্তরগুলোকে দুইভাগে ভাগ করা যায় যথা: সিয়াল (SIAL) এবং সিমা (SIMA)। সিয়াল স্তরে থাকে সিলিকন এবং অ্যালুমিনিয়াম তাই এটি সিয়াল নামে পরিচিত এবং সিমা স্তরটি সিলিকন এবং ম্যাগনেশিয়াম দ্বারা গঠিত তাই এটি সিমা নামে পরিচিত। অর্থাৎ ভূত্বক এবং অশ্ব মণ্ডলের গঠন উপাদান হল সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম। সমভূমি, মালভূমি, পাহাড়, পর্বত, হ্রদ, নদী, সাগর, মহাসাগর ইত্যাদি অশ্বমণ্ডলের উপরিভাগেরই দেখা যায়।

গুরুমণ্ডল: অশ্বমণ্ডলের নিচে প্রায় ২৮৮৫ কি.মি. পর্যন্ত পুরু স্তর হল গুরুমণ্ডল। গুরু মণ্ডলের দুইটি স্তর যথা: উর্ধ্ব গুরুমণ্ডল এবং নিম্ন গুরুমণ্ডল। উর্ধ্ব গুরুমণ্ডল ৭০০ কি.মি. গভীর এবং নিম্ন গুরুমণ্ডল ২১৮৫ কি.মি। গুরুমণ্ডলের গঠন উপাদান ম্যাগনেশিয়াম, লোহা, কার্বন।

কেন্দ্রমণ্ডল: গুরুমণ্ডলের নিচে আরোও প্রায় ৩৪৮৬ কি.মি. পর্যন্ত বিস্তৃত স্তরকে বলে কেন্দ্র মণ্ডল। কেন্দ্র মণ্ডলের গঠন উপাদান হল: লোহা, নিকেল, পারদ, সিসা। তবে প্রধান উপাদান হল লোহা ও নিকেল।

শিলা ও খনিজ

কতগুলো মৌলিক উপাদান প্রাকৃতিক উপায়ে মিলিত হয়ে যে যৌগ গঠন করে তাই খনিজ। আর শিলা হল এক বা একাধিক খনিজের মিশ্রণ। একটি মাত্র মৌল দ্বারা গঠিত খনিজ হল হীরা, সোনা, তামা, রূপা ইত্যাদি।

গঠন প্রণালী অনুসারে শিলা তিন প্রকার। যথা:- আগ্নেয় শিলা, পাললিক শিলা ও রূপান্তরিত শিলা।

পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে সৃষ্টি হয়েছিল বলে আগ্নেয় শিলাকে প্রাথমিক শিলাও বলা হয়। এ শিলায় কোন স্তর ও জীবাশ্ম নেই। পাললিক শিলাকে স্তরীভূত শিলাও বলে। চুনাপাথর রূপান্তরিত হয়ে মার্বেল, কাদা ও শেল রূপান্তরিত হয়ে স্ট্রেট, কয়লা রূপান্তরিত হয়ে গ্রাফাইটে পরিণত হয় বলে এদেরকে রূপান্তরিত শিলা বলে।

ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন

ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন দুইভাবে হয়ে থাকে যথা: আকস্মিক পরিবর্তন ও ধীর পরিবর্তন। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যাংগপাত, ভূ-কম্পন, ভূ-গর্ভের তাপ ও চাপ এবং অন্যান্য প্রচণ্ড শক্তির কারণে ভূ-পৃষ্ঠের হঠাৎ যে পরিবর্তন সাধিত হয় তাকে আকস্মিক পরিবর্তন বলে। আর সূর্যতাপ, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, নদী, হিমবাহ প্রভৃতি দ্বারা ধীরে ধীরে ভূ-পৃষ্ঠের যে পরিবর্তন সাধিত হয় তাকে ভূ-পৃষ্ঠের ধীর পরিবর্তন বলে। ধীর পরিবর্তনকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যথা: ক) বিচূর্নীভবন বা ক্ষয়ীভবন খ) নগ্নীভবন গ) অপসারণ ঘ) অবক্ষেপন।

ভূমিকম্প: পৃথিবীর কঠিন ভূ-ত্বকের কোনো কোনো অংশ প্রাকৃতিক কোন কারণে কখনো কখনো অল্প সময়ের জন্য হঠাৎ কেঁপে ওঠে। ভূ-ত্বকের এরূপ আকস্মিক কম্পনকে ভূমিকম্প বলে।

ভূমিকম্পের কারণসমূহ: ১। ভূপাত, ২। শিলাচ্যুতি ৩। তাপ বিকিরণ ৪। ভূ-গর্ভস্থ বাষ্প ৫। ভূ-গর্ভস্থ চাপ ৬। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যাংগপাত ৭। হিমবাহ।

সুনামি: সুনামি (Tsunami) একটি জাপানি শব্দ। জাপানি ভাষায় এর অর্থ হল ‘পোতাশ্রয়ের ঢেউ’। সুনামি হল পানির এক ভয়াবহ ঢেউ যা সমুদ্র বা বিশাল হ্রদে ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যাংগপাত, ভূপাত, পারমাণবিক বা অন্যকোন বিস্ফোরণের কারণে হয়ে থাকে এবং এই ঢেউ উপকূল ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করে। সুনামির ঢেউগুলোকে ‘ওয়েভ ট্রেন’ বলা হয়।

আগ্নেয়গিরি: ভূ-পৃষ্ঠের দুর্বল অংশের ফাটল বা সুড়ঙ্গ দিয়ে ভূ-গর্ভের উষ্ণ বায়ু, গলিত শিলা, জলীয় বাষ্প, উত্তপ্ত পাথরখণ্ড, কাদা, ছাই প্রভৃতি প্রবল বেগে উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়ে যখন ঐ ফাটলের চারপাশে ক্রমশ জমাট বেঁধে উঁচু মোচাকৃতির পর্বত সৃষ্টি করে তখন তাকে আগ্নেয়গিরি বলে। আগ্নেয়গিরির মুখকে জ্বালামুখ এবং জ্বালামুখ দিয়ে নির্গত গলিত পদার্থকে লাভা বলে।

অগ্ন্যাংগপাতের ভিত্তিতে আগ্নেয়গিরিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। ১) সক্রিয় আগ্নেয়গিরি (যেসব আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যাংগপাত এখনো বন্ধ হয়নি- ২। সুপ্ত আগ্নেয়গিরি (অগ্ন্যাংগপাত অনেক আগে বন্ধ হয়ে গেছে তবে যেকোনো সময় আবার হতে পারে) ৩। মৃত আগ্নেয়গিরি (যেসব আগ্নেয়গিরি দীর্ঘকাল ধরে নিষ্ক্রিয় এবং ভবিষ্যতেও নিষ্ক্রিয় থাকবে)।

আগ্নেয়গিরির আগ্ন্যাংগপাতের ফলে সৃষ্ট-

আগ্নেয় মালভূমি- ভারতের দাক্ষিণাত্যের মালভূমি।

আগ্নেয় দ্বীপ- যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই দ্বীপুঞ্জ।

আগ্নেয় হ্রদ- আলাস্কার মাউন্ট আডাকামা

আগ্নেয় পর্বত- ইতালির ভিসুভিয়াস।

ব-দ্বীপ

নদী যখন মোহনার কাছাকাছি আসে তখন তার স্রোতের বেগ একেবারে কমে যায়। এতে বালি ও কাদা তলানিরূপে জমা হয় এবং নদী মুখ সঞ্চিত বালি ও কাদা দ্বারা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ধীরে ধীরে এই সঞ্চিত স্তর সাগরের পানির উচ্চতার উপরে উঠে যায়। তখন নদী বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে এই চরভূমিকে বেষ্টিত করে সাগরে পতিত হয়। ত্রিকোণাকার এই নতুন সমতল ভূমিকে ব-দ্বীপ বলে। এটি দেখতে বাংলা ‘ব’ অক্ষর এবং গ্রীক ‘ডেলটা’ শব্দের মত। তাই এর বাংলা নাম ‘ব’ দ্বীপ এবং ইংরেজী নাম ডেলটা।

বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ এবং সুন্দরবন বাংলাদেশের বৃহত্তম ব-দ্বীপ।

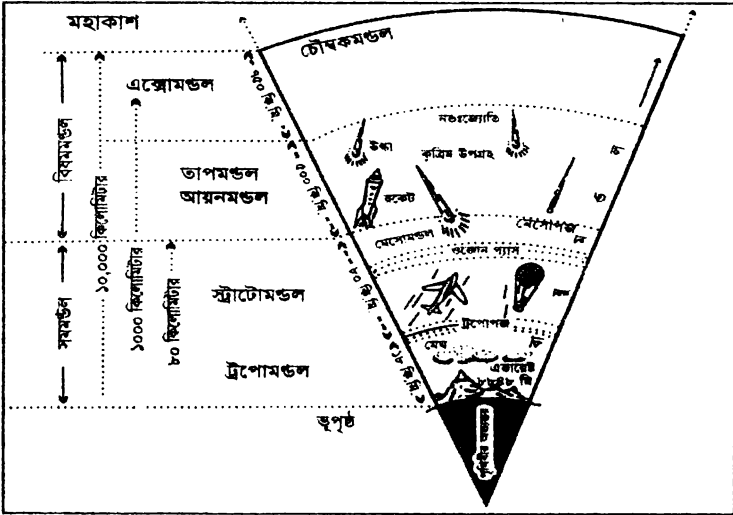
বায়ুমণ্ডল

বায়ুমণ্ডল:

যে গ্যাসীয় আবরণ পৃথিবীকে বেষ্টিত করে আছে তাকে বায়ুমণ্ডল বলে। পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তির ফলে বায়ুমণ্ডলও ভূ-পৃষ্ঠের চারদিকে জড়িয়ে থেকে অনবরত আবর্তন করছে। বায়ুমণ্ডলের বর্ণ, গন্ধ, আকার কিছুই নেই। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে প্রায় ১০,০০০ কি.মি. পর্যন্ত বায়ুমণ্ডল বিস্তৃত তবে বায়ুমণ্ডলের প্রায় ৯৭ ভাগ উপাদানই ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩০কি.মি. এর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উপাদানের তালিকা:

নাইট্রোজেন-৭৮.০২%	অক্সিজেন-২০.৭১%	আরগন ০.৮০%	কার্বন ডাই অক্সাইড ০.০৩%
অন্যান্য গ্যাস- ০.০২%	জলীয় বাষ্প- ০.৮১%	ধূলিকণা ০.০১%	%মোট= ১০০%



চিত্র ৫.১ বায়ুমণ্ডলের স্তরবিবিন্যাস

ওজোন গ্যাসের স্তর সূর্য থেকে আসা অতিবেগুনি রশ্মিকে শোষণ করে। বায়ুমণ্ডল ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে পর্যায়ক্রমে পাঁচটি স্তরে বিভক্ত। যথা: ট্রোপোমণ্ডল, স্ট্রাটোমণ্ডল, মেসোমণ্ডল, তাপমণ্ডল ও এলোমণ্ডল। উল্লিখিত স্তরগুলোর প্রথম তিনটি সমমণ্ডল এবং পরবর্তী দুটি বিষম মণ্ডল এর অন্তর্ভুক্ত।

ট্রোপোমণ্ডল: বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে নিচের স্তর হচ্ছে ট্রোপোমণ্ডল। মেঘ, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, ঝড়, শিশির, কুয়াশা, সবকিছুই এই স্তরে সৃষ্টি হয়। ট্রোপোমণ্ডলের শেষ প্রান্তের অংশের নাম ট্রোপোবিরতি। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর ঘনত্ব কমতে থাকে এবং উষ্ণতাও কমতে থাকে। সাধারণত প্রতি ১,০০০ মিটার উচ্চতায় ৬° সেলসিয়াস তাপমাত্রা হ্রাস পায়। সমগ্র

বায়ুমণ্ডলের ওজনের প্রায় ৭৫ ভাগ এই স্তরে অবস্থিত। ট্রোপোমণ্ডল বিষুবীয় অঞ্চলে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৬-১৯কি.মি. এবং মেরু অঞ্চলে প্রায় ৮ কি.মি. উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত।

স্ট্রাটোমণ্ডল: ট্রোপোবিরতির উপরের দিকে প্রায় ৫০ কি.মি. পর্যন্ত বিস্তৃত স্তর স্ট্রাটোমণ্ডল নামে পরিচিত। স্ট্রাটোমণ্ডলের উপরের অংশকে স্ট্রাটোবিরতি বলে। এই স্তরের ওজন গ্যাসের স্তর সবচেয়ে বেশি। এই স্তরে আবহাওয়া শান্ত ও শুষ্ক থাকে বলে এ স্তরের মধ্যে দিয়ে জেট বিমান চলাচল করে।

মেসোমণ্ডল: স্ট্রাটোবিরতির পর প্রায় ৮০ কি.মি. পর্যন্ত বিস্তৃত স্তরকে মেসোমণ্ডল বলে। মেসোমণ্ডলের উপরের অংশের নাম মোসোবিরতি। পৃথিবীর দিকে ছুটে আসা উল্কাপিণ্ড এ স্তরেই ধ্বংস হয়। মোসোমণ্ডলের উপরের অংশ মোসোবিরতি।

তাপমণ্ডল: মোসোবিরতির উপরে ৫০০ কি.মি. পর্যন্ত তাপমণ্ডল বিস্তৃত। তাপমণ্ডলের নিম্ন অংশকে আয়নমণ্ডল বলে। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে পাঠানো বিভিন্ন বেতার তরঙ্গ আয়নমণ্ডলে বাধা পেয়ে পুনরায় ভূ-পৃষ্ঠে ফিরে আসে।

এক্সোমণ্ডল: এক্সোমণ্ডলে হিলিয়াম ও হাইড্রোজেন গ্যাসের প্রাধান্য বেশি। এক্সোমণ্ডল বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে উপরের স্তর।

আবহাওয়া ও জলবায়ু

কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানের বায়ুর তাপ, চাপ, আদ্রতা, বৃষ্টিপাত ও বায়ুপ্রবাহের দৈনন্দিন সামগ্রিক অবস্থানকে সেই দিনের আবহাওয়া বলে এবং কোনো একটি এলাকার ৩০-৪০ বছরের গড় আবহাওয়ার অবস্থাকে জলবায়ু বলে। নিরক্ষরেখা বরাবর তাপমাত্রা মেরু অঞ্চলের চেয়ে বেশি থাকে। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উপরে দিকে তাপমাত্রা কমে থাকে। সমুদ্র উপকূল অঞ্চলের চেয়ে সমুদ্র থেকে দূরে অবস্থিত অঞ্চলে শীতকালে বেশি শীত এবং গ্রীষ্মকালে বেশি গরম অনুভূত হয় কারণ স্থলভাগ জলভাগের তুলনায় বেশি ও তাড়াতাড়ি উত্তপ্ত ও শীতল হয়। প্রস্তর বা বালুকাময় মৃত্তিকার তাপ সংরক্ষণ ক্ষমতা কম তাই মরুভূমি দ্রুত উত্তপ্ত ও শীতল হয়। ফলে মরুভূমিতে দিনে বেশি গরম এবং রাতে বেশি ঠাণ্ডা অনুভূত হয়।

সম্পৃক্ত বা পরিপূর্ণ বায়ু: কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতায় বায়ু যে পরিমাণ জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে সেই পরিমাণ জলীয় বাষ্প বায়ুতে থাকলে বায়ু আর অধিক জলীয় বাষ্প গ্রহণ করতে পারে না। তখন তাকে সম্পৃক্ত বা পরিপূর্ণ বায়ু বলে।

শিশিরাক্ষ: বায়ু যে উষ্ণতায় ঘনীভূত হয় তাকে শিশিরাক্ষ বলে।

বায়ুর আদ্রতা: বায়ুর জলীয় বাষ্প ধারণ করাকে বায়ুর আদ্রতা বলে। বায়ুতে জলীয় বাষ্প একদম না থাকলে তাকে শুষ্ক বায়ু এবং জলীয় বাষ্প থাকলে তাকে আদ্র বায়ু বলে। আদ্র বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ থাকে শতকরা ২-৫ ভাগ। বায়ু যত উষ্ণ হয় ততবেশি জলীয় বাষ্প ধারণ করতে পারে। বায়ুর আদ্রতা দুইভাবে প্রকাশ করা যায় যথা: পরম আদ্রতা ও আপেক্ষিক আদ্রতা।

পরম আদ্রতা: কোনো নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে জলীয় বাষ্পের প্রকৃত পরিমাণকে পরম আদ্রতা বলে। অপর দিকে, কোনো নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে জলীয় বাষ্পের প্রকৃত পরিমাণ আর একই আয়তনের বায়ুকে পরিপূর্ণ করতে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্পের প্রয়োজন এ দুটির অনুপাতকে আপেক্ষিক আদ্রতা বলে।

বৃষ্টিপাত: বৃষ্টিপাত চারটি ভাগে বিভক্ত যথা: ১। পরিচলন বৃষ্টি ২। শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত

৩। বায়ুর প্রাচীর জনিত বৃষ্টি ৪। এবং ঘূর্ণি বৃষ্টি।

বায়ুপ্রবাহ: বায়ু সর্বদা শীতল ও ভারী বায়ু বিশিষ্ট উচ্চচাপ বলয় হতে উষ্ণ ও হালকা বায়ু বিশিষ্ট নিম্নচাপ বলয়ের দিকে ধাবিত হয়। পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তনশীল। এজন্য বায়ুপ্রবাহ উত্তরগোলার্ধে ডানদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেকে যায় যা ফেরেলে সূত্র হিসেবে পরিচিত। বায়ু বিভিন্ন প্রকার হতে পারে যেমন:

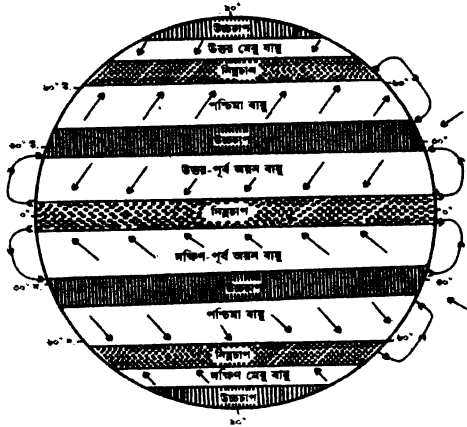
১। **নিয়ত বায়ু:** যে বায়ু সর্বদা একই দিকে প্রবাহিত হয় তাকে নিয়ত বায়ু বলে।

২। **সমুদ্র ও স্থল বায়ু:** দিনের বেলায় স্থলভাগ সমুদ্রের চেয়ে বেশি উত্তপ্ত হয় বলে স্থলে নিম্নচাপ এবং সমুদ্রে উচ্চচাপ বিরাজ করে। এজন্য দিনের বেলা বায়ু সমুদ্র হতে ভূ-পৃষ্ঠের দিকে প্রবাহিত হয় যাকে সমুদ্র বায়ু বলে। আর রাতের বেলায় স্থলভাগ তাপ বিকিরণ করে অধিক শীতল হয় বলে স্থলভাগে উচ্চচাপ থাকে এবং তাই স্থলভাগ হতে বায়ু নিম্নচাপ বিশিষ্ট সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয় যাকে স্থল বায়ু বলে।

৩। **মৌসুমী বায়ু:** যে বায়ু বছরের কোনো একটি নির্দিষ্ট মৌসুমে দেখা যায় তাকে মৌসুমী বায়ু বলে।

৪। **স্থানীয় বায়ু:** যে বায়ু বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ তাদেরকে সেইসব অঞ্চলের স্থানীয় বায়ু বলে। যেমন: রকি পর্বতের চিনুক বায়ু, আরব মালভূমির সাইয়ুম বায়ু, মিশরের খামসিন এবং ভারতীয় উপমহাদেশের লু-বায়ু স্থানীয় বায়ুর উদাহরণ।

১। নিয়ত বায়ু আবার তিন প্রকার। যথা: ক) অয়ন বায়ু, খ) পশ্চিমা বায়ু ও গ) মেরু বায়ু



চিত্র ৫.৭ নিয়ত বায়ুপ্রবাহ

অয়ন বায়ু:

নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় থেকে উষ্ণ ও হালকা বায়ু উপরে ওঠে গেলে ককটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে শীতল ও ভারী বায়ু নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। ফেরেলের সূত্র অনুসারে এ বায়ু উত্তর গোলার্ধে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণপূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয়। প্রাচীনকালে পরিচালিত বাণিজ্য জাহাজগুলো এ বায়ুপ্রবাহের দিক অনুসরণ করে যাতায়াত করত বলে এগুলোকে অয়নবায়ু বা বাণিজ্য বায়ু বলে। উত্তর গোলার্ধে এটি উত্তর-পূর্ব অয়নবায়ু

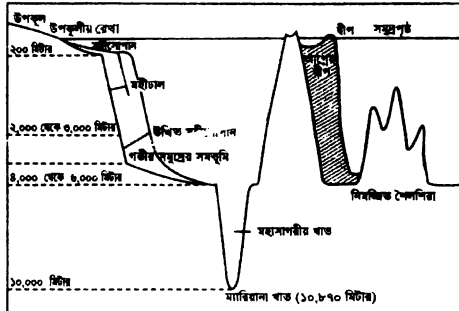
এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ-পূর্ব অয়নবায়ু নামে পরিচিত। নিরক্ষরেখার উভয় দিকে উত্তর-দক্ষিণে 5° অক্ষাংশ পর্যন্ত একটি শান্ত বলয়ের সৃষ্টি হয়। এ বলয়কে নিরক্ষীয় শান্ত বলয় বলে।

পশ্চিমা বায়ু: ককটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে অয়ন বায়ু ব্যতীত আরোও দুটি বায়ুপ্রবাহ মেরুবৃত্ত নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয়। এ বায়ু প্রবাহকে পশ্চিমা বায়ু বলে। $80^\circ-89^\circ$ দক্ষিণ পর্যন্ত পশ্চিমা বায়ুর গতিবেগ সর্বাপেক্ষা বেশি। এ অঞ্চলকে গর্জনশীল চল্লিশা বলে। নিরক্ষীয় শান্ত বলয়ের ন্যায় ক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয়েও দুটি শান্ত বলয়ের সৃষ্টি হয়। $30^\circ-35^\circ$ উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে ক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয় দুটি অবস্থিত। প্রাচীনকালে যখন আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে জাহাজযোগে ইউরোপ থেকে আমেরিকায় অশ্ব ও অন্যান্য পশু রপ্তানি করা হত তখন ঐ অঞ্চলে পৌঁছালে বায়ুপ্রবাহের অভাবে পালচালিত জাহাজের গতি মন্ডর বা প্রায় নিশ্চল হয়ে পড়ত। এ অবস্থায় নাবিকগণ খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে অনেক সময় তাদের অশ্বগুলো সমুদ্রে ফেলে দিত। তাই আটলান্টিক মহাসাগরের ক্রান্তীয় শান্ত বলয়কে অশ্ব অক্ষাংশ বলে।

মেরু বায়ু: মেরু অঞ্চলের উচ্চচাপ বলয় থেকে অতি শীতল ও ভারী বায়ু উত্তর গোলার্ধে নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয় যা মেরুবায়ু নামে পরিচিত। এ প্রবাহকে সুমেরু বায়ু ও কুমেরু বায়ু বলে।

বারিমণ্ডল: Hydrosphere এর বাংলা প্রতিশব্দ বারিমণ্ডল। Hydro মানে পানি আর sphere মানে ক্ষেত্র। পৃথিবীর সকল জলরাশির শতকরা ৯৭ ভাগ পানি রয়েছে সমুদ্রে।

সমুদ্র তলদেশের ভূমিরূপ: সমুদ্র তলদেশের ভূমিরূপকে ৫টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ১। মহীসোপান ২। মহীঢাল ৩। গভীর সমুদ্রের সমভূমি ৪। নিমজ্জিত শৈলশিরা ৫) ও গভীর সমুদ্র খাত।



চিত্র ৬.২ : সমুদ্র তলদেশের ভূমিরূপ

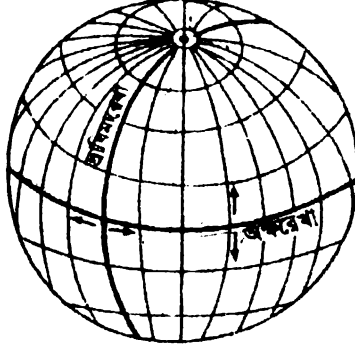
মহীসোপান: পৃথিবীর মহাদেশসমূহের চারদিকে স্থলভাগের কিছু অংশ অল্প ঢালু হয়ে সমুদ্রের পানির মধ্যে নেমে গেছে। এরূপ সমুদ্রের উপকূল রেখা থেকে তলদেশে ক্রমান্বয়ে নিমজ্জিত অংশকে মহীসোপান বলে। এটি 1° কোণে সমুদ্র তলদেশে নিমজ্জিত। মহীসোপানের সর্বোচ্চ গভীরতা ১৫০ মিটার একং গড় প্রশস্ততা ৭০ কিঃমিঃ। মহীসোপানের সবচেয়ে উপরের অংশকে উপকূলীয় ঢাল বলে।

মহীচাল: মহিসোপানের শেষ সীমা থেকে ভূ-ভাগ হঠাৎ খাড়াভাবে নেমে সমুদ্রের গভীর তলদেশের সঙ্গে মিশে যায়। এ ঢালু অংশকে মহীচাল বলে। এর গড় গভীরতা ২০০-৩০০০ মিটার।

গভীর সমুদ্রের সমভূমি: মহীচাল শেষ হওয়ার পর থেকে সমুদ্র তলদেশে বিস্তৃত সমভূমি লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়াও সমুদ্র তলদেশে রয়েছে নিমজ্জিত শৈলশিরা ও গভীর সমুদ্র খাত।

সমুদ্র স্রোতের কারণ সমূহ হল: নিয়ত বায়ুপ্রবাহ, পৃথিবীর আঁহিক গতি, সমুদ্রজলের লবণাক্ততার পার্থক্য ইত্যাদি।

অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা রেখা



চিত্র ২.৪ : অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা রেখা

- পৃথিবীর আকৃতি অভিজ্ঞত গোলাকের ন্যায়।
- পৃথিবীর পরিধির মধ্যে নিরক্ষীয় পরিধি সবচেয়ে বড় আর মেরু অঞ্চলে পরিধি সবচেয়ে ছোট।

অক্ষরেখা:

পৃথিবীর গোলাকৃতি কেন্দ্র থেকে উত্তর-দক্ষিণে কল্পিত রেখাগুলোকে অক্ষরেখা বা মেরু রেখা বলে। এই অক্ষের উত্তর প্রান্ত বিন্দুকে উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ প্রান্ত বিন্দুকে দক্ষিণ মেরু বলে। দুই মেরু থেকে সমান দূরত্বে পৃথিবীকে পূর্ব-পশ্চিমে বেঁধনকারী এবং উত্তর-দক্ষিণে বিভক্তকারী রেখাকে নিরক্ষ রেখা বা বিষুব রেখা বলে। নিরক্ষরেখার উত্তর দিকের অর্ধাংশকে উত্তর গোলার্ধ এবং দক্ষিণ দিকের অর্ধাংশকে দক্ষিণ গোলার্ধ বলে। নিরক্ষরেখাকে নিরক্ষবৃত্তও বলা হয়। নিরক্ষরেখা ব্যাতিত অন্যান্য সকল অক্ষরেখাকে সমাক্ষ রেখা বলে। নিরক্ষরেখা হতে উত্তরে বা দক্ষিণে কোন স্থানের কৌণিক দূরত্বকে ঐ স্থানের অক্ষরেখা বলে। অক্ষরেখার ডিগ্রিকে অক্ষাংশ বলে। পৃথিবীর বৃত্তের কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণ ৩৬০° । নিরক্ষরেখার মান ০° । উত্তর মেরুর অক্ষাংশ ৯০° এবং দক্ষিণ মেরুর অক্ষাংশ ৯০° । ২৩.৫° উত্তর অক্ষাংশকে ককটক্রান্তি রেখা এবং ২৩.৫° দক্ষিণ অক্ষাংশকে মকরক্রান্তি রেখা বলে। ৬৬.৫° উত্তর অক্ষাংশকে সুমেরুবৃত্ত এবং ৬৬.৫° দক্ষিণ অক্ষাংশকে কুমেরুবৃত্ত বলে। বিষুব বা নিরক্ষ রেখাকে মহাবৃত্ত বা গুরুবৃত্তও বলে। যে যন্ত্রের সাহায্যে সূর্যের উন্নতি পরিমাপ করা যায় তাকে সেক্সট্যান্ট যন্ত্র বলে। সূর্য যেদিন যে অক্ষাংশের উপর লম্বভাবে কিরণ দেয় সেটাই সেদিনের সূর্যের বিষুবলম্ব। নিরক্ষ রেখায় ফ্রবতারার উন্নতি ০° এবং উত্তর মেরুতে ঠিক মাথার ওপরে ফ্রবতারার উন্নতি ৯০° । অর্থাৎ উত্তর গোলার্ধে কোন স্থানের অক্ষাংশ ফ্রবতারার উন্নতির সমান।

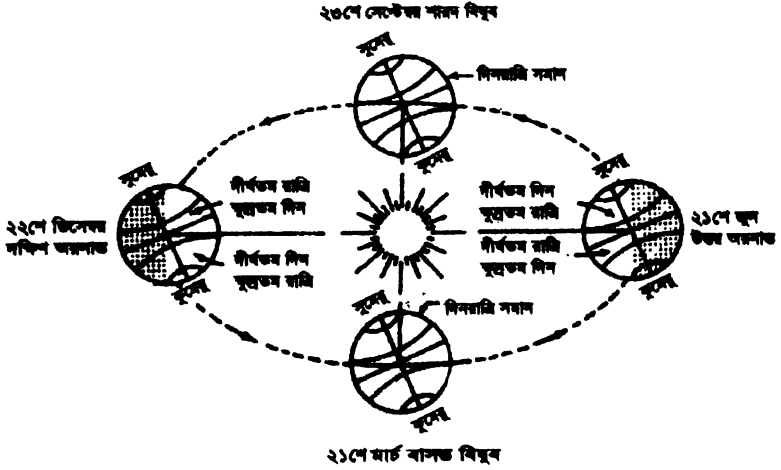
দ্রাঘিমা রেখা:

নিরক্ষরেখাকে ডিগ্রি, মিনিট ও সেকেন্ডে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগবিন্দুর উপর দিয়ে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত যেসকল রেখা কল্পনা করা হয়েছে সেগুলোই দ্রাঘিমা রেখা। দ্রাঘিমা রেখাকে মধ্যরেখাও বলা হয়।

দ্রাঘিমা রেখাগুলো পৃথিবীর পরিধির অর্ধেকের সমান। অর্থাৎ দ্রাঘিমা রেখাগুলো অর্ধবৃত্ত। যুক্তরাজ্যের লন্ডন শহরের কাছে গ্রীনিচ মান মন্দিরের উপর দিয়ে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত যে মধ্যরেখা অতিক্রম করেছে তাকে মূল মধ্যরেখা বলে। গ্রীনিচের দ্রাঘিমা 0° । মূলমধ্য রেখার দ্রাঘিমা 0° । গ্রীনিচের মূল মধ্য রেখা থেকে পূর্ব বা পশ্চিমে কোন স্থানের কৌণিক দূরত্বকে ঐ স্থানের দ্রাঘিমা বলে। পৃথিবীর পরিধি দ্বারা উৎপন্ন কোণ 360° । মূল মধ্যরেখা এ 360° কে 1° অন্তর অন্তর সমান দুই ভাগে অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিমে 180° করে ভাগ করেছে। দ্রাঘিমা দ্বারা মূলত সময় নির্ণয় করা হয়। 1° দ্রাঘিমার জন্য সময়ের ব্যবধান হয় ৪ মিনিট। কোন নির্দিষ্ট দ্রাঘিমা থেকে পূর্বের কোন দ্রাঘিমার সময় ধনাত্মক হবে এবং পশ্চিমের কোন দ্রাঘিমার সময় ঋণাত্মক হবে। একই দ্রাঘিমা বরাবর অবস্থিত সকল দেশের সময় একই হবে। পৃথিবী গোল বলে 180° পশ্চিম দ্রাঘিমা এবং 180° পূর্ব দ্রাঘিমা মূলত একই মধ্যরেখায় পড়ে। এই 180° মধ্যরেখাটিকে বলা হয় আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা। মূল মধ্যরেখা থেকে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার পার্থক্য 180° এবং সময়ের পার্থক্য ১২ ঘণ্টা। আন্তর্জাতিক তারিখ রেখাটি কল্পনা করা হয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে। পশ্চিমাগামী জাহাজ আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা অতিক্রম করার সময় ঘড়ির সময় একদিন বাড়িয়ে এবং পূর্বগামী জাহাজগুলো একদিন কমিয়ে দেয়। আন্তর্জাতিক তারিখ রেখাটি স্থলভাগকে এড়ানোর জন্য বেরিং প্রণালীর নিকট 12° পূর্বে এবং ফিজি দ্বীপপুঞ্জের নিকট 11° পূর্ব দিকে বেকে কল্পনা করা হয়েছে। কোন একটি দেশের দুটি স্থানের দ্রাঘিমাংশের গড় দ্রাঘিমাংশকে প্রমাণ সময় বলে। যেমন: বাংলাদেশের প্রমাণ সময় 90° । আবার U.S.A (৪টি), Canada (৫টি) এসব দেশে একাধিক প্রমাণ সময় রয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠের কোন একটি বিন্দু থেকে পৃথিবীর কোনো কল্পিত ব্যাস ভূ-কেন্দ্র ভেদ করে অপরদিকে ভূ-পৃষ্ঠকে যে বিন্দুতে স্পর্শ করে সেই বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর প্রতিপাদ স্থান বলে। বাংলাদেশের ঢাকার প্রতিপাদ স্থান চিলির সান্তিয়াগো। দুটি প্রতিপাদ স্থানের সময়ের পার্থক্য হবে ১২ ঘণ্টা কারণ প্রতিপাদ স্থান দুটির দ্রাঘিমার দূরত্ব 180° ।

পৃথিবীর গতি: পৃথিবীর গতি দুই প্রকার যথা: আর্হিক ও বার্ষিক গতি। পৃথিবী তার নিজ অক্ষের চারদিকে ঘুরতে সময় নেয় ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট যা আর্হিক গতি এবং সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে সময় নেয় ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড যা বার্ষিক গতি। আর্হিক গতির সময় ব্যাপ্তিকে সৌরদিনও বলে। পৃথিবীর আর্হিক গতি নিরক্ষরেখায় সবচেয়ে বেশি কারণ নিরক্ষ রেখায় পৃথিবীর পরিধি সবচেয়ে বেশি। যত মেরুর দিকে যাওয়া যায় পৃথিবীর আবর্তন গতি তত কম। আর্হিক গতির ফলে দিবারাত্রি সংগঠন, জোয়ারভাটা, সমুদ্রস্রোত, বায়ু প্রবাহ, তাপমাত্রার পার্থক্য ইত্যাদি হয়ে থাকে আর বার্ষিক গতির ফলে দিবারাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। সূর্যকে প্রদক্ষিণের সময় পৃথিবী আপন মেরু রেখাকে কক্ষপথের সঙ্গে 66.5° কোণে হেলিয়ে রাখে। ২১ মার্চ এবং ২৩ সেপ্টেম্বর এই দুই দিন সূর্য নিরক্ষরেখায় উলম্বভাবে কিরণ দেয়। তাই এই দুইদিন পৃথিবীর সর্বত্র দিবারাত্রি সমান হয়। ২১ মার্চ উত্তর গোলার্ধে বসন্তকাল থাকে। তাই এই দিনটিকে বাসন্ত বিষুব বলে। ২৩ শে সেপ্টেম্বর উত্তর গোলার্ধে শরৎকাল থাকে। তাই এই দিনটিকে শারদ বিষুব বলে। উত্তর গোলার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল দক্ষিণ গোলার্ধে তখন শীতকাল এবং তা বিপরীতক্রমেও সত্য। আবার

উত্তর গোলার্ধে যখন শরৎকাল দক্ষিণ গোলার্ধে তখন বসন্তকাল এবং তা বিপরীতক্রমেও সত্য। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান উত্তর গোলার্ধে।



২১ জুন উত্তর গোলার্ধে দীর্ঘতম দিন হয় ফলে রাত হয় ক্ষুদ্রতম এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ক্ষুদ্রতম দিন ও দীর্ঘতম রাত পরিলক্ষিত হয়। উত্তর গোলার্ধে দীর্ঘতম দিন হয় বলে এ দিনটিকে উত্তর অয়নান্ত বলে।
২২ ডিসেম্বর উত্তর গোলার্ধে ক্ষুদ্রতম দিন ও দীর্ঘতম রাত হয় এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দীর্ঘতম দিন ও ক্ষুদ্রতম রাত হয়। দক্ষিণ গোলার্ধে দীর্ঘতম দিন হয় বলে এ দিনটিকে দক্ষিণ অয়নান্ত বলে।
পৃথিবী আবর্তন করতে করতে যখন সূর্যের সবচেয়ে কাছে আসে তাকে বলে অনুত্তর আর যখন সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থান করে তাকে বলে অপত্তর।

মহাবিশ্ব ও আমাদের পৃথিবী

মহাকাশ ও মহাবিশ্ব: পৃথিবীর চারদিকে ঘিরে রয়েছে অসীম আকাশ। এই আকাশের শুরু ও শেষ নেই। আদি অন্তহীন এ আকাশকে মহাকাশ বলে। মহাকাশে অবস্থিত সকল জ্যোতিষ্ক যেগুলো নিজস্ব কক্ষপথে নির্দিষ্ট গতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের সকলকে নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে মহাবিশ্ব।
জ্যোতিষ্ক: মহাবিশ্বে অবস্থিত চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, ধুমকেতু, উল্কা, নিহারিকা প্রভৃতি সবকিছুই জ্যোতিষ্ক।

নক্ষত্র: মহাবিশ্বের সকল জ্যোতিষ্ক আলো দেয় না। শুধু যে সমস্ত জ্যোতিষ্কের নিজস্ব আলো ও উত্তাপ আছে তাদেরকেই নক্ষত্র বলে। নক্ষত্রগুলো হল জলন্ত গ্যাসপিণ্ড। এরা হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস দিয়ে তৈরী। এই গ্যাস অতি উচ্চ তাপমাত্রায় (প্রায় ৬০০০° সেলসিয়াস) জ্বলছে। সূর্য একটি নক্ষত্র। গ্রহ থেকে গ্রহ কিংবা নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রের দূরত্ব আলোকবর্ষ এককে মাপা হয়। আলো প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩ লক্ষ কিলোমিটার বা ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে। এই বেগে আলো ১ বছরে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে ১ আলোক বর্ষ বলে। পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্র সূর্য। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে ৮ মিনিট ১৯ সেকেন্ড। সুতরাং পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যবর্তী দূরত্ব প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার। সূর্যের নিকটতম নক্ষত্র প্রক্সিমা সেন্টেরাই। আকাশে উজ্জলতম নক্ষত্র লুব্ধক। সবচেয়ে বড় নক্ষত্র বেটেলগাম। ধ্রুবতারা একটি নক্ষত্র।

ধ্রুবতারা শুধুমাত্র উত্তর গোলার্ধে দেখা যায় এবং সুমেরু বিন্দুতে এটি ঠিক মাথার উপরে অবস্থান করে। শ্বেতবামন (white dwarf) এক ধরনের ছোট তারা। প্রকৃতপক্ষে শ্বেতবামন একটি মৃত তারা। তারাদের জীবন প্রবাহের তৃতীয় অবস্থা হল হোয়াইট ডোয়ার্ফ। White Dwarf নামটির জনক উইলেম জ্যাকব লুইটেন।

নক্ষত্র মণ্ডলী: মেঘযুক্ত অন্ধকার আকাশের দিকে তাকালে মনে হয় কয়েকটি নক্ষত্র বিশেষ আকৃতিতে মিলে জোট বেঁধেছে। বিভিন্ন আকৃতির এই সমস্ত নক্ষত্র দলকে নক্ষত্র মণ্ডলী বলে। যেমন: সপ্তর্ষিমণ্ডলের আকৃতি প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত। কালপুরুষের আকৃতি ধনুক হাতে শিকারির মত। কালপুরুষকে আদমসুরতও বলা হয়। এছাড়াও আরোও কয়েকটি নক্ষত্রমণ্ডলী হল ক্যাসিওপিয়া, লঘুসপ্তর্ষি ও বৃহৎ কুকুর মণ্ডল।

গ্যালাক্সি: মহাকাশে গ্রহ, নক্ষত্র, ধূলিকণা, ধূমকেতু, বাষ্পকুণ্ডের এক বিশাল সমাবেশকে গ্যালাক্সি বলে। মহাকাশে একশত বিলিয়ন গ্যালাক্সি রয়েছে।

ছায়াপথ: কোনো একটি গ্যালাক্সির ক্ষুদ্রতম অংশকে ছায়াপথ বা আকাশ গঙ্গা বলে। একটি ছায়াপথ লক্ষ-কোটি নক্ষত্রের সমষ্টি। শীতকালে রাত্রিবেলা পরিষ্কার আকাশে লক্ষ করলে উত্তর-দক্ষিণে বেশ বড় তেজোদীপ্ত স্ফটিক দীর্ঘ আলোর রেখা দেখা যায়। তারকা খচিত এই আলোর পথই ছায়াপথ। সৌরজগৎ এই রকম একটি ছায়াপথের অন্তর্গত। কোনো ছায়াপথ তার নিজ অক্ষকে কেন্দ্র করে একবার ঘুরে আসতে যে সময়ের প্রয়োজন তাকে কসমিক ইয়ার বলে।

নীহারিকা: নীহারিকা হল মহাকাশে সল্লালোকিত তারকারাজির আন্তরণ।

উল্কা: মহাশূন্যে অসংখ্য জড়পিণ্ড ভেসে বেড়ায়। এই জড়পিণ্ড গুলো অভিকর্ষ বলের আকর্ষণে প্রচণ্ড গতিতে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে। বায়ুর সংস্পর্শ এসে বায়ুর সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে এরা জ্বলে উঠে। এগুলোকে উল্কা বা METEOR বলে। কোন ধূমকেতুর অংশবিশেষ কক্ষপথ হতে বিচ্যুত হয়ে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে ঘর্ষণে জ্বলে ওঠলে তাকে উল্কা বলে।

ধূমকেতু: মহাকাশে মাঝে মাঝে একপ্রকার জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটে। এরা কিছুদিনের জন্য উদয় হয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। এদেরকে ধূমকেতু বলে। জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডমণ্ড হ্যালি যে ধূমকেতু আবিষ্কার করেন তা হ্যালির ধূমকেতু নামে পরিচিত। হ্যালির ধূমকেতু ৭৬ বছরে একবার দেখা যায়। সর্বশেষ ১৯৮৬ সালে হ্যালির ধূমকেতু দেখা গেছে আবার দেখা যাবে ২০৬২ সালে। বিগত শতাব্দির সবচেয়ে উজ্জ্বল ধূমকেতু হেলবপ। জ্যোতির্বিজ্ঞানী এলান হেল এবং টমাস বপ ১৯৯৫ সালে ধূমকেতুটি আবিষ্কার করেন।

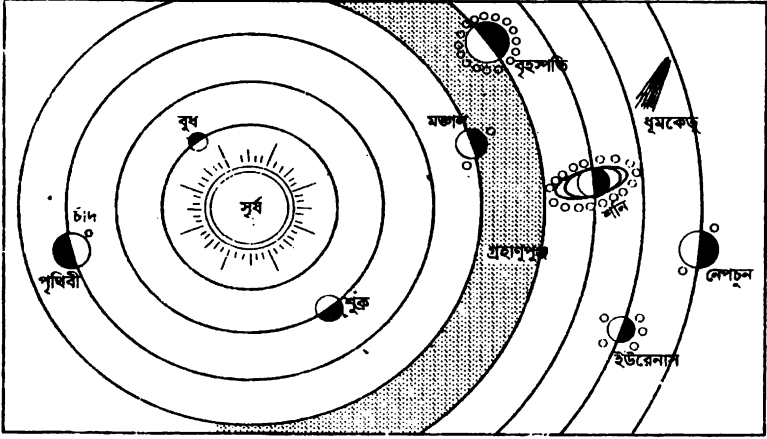
মহাজাগতিক রশ্মি: মহাশূন্য থেকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন যে আলোক কণা সমূহ প্রবেশ করে, তাদের সমষ্টিকে মহাজাগতিক রশ্মি বলে। বিজ্ঞানী ভিক্টর হেস মহাজাগতিক রশ্মি আবিষ্কার করার কারণে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করে।

গ্রহ: যে সমস্ত জ্যোতিষ্কগুলো কোনো নক্ষত্রকে ঘিরে নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট কক্ষপথে আবর্তিত হয় তাদেরকে গ্রহ বলে। এদের নিজস্ব তাপ ও আলো নেই।

উপগ্রহ: গ্রহকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত জ্যোতিষ্ক নির্দিষ্ট গতিতে ও কক্ষপথে আবর্তিত হয় তাদেরকে উপগ্রহ বলে। এদের নিজস্ব তাপ ও আলো নেই। বুধ ও শুক্র গ্রহের কোনো উপগ্রহ নেই। বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহ সবচেয়ে বেশি। শনি গ্রহের সবচেয়ে বড় উপগ্রহ টাইটান যা সৌরজগতেরও সবচেয়ে বড় উপগ্রহ।

সৌরজগৎ (Solar System):

সূর্য ও তার গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ, ধূমকেতু ও উল্কা নিয়ে সৌরজগৎ গঠিত। গ্রহগুলো মহাকর্ষ বলের প্রভাবে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে।



চিত্র ২.২ : সৌরজগৎ

সূর্য: সূর্যের ব্যাস ১৩ লক্ষ ৮৪ হাজার কি.মি. এবং এর ভর প্রায় ১.৯৯×১০^{৩০} কেজি। আয়তনে সূর্য পৃথিবীর চেয়ে ১৩ লক্ষ গুণ বড়। সূর্যের পৃষ্ঠভাগের উত্তাপ প্রায় ৬০০০° সেন্টিগ্রেড। সূর্যের উপাদান হাইড্রোজেন হিলিয়াম। সৌরজগতের গ্রহের সংখ্যা আটটি। বড় গ্রহ বৃহস্পতি, এজন্য একে গ্রহরাজও বলা হয়। আর সবচেয়ে ছোট গ্রহ বুধ। বুধ গ্রহ সূর্যের সবচেয়ে নিকটতম গ্রহ। শুক্র গ্রহ ভোরের আকাশে শুকতারা এবং সন্ধ্যার আকাশে সন্ধ্যাতারা নামে পরিচিত। শুক্র সৌরজগতের সবচেয়ে উত্তপ্ত ও উজ্জল গ্রহ। শুক্র গ্রহে এসিড বৃষ্টি হয়। সকল গ্রহ পশ্চিম থেকে পূর্বে ঘুরলেও শুক্র গ্রহ পূর্ব থেকে পশ্চিমে আবর্তিত হয়। পৃথিবী সূর্যের তৃতীয় নিকটতম গ্রহ। শনির ভূ-ত্বক বরফে ঢাকা। পৃথিবী ছাড়া সৌরজগতের বাকী সকল গ্রহের নাম গ্রীক বা রোমান দেবতার নাম অনুসারে নেয়া হয়েছে। পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ শুক্র। সর্বপ্রথম সৌরজগৎ আবিষ্কার করেন নিকোলাস কোপার্নিকাস। সৌরজগতের দ্রুততম গ্রহ বুধ। শুক্রকে বলা হয় পৃথিবীর জমজ গ্রহ। শনি গ্রহের হাজার বলয় আছে। ইউরেনাসকে বলা হয় সবুজ গ্রহ। ফেবোস ও ডিমোস মঙ্গল গ্রহের উপগ্রহ। চাঁদের তুলনায় পৃথিবী ৪৯ গুণ বড়। পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব ২,৩৯,০০০ মাইল বা ৩,৬৮,০০০ কি.মি.। চাঁদ থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে প্রায় ২৭ দিন। পৃথিবী প্রকৃতপক্ষে একটি অভিগত গোলক। পৃথিবীর আনুমানিক বয়স ৪৫০ কোটি বছর বা ৪৫০০ মিলিয়ন বছর।

সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ: অমাবস্যার তিথিতে পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্য প্রায় একই সরলরেখায় অবস্থান করে। এ সময় চাঁদ পৃথিবী ও সূর্যের মাঝে অবস্থান করে। ফলে চাঁদের ছায়া পৃথিবীর উপর পড়ে যা সূর্যগ্রহণ নামে পরিচিত। আবার পূর্ণিমার তিথিতে পৃথিবী চন্দ্র ও সূর্যের মধ্যে অবস্থান করে। ফলে পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর পড়ে। এ ঘটনাকে চন্দ্রগ্রহণ বলে।

মহাকাশ গবেষণা সংস্থা: NASA National Aeronautics and Space Administration. এটি মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা যা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৮ সালে। এর সদর দপ্তর ওয়াশিংটন

ডিসিতে। নাসার মহাকাশযান উৎক্ষেপন কেন্দ্রের নাম কেপকেনভিরা। পূর্ব নাম কেপকেনেডি যা ফ্লোরিডায় অবস্থিত।

মহাকাশ অভিযান: ১৯৫৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন সর্বপ্রথম মহাশূন্যে স্পুটনিক-১ নামে কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপন করে। এটি মহাশূন্যে পাঠানো প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ। জীবন্ত প্রাণী বহনকারী প্রথম মহাশূন্যযান হল স্পুটনিক-২। সোভিয়েত নির্মিত এই মহাশূন্যযানের যাত্রী ছিল লাইকা নামের একটি কুকুর।

পৃথিবীর প্রথম মহাশূন্যচারী মানুষ হলো সোভিয়েত ইউনিয়নের ইউরি গ্যাগারিন। তিনি ১৯৬১ সালে ভস্টক-১ এ করে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। প্রথম মহিলা মহাশূন্যচারী হলেন সোভিয়েতের ভেলেন্টিনা তেরেস্কোভা। তিনি ভস্টক-৬ এ করে ১৯৬৩ সালে মহাশূন্য যাত্রা করেন। চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণকারী প্রথম মানুষবাহী যান অ্যাপোলো-১১। এই অভিযানে অংশ নেন মার্কিন নভোচারী নীল আর্মস্ট্রং, মাইকেল কলিস এবং এডউইন অলড্রিন। ১৯৬৯ সালের ২০ জুলাই নীল আর্মস্ট্রং প্রথম মানব হিসেবে চন্দ্রপৃষ্ঠে পা রাখেন। মঙ্গলগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রেরিত একটি মার্কিন নভোযান হল পাথ ফাইন্ডার। পাথ ফাইন্ডারের সাথে পাঠানো রোবটের নাম সোয়ার্জনার। প্রথম রকেট আবিষ্কার করে রাশিয়া। চাঁদে পানির সন্ধান পাওয়া ভারতীয় মহাকাশ যানটির নাম চন্দ্রযান-১। মঙ্গলগ্রহে প্রেরিত আরেকটি মহাকাশযান হল ভাইকিং। পৃথিবী থেকে পাঠানো বৃহস্পতির একটি কৃত্রিম উপগ্রহ হল গ্যালিলিও। পৃথিবীর প্রথম বাণিজ্যিক যোগাযোগ্য কৃত্রিম উপগ্রহ হল আলিবার্ড হল। মহাকাশে প্রথম পর্যটক মার্কিন ধনকুবের ডেনিস টিটো। মহাকাশে প্রথম নারী পর্যটক ইরানি বংশোদ্ভূত মার্কিন আনুশেহ আনসারি। মহাশূন্যে মনুষ্যবাহীযান উৎক্ষেপনকারী তৃতীয় দেশ চীন। মহাশূন্যের বিভিন্ন চিত্র গ্রহণের জন্য ১৯৯০ সালে NASA এবং ESA (European Space Agency) এর যৌথ উদ্যোগে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপিত হয় হাবল টেলিস্কোপ।

Big Bang Theory:

বিগ ব্যাংক Theory এর প্রবক্তা বেলজিয়ামের বিজ্ঞানী লেমোটর। ‘বিগ ব্যাংক’ তত্ত্বের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন স্টিফেন হকিং। যিনি ‘A brief history of time’ গ্রন্থের লেখক। বিজ্ঞানী হাবল মহাবিশ্ব সম্পর্কে বলেন-মহাবিশ্ব প্রতিনিয়তই সম্প্রসারিত হচ্ছে।

টলেমি: টলেমি মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় জন্মগ্রহণ। তিনি ছিলেন বিখ্যাত রোমান গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ। তার বিখ্যাত গ্রন্থ ‘Almagest’

গ্যালিলিও: তিনি ছিলেন ইতালিয় পদার্থবিদ ও জ্যোতির্বিদ। গ্যালিলিওকে বলা হয় আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জনক।

পৃথিবীর অঞ্চল পরিচিতি

দক্ষিণ এশিয়া: বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, আফগানিস্তান, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়া: মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাই, ফিলিপাইন, পূর্ব তিমুর।

মধ্য এশিয়া: কাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, তাজিকিস্তান, কিরগিজস্তান, এদের উত্তর-পশ্চিম এশিয়ার দেশও বলে।

মধ্যপ্রাচ্য: সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইরাক, ইরান, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, ওমান, ইয়েমান, সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, ইসরায়েল, ফিলিস্তিন, তুরস্ক।

ইন্দোচীন: লাওস, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম। **বাল্টিক রাষ্ট্র:** এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া।

বলকান রাষ্ট্রসমূহ: সার্বিয়া, বসনিয়া-হার্জগোবিনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, মন্টিনিগ্রো, স্লোভেনিয়া, মেসিডোনিয়া, কসোভো, গ্রিস, আলবেনিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, তুরস্ক ও ইতালির কিছু অংশ।
(প্রথম সাতটি দেশ হচ্ছে সাবেক যুগোস্লাভিয়ার দেশ। যুগোস্লাভিয়া ভেঙ্গে ধীরে ধীরে এই সাতটি দেশ হয়েছে।

গোন্ডেন ট্রায়েঙ্গল: মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, লাওস সীমান্তে আফিম উৎপাদনকারী অঞ্চল।

গোন্ডেন ক্রিসেন্ট: আফগানিস্তান সীমান্তে আফিম উৎপাদনকারী অঞ্চল।

গোন্ডেন ওয়েজ: বাংলাদেশ, ভারত ও নেপাল সীমান্তে মাদক পাচার ও চোরাচালানের জন্য বিখ্যাত।

গোন্ডেন ভিলেজ: বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার ২৬টি গ্রামকে গাঁজা উৎপাদনের জন্য গোন্ডেন ভিলেজ বলা হয়।

প্রি টাইগারস: জাপান, জার্মানি, ইতালি।

ফোর টাইগারস: দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, হংকং।

সুপার সেভেন: ফোর টাইগারস+মালয়শিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড।

ইস্ট এশিয়ান মিরাকল: সুপার সেভেন+জাপান।

বিশ্বের স্থল বেষ্টিত দেশসমূহ তথা সমুদ্র বন্দরবিহীন দেশ সমূহ

এশিয়া: লাওস, নেপাল, ভুটান, মঙ্গোলিয়া, আফগানিস্তান, কাজাকিস্তান, কিরগিস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, আজারবাইজান, আর্মেনিয়া।

আমেরিকা: প্যারাগুয়ে, বলিভিয়া।

ইউরোপ: অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, চেকপ্রজাতন্ত্র, স্লোভাকিয়া, অ্যাভোরা, ভ্যাটিকান সিটি, সান ম্যারিনো, কসোভো, বেলারুশ, সুইজারল্যান্ড, লিচেনস্টাইন, সার্বিয়া।

আফ্রিকা: জিম্বাবুয়ে, জাম্বিয়া, রুয়ান্ডা, বুরুন্ডি, উগান্ডা, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, লেসোথো, বতসোয়ানা, নাইজার, চাদ, মালি, দক্ষিণ সুদান, ইথিওপিয়া।

বিশ্বের বিখ্যাত সীমারেখা

লাইন/সীমারেখা	দেশ সমূহ	লাইন/সীমারেখা	দেশ সমূহ
৪৯° অক্ষরেখা	যুক্তরাষ্ট্র - কানাডা	প্লিমসল লাইন	অতিরিক্ত মাল বোঝাই এড়ানোর জন্য জাহাজের গায়ে চিহ্নিত রেখা
৩৮° অক্ষরেখা	উত্তর কোরিয়া- দক্ষিণ কোরিয়া	হট লাইন	আকস্মিক যুদ্ধ এড়ানো জন্য ক্রেমলিন ওহোয়াইট হাউজের মধ্যে টেলিফোন সংযোগ।
১৭° অক্ষরেখা	উত্তর ভিয়েতনাম- দক্ষিণ ভিয়েতনাম	ম্যাজিনো লাইন	জার্মানি- ফ্রান্স
২৪° অক্ষরেখা	পাকিস্তান- এই রেখা বরাবর সীমানা দাবী করে	জিগফ্রেড লাইন	জার্মানি- ফ্রান্স
র‍্যাডক্রিফ লাইন	ভারত- পাকিস্তান	হিভারবার্গ লাইন	জার্মানি- পোলেন্ড
লাইন অব কন্ট্রোল	ভারত-পাকিস্তান	লাইন অব ডিমারকেশন	পর্তুগাল- স্পেন

ম্যাকমোহন লাইন	চীন- ভারত	ম্যানারহেইম লাইন	রাশিয়া- ফিনল্যান্ড
ডুরান্ড লাইন	পাকিস্তান- আফগানিস্তান	ফচ লাইন	পোল্যান্ড- লিথুয়ানিয়া
সনোরা লাইন	যুক্তরাষ্ট্র- মেক্সিকো	ব্রু লাইন	ইসরাইল- লেবানন
মিলিটারি ডিমারকেশন লাইন	উত্তর কোরিয়া- দক্ষিণ কোরিয়া	পার্পল লাইন	ইসরাইল- সিরিয়া
গ্রীন লাইন	ইসরাইল- আরব	নর্দাশ লিমিট লাইন	উত্তর কোরিয়া- দক্ষিণ কোরিয়া

ভৌগোলিক উপনাম

<p>অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ- আফ্রিকা । ইউরোপের রুগ্ন মানুষ- তুরস্ক । ইউরোপের রণক্ষেত্র- বেলজিয়াম । এশিয়ার সুইজারল্যান্ড- কিরগিজস্তান সাত শেখ শাসিত দেশ- UAE ক্যাম্পারর দেশ- অস্ট্রেলিয়া উদ্যানের শহর- শিকাগো বাতাসের শহর-শিকাগো বিশ্বের কসাইখানা- শিকাগো চিরবসন্তের নগরী- কিটো চির শান্তির শহর- রোম চির সবুজের দেশ- নাটাল গোলাপী শহর- জয়পুর, রাজস্থান গগনচুম্বী অট্টালিকার শহর- নিউইয়র্ক জাকজমকের নগরী- নিয়ইয়র্ক দ্বীপের নগর- ভেনিস দ্বীপের মহাদেশ- ওশেনিয়া দক্ষিণের রাণী- সিডনি নিষিদ্ধ দেশ- তিব্বত নিষিদ্ধ নগরী- লাসা (তিব্বত) সূর্য উদয়ের দেশ- জাপান নিশিত সূর্যের দেশ- নরওয়ে নীরব শহর- রোম নীল নদের দেশ- মিশর চীনের নীলনদ- ইয়াংসিকিয়াং</p>	<p>ইউরোপের ককপিট- বেলজিয়াম । ইউরোপের ক্রীড়াঙ্গন- সুইজারল্যান্ড ইউরোপের বুট- ইতালি Father of apple tree- আলমাতা (কাজাখস্তান) ঝরণার শহর (City of fountain)- উজবেকিস্তান প্রাচ্যের ভেনিস- ব্যাংকক প্রাচ্যের গ্রেট ব্রুটেন- জাপান প্রাচ্যের ম্যানচেস্টার- ওসাকা প্রাচ্যের ডাভি- নারায়ণগঞ্জ প্রাচীরের দেশ- চীন পোপের শহর- রোম পিরামিডের দেশ- মিশর পীত নদীর দেশ- হোয়াংহো পশুপালনের দেশ- তুর্কিস্তান পাকিস্তানের প্রবেশদ্বার- করাচি মসজিদ ও রিস্তার শহর- ঢাকা ট্যাক্সির নগরী- মেক্সিকো মটরগাড়ীর শহর- ড্রেট্রয়েট মন্দিরের শহর- বেনারস মরুভূমির দেশ- আফ্রিকা মার্বেলের দ্বীপ-ইতালি মুক্তার দ্বীপ-বাহরাইন মুক্তার দেশ- কিউবা</p>
---	--

দক্ষিণের গ্রেট ব্রুটেন- নিউজিল্যান্ড
 পবিত্র পাহাড়- ফুজিয়ামা
 পবিত্র ভূমি- জেরুজালেম
 পঞ্চনদের দেশ- পাঞ্জাব
 আগুনের দ্বীপ- আইসল্যান্ড
 পান্নার দ্বীপ- আয়ারল্যান্ড
 হাজার হ্রদের দেশ- ফিনল্যান্ড
 হারকিউলিসের স্তম্ভ- জিব্রাল্টার
 মালভূমি
 হর্ন অফ আফ্রিকা- ইথিওপিয়া
 হলদে নদী- হোয়াংহো
 স্বর্ণনগরী- জোহান্সবার্গ
 পৃথিবীর ছাদ- পামির মালভূমি
 পৃথিবীর চিনির আঁধার- কিউবা
 বজ্রপাতের দেশ- ভুটান
 ভূমিকম্পের দেশ- জাপান
 বাজারের শহর- কায়রো
 বাংলার ভেনিস- বরিশাল
 কানাডার প্রবেশদ্বার- সেন্ট লরেন্স
 চির সবুজের দেশ- নাটাল
 রৌপ্যের শহর- আলজিয়ার্স
 নীরব খনির দেশ- বাংলাদেশ

ম্যাপল পাতার দেশ- কানাডা
 রাজপ্রসাদের নগরী- কলকাতা
 সকাল বেলার শান্তি- কোরিয়া
 শান্ত সড়ক- ভেনিস
 সোনালি তোরণের দেশ- সান ফ্রান্সিস্কো
 সোনালী আশের দেশ- বাংলাদেশ
 শ্বেতহস্তীর দেশ- থাইল্যান্ড
 সোনালী প্যাগোডার দেশ- মিয়ানমার
 সম্মেলনের শহর- জেনেভা
 সাদা শহর- বেলগ্রেড
 সমুদ্রের বধু- গ্রেট ব্রুটেন
 সোনার অন্ত:পুর- ইস্তাম্বুল
 সাত পাহাড়ের দেশ- রোম
 ভূমধ্যসাগরের চাবিকাটি/প্রবেশদ্বার- জিব্রাল্টার
 প্রণালী
 ভূ-স্বর্গ- কাশ্মীর
 ভাটির দেশ- বাংলাদেশ
 ভারতের প্রবেশদ্বার- বোম্বে
 বাংলাদেশের প্রবেশদ্বার- চট্টগ্রাম
 বিশ্বের রুটির ঝুড়ি- প্রেইরি
 সোভিয়েত ইউনিয়নের শস্যভান্ডার- ইউক্রেন
 সংস্কৃতির নগরী- প্যারিস
 মহিগুরের বাঘ- টিপু সুলতান
 সমুদ্রের বন্ধু- গ্রেট ব্রুটেন

বিভিন্ন দেশের নতুন ও পুরাতন নাম

নতুন নাম	পুরাতন নাম	নতুন নাম	পুরাতন নাম
জাপান	নিপ্পন	পোল্যান্ড	পোলাস্কা
লিবিয়া	ত্রিপলি	অ্যাঙ্গোলা	পশ্চিম আফ্রিকা
শ্রীলংকা	সিংহল	নামিবিয়া	দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকা
নেদারল্যান্ড	হল্যান্ড	হো চি মিন সিটি	সায়গন সিটি
ইরাক	মোসোপটেমিয়া	হারারে	সলসবেরি
ইরান	পারস্য	মায়ানমার	বার্মা
বেইজিং	পিকিং	সুইজারল্যান্ড	হেলভেটিয়া
চীন	ক্যাথে	তানজানিয়া	জাঞ্জিবার ও ট্যাঙ্গানিকা

তাইওয়ান	ফরমোজা	মালাগাসি	মাদাগাস্কার
থাইল্যান্ড	শ্যামদেশ	মালয়েশিয়া	মালয়
স্পেন	আন্দালুসিয়া	সুরিনাম	ডাচ গায়োনা
জিম্বাবুয়ে	দঃ রোডেশিয়া	ইস্তাম্বুল	কনস্ট্যান্টিনেপোল
জাম্বিয়া	উত্তর রোডেশিয়া	ইন্দোনেশিয়া	ডাচ ইস্ট ইন্ডিজ
সাবা	উত্তর বোর্নিও	ফ্রান্স	গল
ঘানা	গোল্ড কোস্ট	আস্কারা	অ্যাস্কারা
গায়ানা	বৃটিশ গায়ানা	দিল্লী	হস্তিনাপুর
ইথিওপিয়া	আবিসিনিয়া	মুম্বাই	বোম্বে
কম্পুচিয়া	কম্বোডিয়া	চেন্নাই	মাদ্রাজ
জার্কাতা	বাটাভিয়া	ইকচেরিয়া	চেচনিয়া
অসলো	খ্রিস্টিনা	ফকল্যান্ড	মালভিনাস
কঙ্গো	জায়ারে	জার্মানি	ডায়েচল্যান্ড
পিয়ানমনা	নাইপিদো	পন্ডিচেরি	পুডুচেরি
কর্ণাটক	মহিশূর	বতসোয়ানা	বেচুয়ানালাণ্ড
জর্ডান	ট্রান্স জর্ডান	মদিনা	ইয়াসরিব

বিভিন্ন দেশের জাতীয় প্রতীক

দেশ	জাতীয় প্রতীক	দেশ	জাতীয় প্রতীক
বাংলাদেশ	শাপলা	মিশর	সমুদ্র সৈকত
ভারত	অশোক স্তম্ভ	জার্মানি	আয়রন ক্রস
পাকিস্তান	অর্ধচন্দ্র	জাপান	ক্রিসেন থিমাম
আফগানিস্তান	মসজিদ	স্পেন	ঈগল
অস্ট্রেলিয়া	ক্যাম্বার	যুক্তরাষ্ট্র	স্বর্ণদন্ড/পালকহীন ঈগল
কানাডা	শ্বেতপদ্ম/ম্যাপল পাতা	রাশিয়া	দুই মাথা যুক্ত ঈগল
ডেনমার্ক	সিংহ	নেপাল	এভারেস্ট
আয়ারল্যান্ড	গোল্ডেন হার্প	সৌদি আরব	খেলুর বৃক্ষ ও তার নিচের একটি তরবারি
ইরাক	ঈগল	ইরান	চারটি অর্ধচন্দ্র এবং একটি তলোয়ার নিয়ে আল্লাহ লেখা
কুয়েত	শিল্পের মধ্যে সিডর গাছ	লিবিয়া	ঈগল
পোল্যান্ড	সাদা ঈগল	সুইজারল্যান্ড	হোয়াইট ক্রস

চীন	নীল আকাশে সাদা সূর্য/তিয়েন আনমেন গেইট	প্যালেস্টাইন	ঈগল
UK	টিউডর গোলাপ	নরওয়ে	কুড়াল সমেত মুকুটযুক্ত সিংহ
		ফ্রান্স	লিলি ফুল

উপনিবেশিক দেশ

এশিয়া:

- লাওস, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম এই তিনটি ইন্দোচীনের দেশ ফ্রান্সের উপনিবেশ ছিল।
- ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সিরিয়া ও লেবানন ফ্রান্সের উপনিবেশ ছিল।
- কাজাখস্তান, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, কির্গিস্তান এই পাঁচটি মধ্য এশিয়ার দেশ এবং আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, জর্জিয়া এই দেশগুলো সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের উপনিবেশ ছিল।
- মঙ্গোলিয়া চীনের উপনিবেশ ছিল।
- ফিলিপাইন স্পেনের উপনিবেশ ছিল কিন্তু স্বাধীনতা লাভ করে U.S.A এর কাছ থেকে।
- ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব নাম ছিল ডাচ ইস্ট ইন্ডিজ। ডাচ হচ্ছে নেদারল্যান্ডের অধিবাসী। ইন্দোনেশিয়া নেদারল্যান্ডের উপনিবেশ ছিল।
- পূর্ব তিমুর ছিল ইন্দোনেশিয়ার প্রদেশ এবং ২০০২ সালে ইন্দোনেশিয়ার কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। তবে ইন্দোনেশিয়ার আগে এটি পর্তুগালের উপনিবেশ ছিল।
- থাইল্যান্ড শব্দের অর্থ মুক্তভূমি। এই দেশটি কখনো কারোও উপনিবেশ ছিল না।
- চীন ১৯১১ সাল পর্যন্ত রাজতন্ত্র। ১৯১১-১৯৪৯ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট শাসিত এবং ১৯৪৯ সাল থেকে কমিউনিস্ট শাসনের অধীন রয়েছে।
- উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া ২য় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত জাপানের অধীন ছিল। পরে ১৯৪৫ সালে উত্তর কোরিয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং দক্ষিণ কোরিয়া U.S.A এর অধীন হয়ে যায় তবে ১৯৪৮ সালে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া নামে দুটি স্বাধীন দেশের জন্ম হয়।
- জাপান কারোও উপনিবেশ ছিল না।
- এশিয়ার বাকী সব দেশ বৃটেনের উপনিবেশ ছিল।

উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা:

- দক্ষিণ আমেরিকার ১৩টি দেশের মধ্যে ব্রাজিল ছিল পর্তুগালের উপনিবেশ। গায়ানার পূর্ব নাম বৃটিশ গায়ানা অর্থাৎ এটি বৃটেনের উপনিবেশ এবং সুরিনামের পূর্ব নাম ডাচ গায়ানা অর্থাৎ সুরিনাম ছিল নেদারল্যান্ডের উপনিবেশ। ফ্রেঞ্চ গায়ানা ছিল ফ্রান্সের উপনিবেশ। বাকী ৯টি দেশ স্পেনের উপনিবেশ ছিল। মধ্য আমেরিকার দেশ তথা পানামা, নিকারাগুয়া, কোস্টারিকা, হন্ডুরাস, গুয়াতেমালা, এলসালভেদর, ক্যারেবিয় দেশ কিউবা, উত্তর আমেরিকার দেশ মেক্সিকো সবগুলো স্পেনের উপনিবেশ ছিল।
- পানামা স্পেনের উপনিবেশ হলেও কলম্বিয়ার কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।
- উত্তর আমেরিকার বাকী দুটি দেশ U.S.A এবং Canada বৃটেনের উপনিবেশ ছিল।
- ক্যারাবিয়ান দেশগুলো বৃটেনের উপনিবেশ ছিল তবে হাইতি ছিল ফ্রান্সের উপনিবেশ।

আফ্রিকা মহাদেশ:

- লিবিয়া, সোমালিয়া ইতালির উপনিবেশ ছিল।
- রুয়ান্ডা, বুরুন্ডি, জায়ারে বেলজিয়ামের উপনিবেশ ছিল।
- এসোলা, মোজাম্বিক ও গিনি ছিল পর্তুগালের উপনিবেশ।
- নামিবিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার উপনিবেশ ছিল।
- ইরিত্রিয়া ইথিওপিয়ার কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।
- আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, মরক্কো, মৌরিতানিয়া, পশ্চিম সাহারা, নাইজার, মালি, ক্যামেরুন, চাদ, সেনেগাল, আইভরিকোস্ট, টোগো, বেনিন, গ্যাবন, মাদাগাস্কার ছিল ফ্রান্সের উপনিবেশ।
- আফ্রিকার বাকী সকল দেশ বৃটেনের উপনিবেশ ছিল।

ইউরোপ মহাদেশ

- ইউরোপে বৃটেনের একমাত্র উপনিবেশ ছিল-মাল্টা।
- নরওয়ে ছিল সুইডেনের উপনিবেশ।
- আইসল্যান্ড স্বাধীনতা লাভ করে ডেনমার্কের কাছ থেকে।
- বেলজিয়াম ও লুক্সেমবার্গ ছিল নেদারল্যান্ডের উপনিবেশ।
- ফিনল্যান্ড রাশিয়ার উপনিবেশ ছিল।
- সোভিয়েত ইউনিয়ন: বেলারুশ, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, ইউক্রেন, পোল্যান্ড, জর্জিয়া, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, মালদোভিয়া।
- অটোমান সম্রাজ্য: গ্রীস, রোমানিয়া, বুলগেরিয়া, তুরস্ক।
- রোমান সম্রাজ্য: ইতালি, সুইজারল্যান্ড।
- যুগোস্লাভিয়া: সার্বিয়া, বসনিয়া-হার্জগোবিনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, মন্টিনিগ্রো, স্লোভেনিয়া, মেসিডোনিয়া ও কসোভো।
- চেকোস্লোভাকিয়া- চেক প্রজাতন্ত্র, স্লোভাকিয়া।
- অস্ট্রোহাঙ্গেরি- অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি।

ওশেনিয়া

- ওশেনিয়ার দেশগুলো বৃটিশ উপনিবেশ ছিল।
- পাপুয়া নিউগিনি স্বাধীনতা লাভ করে অস্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে।

বিভিন্ন দেশের যুদ্ধ এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের নায়ক:

দেশ	ব্যক্তি	দেশ	ব্যক্তি
বাংলাদেশ	শেখ মুজিবুর রহমান	দক্ষিণ আফ্রিকা	নেলসন ম্যান্ডেলা
ভারত	জওহরলাল নেহেরু ও মহাত্মা গান্ধী	জিম্বাবুয়ে	রবার্ট মুগাবে
পাকিস্তান	মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ	জার্মানি	বিসমার্ক
মিয়ানমার	জেনারেল অং সান	যুগোস্লাভিয়া	যোশেফ মার্শাল টিটু
চীন	মাও সে তুং	তুরস্ক	কামাল আতাতুর্ক
ইন্দোনেশিয়া	ড. আহমদ সুকর্ণ	পূর্ব তিমুর	জানানা গুসামাও

ঘানা	কাওমী নত্রুমা	ভিয়েতনাম	হো চি মিন
ইতালি	গ্যারিবাল্দি	ফ্রান্স	চার্লস দ্য গল
কেনিয়া	জুমো কেনিয়াত্তা	সিঙ্গাপুর	লি কুয়ান ইউ (আধুনিক সিঙ্গাপুরের জনক)
তাজানিয়া	জুলিয়াস নায়ারে	জাম্বিয়া	কেনেথ কাউন্ডা
কঙ্গো	প্যাট্রিস লুবুশা	রাশিয়া	লেনিন, স্টালিন
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	জর্জ ওয়াশিংটন		

বিখ্যাত ব্যক্তিদের উপাধি

নাম	উপাধি
উইলিয়াম শেকসপিয়ার	বার্ড অব এভন
দাদা ভাই নওরাজি	গ্র্যান্ড ওল্ড ম্যান অব ইন্ডিয়া
আশুতোষ মুখার্জি	বাংলার বাঘ
টিপু সুলতান	মহীশূরের বাঘ
লাল বাহাদুর শাস্ত্রী	শান্তির মানুষ
সারপেন্ট অব দি নাইল	রানী ক্রিউপেট্রা
রুপার্ট মারডক	মিডিয়া মোঘল
সুভাষচন্দ্র বোস	নেতাজি
বেনজির ভুট্টো	ডটার অব দি ইস্ট
মালারা ইউসুফ জাই	ডটার অব দি পিস
চিত্তরঞ্জন দাশ	দেশ বন্ধু
আইজেন হাওয়ার	আইনের শাসক
আলফ্রেড দি গ্রেট	আইনের শাসক
আব্দুল গাফফার খান	সীমান্ত গান্ধী
হো চি মীন	আংকেল হো
কামাল পাশা	আতাতুর্ক
প্রিন্স বির্সমাক	আধুনিক জার্মানির জনক
এডলফ হিটলার	ফুয়েরার
উম্মে কুলসুম	আরবের নাইটেঙ্গেল
হেরোডোটাস	ইতিহাসের জনক
ডিউক অব ওয়েলিংটন	আয়রন ডিউক
ফিল্ড মার্শাল রোমেল	ডেজার্ট ফক্স/মরুভূমির শিয়াল
মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ	কয়েদে আজম
ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল	লেডি উইথ দি ল্যাম্প
লিয়াকত আলী খান	কয়েদে মিল্লাত
করম চাঁদ গান্ধী	মহাত্মা
ড. আহমেদ সূরকন	বাংকানো

নেপোলিয়ন	লিটল কর্পোরাল
সরোজিনী নাইডু	নাইটেঙ্গেল অব ইন্ডিয়া
সূর্যসেন	মাস্টার দা
কামাল আতাতুর্ক	গ্রে উলফ
চে-গুয়েভারা	চে আর্নেস্টো
মার্গারেট থ্যাচার	লৌহ মানবী
ফজলুল হক	শের-ই বাংলা

বিভিন্ন দেশের মুদ্রা

দেশ	মুদ্রা	দেশ	মুদ্রা
যুক্তরাজ্য	পাউন্ড স্টারলিং	ব্রাজিল	রিয়াল
মিশর	পাউন্ড	কম্বোডিয়া	
সিরিয়া		সংযুক্ত আরব আমিরাত	দিরহাম
লেবানন		মরক্কো	
ভারত	রুপি	বুলগেরিয়া	লেভ
পাকিস্তান		রোমানিয়া	লিউ
শ্রীলংকা		ইরিত্রিয়া	নাকফা
নেপাল		ইথিওপিয়া	বির
ইন্দোনেশিয়া	রুপাইয়া	লাওস	কিপ
পূর্ব তিমুর	ইউএস ডলার	মঙ্গোলিয়া	তুগরিক
		বানা	সিডি
		চেক প্রজাতন্ত্র	চেক করুনা
কেনিয়া	শিলিং	উত্তর কোরিয়া	ওন
তানজানিয়া		দক্ষিণ কোরিয়া	
সোমালিয়া		জাপান	ইয়েন
উগান্ডা		চীন	ইউয়ান
ভ্যাটিকান সিটি	ইউরো	প্যারাগুয়ে	গুয়ারানি
তুরস্ক	লিরা	মালয়েশিয়া	রিংগিত
		রাশিয়া	রুবল
নরওয়ে	ক্রোন	হাঙ্গেরি	ফোরিন্ট
ডেনমার্ক		ইসরায়েল	শেকেল
আইসল্যান্ড		মিয়ানমার	কিয়াট
সুইডেন	ক্রোনা	গুয়াতেমালা	কুয়েটজাল
		নিকারাগুয়া	করডোবা
ফিলিপাইন	পেসো	পোল্যান্ড	জোলটি
মেক্সিকো		থাইল্যান্ড	বাথ

কলম্বিয়া		দক্ষিণ আফ্রিকা	র‍্যাড
উরুগুয়ে		ভেনিজুয়েলা	বলিভার
কিউবা		কাজাকিস্তান	টেনজে
আর্জেন্টিনা		ভুটান	গুলদ্রাম
চিলি		কোস্টারিকা	কোলন
ভিয়েতনাম	ডং		

বিভিন্ন দেশের ভাষা

মান্দারিন: চীন, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর।

হিন্দি: ভারত

স্প্যানিশ: স্পেনের উপনিবেশ সমূহে (বিভিন্ন দেশের উপনিবেশ অংশে নামগুলো আছে)

আরবি: আরব লীগের দেশসমূহে (বিশ্ব সংস্থার মধ্যে আরব লীগ অংশে দেশগুলোর নাম আছে)

ক্যাটালান: স্পেন, এন্ডোরা।

পশতু: আফগানিস্তান।

জার্মান: জার্মানি, অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ড, লিচেনস্টাইন।

পর্তুগীজ: পর্তুগীজ উপনিবেশ সমূহে (বিভিন্ন দেশের উপনিবেশ অংশে নামগুলো আছে)

ফ্রেঞ্চ: লুক্সেমবার্গ, কুইবেক, আরবী ভাষী দেশ যেগুলো আরবলীগের সদস্য সেগুলো ব্যতীত ফ্রান্সের অন্যান্য উপনিবেশিক দেশগুলোতে। (ফ্রান্সের উপনিবেশ অংশে নামগুলো আছে)।

ব্রিটিশ উপনিবেশের বেশিরভাগ দেশগুলোর ভাষা ইংরেজী।

মধ্যপ্রাচ্যের দুটি দেশের ভাষা আরবি নয়। ইরানের ভাষা ফার্সি আর ইসরায়েলের ভাষা হিব্রু।

ভুটানের ভাষার নাম দোজোংখা ভাষা। মালদ্বীপের ভাষার নাম দিভেহী ভাষা।

কম্বোডিয়ার ভাষা খেমার। গ্রীক ভাষা- গ্রীক ও সাইপ্রাস।

শ্রীলংকার ভাষার নাম সিংহলি। মিয়ানমারের ভাষার নাম-বার্মিজ

মালয় ভাষা- মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই পৃথিবীর আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি।

বিশ্বের সর্বাধিক সংখ্যক লোক মান্দারিন ভাষায় কথা বলে।

আইনসভা

দেশ	আইনসভা	
	উচ্চকক্ষ	নিম্নকক্ষ
আমেরিকা	কংগ্রেস	
	সিনেট	হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ
রাশিয়া	ফেডারেল এ্যাসেম্বলি অব রাশিয়া	
	ফেডারেল কাউন্সিল	স্টেইট ডুমা
লন্ডন	পার্লামেন্ট	
	হাউস অব লর্ডস	হাউস অব কমন্স
ফ্রান্স	পার্লামেন্ট	
	সিনেট	ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলি

জার্মানি	ফেডারেল কাউন্সিল	ফেডারেল ডায়েট
পোল্যান্ড	ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলি	
	সিনেট	সেজম (ডায়েট)
সুইডেন	দ্য রিক্সডাক	
নরওয়ে	থ্রেট এ্যাসেম্বলি	
ডেনমার্ক	পার্লামেন্ট	
দক্ষিণ আফ্রিকা	পার্লামেন্ট	
	ন্যাশনাল কাউন্সিল অব প্রোভিন্স	ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলি
ইসরাইল	এ্যাসেম্বলি	
ইরান	এ্যাসেম্বলি	
আফগানিস্তান	ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলি	
	হাউস অব এলডারস	হাউস অব পিউপিল
ভূটান	পার্লামেন্ট অব ভূটান	
	ন্যাশনাল কাউন্সিল	ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলি
বাংলাদেশ	হাউস অব দ্য ন্যাশন	

রাজধানী

দেশ	রাজধানী	দেশ	রাজধানী
বাংলাদেশ	ঢাকা	ভারত	নয়াদিল্লী
পাকিস্তান	ইসলামাবাদ	শ্রীলংকা	শ্রী জয়াবর্ধনেকোট্টে
নেপাল	কাঠমুণ্ডু	ভূটান	থিম্পু
মালদ্বীপ	মালে	আফগানিস্তান	কাবুল
চীন	বেইজিং	জাপান	টোকিও
উত্তর কোরিয়া	পিয়ং ইয়ং	দক্ষিণ কোরিয়া	সিউল
ফিলিপাইন	ম্যানিলা	মিয়ানমার	নাইপিদো
থাইল্যান্ড	ব্যাংকক	কম্বোডিয়া	নমপেন
লাওস	ভিয়েনতিয়েন	ভিয়েতনাম	হ্যানয়
ইন্দোনেশিয়া	জাকার্তা	মালয়েশিয়া	প্রশাসনিক-পুত্রজায়া
পূর্ব তিমুর	দিলি	সিঙ্গাপুর	সিঙ্গাপুর সিটি
ব্রুনাই	বন্দর সেরি বেগওয়ান	ইরান	তেহরান
ইরাক	বাগদাদ	সৌদি আরব	রিয়াদ
সংযুক্ত আরব আমিরাত	আবুধাবি	কুয়েত	কুয়েত সিটি
কাতার	দোহা	বাহরাইন	মানামা
ওমান	মাসকট	ইয়েমান	সানা

ফিলিস্তিন		ইসরাইল	জেরুজালেম
জর্দান	আম্মান	সিরিয়া	দামেস্ক
লেবানন	বৈরুত	উজবেকিস্তান	তাসখন্দ
তাজিকিস্তান	দুশানবে	কিরগিজস্তান	বিশবেক
তুর্কমেনিস্তান	আশাখাবাদ	কাজাখস্তান	আস্তানা
তুরস্ক	আঙ্কারা	যুক্তরাষ্ট্র	নিউইয়র্ক
কানাডা	অটোয়া	মেক্সিকো	মেক্সিকো সিটি
কোস্টারিকা	সানজুসে	নিকারাগুয়া	মানাগুয়া
এল সালভেদর	সান সালভেদর	গুয়াতেমালা	গুয়াতেমালা সিটি
পানামা	পানামা সিটি	হুগুরাস	তেলিগুচিপা
কিউবা	হাবানা	জ্যামাইকা	কিংস্টোন
বার্বাডোজ	ব্রিজটাউন	ত্রিনিদাদ ও টোবাগো	পোর্ট অব স্পেন
গ্রানাডা	সেন্ট জর্জেস	বাহামা	নাসাও
হাইতি	পোর্ট অব প্রিন্স	বেলিজ	বেলমোপান
আর্জেন্টিনা	বুয়েন্স আয়ার্স	ব্রাজিল	ব্রাসিলিয়া
চিলি	সান্তিয়াগো	উরুগুয়ে	মন্টিভিডিও
ভেনেজুয়েলা	কারাকাস	প্যারাগুয়ে	আসুনসিওন
পেরু	লিমা	বলিভিয়া	লাপাজ
ইকুয়েডর	কিটো	কলম্বিয়া	বোগোটা
গায়ানা	সেন্ট জর্জ টাউন	আলবেনিয়া	তিরানা
বেলারুশ	মিনস্ক	বুলগেরিয়া	সোফিয়া
ক্রোয়েশিয়া	জাগরেব	হাঙ্গেরি	বুদাপেস্ট
বসনিয়া- হার্জগোবিনিয়া	সারায়েবো	মেসিডোনিয়া	স্কোপজে
পোল্যান্ড	ওয়ারশো	রোমানিয়া	বুখারেস্ট
স্লোভাকিয়া	ব্রাটিস্লাভা	স্লোভেনিয়া	লোবজানা
সার্বিয়া	বেলগ্রেড	মন্টিনগ্রো	পোডগোরিকো
কসোভো	ক্রিস্টিনা	অস্ট্রিয়া	ভিয়েনা
আর্মেনিয়া	ইয়েরেভান	অ্যাভেরা	অ্যাভেরা লাভিলা
বেলজিয়াম	ব্রাসেলস	সাইপ্রাস	নিকোশিয়া
চেকপ্রজাতন্ত্র	প্রাগ	ডেনমার্ক	কোপেনহেগেন
এস্তোনিয়া	তাল্লিন	ফিনল্যান্ড	হেলসিংকি
ফ্রান্স	প্যারিস	জর্জিয়া	তিবলিশি
জার্মানি	বার্লিন	গ্রিস	এথেন্স
আইসল্যান্ড	রিকজাভিক	আয়ারল্যান্ড	ডাবলিন
ইতালি	রোম	লাটভিয়া	রিগা

লিথুয়ানিয়া	ভিনিয়াস	লিচেনস্টাইন	ভাদুজ
লুক্সেমবার্গ	লুক্সেমবার্গ	মালদোভা	চিসিনাউ
মাল্টা	ভেলেতা	মোনাকো	মোনাকো
নেদারল্যান্ড	আমস্টারডাম	নরওয়ে	অসলো
পর্তুগাল	লিসবন	রাশিয়া	মস্কো
সানমেরিনো	সানমেরিনো	স্পেন	মাদ্রিদ
সুইডেন	স্টকহোম	সুইজারল্যান্ড	বার্ন
ইউক্রেন	কিয়েভ	যুক্তরাজ্য	লন্ডন
ভ্যাটিকান সিটি	ভ্যাটিকান সিটি	এ্যাঙ্গোলা	লুয়াণ্ডা
বতসোয়ানা	গ্যাবোরন	বুরুন্ডি	বুজুম্ভুরা
ক্যামেরুন	ইয়াউন্ডি	মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র	বেঙ্গুই
কমোরোস	মরোনি	জিবুতি	জিবুতি
কঙ্গো	ব্রাজাভিল	মিশর	কায়রো
আইভরিকোস্ট	ইয়ামুসুক্রে	ইরিত্রিয়া	আসমারা
ইথিওপিয়া	আদিস আবাবা	গাম্বিয়া	বানজুল
গ্যাবন	লিব্রেভিল	ঘানা	আক্রা
গিনি	কোনাক্রি	লাইবেরিয়া	মনরোভিয়া
কেনিয়া	নাইরোবি	লেসোথো	মাসেরু
লিবিয়া	ত্রিপলি	মাদাগাস্কার	আনতানানারিভো
মালি	বামাকো	মরিশাস	পোর্ট লুইস
মৌরিতানিয়া	নৌাকচট	মরক্কো	রাবাত
নাইজেরিয়া	আবুজা	মোজাম্বিক	মাপুতো
নামিবিয়া	উইন্ডহোক	নাইজার	নিয়ামি
রুয়ান্ডা	কিগালি	সেনেগাল	ডাকার
সিসিলিস	ভিক্টোরিয়া	সোমালিয়া	মোগাদিসু
দক্ষিণ আফ্রিকা	কেপটাউন	সুদান	খার্তুম
তাজ্জানিয়া	দারুস-সালাম	টোগো	লোমে
তিউনিশিয়া	তিউনিশ	উগান্ডা	কাম্পালা
জিম্বাবুয়ে	হারারে	জাম্বিয়া	লুসাকা
দক্ষিণ সুদান	জুবা	অস্ট্রেলিয়া	ক্যানবেরা
নিউজিল্যান্ড	ওয়েলিংটন	ফিজি	সুভা
পাপুয়া নিউগিনি	পোর্ট মোসবি	টুভালু	ফুনাফুতি
কিরিবাতি	তারাবুয়া	নাউরু	ইয়েরেন

বিশ্ব ভূ-রাজনীতি

ফিলিস্তিন:

- ফিলিস্তিন এর রাষ্ট্রীয় নাম স্টেট অব ফিলিস্তিন।
- PLO (Palestine Liberation Organization) গঠিত হয় ১৯৬৪ সালে।
- PLO এর সদর দপ্তর ফিলিস্তিনের রামাল্লায়। সদর দপ্তরের নাম ওরিয়েন্ট হাউজ।
- ১৯৬৫ সালের ১লা জানুয়ারি ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বে PLO-র আল ফাতাহ গ্রুপ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই এই দিনটি ফাতাহ দিবস নামে খ্যাত।
- ১৯৬৯ সালে ইয়াসির আরাফাত PLO-র প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হন।
- স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয় ১৯৮৮ সালে।
- ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দানকারী দেশ আলজেরিয়া।
- PLO ও ইসরায়েল পরস্পরকে স্বীকৃতি দান করে PLO ও ইসরায়েল স্বায়ত্তশাসন চুক্তির মাধ্যমে যেটি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৯৩ সালে।
- ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে ওয়াইরিভার শান্তি চুক্তি বা ভূমির বিনিময়ে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৯৮ সালে।
- ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থার নাম ওয়াফা।
- ফিলিস্তিনের হেবরন শহরকে UNESCO ‘শান্তির শহর’ বলে ঘোষণা করে।
- জাতিসংঘ ফিলিস্তিনকে ১৯৯৮ সালে স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা দেয়।
- ইয়াসির আরাফাত ১১ নভেম্বর ২০০৪ ফ্রান্সের প্যারিসের সামরিক হাসপাতালে মারা যান এবং তাকে রামাল্লায় PLO-র সদর দপ্তর প্রাঙ্গণে কবর দেয়া হয়।
- ফিলিস্তিনের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হলেন মাহমুদ আব্বাস। তিনি ফিলিস্তিনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট এবং ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক দল ফাতাহ-র বর্তমান প্রধান।
- ফিলিস্তিনের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী রামি হামিদাল্লাহ।
- ফিলিস্তিন ২০১১ সালে UNESCO-র ১৯৫ তম সদস্য দেশ হিসেবে সদস্য পদ লাভ করে।
- ফিলিস্তিন জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে ২০১২ সালে।
- UNESCO-তে সম্প্রতি ফিলিস্তিনের পতাকা প্রথমবারের মত উত্তোলন করা হয়। অর্থাৎ ফিলিস্তিনের পতাকা উত্তোলনকারী প্রথম সংস্থা UNESCO।
- ২০১৫ সালে ভ্যাটিকান সিটি ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

ইসরায়েল:

- ১৯১৭ সালে বেলফোর ঘোষণায় বলা হয় ইহুদিদের জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। ২য় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ইহুদিরা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে তথা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। ২য় বিশ্বযুদ্ধে ইহুদিরা মিত্রবাহিনীর জয়ের পিছনে অসামান্য অবদান রাখে। কাজেই যুদ্ধের পরে বেলফোর ঘোষণা অনুযায়ী স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের বুক ১৯৪৮ সালে জন্ম লাভ করে ইসরায়েল রাষ্ট্র।
- ডেভিড বেনগুরি়নের নেতৃত্বে তেল আবিবের জাদুঘরে ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্ম হয়।
- ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম দেশ যুক্তরাষ্ট্র।
- ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম মুসলিম এবং আরব দেশ মিশর।

- ইসরায়েলের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই।
- এশিয়ার ইহুদি বসতি রাষ্ট্র ইসরায়েল।
- ইহুদিবাদ আন্দোলনের প্রবক্তা হলে থিওডোর হার্জল।
- ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট রুভি রিভলিন ও প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। ক্ষমতাসীন দলের নাম লিকুদ পার্টি।
- এ পর্যন্ত চারবার আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৯৪৮, ১৯৫৬, ১৯৬৭ এবং ১৯৭৩ সালে।
- ১৯৬৭ সালের যুদ্ধ ৬ দিন স্থায়ী ছিল এবং ১৯৭৩ সালে যুদ্ধ ১৮ দিন স্থায়ী ছিল।
- ইসরায়েল ও মিশরের মধ্যে ক্যাম্পডেভিড চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৭৮ সালে এবং এই জন্য মিশরকে আরব লীগ ও OIC থেকে সাময়িকভাবে বহিস্কার করা হয়।
- ক্যাম্পডেভিড স্থানটি যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডে। ক্যাম্প ডেভিড চুক্তিটির উদ্যোক্তা ও মধ্যস্থতাকারী ছিলেন জিমি কার্টার।
- ১৯৮০ সালে ইরাক-ইরানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে ইসরায়েল এ সুযোগে পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী ঘোষণা করে।
- ইসরায়েলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিন ১৯৯৫ সালে তেল আবিবের সিটি হল প্রাঙ্গণে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

সিঙ্গাপুর:

সিঙ্গাপুর একটি নগর রাষ্ট্র। ১৯৬৩ সালে বৃটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের পর একই বছর মালয়শিয়ার সাথে একীভূত হয় কিন্তু ১৯৬৫ সালে আবার আলাদা হয়ে যায়। মুসলিম দেশ না হয়েও পতাকায় চাঁদ তারা আছে। আধুনিক সিঙ্গাপুরের প্রতিষ্ঠাতা লি কুয়ান ইউ। সিঙ্গাপুরের ক্ষমতাসীন দলের নাম পিপলস্ অ্যাকশান পার্টি।

ইরাক:

- ইরাক স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৩২ সালে।
- ইরাকের রাজধানী বাগদাদ।
- ইরাকের প্রেসিডেন্ট ফুয়াদ আল মাসুম এবং প্রধানমন্ত্রী হায়দার আল আবাদী।
- আরব দেশগুলো পাশ্চাত্যের উপর তেল অস্ত্র বা তেল অবরোধ আরোপ করে ১৯৭৩ সালে।
- ইরাক-ইরান যুদ্ধ হয় শাত ইল আরব জলাধারকে নিয়ে ১৯৮০-১৯৮৮ সালে। ১৯৮৮ সালে এই দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি স্বাক্ষরিত হয়।
- ১৯৯০ সালে ইরাক কুয়েত দখল করে কুয়েতকে ১৯তম প্রদেশ ঘোষণা করে। মার্কিন নেতৃত্বাধীন মিত্র বাহিনী কুয়েতের পক্ষে ইরাকে হামলা চালায় ১৯৯১ সালে যা অপারেশন ডেজার্ট স্ট্রিম বা প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ নামে পরিচিত। ১৯৯১ সালেই কুয়েত জাতিসংঘের সকল শর্ত মেনে নিয়ে কুয়েত থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়। ইরাক কুয়েতকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয় ১৯৯৪ সালে।
- উপসাগরীয় যুদ্ধে ইরাকের সুসজ্জিত বাহিনীর নাম ছিল রিপাবলিকান গার্ড এবং উপসাগরীয় যুদ্ধে ব্যবহৃত ‘প্যাট্রিয়ট’ ক্ষেপণাস্রোত ছিল যুক্তরাষ্ট্রের।
- ১৯৯৮ সালে ইরাকে USA এবং UK-র সম্মিলিত সামরিক অভিযানটি অপারেশন ডেজার্ট ফক্স নামে পরিচিত।

- ২০০৩ সালে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী কর্তৃক ইরাকে পরিচালিত অভিযান অপারেশন ইরাকি ফ্রিডম নামে পরিচিতি যা আবার ২য় উপসাগরীয় যুদ্ধ নামেও পরিচিতি এবং সাদাম হোসেনকে গ্রেফতারের জন্য পরিচালিত অভিযান অপারেশন রেড ডন নামে পরিচিত। সাদাম হোসেনকে মার্কিন বাহিনী তিরকিতের আদ-দাউদ নামক এক ছোট্ট শহরের খামার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে।
- ইরাকে শিয়াপন্থী মার্কিন বিরোধী গেরিলা গ্রুপের নাম মেহেদী আর্মি।
- ইরাকের জাতীয় পতাকায় ‘আল্লাহ্ আকবর’ লেখা আছে।
- ২০১১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে তাদের মিশন সমাপ্ত করে বা সর্বশেষ মার্কিন সেনাদল ইরাক ছাড়ে।

ইরান:

- ইরানের রাজধানী তেহরান এবং সরকারি নাম ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান।
- ইরান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানিকে সমর্থন করে।
- ইরানে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হয় ১৯৭৯ সালে। এই বিপ্লবের ফলে শাহ মোহাম্মদ রেজা পাহলভী ক্ষমতাচ্যুত হন এবং ইরান ত্যাগ করেন। ১৯৭৯ সালেই ইরানে ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ইরানের প্রথম প্রধান ধর্মীয় নেতা ছিল আয়তুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনি। বর্তমানে প্রধান ধর্মীয় নেতা আয়তুল্লাহ আলী খোমেনি এবং বর্তমান প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানী। ক্ষমতাসীন দলের নাম প্রগতিশীল দল।
- ইরান-ইরাক যুদ্ধ বিরতিতে অংশগ্রহণকারী জাতিসংঘ বাহিনীর সংক্ষিপ্ত নাম UNIMOG। ১৯৮৮ সালে নিয়োজিত এই মিশনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী প্রথমবারের মত UN Peace Keeping মিশনে অংশগ্রহণ করে।
- ইরানের পতাকায় কালেমা তাইয়েবা লিখা থাকে এবং ইরানের পতাকা অর্ধনমিত করা হয় না।

ইয়েমেন:

- ইয়েমেনের রাজধানী সানা তবে বাণিজ্যিক রাজধানী হচ্ছে এডেন।
- দুই ইয়েমেন একত্রিত হয়ে ১৯৯০ সালে।
- দুই ইয়েমেনে গৃহযুদ্ধ হয় ১৯৯৪।
- ইয়েমেনের সাবেক একনায়ক আলী আবদুল্লাহ সালেহ ১৯৭৮-২০১১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৩ বছর ক্ষমতায় ছিল।
- ২০১১ সালে শান্তিতে নোবেল পান ইয়েমেনের নারী মানবাধিকারকর্মী ও সাংবাদিক তাওয়াক্কুল কারমান। তার নারী সাংবাদিকদের জন্য প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের নাম ‘উইমেন জার্নালিস্ট উইদাউট চেইনস্’।
- ২০১৪ সালে ‘হুতি সম্প্রদায়’ রাজধানী সানা দখল করে এবং সরকার গঠন করে। ২০১৫ তে প্রেসিডেন্ট হাদী সৌদি আরবে আশ্রয় নেয়। ২০১ তেই সৌদি আরবের সহায়তায় ইয়েমেনে ফিরে আসে।
- ইয়েমেনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট আব্দুরাবু মনসুর হাদী।
- আরব উপদ্বীপের ২য় জনবহুল রাষ্ট্র ইয়েমেন।

চীন:

- চীনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং প্রধানমন্ত্রী লি কেকিয়াং।
 - চীনের ক্ষমতাসীন দলের নাম কমিউনিস্ট পার্টি।
 - চীনের প্রাচীর নির্মিত হয় খ্রিস্টপূর্ব ২১৪ অব্দে। চীনের প্রাচীরের দৈর্ঘ্য ২৪০০ কিঃমিঃ বা ১৫০০ মাইল।
- চীনের দাস প্রথা বিলুপ্ত হয় ১৯১০ সালে। চীনের দুই হাজার বছরের রাজতন্ত্রে অবসান ঘটে ১৯১১ সালে এবং ঐ বছরই ড. সান ইয়াং সেন চীনের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। চীনের সর্বশেষ সম্রাট হলেন সম্রাট লুই। তিনি ১৯১২ সালের সিংহাসন ত্যাগ করেন। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২১ সালে। মাও সে তুং এর নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি চীনা জাতীয়তাবাদী দলকে যুদ্ধে পরাজিত করে ক্ষমতায় আসে এবং ১৯৪৯ সালে ১ অক্টোবর People's Republic of China বা গণচীন প্রতিষ্ঠা করে। চায়না জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃবৃন্দ তাইওয়ানে আশ্রয় নেন এবং জাতীয়তাবাদী সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠার কারণে জাতিসংঘ ১৯৫০ সালে চীনের সদস্যপদ বাতিল করে এবং ১৯৭১ সালে আবার সদস্যপথ ফিরিয়ে দেয় এবং তাইওয়ানের সদস্যপদ বাতিল করে। ১৯৫০ সালে তিব্বতের উপর চীনের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে তিব্বত চীনের একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। ১৯৫১ সালে চীন তিব্বতকে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করে। তিব্বতের ধর্মীয় নেতাকে বলে দালাইলামা। ১৯৫৯ সালে চতুর্দশ দালাইলামা তার অনুসারীদের নিয়ে ভারতের ধর্মশালায় পালিয়ে যান এবং নির্বাসিত তিব্বত সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। চীন এই সরকারকে প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৬৬ সালে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মাও সে তুং এর নেতৃত্বে যে সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব শুরু তাকে সাংস্কৃতিক বিপ্লব বলে। ১৯৭৬ সালে মাও সে তুং এর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই বিপ্লবের সমাপ্তি ঘটে। তিয়েন আনমেন স্কয়ার চীনে অবস্থিত। এখানে ১৯৮৯ সালে অধিক গণতন্ত্র ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার দাবীতে আন্দোলন শুরু হলে সরকার প্রায় ৩০০০ আন্দোলনকারীকে নির্মমভাবে হত্যা করে।
- ১৮৪২ সালে প্রথম আফিমের যুদ্ধে চীন বৃটেনের নিকট পরাজিত হয় এবং একই বছর চীন ও বৃটেনের মধ্যে নানকিং চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির ফলে হংকং বৃটিশ কলোনিতে পরিণত হয়। ১৮৯৮ সালে চীন ৯৯ বছরের জন্য হংকংকে বৃটেনের কাছে লীজ দেয়। ১৯৯৭ সালে বৃটিশ সরকার হংকং কে চীনের নিকট ফেরত দেয়। বর্তমানে হংকং এক দেশ দুই নীতি পদ্ধতিতে পরিচালিত চীনের একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। ‘এক দেশ দুই নীতি’ বলতে বুঝায় হংকং ও ম্যাকাওয়ের অর্থনীতি পুঁজিবাদী কিন্তু বাকী চীনের অর্থনীতি সমাজতান্ত্রিক। চীনে ১৯৯৭ সালেই প্রথম ‘একদেশ দুইনীতি’ পদ্ধতি চালু হয়। হংকং দীর্ঘ ১৫৬ বছর ধরে ব্রিটিশের অধীনে ছিল।
 - ম্যাকাও দ্বীপটি পূর্ব চীন সাগরে অবস্থিত এবং ৪৪২ বছর ধরে পর্তুগালে অধীনে ছিল। পর্তুগাল ১৯৯৯ সালে ম্যাকাও দ্বীপটি চীনের নিকট হস্তান্তর করে। বর্তমানে এটি চীনের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। এটি এশিয়া মহাদেশে ইউরোপের প্রাচীন ও সর্বশেষ উপনিবেশ। এখানেও ‘একদেশ দুই নীতি’ পদ্ধতি ১৯৯৯ সাল থেকে ২০৪৯ সাল পর্যন্ত চালু থাকবে।
 - চীনের একটি আধ্যাত্মিক আন্দোলনের নাম ফালুন গং। ১৯৯৯ সালে চীনা সরকার এটি নিষিদ্ধ করে।

- চীনের সাথে বিশ্বের সর্বাধিক ১৪টি দেশের স্থল সীমান্ত রয়েছে। রাশিয়ার সাথেও ১৪টি দেশের সীমান্ত রয়েছে। তবে চীনের সাথে ১৪টি দেশ ছাড়াও জলপথে দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান ও ফিলিপাইনের সাথে সীমান্ত রয়েছে। তাই চীন পৃথিবীর সর্বাধিক দেশের সাথে সীমান্ত বেষ্টিত দেশ।
- গ্রেট হল চীনে অবস্থিত চীনের পার্লামেন্ট ভবন।
- বর্তমান বিশ্বের এক নম্বর অর্থনীতির দেশ চীন। যুক্তরাষ্ট্রকে পিছনে ফেলে তারা এই কৃতিত্ব অর্জন করেছে।
- চীনের GDP প্রবৃদ্ধির হার বর্তমান বিশ্বে সর্বোচ্চ।
- চীন আয়তনে এশিয়ার বৃহত্তম এবং জনসংখ্যায় পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ।
- চীন ২০১৫ সালে 'এক সন্তান নীতি' পরিবর্তন করে দুই সন্তান নীতি গ্রহণ করেছে।

উত্তর কোরিয়া:

- রাজধানী: পিয়ংইয়ং/ক্ষমতাসীন দলঃ কমিউনিস্ট ওয়াকার্স পার্টি
- ১৯১০ সালে কোরিয়া উপদ্বীপ জাপানের শাসনাধীন অঞ্চলে পরিণত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত কোরিয়া জাপানের অধীন ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ কোরিয়া উপদ্বীপকে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণাধীন উত্তর এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন দক্ষিণ অংশে বিভক্ত করে। ১৯৪৮ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার জন্ম হয়। উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে যুদ্ধ হয় (১৯৫০-৫৩) সাল পর্যন্ত। মার্কিন সমর্থিত দক্ষিণ কোরিয়া ১৯৫০ সালে পিয়ং ইয়ং দখল করে নেয়। পরবর্তীতে উত্তর কোরিয়া ও চীনের সম্মিলিত বাহিনী ১৯৫১ সালে পিয়ংইয়ং পুনরুদ্ধার করে ৩৮° অক্ষরেখা অতিক্রম করে সিউল পর্যন্ত দখল করে নেয়। ১৯৫৩ সালে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। দুই কোরিয়ার মধ্যবর্তী সীমানা বিশ্বের সবচেয়ে সুরক্ষিত সীমানা।
- উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতার নাম কিম জং উন।
- দুই কোরিয়ার মধ্যবর্তী পানমুনজাম গ্রামটি শান্তিগ্রাম নামে পরিচিত।
- উত্তর কোরিয়া ২০০৬ সালে অষ্টম দেশ হিসেবে পারমানবিক শক্তির অধিকারী হয়।
- কোরিয়া উপদ্বীপ জাপান সাগর ও পীত সাগরের মধ্যে অবস্থিত।

দক্ষিণ কোরিয়া:

- বর্তমান প্রেসিডেন্ট পার্ক জিউন হি। তিনি দক্ষিণ কোরিয়ার প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট।
- উত্তর কোরিয়ার জন্য দক্ষিণ কোরিয়ার গৃহীত বৈদেশিক নীতি হল Sunshine (সানসাইন) পলিসি।
- সানসাইন পলিসির প্রবক্তা দক্ষিণ কোরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট কিম দায়ে জং।
- জাতিসংঘের অষ্টম মহাসচিব বান কি মুন দক্ষিণ কোরিয়ার নাগরিক।

শ্রীলংকা:

- শ্রীলংকা স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৪৮ সালে।
- শ্রীলংকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট মাহিত্রিপালা সিরিসেনা এবং প্রধানমন্ত্রী রণিল বিক্রমাসিংহে।
- বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী শ্রীলংকার শ্রীমাতো বন্দরনায়েকে। তিনি মোট তিনবার প্রধানমন্ত্রী হন।

- এশিয়ার বৌদ্ধরাষ্ট্র শ্রীলংকা।
- শ্রীলংকার প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবনের নাম ‘টেম্পল ট্রি’।
- বিশ্বের আত্মহত্যার হার সবচেয়ে বেশি শ্রীলংকায়।
- চরমপন্থী তামিল সংঘটন LTTE প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৮ সালে।
- LTTE-এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ভিলুপিপ্পাই প্রভাকরণ। তিনি ২০০৯ সালে মারা যান।
- তামিল টাইগারদের রাজধানী ছিল জাফনা দ্বীপ।
- LTTE ও শ্রীলংকার সরকারের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী দেশ নরওয়ে।
- মুসলমান অধ্যুষিত শহর ‘সতুর’ শ্রীলংকায় অবস্থিত।
- কাভি শ্রীলংকার প্রাচীনতম রাজধানী। অনুরাধপুর শ্রীলংকায় অবস্থিত।
- শ্রীলংকায় সারাবছর বৃষ্টিপাত হয়।

ভারত:

- ভারত ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা লাভ করে।
- ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের বিতাড়নকালে কাশ্মীর ছিল হিন্দুরাজা হরি সিং শাসিত মুসলীম সংখ্যা গরিষ্ঠ একটি করদ রাজ্য। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় এই রাজ্য পাকিস্তানের সাথে একীভূত হওয়ার কথা। কিন্তু কাশ্মীরের শেষ রাজা হরি সিং ভারতের সাথে যোগদান করে। এতে করে কাশ্মীর সমস্যার সূত্রপাত হয়। বর্তমানে কাশ্মীরের ৪৩% ভূমি ভারতের নিয়ন্ত্রণে (জম্মু কাশ্মীর, লাডাখ ও সিয়াচেন হিমবায়), ৩৭% ভূমি পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে (আজাদ কাশ্মীর) এবং ২০% চীনের নিয়ন্ত্রণে (আকসাই চীন)। এ পর্যন্ত কাশ্মীর নিয়ে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে ১৯৪৭, ১৯৬৫ এবং ১৯৯৯ সালে মোট তিনবার যুদ্ধ হয়েছে এবং ভারত-চীনের মধ্যে ১৯৬২ সালে যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
- ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লী। ক্ষমতাসীন দল বিজেপি।
- ভারতের সংসদ দুই কক্ষ বিশিষ্ট। লোকসভা ও রাজ্যসভা।
- লোকসভায় মোট আসন ৫৪৫ টির মধ্যে ৫৪৩টি জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত এবং ২টি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত।
- ভারতের মোট রাজ্য ২৯টি। ভারতের সর্বশেষ বা ২৯ তম রাজ্য তেলেঙ্গানা। ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের তেলেগুভাষী ১০টি জেলা নিয়ে ২০১৪ সালের ২রা জুন তেলেঙ্গানা রাজ্যের যাত্রা শুরু। তেলেঙ্গানা রাজ্যের বা প্রদেশের রাজধানী হায়দ্রাবাদ। তবে ২০২৪ সাল পর্যন্ত তথা ১০ বছরের জন্য এটি তেলেঙ্গানা এবং অন্ধ্রপ্রদেশ উভয় প্রদেশের রাজধানী থাকবে। তেলেঙ্গানা রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রশেখর রাও।
- মাদার তেরেসা ১৯১০ সালে মেরিসিডেনিয়ার স্কোপজেতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতিতে আলবেনিয়। তিনি ১৯২৮ সালে ভারতে আসেন এবং ১৯৪৮ সালে ভারতের নাগরিকত্ব লাভ করেন। দুঃস্থ মানবতার সেবার জন্য তিনি ১৯৫০ সালে ভারতের কলকাতায় ‘মিশনারিগু অণ্ড চ্যারিটিজ’ প্রতিষ্ঠা করেন। মানব সেবায় অসামান্য অবদানের জন্য ১৯৭৯ সালে তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৮০ সালে পান ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক ‘ভারত রত্ন’। মাদার তেরেসাকে বলা হয় ‘লিভিং সেইন্ট’। তিনি ১৯৯৭ সালে কলকাতায় মারা যান।

- সরোজিনী নাইডু ছিলেন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং ইংরেজী ভাষার খ্যাতিমান কবি। তিনি ভারতের কোকিল বা দ্য নাইটেঙ্গেল অব ইন্ডিয়া নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম মহিলা সভাপতি এবং ভারতের প্রথম মহিলা গভর্নর।
- পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর পৈতৃক নিবাস বাংলাদেশের যশোরে।
- মালাবার হিল স্থানটি ভারতের বোম্বেতে।
- ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যের শিখদের একটি রাজনৈতিক দলের নাম আকালি দল।
- ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ভারতের উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায়। ১৯৯২ সালে হিন্দুরা বাবরী মসজিদ ধ্বংস করে।
- রাজীব গান্ধীকে হত্যার সাথে জড়িত LTTE সদস্য হল নলিনী।
- বোফোর্স কেলেংকারীর সাথে জড়িত ছিল ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী। বোফোর্স ছিল সুইডেনের অস্ত্র উৎপাদন ও বিক্রয়কারী সংস্থা।
- ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সরকারি কার্যালয়ের নাম রাইসিনা হিল।
- পৃথিবীর সবচেয়ে বৃষ্টিবহুল অঞ্চল ভারতের চেরাপুঞ্জি (মেঘালয়)।
- সিকিমকে বলা হয় হিমালয়ের উদ্যান।
- ভারতে প্রথম বাঙ্গালী এবং বর্তমান প্রেসিডেন্ট প্রণব মুখার্জি।
- ভারতের প্রথম এবং একমাত্র নারী প্রেসিডেন্ট প্রতিভা পাতিল দেবী সিং।
- ভারতের বিজ্ঞানী আব্দুল কালামকে বলা হত মিসাইল ম্যান। তার আত্মজীবনীমূলক বইয়ের নাম উইংস অব ফায়ার।
- ভারতের প্রথম মুসলমান প্রেসিডেন্ট জাকির হোসেন।
- ভারতের প্রথম ও বর্তমান নারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুসমা স্বরাজ।
- অজন্তা ও ইলোরা ভারতের মহারাষ্ট্রে অবস্থিত গুহাশিল্পের জন্য বিখ্যাত এবং পর্যটন কেন্দ্র। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং এর ভ্রমণ লিপিতে অজন্তার বর্ণনা আছে।
- ভারতের দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনের নেতা আন্না হাজারে। পুরো নাম কিষান বাববাবো হাজারী।
- মহাত্মা গান্ধীর প্রকৃত নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ‘Indian Opinion’ নামক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ “The story of my experiments with truth”। ১৯৪৮ সালে তাকে দিল্লীতে ‘নখুরাম গডসে’ নামক একজন হিন্দু মৌলবাদী আততায়ী গুলি করে হত্যা করে।
- এশীয়দের মধ্যে প্রথম বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন দাদাভাই নগরাজি।
- নয়াদিল্লীতে অবস্থিত ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সরকারী বাসভবনের নাম ‘নিরাপদ ভবন’।
- ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত বাংলাদেশ ও নেপালকে পৃথককারী একটি করিডর হচ্ছে শিলিগুড়ি করিডর বা চিকেন নেক। এই করিডরের মাধ্যমে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এটি রাজ্য (সেভেন সিসটারস) ভারতের মূল ভূ-খন্ডের সাথে যুক্ত।

নেপাল:

নেপালে মাওবাদীরা সমাজতন্ত্র কায়েমের জন্য ১৯৯৬ সাল থেকে আন্দোলন করে আসছিল। ২০০৬ সালে নেপালে এক দশকের গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটাতে অন্তর্বর্তী সরকার এবং মাওবাদী

বিদ্রোহীদের মধ্যে ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে স্বাক্ষর করে নেপালের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী গিরিজা প্রসাদ কৈরলা ও মাওবাদী নেতা পুষ্প কমল দহাল প্রচন্ড। ২০০৬ সালেই গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য নেপালের পার্লামেন্ট রাজা জ্ঞানেন্দ্র বীর বিক্রম শাহের ক্ষমতা সংকুচিত করে বিল পাস করে। ২০০৭ সালে নেপালের পার্লামেন্টে রাজতন্ত্রের অবসানের জন্য আইন পাস হয়। ২০০৮ সালে আইনটি কার্যকর হলে ২৪০ বছরের পুরোনো রাজতন্ত্রের অবসান হয় এবং সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। নেপাল সরকার ২০০৮ সালে দাস শ্রম প্রথা বিলুপ্ত করে। নেপালের শেষ রাজা ছিলেন জ্ঞানেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ দেব এবং শেষ যুবরাজ পরশ শাহ। ২০০৮ সালে নেপালে প্রথম পার্লামেন্ট নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনে মাওবাদীরা সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে এবং মাওবাদী নেতা পুষ্প কমল দহাল প্রচন্ড প্রজাতান্ত্রিক নেপালের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি ২০০৯ সালে পদত্যাগ করেন। ২০০৯ সালে নেপালের মন্ত্রী পরিষদ বিশ্ব উষ্ণতা বৃদ্ধিকে সামনে রেখে মাউন্ট এভারেস্টের বেস ক্যাম্পে প্রায় ১৭০০০ হাজার ফুট উচ্চতায় বৈঠক করে। ২০১৬ সালে পুষ্প কমল দহল প্রচন্ড আবার নেপালের প্রধানমন্ত্রী হন।

- নেপালের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী খাগড়া প্রসাদ শর্মা অলি।
- নেপালের প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবনের নাম শীতল নিবাস।
- নেপালের বর্তমান প্রেসিডেন্ট এবং নেপালের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট বিদ্যা দেবী ভান্ডারি।
- নেপালের নতুন সংবিধান কার্যকর হয় ২০১৫ সালে। এতে নেপাল হিন্দু রাষ্ট্রের পরিবর্তে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ম-দেশীয় ভারতীয় বংশোদ্ভূত জাতিগোষ্ঠীর অবস্থান নেপালে। নতুন সংবিধানে নেপালকে ৭ টি রাজ্যে বিভক্ত করার প্রতিবাদে সংগ্রাম করছে তারা।

➤ মিয়ানমার:

১৮৮৫ সালে অ্যাংলো-বার্মিজ যুদ্ধে ব্রিটিশদের হাতে বার্মার সর্বশেষ বৌদ্ধ রাজা থিবো মিন পরাজিত ও নির্বাসিত হন। ফলে বৌদ্ধ রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে। শুরু হয় দীর্ঘ মেয়াদী ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান দেশটি দখল করে নেয়। যুদ্ধ চলাকালে দেশটির জাতীয় নেতা অং সান জাপানিদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করেন। তবে যুদ্ধের শেষ দিকে স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে তিনি জাপানের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। ১৯৪৭ সালে জাতীয় নেতা অং সান গুপ্ত হত্যার শিকার হন। মিয়ানমার ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৬২ সালে জেনারেল নে উইন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন। শুরু হয় স্বৈরশাসন। ১৯৮৮ সালে অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা ও রাজনৈতিক দমন-পীড়নের পরিপ্রেক্ষিতে দেশব্যাপী বিক্ষোভ হলে সামরিক জাভা সরকার প্রায় তিন হাজার লোককে হত্যা করে। তখন প্রধান বিরোধীদলীয় নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন জাতীয় নেতা অং সানের কন্যা অং সান সুচি। ১৯৮৮ সালে অং সান সুচির নেতৃত্বে ‘ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি’ (NLD) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৯ সালে জাভা সরকার দেশটির নাম বার্মা থেকে পরিবর্তন করে মিয়ানমার রাখে। ১৯৯০ সালের সাধারণ নির্বাচনে এনএলডি জয় লাভ করলেও সামরিক বাহিনী এই ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে নির্বাচন বাতিল করে। ১৯৯২ সালের থেইন সেইন নতুন জাভা প্রধান হন। ২০০৬ সালে নাইপিদোকে মিয়ানমারের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ২০০৮ সালে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের এক অংশের নেতৃত্বে বড় ধরনের বিক্ষোভ হয় যা ‘জাফরান বিপ্লব’ নামে পরিচিত। ২০০৮ সালে মিয়ানমারের বর্তমান সংবিধান অনুমোদন হয়। ২০১০ সালে জাভা সরকার সাধারণ নির্বাচন দেয়। সামরিক বাহিনী

সমর্থিত ইউনিয়ন সলিডারিটি এন্ড ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (ইউএসডিপি) জয়ী হওয়ার দাবী করে। ২০১১ সালে থেইন সেইনের নেতৃত্বে আধা সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০১৫ সালে সব দলের অংশগ্রহণে ঐতিহাসিক গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে অং সান সুচীর দল ‘ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি’ (NLD) বিপুল ব্যবধানে জয়লাভ করে। মিয়ানমারের বর্তমান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এনএলডি’র থিন কিউ।

অং সান সুচি:

তিনি ১৯৪৫ সালে ইয়াঙ্গুনে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৯ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যুক্তরাজ্য গমন করেন। ১৯৮৮ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ‘ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি’ (NLD) গঠন করেন। ১৯৮৯ সালে সামরিক আইনের অধীনে রেপ্তানে গ্রেপ্তার হন। তিনি গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় অবদানের জন্য ১৯৯১ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করে। ২০০২ সালে তিনি গৃহবন্দিত্ব থেকে মুক্তি লাভ করেন। ২০০৩ সালে তাঁর গাড়ী বহরে হামলা হয় এবং তিনি আবারও গৃহবন্দি হন। ২০১০ সালে পুনরায় গৃহবন্দিত্ব থেকে মুক্তিপান। ২০১১ সালে ‘ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি’ (NLD) এর চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হন। তাঁর জীবনী নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র ‘দ্য লেডী’ (নির্মাতা ফ্রান্সের লুক বেসন)। বর্তমানে তিনি রাষ্ট্রীয় উপদেষ্টা যা প্রধানমন্ত্রী পদের সমমর্যাদার, উল্লেখ্য সংসদের ৪০% আসন সামরিক বাহিনীর জন্য বরাদ্দ।

- মংডু মিয়ানমারের রাখাইন (পূর্ব নাম আরাকান) রাজ্যের একটি জেলা শহর যা টেকনাফ সীমান্তে অবস্থিত।
- মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নাম ‘লুনথিন’। ২০১৩ সালে নাসাকা (মিয়ানমারের প্রান্তক সীমান্তরক্ষী বাহিনী) বিলুপ্ত হয়।
- মিয়ানমারে মুসলিম শরণার্থীদের নাম রোহিঙ্গা।
- কারেন বিদ্রোহীরা মিয়ানমারে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধরত।
- মিয়ানমার বর্তমান বিশ্বের নবীনতম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

পাকিস্তান:

পাকিস্তান ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট স্বাধীনতা লাভ করে। পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, প্রথম প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা এবং প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান। পাকিস্তানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট মামুনুর হোসাইন, প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ এবং ক্ষমতাসীন দলের নাম পাকিস্তান মুসলীম লীগ (PML). বৌদ্ধ সভ্যতার বিখ্যাত নিদর্শন তক্ষশীলা অবস্থিত পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডিতে। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে অবস্থিত সিন্ধু সভ্যতা পাকিস্তানে। এটি ১৯২২ সালে আবিষ্কৃত হয়। পাকিস্তান তথা মহিলা বিশ্বের প্রথম মহিলা স্পিকার ফাহিমদা মির্জা। সোয়াত উপত্যকা পাকিস্তানের একটি গোলযোগপূর্ণ এলাকা। মেমোগেট কেলেংকারীর নায়ক পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারি।

মালদ্বীপ:

সার্কভুক্ত দেশ তথা এশিয়া মহাদেশের দেশগুলোর মধ্যে আয়তন এবং জনসংখ্যায় ক্ষুদ্রতম দেশ মালদ্বীপ। ২০০৯ সালে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকির প্রতি

দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ভারত মহাসাগরের তলদেশে গিয়ে বৈঠক করেন তৎকালীন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আলী নাশিদ ও তার মন্ত্রী সভা। মালদ্বীপের কোন বিশ্ববিদ্যালয় নেই। বাংলাদেশ সরকার 'ইউনিভার্সিটি অব মালদ্বীপ' নামে বিশ্ববিদ্যালয় করতে সহায়তা করবে। সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে মালদ্বীপের মাথাপিছু আয় এবং শিক্ষার হার সবচেয়ে বেশি। মালদ্বীপের বর্তমান প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ ইয়ামিন।

ভুটান:

বর্তমান বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ রাজা হলেন ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নাগমিয়াল ওয়াংচুক। ভুটানের রাষ্ট্রীয় নাম দ্য কিংডম অব ভুটান। বিশ্বের প্রথম ধূমপানমুক্ত দেশ ভুটান। ভুটান একটি রাজতান্ত্রিক দেশ। ২০০৮ সালে ভুটানের জনগণ প্রথম ভোটাধিকার প্রয়োগ করে অর্থাৎ ভুটানে প্রথম পার্লামেন্ট নির্বাচন হয়। ভুটানের স্থানীয় নাম ড্রাক ইউল।

ফিলিপাইন:

www.boighar.com

ফিলিপাইন (১৫৬৫-১৮৯৮) পর্যন্ত স্প্যানিশ এবং ১৮৯৮-১৯৪৬ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের উপনিবেশ ছিল। ১৯৪৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। ফিলিপাইন একটি দ্বীপরাষ্ট্র। এবং এর গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপসমূহ হল লুজন, ভিসিয়াস, মিন্দানাও। আয়তনে ফিলিপাইনের বৃহত্তম দ্বীপ লুজন। ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলা লুজন দ্বীপে অবস্থিত। ফিলিপাইনের সুবিক বে তে মার্কিন নৌঘাটি ছিল। ১৯৯১ সালে এটি বন্ধ করে দেয়া হয় এবং সিঙ্গাপুরে স্থানান্তর করা হয়। ফিলিপাইন হল এশিয়ার খ্রিস্টান অধ্যুষিত রাষ্ট্র। ফিলিপাইনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট বেনিগনো নয়নয় অ্যাকুইনো।

আফগানিস্তান:

আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল। কান্দাহার, হেরাত, মায়ার-ই-শরীফ আফগানিস্তানের বড় শহর। আফগানিস্তানের সবচেয়ে বড় বা বৃহৎ জাতিগোষ্ঠী হচ্ছে পশতুন। তোরাবোরা পাহাড় আফগানিস্তানে অবস্থিত। ১৯৭৩ সালে আফগানিস্তানে রাজতন্ত্রের অবসান হয়। আফগানিস্তানের শেষ রাজা ছিলেন জহির শাহ। তাঁকে ১৯৭৩ সালে ক্ষমতাচ্যুত করে ইতালিতে নির্বাসন দেয়া হয়। স্নায়ুযুদ্ধকালীন সময়ে ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত বাহিনী আফগানিস্তান দখল করে। ১৯৮৮-১৯৮৯ এই এক বছরে সোভিয়েত বাহিনী আফগানিস্তান ত্যাগ করে। আফগানিস্তানে ১৯৯৪ সালে তালেবানদের আর্বিভাব ঘটে। তালেবানরা ছিল ইসলামী ছাত্র সংঘটনের মিলিশিয়া বাহিনী। তালেবানরা ১৯৯৬ সালে রাজধানী কাবুল দখল করে এবং বোরহানউদ্দিন রাব্বানীকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতায় আসে। আফগানিস্তানে তালেবান বিরোধী সংঘটনের নাম নর্দাণ অ্যালায়েন্স। ২০০১ সালে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী অপারেশন এনডুরিং ফ্রিডমের মাধ্যমে যুদ্ধ শুরু করে এবং ২০১৪ সালে এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটায়। আফগানিস্তানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট আশরাফ গানি। 'বাগরাম' কারাগার আফগানিস্তানের কাবুলে অবস্থিত। পৃথিবীর সর্বোচ্চ বৌদ্ধমন্দিরটি ছিল আফগানিস্তানের বামিয়ান শহরে। ২০০১ সালে তালেবান বাহিনী এই বৌদ্ধ মন্দিরটি ধ্বংস করে।

ইন্দোনেশিয়া:

ইন্দোনেশিয়া ১৯৪৫ সালে নেদারল্যান্ডের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। ইন্দোনেশিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ড. আহমেদ সুকর্ণ। ১৯৬৭ সালে ড. আহমেদ সুকর্ণকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতায় আসেন জেনারেল সুহার্তো। ১৯৯৮ সালে তাঁর ৩২ বছরের শাসনের অবসান হয়।

ইন্দোনেশিয়ার তথা মুসলিম বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট মেঘবর্তী সুকর্ণপুত্রী। ইন্দোনেশিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট জোকো উইদাদো। জনসংখ্যায় বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপরাষ্ট্র হল ইন্দোনেশিয়া। ইন্দোনেশিয়া জনসংখ্যায় বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম দেশ। এখানে মোট ১৭০০০ দ্বীপ রয়েছে। তবে সর্বাধিক দ্বীপ রয়েছে কানাডাতে (প্রায় ৩০,০০০ এর অধিক)। ইন্দোনেশিয়ার বিখ্যাত কয়েকটি দ্বীপ হল সুমাত্রা, বোর্নিও, জাভা, নিউগিনি (ইরিয়ানজায়া), বালি প্রভৃতি। আয়তনে ইন্দোনেশিয়ার বৃহত্তম দ্বীপ সুমাত্রা। জাভা ইন্দোনেশিয়া তথা পৃথিবীর সর্বাধিক জনবহুল দ্বীপ। ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তা জাভা দ্বীপে অবস্থিত। ‘আচেহ ও ইরিয়ানজায়া’ ইন্দোনেশিয়ার একটি স্বাধীনতাকামী প্রদেশ। আচেহ প্রদেশের গেরিলা বাহিনীর নাম ‘ফ্রি আচেহ মুভমেন্ট’। ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়া উভয়ই ‘লিজিটান ও সিপাডান’ নামে দুটি দ্বীপের মালিকানা দাবী করে এবং আন্তর্জাতিক আদালতে তা নিষ্পত্তির প্রস্তাব উভয় দেশ থেকে ওঠেছে। পশ্চিম পাপুয়া ইন্দোনেশিয়ার একটি স্বাধীনতাকামী প্রদেশ। পশ্চিম তিমুর ইন্দোনেশিয়ার অঙ্গরাজ্য। ইন্দোনেশিয়ার একটি পূণ্যস্থান বা তীর্থস্থান হল বোরোবিদুর বৌদ্ধ মন্দির। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাভা যাত্রীর ডায়েরি গ্রন্থে এ মন্দিরের নামের উল্লেখ আছে।

মালয়েশিয়া:

মালয়েশিয়ার প্রশাসনিক রাজধানী পুত্রজায়া। মালয়েশিয়া ১৯৫৭ সালে বৃটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাতীর মোহাম্মদকে বলা হয় আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার। তিনি ১৯৮১-২০০৩ পর্যন্ত ২২ বছর ক্ষমতায় ছিলেন। তিনি মালয়েশিয়ার সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় খেতাব পাওয়ার পর তাকে ‘তুন’ নামে সম্বোধন করা হয়। বিদেশী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য মালয়েশিয়ায় ‘My Second Home Programme’ চালু আছে। ২০১৬ সালে মালয়েশিয়ার নতুন রাজা নির্বাচিত হন পঞ্চম মুহাম্মদ।

জাপান:

জাপান একটি দ্বীপরাষ্ট্র। জাপানের সম্রাটের উপাধি মিকার্ডো। জাপানের বর্তমান সম্রাট আকিহিতো ব্যক্তিগত জীবনে সমুদ্র বিজ্ঞানী ছিলেন। জাপানের ক্ষমতাসীন দলের নাম Liberal Democratic Party এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবো। জাপানের প্রধান দ্বীপ সমূহ হনসু, হোক্কাইডো, ওকিয়ানাওয়া। আয়তনে জাপানের বৃহত্তম দ্বীপ হনসু। জাপানের রাজধানী টোকিও হনসু দ্বীপে অবস্থিত। টোকিও বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল শহর। Sushi এবং Sashimi বিখ্যাত জাপানি খাবার। বিখ্যাত সামুরাই শব্দটি জাপানে ব্যবহৃত হয়। ১৯৪৭ সালে প্রণীত জাপানের সংবিধানকে বলা হয় শান্তির সংবিধান। ২০১৫ সালে জাপানের সংবিধানে সংশোধনী আনা হয়। ১৯৪৭ এর পর থেকে অন্য কোনো দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সংবিধানিক অনুমতি জাপানের ছিল না যা ২০১৫ সালে পরিবর্তন করা হয়। এখন জাপান চাইলে অন্য দেশের সাথে যুদ্ধে জড়াতে পারবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ওকিয়ানাওয়াতে যে যুদ্ধ হয় সেখানে নিহতদের স্মরণে যে স্মৃতিসৌধটি নির্মাণ করা হয় তার নাম কর্ণার স্টোন অব পিস এবং নাগাসাকিতে পারমানবিক বোমায় নিহতদের স্মরণে একটি শান্তি পার্ক স্থাপন করা হয়। ‘স্ট্যাচু অব পিস’ এই পার্কে অবস্থিত।

তাইওয়ান:

চীন জাপানের কাছ থেকে তাইওয়ান পুনরুদ্ধার করে ১৯৪৫ সালে। তাইওয়ানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক থাকা একমাত্র দেশ ভ্যাটিকান সিটি। ১৯৭১ সালে তাইওয়ান চীনের কাছে জাতিসংঘের সদস্যপদ হারায়।

ওমান:

ওমানের রাষ্ট্রপ্রধান সুলতান। ওমানের রাজধানী মাস্কট। ওমানের লিখিত সংবিধান নেই।

লেবানন:

লেবাননের রাজধানী বৈরুত। লেবাননে নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয় খ্রিস্টান সম্প্রদায় থেকে এবং প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয় মুসলমান সম্প্রদায় থেকে। লেবাননের বর্তমান প্রেসিডেন্ট মাইকেল সুলায়মান। লেবাননের হিজবুল্লাহ গেরিলা গোষ্ঠির টেলিভিশন কেন্দ্রের নাম ‘আল মানার’।

সৌদি আরব:

১৯২৬ সালে আব্দুল আজিজ সাউদ সৌদি আরব প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি সৌদি আরবের প্রথম বাদশাহ। সৌদি আরবের কোনো সংবিধান এবং সংসদ নেই। সৌদি আরবের পতাকা কখনো অর্ধনমিত করা হয় না। সৌদি আরবের প্রথম রাজনৈতিক দলের নাম মুসলিম উম্মাহ পার্টি। ২০১১ সালে সৌদির মহিলারা প্রথম ভোটাধিকার লাভ করে এবং নির্বাচনে অংশ নেয়ার সুযোগ পায়।

সিরিয়া:

সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক। সিরিয়া মিশরের সাথে মিলে যুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র (United Arab Republic) গড়ে তুলে ১৯৫৮ সালে। সিরিয়া Opcw এর ১৯০ তম সদস্য। এঙ্গোলা সর্বশেষ ১৯২তম সদস্য।

কম্বোডিয়া:

১৯৭০ সালে জেনারেল লন নল কম্বোডিয়ার রাজতন্ত্র বিলোপ করেন। গণতন্ত্র স্ফার বা চতুর কম্বোডিয়ার রাজধানী নমপেনে। কম্বোডিয়ায় খেমাররুজরা ১৯৭৫ সালে ক্ষমতায় আসে। তারা কৃষিভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। তারা ১৯৭৫-১৯৭৯ পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিল এবং এই স্বল্প সময়ে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালায়।

থাইল্যান্ড:

থাইল্যান্ড শব্দের অর্থ মুক্তভূমি। থাইল্যান্ডের রাজবংশের নাম চক্রী রাজবংশ। থাইল্যান্ডের রাজা ভূমিবল আদুলাদেজ বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ সময় রাজ্য শাসন করার কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। সম্প্রতি ২০১৪ সালে থাইল্যান্ডে সেনা অভ্যুত্থানে ক্ষমতা দখল করে প্রেসিডেন্ট হন সেনা প্রধান প্রাইউথ শান ওশা। ২০১৬ সালের ১৩ অক্টোবর মারা যান ভূমিবল আদুলাদেজ। বর্তমান রাজা হলেন মাহা ভাজিরালংকর্ণ।

ভিয়েতনাম:

দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের সংগ্রামের ইতিহাস দীর্ঘদিনের। এ দেশটি চীন ও জাপানের পর ফ্রান্সের উপনিবেশ ছিল। ১৯৫৪ সালে জেনেভা চুক্তির মাধ্যমে ১৭° অক্ষরেখা বরাবর কমিউনিস্ট ও জাতীয়তাবাদীদের দাবীর মুখে সাময়িকভাবে উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম নামে বিভক্ত করা হয়। ১৯৫৫ সালে কমিউনিস্ট পন্থি উত্তর ভিয়েতনাম যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত জাতীয়তাবাদী দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। উত্তর ভিয়েতনামকে যুদ্ধে সাহায্য করেছিল চীন ও

সোভিয়েত ইউনিয়ন। যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে জড়িত হয় ১৯৬১ সালে। ১৯৭৩ সালের প্যারিস শান্তি চুক্তির মাধ্যমে ১৯৭৫ সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসান হয় এবং ১৯৭৬ সালে দুই ভিয়েতনাম আবার একত্রিত হয়।

তুরস্ক:

তুরস্ক এশিয়া ও ইউরোপ উভয় মহাদেশে বিস্তৃত। তাই তুরস্ককে ইউরেশিয়ান রাষ্ট্র বলা হয়। তুরস্কের ইস্তাম্বুল নগরীটি দুটি মহাদেশে অবস্থিত। বিখ্যাত ট্রয়ের যুদ্ধ হয়েছিল তুরস্কের নগরী ট্রয়ে। ‘ইসকানদারুন’ তুরস্কের একটি বিখ্যাত বন্দর নগরী। ১৯২২ সালে তুরস্ক খিলাফত ভেঙ্গে গেলে ১৯২৩ সালে কামাল পাশা (উপাধি শ্রে উলফ বা আতাতর্ক) তুরস্ক প্রজাতন্ত্র গড়ে তুলেন। কামাল পাশাকে বলা হয় আধুনিক তুরস্কের জনক। প্রাচীন তুরস্ক সভ্যতার কেন্দ্র ছিল আনাতেলিয়া এবং বিখ্যাত অটোমান সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ছিল তুরস্ক।

ইনোসিস:

সাইপ্রাসকে গ্রিসের সঙ্গে যুক্তকরণের আন্দোলনের নাম ইনোসিস। গ্রিসের সমর্থনপুষ্ট সামরিক জাভা সাইপ্রাসের ক্ষমতায় বসলে ১৯৭৪ সালে তুরস্ক সাইপ্রাসে সামরিক আক্রমণ চালায়। সাইপ্রাস গ্রীস ও তুরস্কের মধ্যে বিবাদের কারণ।

পূর্বতিমুর:

পূর্ব তিমুর ১৫১৫-১৯৭৫ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৪৬০ বছর পর্তুগালের উপনিবেশ ছিল। ১৯৭৫ সালে ইন্দোনেশিয়া পূর্বতিমুর দখল করে ২৭তম প্রদেশ ঘোষণা করে। ২০০২ সালে ইন্দোনেশিয়ার কাছ থেকে পূর্বতিমুর স্বাধীনতা লাভ করে। পূর্ব তিমুরের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দানকারী দলের নাম ফ্রেটেলিন পার্টি। পূর্ব তিমুর জাতিসংঘের সদস্যপদ পায় ২০০২ সালে এবং বাংলাদেশও একই বছর পূর্ব তিমুরকে স্বীকৃতি দেয়। পূর্ব তিমুরের বর্তমান প্রেসিডেন্ট তুর মাতান রুয়াক। পূর্ব তিমুরের রাজধানী দিলি।

বিবিধ:

- মধ্য এশিয়ার সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র কাজাকিস্তান।
- এশিয়া মহাদেশের প্রায় মধ্যভাগ দিয়ে অতিক্রম করেছে ৯০° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা।
- এশিয়া মহাদেশে মোট দেশের সংখ্যা ৪৬টি তবে এর মধ্যে স্বাধীন দেশের সংখ্যা ৪৪টি। ফিলিস্তিন ও তাইওয়ান স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা পেলেও স্বাধীন নয়।

ইউরোপ

যুক্তরাজ্য:

ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডকে একসাথে যুক্তরাজ্য বলে। উত্তর আয়ারল্যান্ড ছাড়া বাকী তিনটি দেশকে একত্রে গ্রেট ব্রিটেন বলে। রানী অ্যানির রাজত্বকালে ইংল্যান্ড, ওয়েলস ও স্কটল্যান্ড মিলে গ্রেট ব্রিটেন এবং ১৮০১ সালে রাজা পঞ্চম জর্জ এর রাজত্ব কালে গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ড মিলে ‘যুক্তরাজ্য’ হয়।

১২১৫ সালে রাজা জন ম্যাগনাকার্টা স্বাক্ষর করে। ম্যাগনাকার্টা হল বৃটিশ শাসনতন্ত্রের বাইবেল। যুক্তরাজ্যের কোনো লিখিত সংবিধান নেই। সনদপত্র, আবেদনপত্র এবং অন্যান্য শাসনতান্ত্রিক ঘটানাবলীর সমন্বয়ে এই সংবিধান গঠিত। যেমন ম্যাগনাকার্টা, পিটিশন অব রাইটস, বিল অব রাইটস প্রভৃতি। “The King Can do no wrong” কথাটি বৃটেনের সংবিধানের। বিশ্বের প্রথম Parliamentary ব্যবস্থা চালু হয় বৃটেনে। বৃটেনের আইন সভার নাম পার্লামেন্ট যা দুই কক্ষ বিশিষ্ট। উচ্চ কক্ষ হাউস অব লর্ডস এবং নিম্ন কক্ষ হাউস অব কমন্স। বৃটেনের পার্লামেন্টে আসন সংখ্যা ৬৫০টি। পার্লামেন্ট ভবনের নাম ওয়েস্টমিনিস্টার প্রাসাদ এটি পৃথিবীর বৃহত্তম আইন সভা যা টেমস নদীর তীরে অবস্থিত। ৬৫০টি আসনের মধ্যে ৩২৬টি আসনের সমর্থনে সরকার গঠিত হয়। বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী কনজারভেটিভ পার্টির ডেভিড ক্যামেরুন বৃটেনের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকা না থাকা নিয়ে ২৩ জুন ২০১৬ অনুষ্ঠিত গণভোটে হেরে যাওয়ার পর তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ ছাড়েন। এইউ ছাড়ার পক্ষে ভোট দেন মোট প্রদত্ত ভোটের ৫১.৯% জনগন। এইউ থেকে ব্রিটেনের বের হয়ে যাওয়ার সম্ভবনাকে Exit বোঝাতে BREXIT শব্দটি ব্যবহার করা হয়। ২০১৬ সালের জুলাই মাসে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগের পরপরই যুক্তরাজ্যের ইতিহাসে ৭৬তম প্রধামন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন টেরেসা মে। কনজারভেটিভ দলের এই নেতা দেশটির ২য় নারী প্রধানমন্ত্রী। বৃটেনের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ হাউজ অব কমন্সে প্রথম বাংলাদেশী, বাঙ্গালী বাংলাদেশী নারী হিসেবে সদস্য নির্বাচিত হন ‘রওশনারা আলী’। সম্প্রতি সর্বশেষ নির্বাচনে হাউস অব কমন্সে তিনজন বাংলাদেশী সদস্য নির্বাচিত হন। তারা হলেন রওশনারা আলী, টিউলিপ সিদ্দিক ও রুপা হক। যুক্তরাজ্যের বিরোধী দল লেবার পার্টির ছায়া মন্ত্রীসভায় স্থান পেয়েছেন টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক (শিক্ষা বিষয়ক ছায়া প্রতিমন্ত্রী), রুপা হক (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়ক ছায়া প্রতিমন্ত্রী)। ব্রিটেনে প্রথম মুসলিম নারী মেয়র বাংলাদেশী বংশদ্ভূত নাদিয়া শাহ। যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রপ্রধান রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ এবং সরকার প্রধান হলেন প্রধানমন্ত্রী। ইংল্যান্ড তথা বিশ্বের দীর্ঘ মেয়াদী রানী হলেন দ্বিতীয় এলিজাবেথ। বৃটেনের অর্থমন্ত্রীকে বলা হয় Chancellor of Ex-chequer

- ভিক্টোরিয়া ক্রস বৃটেনের সর্বোচ্চ সামরিক খেতাব। কমনওয়েলথভুক্ত দেশ সমূহের মধ্যে এ পদক প্রদান করা হয়।
- যুক্তরাজ্যের জাতীয় পতাকাকে ইউনিয়ন জ্যাক বলে।
- ইংল্যান্ডের প্রথম রাজা ছিলেন আলফ্রেড দ্য গ্রেট। ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম এডওয়ার্ড আমেরিকার একজন বিধবা মহিলা “ওয়ালিস সিম্পসন” কে বিয়ে করে সিংহাসন হারান। প্রিন্সেস ডায়ানা ১৯৯৭ সালে ফ্রান্সের পন্ট ডি আলমা টানেলে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন।
- বৃটেনের প্রথম প্রধানমন্ত্রী রবার্ট ওয়ালপোল।
- ১৯৫৩ সালে ‘The History of Second World war’ গ্রন্থের জন্য তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইন্সটন চার্চিল সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।
- বৃটেনের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার। তাকে নিয়ে হলিউডে নির্মিত চলচ্চিত্রের নাম ‘দি আয়রন লেডি’।

- ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাভে লন্ডনের একটি ঐতিহাসিক চার্চ। এখানে বৃটিশ রাজারানীর সিংহাসনে আরোহনের অনুষ্ঠান এবং শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হয়।
- লন্ডনে অবস্থিত বাকিংহাম প্রাসাদ হচ্ছে বৃটিশ রাজ পরিবারের বাসভবন।
- লন্ডনে অবস্থিত বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন ও কার্যালয় হল ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিট। বৃটিশ অর্থমন্ত্রীর কার্যালয় ১১ নং ডাউনিং স্ট্রিট এবং ১২ নং ডাউনিং স্ট্রিট হল বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর প্রেস অফিস।
- বৃটিশ রাজপরিবারের প্রাক্তন আবাসস্থল হল লন্ডনে অবস্থিত হোয়াইট হল। বর্তমানে লন্ডনে হোয়াইট হল নামে একটি রোড আছে।
- ট্রাফালগার স্কয়ার লন্ডনে অবস্থিত জনগণের মিলনস্থল। ১৮০৫ সালে সংঘটিত ট্রাফালগারের যুদ্ধকে স্মরণীয় করে রাখতে এ নামকরণ করা হয়।
- Pall Mall হল লন্ডনের একটি বিখ্যাত সড়ক।
- ফ্লিট স্ট্রিট সংবাদ প্রকাশনা সম্পর্কিত লন্ডনের বিখ্যাত সড়ক।
- লন্ডনভিত্তিক ভারতীয় জাতীয়তাবাদী সংঘঠনের নাম ‘ইন্ডিয়া হাউজ’।
- ১৬৮৮ সালে ইংল্যান্ডে গৌরবময় বিপ্লব সংঘটিত হয়।
- অষ্টাদশ শতাব্দির শেষভাগে ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয়।

জার্মানি:

জার্মানির রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রপতি এবং সরকার প্রধান চ্যান্সেলর (এই পদটি প্রধানমন্ত্রীর সমতুল্য পদ)। আধুনিক জার্মানির প্রতিষ্ঠাতা অটোভান বিসমার্ক ছিলেন জার্মানির প্রথম চ্যান্সেলর। জার্মানির প্রথম মহিলা এবং বর্তমান চ্যান্সেলর এঞ্জেলেনা মার্কেল।

এডলাফ হিটলার ১৮৮৯ সালে অস্ট্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নাৎসী (NAZI) পার্টির নেতা ছিলেন। ১৯৩৩-১৯৪৫ পর্যন্ত তিনি জার্মানির চ্যান্সেলর ছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের নাম ‘মেইন ক্যাম্প’। তাঁর গোপন পুলিশ বাহিনীর নাম ছিল গেস্টাপো যা তিনি ১৯৩৩ সালে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বিখ্যাত উক্তি ‘যুদ্ধই জীবন, যুদ্ধই সার্বজনীন’।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানিকে বিভক্ত করে পূর্ব জার্মানি (সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা) এবং পশ্চিম জার্মানি (পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা) গঠন করা হয়। পুঁজিবাদী আত্মসন ঠেকাতে পূর্ব জার্মানি ১৯৬১ সালে বার্লিন শহরের মাঝে ১৫৫ কিঃমিঃ দীর্ঘ দেয়াল তৈরী করে। ১৯৮৯ সালে এই প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং ১৯৯০ সালে দুই জার্মানি একত্রিত হয়।

রাশিয়া:

রাশিয়ার সম্রাটদেরকে বলা হত জার। রাশিয়ার প্রথম জার ছিলেন মহান পিটার দি গ্রেট। তিনি দাঁড়ির ওপর বসিয়েছিলেন। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাশিয়ায় জারতন্ত্রের অবসান হয়। রাশিয়ার সর্বশেষ সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাস জার। ১৯২২ সালে পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন (U.S.S.R) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে ১৫টি রাষ্ট্র গঠিত হয়। রাষ্ট্রসমূহ ছিল রাশিয়া, বেলারুশ, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, ইউক্রেন, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, জর্জিয়া, মালদোভা, উজবেকিস্তান, কাজাকিস্তান, কিরগিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, তাজিকিস্তান। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট

ছিলেন মিখাইল গর্ভাচেভ। তিনি পেরেস্তয়িকা ও গ্লাসনস্ত নীতির (১৯৮৫) প্রবক্তা ছিলেন। যা ছিল একটি অর্থনৈতিক কর্মসূচী। পেরেস্তয়িকা অর্থ সংস্কার বা পুনর্গঠন এবং গ্লাসনস্ত অর্থ খোলামেলো আলোচনা। অখড ইউরোপের প্রবক্তা মিখাইল গর্ভাচেভ। পৃথিবীতে প্রথম ‘পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা’ প্রবর্তন করেন সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট স্টালিন। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দেশ রুশ ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯১ সালে। জনগণের সরসরি ভোটে নির্বাচিত রাশিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলৎসিন। রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের মেয়াদকাল ৪ বৎসর। বর্তমান প্রেসিডেন্ট হলেন ভ্লাদিমির পুতিন। তিনি বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি এবং টাইম ম্যাগাজিনের দৃষ্টিতে তিনি রাশিয়ার নতুন ‘জার’।

- প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের ৯টি দেশ মিলে ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠা করে CIS (Commonwealth of Independent States). CIS এর সদর দপ্তর বেলারুশের মিনস্কে। CIS এর সদস্য নয় এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, জর্জিয়া, তুর্কমেনিস্তান, ইউক্রেন এই ছয়টি সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের দেশ। ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে CIS এর সদস্য ছিল ১১টি। ১৯৯৩ সালে জর্জিয়া যোগ দিয়ে বাল্টিক রাষ্ট্র ৩টি ব্যতিত বাকী ১২টি দেশ CIS এর সদস্য হয়। তবে বর্তমানে CIS এর সদস্য ৯টি দেশ এবং সহযোগী সদস্য দেশ হল তুর্কমেনিস্তান। উল্লেখ জর্জিয়া ২০০৯ সালে CIS ত্যাগ করে।
- চেচনিয়া ককেশাস অঞ্চলে অবস্থিত মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার পর অঞ্চলটি স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৯৯৪-৯৬ সালে প্রথম চেচেন যুদ্ধে অঞ্চলটি স্বাধীন হয়ে পড়ে। কিন্তু ১৯৯৯-২০০০ সালে দ্বিতীয় চেচেন যুদ্ধের পর পুনরায় রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়। চেচনিয়ার বর্তমান নাম ইকচেরিয়া।

ফ্রান্স:

- নেপোলিয়ন ১৮০৪ সালে ফ্রান্সের সম্রাট নিযুক্ত হন।
- ফরাসি বিপ্লবের সময় ফ্রান্সের রাজা ছিলেন ষোড়শ লুই।
- ফ্রান্সের বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম ফাঁসোয়া ওলঁদ।
- নেপোলিয়ন ভূ-মধ্যসাগরীয় দ্বীপ কর্সিকাতে জন্মগ্রহণ করেন।
- ফ্রান্সের লৌহ মানবী বলা হয় মিসেল আলিওমারিকে।
- ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসকে বলা হয় ‘City of Culture’
- ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবনের নাম এলিসি প্রাসাদ।
- আইফেল টাওয়ার অবস্থিত প্যারিসে সিন নদীর তীরে। এর স্থপতি গুস্তাভ আইফেল।
- যুক্তরাজ্য ও ইংলিশ চ্যানেলের নিচ দিয়ে ফ্রান্স ও বৃটেনকে সংযুক্তকারী ৫০.৫ কি:মি: দীর্ঘ রেল চ্যানেলটির নাম ‘চ্যানেল টানেল’। এই চ্যানেলটি পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ‘ইউরো টানেল’। সমুদ্রের তলদেশের অংশ বিবেচনায় এটি পৃথিবীর দীর্ঘতম টানেল। তবে সামগ্রিক দৈর্ঘ্যের বিবেচনায় পৃথিবীর বৃহত্তম টানেল হল জাপানের সেইকান টানেল।

ইতালী:

- ‘রেনেসাঁস’ একটি ইতালিয়ান শব্দ। এর অর্থ পুনর্জীবন বা নবজীবন। রেনেসাঁস এর ব্যাপ্তি ছিল চতুর্দশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত। ইউরোপে রেনেসাঁস শুরু হয়েছিল ইতালির

ফ্লোরেন্স শহরে। এটি একটি সাংস্কৃতিক, শিল্প ও বিজ্ঞানের বিপ্লব। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি এবং মাইকেল অ্যাঞ্জেলাকে বলা হয় রেনেসাঁস ম্যান।

- ইতালির প্রেসিডেন্ট মুসোলিনী ছিলেন ফ্যাসিজমের প্রবক্তা। তার রাজনৈতিক দলের নাম ‘National Fascist Party’। রোমান সম্রাজ্যের মূল কেন্দ্র বা রাজধানী ছিল ইতালি।
- ইতালির বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মাতিও রেনজি।

বিবিধ:

- আলবেনিয়া ইউরোপের মুসলিম দেশ হিসেবে পরিচিত হয় ১৯৯২ সালে।
- ক্রোয়েশিয়ার স্বাধীনতার নায়ক ফ্রাঞ্জে তুজম্যান।
- ক্রোয়েশিয়ার বর্তমান এবং প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী কোলিন্দ্রা গ্রাবার কিচাভোভিক।
- সাবেক যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট স্লোবেদান মিলোসেভিচকে বলা হত বলকানের কসাই।
- পৃথিবীর মানচিত্র থেকে যুগোস্লাভিয়ার নাম বিলুপ্ত হয় ২০০৩ সালে।
- ট্রেড ইউনিয়ন আলফা নামে পরিচিতি রোমানিয়া।
- চসেস্কু ছিলেন রুম্যানিয়ার স্বৈরশাসক।
- চেকোস্লোভাকিয়া ১৯৯২ সালে বিভক্ত হয়ে চেকপ্রজাতন্ত্র ও স্লোভাকিয়া রাষ্ট্রের জন্ম হয়।
- Classical Music এর মাতৃভূমি বলা হয় অস্ট্রিয়ার ভিয়েনাকে।
- অস্ট্রিয়ার অধিবাসীদেরকে বলা হয় সিগমন্ড ফ্রয়েড।
- গ্রীষ্মকালে কয়েক সপ্তাহ ধরে আইসল্যান্ডে সূর্য অস্তমিত হয় না তাই আইসল্যান্ডকে বলা হয় মধ্যরাতের সূর্যের দ্বীপ। তাছাড়া আইসল্যান্ডকে আগুনের দ্বীপও বলা হয়।
- আজারবাইজানকে বলা হয় ‘Land of Flames’ ‘নার্গানো কারাবাখ’ একটি ছিটমহল-এটি নিয়ে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের মধ্যে বিরোধ আছে।
- ব্রিটিশ সরকার আয়ারল্যান্ডকে উত্তর আয়ারল্যান্ড ও দক্ষিণ আয়ারল্যান্ডে বিভক্ত করে ১৯২০ সালে।
- গণতন্ত্রের সূতিকাগার বলা হয় গ্রীসকে।
- জর্জিয়াকে বল হয় ‘The birth place of wine’।
- স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোর মধ্যে ক্ষুদ্রতম হচ্ছে ডেনমার্ক।
- গ্রীণল্যান্ড দ্বীপটির মালিক ডেনমার্ক।
- ডেনমার্কের বর্তমান রানী হলেন রানী দ্বিতীয় মার্গারেট।
- পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ১২২৮ সালে ডেনমার্ক জাতীয় পতাকার প্রচলন শুরু হয়।
- কলম্বাস ছিলেন ইতালির নাগরিক। তিনি ১৪৯২ সালে আমেরিকা আবিষ্কার করেন।
- বেলারুশকে বলা হয় সাদা রাশিয়া।
- স্বাধীনতার পূর্বে বেলারুশ বাইলোরাশিয়া নামে পরিচিতি ছিল।
- ভ্যাটিকান সিটি পরিচিত ‘দি হলি সী’ নামে বা ঐশ্বরিক সমুদ্র নামে।
- পোপ দ্বিতীয় জনপলের পদমর্যাদা ‘সুপ্রিম পন্ট্রিফ’।
- বর্তমান পোপের নাম পোপ ফ্রান্সিস। তিনি আর্জেন্টিনার নাগরিক।
- আয়তনে বৃহত্তম নর্ডিক রাষ্ট্র সুইডেন। সুইডেন পৃথিবীর প্রথম কল্যাণ রাষ্ট্র এবং বর্তমানে বিশ্বের শীর্ষ গণতান্ত্রিক দেশ।

আফ্রিকা

দক্ষিণ আফ্রিকা:

ইউনিয়ন অব সাউথ আফ্রিকা গঠিত হয় ১৯১০ সালে। আফ্রিকা মহাদেশের একমাত্র শিল্পোন্নত দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা। দক্ষিণ আফ্রিকা আটলান্টিক এবং ভারত উভয় মহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত। ১৯৪৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদ নীতি চালু হয়। এই নীতির আওতায় দক্ষিণ আফ্রিকার জনগণকে শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, রঙ্গিন, ভারতীয় এই চারভাগে ভাগ করা হয়। ১৯৯৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদের অবসান হয়। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকায় ৩৪২ বছরের শ্বেতাঙ্গ শাসনেরও অবসান হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার শেষ শ্বেতাঙ্গ প্রেসিডেন্ট ছিলেন ফ্রেডেরিক উইলিয়াম ডি ক্লার্ক। বর্ণবাদ নীতির প্রবক্তা ছিলেন জেমস হার্জর্গ।

দক্ষিণ আফ্রিকা ঐতিহাসিক বামপন্থি রাজনৈতিক দল ANC (*African National Congress*) গঠিত হয় ১৯১২ সালে। ANC গঠনে ভূমিকা রাখেন মহাত্মা গান্ধী। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী সরকার ১৯৬০ সালে ANC কে নিষিদ্ধ করেছিল। ১৯৬১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা কমনওয়েলথ ত্যাগ করে এবং একই বছর নেলসন ম্যান্ডেলা ANC এর সশস্ত্র শাখা গঠন করেন। ১৯৬২ সালে বর্ণবাদী সরকার নেলসন ম্যান্ডেলাকে গ্রেপ্তার করে এবং ১৯৬৪ সালে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়। দীর্ঘ ২৭ বছর কারাবাসের পর ১৯৯০ সালে তিনি মুক্তি লাভ করেন এবং ANC এর উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। এই ২৭ বছরের অধিকাংশ সময় তিনি রোবেন দ্বীপে কারাবদ্ধ ছিলেন। ১৯৯৩ সালে তিনি এবং শেষ শ্বেতাঙ্গ প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম ফ্রেডেরিক ডি ক্লার্ক যুগ্মভাবে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৯৪ সালে নেলসন রোহিলাহা মেন্ডেলা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম রাষ্ট্রপতি হন। তিনি ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং স্বচ্ছায় অবসরে যান। দক্ষিণ আফ্রিকায় ম্যান্ডেলা তাঁর গোত্রের দেয়া মাদিবা নামে পরিচিত। তিনি ‘Yes for the children’ এর প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৬৪ সালের ‘৬৪’ এবং ম্যান্ডেলা ছিলেন ৪৬৬ নং কয়েদি এই দুটির সমন্বয়ে এইডস বিরোধী আন্দোলন ৪৬৬৬৪। নেলসন ম্যান্ডেলার আত্মজীবনীমূলক বইয়ের নাম ‘A Long walk to freedom’ তিনি ২০১৩ সালে ৫ ডিসেম্বর পরলোক গমন করেন। তার নিজ গ্রাম কুন্ডুতে তাকে সমাহিত করে। ANC এর বর্তমান চেয়ারম্যান এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট হলেন জ্যাকব জুমা।

- নেলসন ম্যান্ডেলাকে নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র ‘দ্যা হিউমেন ফ্যাক্টর’।
- দক্ষিণ আফ্রিকার একমাত্র নদী বন্দরের নাম ইস্ট লন্ডন।

মিশর:

১৯৫২ সালে এক বিপ্লবের মাধ্যমে মিশরের রাজতন্ত্রের অবসান হয়। শারম আল শেখ লোহিত সাগরের তীরবর্তী সিনাই উপত্যকায় অবস্থিত মিশরের একটি বিখ্যাত অবকাশ্যাপন কেন্দ্র। তাহিরির স্কয়ার মিশরের রাজধানী কায়রোতে অবস্থিত একটি মিলন কেন্দ্র এবং চত্বর। এই চত্বরটি ২০১১ সালে মিশর আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল।

বিবিধ:

- সুদানের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত একটি স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল দারফুর। ২০০৩ সালে এখানে সুদান লিবারেশন আর্মি (SLA) এবং জাস্টিস এন্ড ইকুইলিটি মুভমেন্ট (JEM) সুদান সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারন করে। এটাই দারফুর সংকট নামে পরিচিত।

- সুদান এবং দক্ষিণ সুদানের সীমান্তবর্তী বিরোধপূর্ণ অঞ্চলের নাম অ্যাবেই।
- বেনগাজি, মিসরাতা, সির্তে শহরগুলো লিবিয়াতে অবস্থিত।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে আফ্রিকা মহাদেশে স্বাধীন দেশের সংখ্যা ছিল তিনটি: মিশর, ইথিওপিয়া, লাইবেরিয়া।
- কৃষ্ণ আফ্রিকার প্রাচীনতম দেশ ইথিওপিয়া।
- ইথিওপিয়ার শেষ সম্রাট হাইলে সেলাচি।
- উগান্ডাকে বলা হয় Pearl of Africa.
- উগান্ডাকে Pearl of Africa বলে অভিহিত করেন উইনস্টন চার্চিল।
- ‘ইদি আমিন’ ছিলেন উগান্ডার স্বৈরশাসক।
- ‘মাওমাও’ বিদ্রোহীদের অবস্থান কেনিয়াতে।
- কেনিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট উইরু কেনিয়াত্তা।
- কেনিয়ার ইতিহাসে প্রথম প্রধানমন্ত্রী রাইলা ওডিঙ্গা।
- স্বাধীনতা অর্জনকারী প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ দেশ ঘানা।
- চাঁদের নামকরণ হয়েছে চাঁদ হুদ থেকে।
- জাম্বিয়ার প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ বলা হয় কেনেথ কাউন্ডাকে।
- জাম্বিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট মাইকেল সাতা ‘কিং কোবরা’ নামে পরিচিত ছিলেন।
- হারারেকে বলা হয় ‘City of Flowering Trees’
- জিম্বাবুয়ের বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম রবার্ট মুগাবে। তাকে ‘আফ্রিকার ক্যাপ্টেন’ বলা হয়।
- আফ্রিকার সবচেয়ে জনবহুল দেশ নাইজেরিয়া।
- ‘হুতু ও তুতুসি’ বুরুন্ডির দুটি উপজাতির নাম।
- মরিশাসের অধিকাংশ লোক ভারতীয় বংশোদ্ভূত।
- মরিশাস পর্যটন শিল্পে যথেষ্ট উন্নত।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্র ‘আল-আমিন’ মিশরে অবস্থিত।
- মিশরের প্রেসিডেন্ট জামাল আবদেল নাসের সুয়েজখাল জাতীয়করণ করেন।
- মিশরের প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারককে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য সংঘটিত বিপ্লবের নাম ‘নীল বিপ্লব’।
- মিশরের ইতিহাসে প্রথম গণতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট ‘মুসলিম ব্রাদারহুডের’ মুহাম্মদ মুরসি।
- আফ্রিকা মহাদেশের সকল উপজাতিরা একত্রে ‘বান্টু’ নামে পরিচিত।
- রুয়ান্ডাকে বলা হয় ‘হাজার পাহাড়ের দেশ’।
- হুতু ও টুটসি হচ্ছে রুয়ান্ডা ও বুরুন্ডির যুদ্ধরত উপজাতি।
- লাইবেরিয়ার প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট এলেন জনসন সারলিফ। তিনি আফ্রিকার লৌহ মানবী নামে পরিচিত।
- লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার গাদ্দাফি ক্ষমতায় আসেন ১৯৬৯ সালে। তাকে বলা হত লৌহ মানব।
- সিয়েরালিওন অর্থ সিংহের পর্বত।
- সিয়েরালিওন দেশটির নামকরণ করে পর্তুগীজরা।

- সিয়েরালিওন ‘বাংলাকে’ তাদের দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং সিয়েরালিওনে একটি রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে বাংলাদেশ।
- কোমল পশুর লোমের দেশ বলা হয় ‘দারফুরকে’।
- দক্ষিণ সুদান স্বাধীনতা লাভ করে ২০১১ সালের ৯ জুলাই।
- তিউনিশিয়াতে প্রথম আরব বসন্তের ছোয়া লাগে।
- ‘মুহাম্মদ বুয়াজিজি’ নামে একজন ফল বিক্রেতা একনায়কতন্ত্রের প্রতিবাদে গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করলে তিউনিশিয়াতে আরব বসন্তের সূত্রপাত হয়।
- তিউনিশিয়ার একনায়ক বেন আলীকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য গঠিত বিপ্লবের নাম ‘জেসমিন বিপ্লব’।
- তিউনেশিয়ার প্রথম গণতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট হলেন বেজী সাঈদ ইসেবসি।

উত্তর আমেরিকা

যুক্তরাষ্ট্র:

বৃটেনের বণিক সম্প্রদায় যুক্তরাষ্ট্রের ১৩টি অঙ্গরাজ্যে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। ১৭৭৩ সালে বৃটিশ পার্লামেন্টে ‘চা আইন’ পাস হলে এর প্রতিবাদস্বরূপ ‘বোস্টন চা পার্টি’ অনুষ্ঠিত হয়। বোস্টন চা পার্টি যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক মাইলফলক। বোস্টন চা পার্টি মানে জাহাজভর্তি চা পাতা আটলান্টিক মহাসাগরে ফেলে দেয়ার মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় বণিকদের বিরুদ্ধে আমেরিকানদের প্রতিবাদের ঘটনা।

১৭৭৬ সালের ৪ জুলাই বৃটিশ শাসনাধীন যুক্তরাষ্ট্রের ১৩টি রাজ্যের প্রতিনিধিরা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। স্বাধীনতা যুদ্ধে ফ্রান্স প্রতক্ষভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে সহায়তা করে। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক এবং বৃটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নেতৃত্বদানকারী হলেন জর্জ ওয়াশিংটন। আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণাকারী হলেন থমাস জেফারসন। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্য পরিচালনাকারি সেনাপতি ছিলেন লর্ড কর্নওয়ালিস। ৪ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস। ১৭৮০ সালের প্রথম ভার্সায়ে চুক্তির মাধ্যমে ১৭৮৩ সালে যুদ্ধবিরতি হয় এবং বৃটেন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা মেনে নেয়। ১৭৮৭ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান গৃহীত এবং ১৭৮৯ সালে তা কার্যকর হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানটি হল পৃথিবীর প্রাচীনতম এবং ক্ষুদ্রতম লিখিত সংবিধান। এ পর্যন্ত সর্বমোট ২৭ বার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সংশোধিত হয়। এর মধ্যে নাগরিক অধিকার সম্পর্কিত প্রথম ১০টি সংশোধনিকে বলা হয় ‘Bill of Rights’ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকায় ১৩টি আড়াআড়ি দাগ (৭টি লাল ও ৬টি সাদা) ও এক কোনায় নীল ব্যাকগ্রাউন্ডে ৫০টি তারা আছে। ১৩টি আড়াআড়ি দাগ দিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ের ১৩টি State কে বুঝায় আর ৫০টি তারকা দিয়ে বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গরাজ্যকে বুঝায়। অর্থাৎ বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য আছে ৫০টি। পাশাপাশি একটি ফেডারেল জেলা (District of Colombia সংক্ষেপে DC) রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ১৮০৩ সালে ফ্রান্সের নিকট হতে লুইসিয়ানা এবং ১৮৬৭ সালে রাশিয়ার নিকট হতে আলাস্কা অঙ্গরাজ্যটি ক্রয় করে নেয়। যুক্তরাষ্ট্রের সর্বশেষ অঙ্গরাজ্য হাওয়াই। আয়তনে যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম অঙ্গরাজ্য আলাস্কা এবং জনসংখ্যায় বৃহত্তম অঙ্গরাজ্য ক্যালিফোর্নিয়া। এজন্য ক্যালিফোর্নিয়াতে ইলেকটোরাল কলেজের সংখ্যাও সবচেয়ে বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ইলেকটোরাল কলেজ কর্তৃক নির্বাচিত হন। সর্বমোট ৫৩৮ জন ইলেকটর থাকেন। প্রেসিডেন্ট

নির্বাচিত হওয়ার জন্য কমপক্ষে ২৭০ টি ইলেকটোরাল ভোটের প্রয়োজন হয়। ক্যালিফোর্নিয়াতে ইলেকটোরাল ভোট আছে ৫৫টি। যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্ট দুই কক্ষ বিশিষ্ট। উচ্চ কক্ষের নাম সিনেট এবং উচ্চ কক্ষে সিনেটের সংখ্যা ১০০ জন। আর নিম্ন কক্ষের নাম হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ এর সদস্য সংখ্যা ৪৩৫। সুতরাং দুই কক্ষ মিলে পার্লামেন্টের মোট সদস্য ৫৩৫ জন, সাথে আরোও তিনজন সংরক্ষিত আসনসহ মোট আসন বা সদস্য দাঁড়ায় ৫৩৮ জন। এই ৫৩৮টি সদস্যই ইলেকটোরাল কলেজ বা ইলেকটোর নির্বাচিত হন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের মেয়াদকাল ৪ বছর। প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নভেম্বর মাসের ২-৮ তারিখের মধ্যবর্তী মঙ্গলবার দিন। ডেমোক্র্যাটিক দলের নির্বাচনী প্রতীক গাধা এবং রিপাবলিকান দলের নির্বাচনী প্রতীক হাতি। ‘ব্রাডলে ইফেক্ট’ যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন সম্পর্কিত শব্দ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বাধিনায়ক জর্জ ওয়াশিংটন ছিলেন প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র প্রেসিডেন্ট যিনি কখনো হোয়াইট হাউজে বসবসা করেন নি। হোয়াইট হাউজ হল যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের দাপ্তরিক বাসভবন। হোয়াইট হাউজে বসবাসকারি প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট হলেন আমেরিকার ২য় প্রেসিডেন্ট জন এডামস্। হোয়াইট হাউজের স্থপতি জেমস হোবান।

‘ওভাল অফিস’ হচ্ছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সরকারি কার্যালয়ের নাম।

- যুক্তরাষ্ট্রের ১৬তম প্রেসিডেন্ট হলেন আব্রাহাম লিঙ্কন। ১৮৬১-১৮৬৫ পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় ছিলেন। ১৮৬৩ সালে তিনি দাস প্রথার অবসান ঘটান। তাঁর শাসনামলে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। গৃহযুদ্ধের সময় লিঙ্কন ‘গ্রীণব্যাক’ নামে একপ্রকার কাগজের মুদ্রা চালু করেন। তিনি ১৮৬৩ সালে বিখ্যাত গেটিসবার্গ ভাষণ প্রদান করেন। যার স্থায়ীত্ব ছিল মাত্র ২ মিনিট। তাঁর অমর উক্তিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘Democracy is a government of the people, by the people, for the people’
‘The ballot is stronger than bullet’
‘With Malice toward none, with charity for all, with firmness is the right, as good gives us to see the right.’
তিনি ১৮৬৫ সালে আততায়ীর গুলিত নিহত হন। তিনিই ছিলেন আততায়ীর হাতে নিহত প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট।
- ১৮৮৬ সালে ফ্রান্স যুক্তরাষ্ট্রকে স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ‘স্ট্যাচু অব লিবার্টি’ উপহার দেয়। এর স্থপতি ছিলেন ফ্রান্সের ফ্রেডেরিক অগাস্ট বার্থোল্ডি। এটিকে যুক্তরাষ্ট্র নিউইয়র্কের লিবার্টি দ্বীপে স্থাপন করে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার স্ট্যাচু অব লিবার্টিকে ১৯২৪ সালে জাতীয় সৌধ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
- ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট ছিলেন ৩২তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তিনি ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত দীর্ঘ ১২ বছর ক্ষমতায় ছিলেন এবং এই সময়ে তিনি টানা তিনবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনিই একমাত্র মার্কিন প্রেসিডেন্ট যিনি দুইবারের অধিক প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯২৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ার বাজারে ধ্বস নামলে বিশ্বব্যাপী চরম অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়। শেয়ার বাজারে ধ্বসের ঘটনা ‘ব্লাক টুয়েসডে’ এবং অর্থনৈতিক মন্দাটি ‘গ্রেট ডিপ্রেসান’ নামে পরিচিত। এই মন্দা ১৯৪০ সাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এই মহামন্দা মোকাবেলা করার জন্য প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ১৯৩৩ সালে ‘নিউ ডিল’ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হন হ্যারি এস ট্রুম্যান। ১৯৪৭ সালে কমিউনিজম প্রতিরোধের জন্য তিনি ‘ট্রুম্যান ডকট্রিন’ নীতি প্রকাশ করেন।

- ৩৫তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট ছিলেন জন এফ কেনেডি। কিউবার ক্ষেপনাস্ত্র সংকট তাঁর শাসনামলের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাঁর বিখ্যাত উক্তি-‘Let us not negotiate out of fear, But let us not fear to negotiate.’
- যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রোদের অধিকার আদায় আন্দোলনের অভিসংবাদিত নেতা ছিলেন মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র। তিনি ১৯৬৩ সালে ওয়াশিংটনের লংমাচে ‘আই হ্যাব এ ড্রিম’ শীর্ষক বিখ্যাত ভাষণটি দেন। তিনি ১৯৬৮ সালে টেনিসি অঙ্গরাজ্যের মেমফিস শহরে আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারান।
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ছিলেন রিচার্ড নিক্সন। তিনি ছিলেন রিপাবলিকান দলের প্রার্থী। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় তিনি টেপরেকর্ডারের মাধ্যমে ডেমোক্রেটদের সদর দপ্তরে (ওয়াশিংটন ডিসির ওয়াটারগেট হোটেল) আড়ি পাতেন। ১৯৭২ সালে এই ঘটনা ফাঁস হয়ে যায়। যা ইতিহাসে ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি নামে পরিচিত।
- ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির কারণে নিক্সন পদত্যাগ করলে সাংবিধানিকভাবে জেরাল্ড ফোর্ড ৩৮তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতা পান। তিনি একমাত্র মার্কিন প্রেসিডেন্ট যিনি নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হননি।
- মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান একজন অভিনেতা ছিলেন। ১৯৮৩ সালে তিনি ভূমি ও মহাকাশে পরমাণু ক্ষেপনাস্ত্র আক্রমণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। যাকে সমালোচকেরা নক্ষত্র যুদ্ধ হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি ১৯৮৩ সালে গ্রানাদায় সামরিক আগ্রাসন চালান।
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট থাকাবস্থায় বিল ক্লিনটন প্রথম আমেরিকান প্রেসিডেন্ট হিসেবে বাংলাদেশ সফর করেন। তিনি ২০০০ সালের ২০ মার্চ বাংলাদেশ সফরে আসেন। তিনি ছিলেন ৪২ তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট।
- প্রথম মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট হলেন কেনিয় বংশোদ্ভূত বারাক ওবামা। তিনি ইলিনর অঙ্গরাজ্যের সিনেটর ছিলেন। ২০০৯ সালে মিশরের কায়রোর আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি মুসলিম বিশ্বের প্রতি শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন। ২০০৯ সালে তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।
- ২০১৭ সালের ২০ জানুয়ারি ৪৫তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার জন্ম নিউইয়র্কের কুইন্সে।
- ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আল কায়দা সন্ত্রাসীদের বিমান হামলায় বিশ্ববাণিজ্যকেন্দ্র ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এ ঘটনা (৯/১১) নামে পরিচিত। টুইন টাওয়ারের ধ্বংসপ্রাপ্ত এখন ‘গ্রাউন্ড জিরো’ নামে পরিচিত। ধ্বংসপ্রাপ্ত বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার গলিত লোহা থেকে নির্মিত জাহাজের নাম ইউএসএস নিউইয়র্ক।
- ইরাকের একটি কারাগারের নাম আবু গারিব। এখানে মার্কিন সৈন্যরা ইরাকি মুসলমান কয়েদিদের উপর অমানবিক নির্যাতন চালায়।
- যুক্তরাষ্ট্র ও কিউবার মধ্যকার বিরোধপূর্ণ ভূ-খন্ডটির নাম গুয়ানতানামো বে। এটি একটি বন্দিশালা যা কিউবায় অবস্থিত। যুক্তরাষ্ট্র এটিকে সামরিক কয়েদখানা হিসেবে ব্যবহার করে। ১৯০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র এটি কিউবার কাছ থেকে লিজ নেয়। কিন্তু বর্তমান কিউবান সরকারের দাবী ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে লিজের চুক্তিটি করা হয়েছিল।
- মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের সদর দপ্তরের নাম পেন্টাগন। এটি ভার্জিনিয়াতে অবস্থিত। এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় অফিস।

- নিউইয়র্কের বিখ্যাত একটি সড়ক হচ্ছে ওয়ালস্ট্রিট। এখানে নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ তথা নিউইয়র্কের শেয়ার বাজার অবস্থিত।
- নিউইয়র্কের আরেকটি বিখ্যাত সড়কের নাম ব্রডওয়ে।
- যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সীমানায় নয়াগ্রা নদীর উপর নির্মিত আন্তর্জাতিক সেতুটির নাম 'শান্তি সেতু'।
- বিল গেটস এর বাড়ির নাম ইকোলজি হাউজ যা ওয়াশিংটনে অবস্থিত।
- পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম দেউলিয়া ঘোষিত জ্বালানী কোম্পানী 'এনরন' হলো একটি মার্কিন কোম্পানী।
- ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের বড়ধরনের ভূমিকম্পকে বলে 'বিগ ওয়ান'।
- 'মৃত্যু উপত্যকা' বা 'ডেড ভেলী' অবস্থিত ক্যালিফোর্নিয়াতে।

বিবিধ :

- কানাডার টরেন্টো শহরের নাম মিলনস্থল।
- কানাডার কুইবেককে বলা হয় পশ্চিমের জিব্রাল্টার। www.boighar.com
- কানাডার কুইবেক প্রদেশের বেশিরভাগ লোক ফরাসি ভাষা গোষ্ঠির।
- কানাডা তথা উত্তর আমেরিকার বৃহত্তম পার্কের নাম 'উড রাফালো ন্যাশনাল পার্ক'।
- কানাডার জাতীয় টাওয়ার হল টরেন্টোতে অবস্থিত সিএন টাওয়ার।
- পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি দূষণ হয় মেক্সিকো সিটি শহরে।
- মেক্সিকো উপসাগর ও ক্যারাবিয়ান সাগরকে যুক্ত করেছে 'ইউকাটাল' খাল।
- প্রাচীন বিশ্বের সবচেয়ে বড় সভ্যতা মায়া সভ্যতা গড়ে উঠেছিল মেক্সিকোতে।

মধ্য আমেরিকা

কিউবা:

- কলম্বাস কিউবা আবিষ্কার করে ১৪৯২ সালে। পার্ল অব অ্যান্টিলিজ নামে পরিচিত 'কিউবা'। ফিদেল ক্যাস্ট্রো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে ১৯৫৯ সালে জেনারেল বাতিস্তাকে সরিয়ে কিউবার ক্ষমতা দখল করলে দেশটির সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের অবনতি হতে শুরু করে। ফিদেল ক্যাস্ট্রো ১৯৬০ সালে প্রেসিডেন্ট হন। ১৯৮২ সালে কিউবাকে সন্ত্রাসবাদে মদদ দাতা দেশগুলোর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে যুক্তরাষ্ট্র। ২০১৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র কিউবাকে সন্ত্রাসের মদদদাতা রাষ্ট্রের তালিকা থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাদ দেয় এবং একই বছর দীর্ঘ ৫৪ বছর পর কিউবার হাভানাতে পুনরায় দূতাবাস চালু করে। দূতাবাস বন্ধ করে দিয়েছিল ১৯৬১ সালে। বর্তমানে তিনটি দেশ যুক্তরাষ্ট্রের কালো তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এরা হলো—সিরিয়া, ইরান, সুদান।
- 'ক্যাম্প এক্স রে' হলো কিউবার গুয়ানতানামো বন্দিশালায় তালেবান বন্দিদের আটক রাখার স্থান।
- পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট পাখি হামিং বার্ডের আবাসস্থল কিউবায়।
- কিউবার বর্তমান প্রেসিডেন্ট রাউল ক্যাস্ত্রো। সাবেক প্রেসিডেন্ট ফিদেল ক্যাস্ত্রো মারা যান ২৫ নভেম্বর, ২০১৬।

- ফিদেল ক্যাস্ত্রোর মেয়ে এলিনা ফার্নান্দেজ যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাসিত জীবন অতিবাহিত করছেন। তিনি তাঁর পিতা এবং কমিউনিজম বিরোধী।

বিবিধ:

- হাইতিকে বলা হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের হিসপ্যানিওয়ালা।
- হাইতি ছিল ফরাসি উপনিবেশ।
- হাইতির বিদ্রোহী দলের নাম ‘দ্য পপুলার রেবিলিয়ন’।
- কোস্টারিকা শব্দের অর্থ ধনী উপকূল।
- মধ্য আমেরিকার দেশগুলোর মধ্যে কোস্টারিকার কোন স্থায়ী সেনাবাহিনী নেই।

দক্ষিণ আমেরিকা

বিবিধ:

- আন্দিজ পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এ্যাকাঙ্কাওয়া অবস্থিত আর্জেন্টিনাতে।
- দক্ষিণ আমেরিকার প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপ্রধান ইসাবেলা পেরন (আর্জেন্টিনা)।
- আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত ফকল্যান্ড দ্বীপটির রাজধানী হল মালভিনাস।
- ল্যাটিন আমেরিকার বিপ্লবী নেতা চেগুয়েভারা জন্মগ্রহণ করেন আর্জেন্টিনাতে।
- ফার্স্ট লেডি হিসেবে নির্বাচিত আর্জেন্টিনার প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিনা ফার্নান্দেজ ডি ক্রিস্চনার।
- মাদকদ্রব্য চোরাচালান ও উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত বা আলোচিত দেশ কলম্বিয়া।
- দক্ষিণ আমেরিকার দেশ কলম্বিয়ার উপকূল আটলান্টিক ও প্রশান্ত উভয় মহাসাগরে অবস্থিত।
- ড্রাগ মাফিয়ার কবলে পতিত দেশ হল কলম্বিয়া।
- পৃথিবীর সবচেয়ে সরু দেশ চিলি।
- অগাস্টো পিনোচেট চিলির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সামরিক অভ্যুত্থানে তিনি বৃটেনে পালিয়ে যান। তিনি তাঁর শাসন আমলে যে গণহত্যা চালান তা ‘ডেথ অব ক্যারাভান’ নামে পরিচিত।
- ‘ইনকা’ সভ্যতার ভিত্তি ভূমি বলা হয় পেরুকে।
- ব্রাজিলের ইতিহাসে প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট দিলমা রউসেফ। ২০১৬ সালের ৩১ আগস্ট ব্রাজিলের সিনেটে তিনি অভিষিক্ত হন এবং এর মধ্য দিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার সবচেয়ে বড় অর্থনীতির দেশ ব্রাজিলে বামপন্থী ওয়াকার্স পার্টির ১৩ বছরের শাসন ক্ষমতার অবসান ঘটে। নতুন প্রেসিডেন্ট হলেন সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইকেল তেমার।
- ভেনিজুয়েলা ‘স্কুদে ভেনিস’ নামে পরিচিত।
- বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল কৃষিজ দেশ ভেনিজুয়েলা।
- অস্ট্রেলিয়ার আনুষ্ঠানিক রাণী বৃটেনের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ।
- অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের বলা হয় Aborigine.
- ওশেনিয়া মহাদেশের সর্ববৃহৎ হ্রদ অস্ট্রেলিয়ার গ্রেট ভিক্টোরিয়া।
- অস্ট্রেলিয়ার প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট জুলিয়া গিলার্ড। এবং বর্তমান প্রেসিডেন্ট ম্যালকম টার্নবুল।
- নিউজিল্যান্ডের আদি অদিবাসীদের বলা হত ‘মাওরি’
- নিউজিল্যান্ডের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জন ফিলিপ কে।
- ‘কিউই’ বলা হয় নিউজিল্যান্ডের অদিবাসীদেরকে।

- নিউজিল্যান্ডের নারীরা বিশ্বে সর্বপ্রথম ভোটাধিকার পায়।
- ফিজির জনসংখ্যার অর্ধেকই হচ্ছে ভারতীয় বংশদ্ভোত।
- ফিজিতে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে ২০০৬ সালে। এবং এই অভ্যুত্থানের নায়ক ছিলেন জর্জ স্পেইট।

অন্যান্য:

- আয়তনে ও জনসংখ্যায় আফ্রিকার বড় দেশ নাইজেরিয়া এবং ছোট দেশ সিচেলিস।
- আফ্রিকার প্রায় মধ্যভাগ দিয়ে অতিক্রম করেছে বিষুব রেখা।
- পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা খর্বকায় জাতি ‘পিগমী’ বসবাস করে কম্বোতে।
- আফ্রিকা মহাদেশে স্বাধীন দেশের সংখ্যা ৫৪টি।
- আয়তনে কানাডা এবং জনসংখ্যায় যুক্তরাষ্ট্র হল উত্তর আমেরিকার বৃহত্তম দেশ।
- উত্তর আমেরিকার আদিম অদিবাসী হল ‘রেড ইন্ডিয়ান’।
- উত্তর আমেরিকার তুন্দ্রা অঞ্চলে ‘এস্কিমোরা’ বসবাস করে।
- আয়তন ও জনসংখ্যায় ওশেনিয়া মহাদেশের বৃহত্তম দেশ অস্ট্রেলিয়ার এবং ক্ষুদ্রতম দেশ নাউরু।
- ‘গ্রেট বেরিয়ার রীফ’ অবস্থিত প্রশান্ত মহাসাগরের অস্ট্রেলিয়া উপকূলে। এটি ইউনেস্কো কর্তৃক ঘোষিত একটি বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান।
- ‘কানকুন’ মেক্সিকোতে অবস্থিত বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র।
- ব্রাজিলের ঐতিহ্যবাহী নৃত্যের নাম সাম্বা নৃত্য।
- অস্ট্রেলিয়া একটি ল্যাটিন শব্দ— যার অর্থ দক্ষিণাঞ্চল। অস্ট্রেলিয়া এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত বলে এরূপ নাম হয়েছে।

আন্তর্জাতিক জোট ও সংঘঠন সমূহ

জাতিপুঞ্জ:

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯১৯ সালে স্বাক্ষরিত ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে ১৯২০ সালে জাতিপুঞ্জ বা League of Nations প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যুক্তরাষ্ট্রের ২৮তম প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন ছিলেন জাতিপুঞ্জ গঠনের প্রস্তাবক। জাতিপুঞ্জের সদর দপ্তর ছিল সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়। জাতিপুঞ্জের অঙ্গসংস্থা ছিল তিনটি— পরিষদ, কাউন্সিল ও সচিবালয়। জাতিপুঞ্জের সদস্য ছিল না যুক্তরাষ্ট্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এড়াতে ব্যর্থ হওয়ায় ১৯৩৯ সালে জাতিপুঞ্জ বিলুপ্ত হয়।

জাতিসংঘ

লন্ডন ঘোষণা: ১৯৪১ সালে জার্মানি বৃটেনকে আক্রমণ করলে ইউরোপের ৯টি দেশের প্রবাসী সরকার পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে লন্ডনের জেমস প্রাসাদে যে ঘোষণা দেয় তাই লন্ডন ঘোষণা। এটি জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ।

আটলান্টিক সনদ: ১৯৪১ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট এবং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলস্টন চার্চিল আটলান্টিক মহাসাগরে বৃটিশ নৌ-তরী ও নিরাপত্তার জন্য যে ঘোষণা দেন তাকে আটলান্টিক সনদ বলে।

তেহরান সম্মেলন: ১৯৪৩ সালে রুজভেল্ট, চার্চিল এবং সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট স্টালিন তেহরানে মিলিত হন এবং বিশ্বের সকল দেশকে এই আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য হওয়ার আহ্বান জানান।

ইয়াল্টা সম্মেলন: ১৯৪৫ এ ইউক্রেনের ইয়াল্টায় ৫টি স্থায়ী সদস্যের ভেটো প্রদানের ক্ষমতা দেওয়ার জন্য পুনরায় সম্মেলন হয়।

সান ফ্রান্সিসকো সম্মেলন: ১৯৪৫ সালের ২৬ জুন ৫০টি দেশের প্রতিনিধিরা ১১১ ধারা সম্বলিত জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষর করেন। ১৯৪৫ সালের ১৫ অক্টোবর ৫১ তম দেশ হিসেবে পোল্যান্ড জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষর করে। ১৯৪৫ এর ২৪ অক্টোবর এই সনদ কার্যকর হয় এবং জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।

জাতিসংঘ পরিচিতি

- ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট জাতিসংঘের নামকরণ করেন।
- জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ৫১টি।
- সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে উপস্থিত সদস্য ৫০টি। পোল্যান্ড উপস্থিত ছিল না।
- জাতিসংঘ সনদের মূল স্বাক্ষরকারী দেশ ৫১টি তবে সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে ৫০টি দেশ স্বাক্ষর করে। পোল্যান্ড ১৫ অক্টোবর স্বাক্ষর করে। যেহেতু জাতিসংঘ সনদ কার্যকর হওয়ার আগেই পোল্যান্ড স্বাক্ষর করে তাই পোল্যান্ড জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য।
- জাতিসংঘ সনদের রচয়িতা হলেন আর্কিভাল্ড ম্যাকলিশ।
- জাতিসংঘের সদর দপ্তর নিউইয়র্কে।
- জাতিসংঘের সদর দপ্তরের স্থপতি ডব্লিউ হ্যারিসন।
- জাতিসংঘের ইউরোপীয় সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়।
- জাতিসংঘের মূল অঙ্গসংস্থা ৬টি। যথা:- ১) সাধারণ পরিষদ ২) নিরাপত্তা পরিষদ ৩) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ৪) আন্তর্জাতিক আদালত ৫) সচিবালয় ৬) অছি পরিষদ।
- জাতিসংঘের ভাষা ৬টি। যথা:- ১) ইংরেজী ২) ফরাসী ৩) চীনা ৪) রুশ ৫) স্প্যানিশ ৬) আরবি।
- জাতিসংঘের কার্যকরী বা অফিসিয়াল ভাষা ২টি। যথা: ইংরেজী ও ফরাসী।
- জাতিসংঘের সদস্য নয় তাইওয়ান, ভ্যাটিকান সিটি, কসোভো, ফিলিস্তিন।
- ভ্যাটিকান সিটি ও ফিলিস্তিন জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক দেশ।
- জাতিসংঘের বর্তমান সদস্য ১৯৩টি। সর্বশেষ সদস্য দক্ষিণ সুদান।
- জনসংখ্যায় জাতিসংঘের ছোট দেশ নাউরু এবং আয়তনে মোনাকো।
- ইন্দোনেশিয়া ১৯৬৫ সালে জাতিসংঘ হতে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে। একই বছর আবার ফিরে আসে।
- তাইওয়ান পূর্বে জাতিসংঘের সদস্য ছিল এখন নেই। ১৯৭১ সালে চীনের নিকট সদস্যপদ হারায়।
- জাতিসংঘ রেডিও বাংলা যাত্রা শুরু করে ২০১৩ সালে।

সাধারণ পরিষদ / GENERAL ASSEMBLY:-

- সাধারণ পরিষদে একটি দেশের একটি ভোট দেয়ার ক্ষমতা থাকে তবে প্রতিনিধি পাঠাতে পারে পাঁচজন।
- প্রতিবছর সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার সাধারণ পরিষদের বাৎসরিক অধিবেশন শুরু হয়।
- জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল লন্ডনের ওয়েস্ট মিনিস্টার হলে।
- সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয় ১ বছরের জন্য।
- ১৯৫০-৫৩ সালে সংঘটিত কোরিয়া যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে
Uniting peace for resolution গৃহীত হয়।

- সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্ধারিত হন সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে।
- সাধারণ পরিষদের ৭১ তম তথা সর্বশেষ অধিবেশনের সভাপতি হন সাইপ্রাসের আন্দ্রেস ম্যাভরোআন্নি।
- সাধারণ পরিষদের প্রথম মহিলা সভাপতি ভারতের বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত।

নিরাপত্তা পরিষদ / Security Council

- জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ স্বস্তি পরিষদ নামেও পরিচিত।
- নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১৫টি। এর মধ্যে ৫টি স্থায়ী এবং ১০ অস্থায়ী। স্থায়ী সদস্য ৫টি হলো:- ১) যুক্তরাষ্ট্র ২) যুক্তরাজ্য ৩) ফ্রান্স ৪) রাশিয়া ৫) চায়না। স্থায়ী সদস্যদের ভেটো ক্ষমতা আছে। ভেটো শব্দের অর্থ আমি ইহা মানি না।
- নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যরা নির্বাচিত হন দুই বছরের জন্য।
- ১৯৬৫ সালের আগ পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য ছিল ১১টি (৫টি স্থায়ী ও ৬টি অস্থায়ী)।
- নিরাপত্তা পরিষদে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ৫টি স্থায়ী সদস্যের ভোটসহ কমপক্ষে ৯টি সদস্য রাষ্ট্রের ভোটের প্রয়োজন পড়ে।
- জাপান সবচেয়ে বেশি ১১বার নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয়েছে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ

- জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Ecosoc Economic and Social Council) এর সদস্য সংখ্যা ৫৪টি। সদস্য নির্বাচিত হয় ৩ বছরের জন্য। প্রতিবছর ১৮টি দেশ নতুন সদস্য নির্বাচিত হয় এবং ১৮ টি বাতিল হয়।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের পাঁচটি আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কমিশন

ক্র. নং	নাম	সদর দপ্তর
১	ECA (Economic Commission for Africa)	আদিস আবাবা, ইথিওপিয়া
২	ECE (Economic Commission for Europe)	জেনেভা, সুইজারল্যান্ড
৩	ECLAC (Economic Commission for Latin America and the caribbean)	সান্তিয়াগো, চিলি
৪	ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and the pacific)	ব্যাংকক, থাইল্যান্ড

আন্তর্জাতিক আদালত / ICJ (International Court of Justice)

- আন্তর্জাতিক আদালতের সদর দপ্তর নেদারল্যান্ডের হেগে যা শান্তি প্রাসাদ বা পিস প্যালেস নামে পরিচিত।
- আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারকের সংখ্যা ১৫ জন এবং বিচারকগণ ৯ বছরের জন্য নির্বাচিত হন।
- আন্তর্জাতিক আদালতের সভাপতি নির্বাচিত হন ৩ বছরের জন্য।
- আন্তর্জাতিক আদালতের প্রথম মহিলা বিচারপতি বৃটেনের রোজানিল হিগিন্স।

সচিবালয় / Secretariat:

- জাতিসংঘ সচিবালয়ের প্রধানকে বলা হয় মহাসচিব। মহাসচিব নিযুক্ত হন নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে। মহাসচিবের মেয়াদকাল ৫ বছর।
- জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব নরওয়ার্ডে ট্রিগভেলি।
- জাতিসংঘের একমাত্র মুসলমান মহাসচিব- ঘানার কফি আনান। তিনি ২০০১ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান।
- জাতিসংঘের অস্ট্রেলিয়ান মহাসচিব কুর্ট ওয়ার্ল্ড হেইম। পরবর্তীতে তিনি সেই দেশের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন।
- এশিয়া থেকে এ পর্যন্ত জাতিসংঘের প্রেসিডেন্ট হন ২ জন:- মিয়ানমারের উথান্ট এবং দক্ষিণ কোরিয়ার বান কি মুন।
- জাতিসংঘের মহাসচিব দ্যাগ হেমারশোল্ড (সুইডেন) বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান। যার ফলে তিনি মরনোত্তর শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান।
- ১৯৬১ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত জাতিসংঘের মহাসচিব ছিল উ-থান্ট। উনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মহাসচিব ছিলেন।।
- জাতিসংঘের নবম ও সর্বশেষ তথা বর্তমান মহাসচিব পর্তুগালের সাবেক প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনিও গুতেরেস।

জাতিসংঘের মহাসচিব বৃন্দ

ক্র. নং	নাম	দেশ
১	ট্রিগভেলী	নরওয়ে
২	দ্যাগ হেমারশোল্ড	সুইডেন
৩	উ থান্ট	মিয়ানমার
৪	কুর্ট ওয়ার্ল্ডহেইম	অস্ট্রিয়া
৫	জাভিয়ার পেরেজ দ্য কুয়েলার	পেরু
৬	ড. বুদ্ধোস ঘালি	মিশর
৭	কফি আনান	ঘানা
৮	বান কি মুন	দক্ষিণ কোরিয়া
৯	অ্যান্টনিও গুতেরেস	পর্তুগাল

অছি পরিষদ / TRUSTEESHIP COUNCIL

অছি পরিষদের মূল কাজ ছিল উপনিবেশের অধীনস্থ দেশগুলোকে স্বাধীন করে এদেরকে জাতিসংঘের

সদস্যভুক্ত করা। ১৯৯৪ সালে অছি পরিষদ সর্বশেষ পালাউকে স্বাধীন করে জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত করে এবং এর মধ্য দিয়ে তার কার্যক্রম স্থগিত করে।

বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ

- বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য দেশ। জাতিসংঘের ২৯তম অধিবেশনে বাংলাদেশ সদস্যপদ লাভ করে এবং এই ২৯তম অধিবেশন চলাকালীন ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলায় ভাষণ দেন। বাংলাদেশ ১৯৮৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৪১ তম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। বাংলাদেশের পক্ষে সভাপতিত্ব করেন হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী। বাংলাদেশ ১৯৭৮ (১৯৭৯-৮০ সালের জন্য) এবং ১৯৯৯ (২০০০-২০০১ সালের জন্য) সালে এই দুইবার নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয়। বাংলাদেশের পক্ষে সর্বশেষ ২০০১ সালে আনোয়ার-উল-করিম চৌধুরী নিরাপত্তা পরিষদে সভাপতিত্ব করেন। জাতিসংঘে বর্তমানে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হলেন মাসুদ বিন মোমেন। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম।
- ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ প্রথম ফিলিস্তিনে শান্তিরক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। জাতিসংঘ এ পর্যন্ত ৭১টি শান্তিরক্ষা মিশন পরিচালনা করেছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে এ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি সৈন্য বাংলাদেশের। বাংলাদেশ ১৯৮৮ সালে ইরান-ইরাক মিশনে (UNIIMOG) প্রথম অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ এ পর্যন্ত ৫৪টি শান্তি মিশনে অংশ নিয়েছে। বিশ্বে বর্তমানে ১৬টি শান্তি মিশন কার্যক্রম রয়েছে যার মধ্যে ১২টি মিশনে বাংলাদেশি সৈন্য কর্মরত আছে।
- জাতিসংঘের প্রথম মিশনের নাম UNTSO (১৯৪৮) এবং সর্বশেষ মিশন হচ্ছে MISCA.
- জাতিসংঘে বাংলাদেশের চাঁদার হার ০.০১ শতাংশ।
- বাংলাদেশের আমিরা হক জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি নিযুক্ত হন।
- জাতিসংঘ ২০১৬ সালকে আন্তর্জাতিক উট বর্ষ এবং আন্তর্জাতিক ডাল বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে।

জাতিসংঘ ও এর সংস্থা কর্তৃক শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ:

১। UNHCR - ১৯৫৪, ১৯৮১	৫। UN PEACE KEEPING FORCE- ১৯৮৮
২। UNICEF - ১৯৬৫	৬। IAEA - ২০০৫
৩। ILO - ১৯৬৯	৭। IPCC - ২০০৭
৪। UNO - ২০০১	

জাতিসংঘের ঘোষিত শীর্ষ সম্মেলন Cop 21 অনুষ্ঠিত হয় ২০১৫ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে।

জাতিসংঘের পতাকায় আছে হালকা নীলের উপর সাদা রঙ্গের জাতিসংঘের প্রতীক। জাতিসংঘের প্রতীকের মাঝখানে পৃথিবীর মানচিত্র। দুই পাশে দুটি জলপাই গাছের শাখা। জলপাই গাছ শান্তির প্রতীক।

জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থা সমূহ

ILO: এর পূর্ণরূপ হচ্ছে International Labour Organization. সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়। প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৯ সালে। ILO শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পায় ১৯৬৯ সালে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা: WHO- (World Health Organization):

WHO ১৯৪৮ সালের ৭ এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই ৭ এপ্রিল হচ্ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস। WHO এর সদর দপ্তর জেনেভায়। WHO এর মহাসচিব মার্গারেট চ্যান (হংকং)।

UNESCO: পূর্ণরূপ United Nations Educational, Scientific And Cultural Organization. সদর দপ্তর ফ্রান্সের প্যারিসে। সদস্য ১৯৫টি। ফিলিস্তিন UNESCO-র ১৯৫তম সদস্য।

খাদ্য ও কৃষি সংস্থা: FAO (Food And Agricultural Organization):

এটি ১৯৪৫ সালের ১৬ অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬ অক্টোবর হচ্ছে বিশ্ব খাদ্য দিবস। এর সদর দপ্তর ইতালির রোমে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা/WTO (World Trade Organization):

➤ Bretton Woods Conference (ব্রটন উডস সম্মেলন): ১৯৪৪ সালের ১-২২ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের নিউহ্যাম্পশায়ারের ব্রটন উডস নামক স্থানে IBRD তথা বিশ্বব্যাংক, IMF এবং ITO (International Trade Organization) গঠনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৪৫ সালে গঠিত হয় IBRD বা World Bank যা ১৯৪৬ সালে যাত্রা শুরু করে এবং ১৯৪৫ সালে IMF প্রতিষ্ঠিত হয় যা ১৯৪৭ সালে যাত্রা শুরু করে। IBRD এবং IMF প্রতিষ্ঠিত হলেও ITO প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ITO এর পরিবর্তে ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) শুল্ক-অশুল্ক বাধা দূর করে মুক্ত বাজার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষে। ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত গ্যাটের ৮ রাউন্ড আলোচনায় হয়। এর মধ্যে ১৯৮৬-১৯৯৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৮ বছর ধরে চলা উরুগুয়ে রাউন্ড ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই রাউন্ডের পরপরই ১৯৯৫ সালের ১লা জানুয়ারি GATT পরিবর্তিত হয়ে WTO (World Trade Organization) এর রূপ নেয়। বাংলাদেশ ১৯৯৫ সালেই WTO এর সদস্য পদ লাভ করে। IBRD, IMF এবং WTO এই সংস্থাগুলোর প্রতিষ্ঠার পিছনে রয়েছে ব্রটন উডস সম্মেলন। তাই এই সংস্থা গুলোকে Bretton woods Institution বা ব্রটন উডস প্রতিষ্ঠান বলা হয়।

➤ **WTO** এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৬৪টি।

➤ সর্বশেষ সদস্য আফগানিস্তান।

➤ সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়।

➤ মহাসচিব: ব্রাজিলের রবার্তো কার্ভালহো দ্য আজিভেদো।

➤ বাংলাদেশ WTO এর ১২৪ তম সদস্য।

➤ WTO এর সদস্যদেশ তাইওয়ানের সার্বভৌমত্ব নেই। www.boighar.com

➤ WTO এর সর্বশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ইন্দোনেশিয়ার বালিতে।

➤ WTO এর দোহা রাউন্ড চলছে ২০০১- বর্তমান পর্যন্ত।

আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল / IMF (International Monetary Fund)

➤ IMF ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৪৭ সালে। IMF এর সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে।

- **IMF এর কাজ:** ১) আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা করা। ২) মুদ্রার বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা। ৩) বিশ্বব্যাপী নেতিবাচক বাণিজ্য দূর করে বাণিজ্য ভারসাম্য অর্জনে সহায়তা করা।
- IMF এর রিজার্ভ সম্পদের একক হচ্ছে SDR (Special Drawing Rights).
- IMF এর বর্তমান মহাসচিব ফ্রান্সের ক্রিস্টিনা লাগার্ড।
- IMF এর বর্তমান সদস্য দেশ ১৮৯টি। সর্বশেষ সদস্য নাউরু।

বিশ্বব্যাংক/WB (World Bank):

- পাঁচটি অঙ্গসংঘঠনের সমন্বয়ে WB (World Bank) গঠিত হয় ১৯৪৫ সালে যা ১৯৪৬ সাল থেকে কার্যক্রম শুরু করে। অঙ্গ সংগঠন হলো:
১) IBRD ২) IDA ৩) IFC ৪) ICSID ৫) MIGA.

IBRD (International Bank for Reconstruction and Development):

সদর দপ্তর ওয়াশিংটন ডিসিতে। সদস্য সংখ্যা ১৮৯। সর্বশেষ সদস্য নাউরু। IBRD কেই মূলত বিশ্বব্যাংক বলা হয়। বিশ্বব্যাংক তথা IBRD এর বর্তমান প্রেসিডেন্ট জিম ইয়ং কিম (দক্ষিণ কোরিয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক)। IBRD মধ্য আয়ের দেশ গুলোকে ঋণ প্রদান করে ও উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে থাকে।

IDA (International Development Association):

সদর দপ্তর ওয়াশিংটন ডিসিতে। IDA বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে সহজ শর্তে বিনা সুদে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে। এজন্য IDA কে ‘Soft Loan Window’ বলা হয়।

IFC (International Finance Corporation):

দপ্তর ওয়াশিংটন ডিসিতে। ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতের উন্নয়ন সাধনে এটি ঋণ প্রদান করে।

ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes):

সদর দপ্তর ওয়াশিংটন ডিসি। সদস্য দেশের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তা নিষ্পত্তিতে ICSID সহায়তা করে।

MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency):

সদর দপ্তর ওয়াশিংটন ডিসি। প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৮ সালে। বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী এবং গ্যারান্টি প্রদানের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহায়তা করে থাকে।

World Bank = IBRD + IDA

World Bank Group = IBRD+IDA+IFC+MIGA+ICSID

বিশ্ব ডাক ইউনিয়ন (UPU)

পূর্ণরূপ: Universal Postal Union.

প্রতিষ্ঠা: ৯ অক্টোবর, ১৮৭৪।

সদর দপ্তর: সুইজারল্যান্ডের বার্নে।

বিশ্ব ডাক দিবস: ৯ অক্টোবর।

বাংলাদেশ UPU এর সদস্য পদ লাভ করে ১৯৭৩ সালে।

আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (ITU):

পূর্ণরূপ: International Telecommunication Union

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৭ মে, ১৮৬৫।

সদর দপ্তর: জেনেভা।

মহাসচিব: চীনের হাওলিন ঝাও।

বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবস- ১৭ মে।

বাংলাদেশ ITU এর সদস্য পদ লাভ করে ১৯৭৩ সালে।

আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (ICAO):

পূর্ণরূপ: International Civil Aviation Organization

সদর দপ্তর: মন্ট্রিল, কানাডা।

বাংলাদেশ ICAO এর সদস্য পদ লাভ করে ১৯৭৩ সালে।

আন্তর্জাতিক নৌ চলাচল সংস্থা (IMO):

পূর্ণরূপ: International Maritime Organization

সদর দপ্তর: লন্ডন।

আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন সংস্থা (IFAD):

পূর্ণরূপ: International Fund for Agricultural Development.

সদর দপ্তর: রোম, ইতালি।

বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO):

পূর্ণরূপ: World Meteorological Organization

সদর দপ্তর: জেনেভা।

আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি এজেন্সি (IAEA) :

পূর্ণরূপ: International Atomic Energy Agency.

সদর দপ্তর: ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া।

২০০৫ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পায়।

জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (UNIDO):

পূর্ণরূপ: United Nations Industrial Development Organization.

সদর দপ্তর: ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া।

বিশ্ব মেধা সংক্রান্ত সম্পদ সংস্থা (WIPO):

পূর্ণরূপ: World Intellectual Property Organization.

সদর দপ্তর: জেনেভা।

জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থা সমূহজাতিসংঘ শিশু শিক্ষা তহবিল (UNICEF):

পূর্ণরূপ: United Nations Childrens Fund.

প্রতিষ্ঠা: ১৯৪৬।

সদর দপ্তর: নিউইয়র্ক

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (UNDP):

পূর্ণরূপ: United Nations Development Programme.

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৬৫

সদর দপ্তর: নিউইয়র্ক

Parent Organization: ECOSOC.

জাতিসংঘে উদ্বাস্তু বিষয়ক হাই কমিশন (UNHCR):

পূর্ণরূপ: United Nations High Commissions for Refugees.

সদর দপ্তর: জেনেভা

শান্তিতে নোবেল পায়: ১৯৫৪ এবং ১৯৮১ সালে।

জাতিসংঘ উন্নয়ন ও বাণিজ্য কর্মসূচী (UNCTAD):

পূর্ণরূপ: United Nations Conference On Trade and Development.

সদর দপ্তর: জেনেভা।

UNCTAD এর চতুর্দশ তথা সর্বশেষ সম্মেলন হয় কেনিয়ার নাইরোবিতে।

জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচী (UNEP):

পূর্ণরূপ: United Nations Environment Programme.

প্রতিষ্ঠাকাল: ৫ জুন, ১৯৭২

সদর দপ্তর: কেনিয়ার নাইরোবিতে।

বিশ্বপরিবেশ দিবস: ৫ জুন।

UNFPA এর সদর দপ্তর নিউইয়র্কে

UNIFEM এর সদর দপ্তর নিউইয়র্কে

জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয় (UNU):

পূর্ণরূপ: United Nations University.

অবস্থান: টোকিও জাপান।

জাতিসংঘ পরিবেশবাদী সংস্থা (IPCC):

পূর্ণরূপ: Inter Government Panel On Climate Change.

নোবেল পুরস্কার পায় ২০০৭ সালে

সদর দপ্তর: নাই।

রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক সংস্থা সমূহ:**কমনওয়েলথ অব নেশনস:**

- ইংরেজ শাসন থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশ সমূহ কমনওয়েলথ এর সদস্য। ১৯২৬ সালে ইম্পিরিয়াল সম্মেলনের মধ্য দিয়ে কমনওয়েলথ এর যাত্রা শুরু হয়। তখন নাম ছিল ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশনস। ১৯৩১ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'স্ট্যাচু অব ওয়েস্ট মিনিস্টার' নামে একটি আইন অনুমোদিত হয়। এর ফলে কমনওয়েলথ স্বাভাবিক মর্যাদা লাভ করে।

১৯৪৯ সালে কমনওয়েলথ থেকে বৃটিশ কথাটি বাদ দেয়া হয় এবং কমনওয়েলথ অব নেশনস প্রতিষ্ঠিত হয়।

- কমনওয়েলথ এর সদর দপ্তর লন্ডনের মার্লবোরো হাউজ।
- কমনওয়েলথ এর সদস্য সংখ্যা ৫২।
- কমনওয়েলথ এর বৃহত্তম দেশ কানাডা এবং ক্ষুদ্রতম দেশ নাউরু।
- সর্বশেষ সদস্য কুয়াভা।
- বৃটিশ সম্রাজ্যভুক্ত না হয়েও কমনওয়েলথ এর সদস্য মোজাম্বিক ও কুয়াভা।
- বৃটিশ শাসনভুক্ত হয়েও কমনওয়েলথ এর সদস্য নয় যুক্তরাষ্ট্র, মিয়ানমার, আয়ারল্যান্ড, জিম্বাবুয়ে, মালদ্বীপ প্রভৃতি।
- বর্তমানে সদস্যপদ স্থগিত রয়েছে ফিজির। ২০০৬ সালে সামরিক শাসন শুরু হওয়ায় সদস্যপদ স্থগিত করা হয়।
- ২০১৬ সালে মালদ্বীপ সর্বশেষ কমনওয়েলথ ত্যাগ করে।
- কমনওয়েলথ এর প্রধান রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ।
- কমনওয়েলথ এর বর্তমান মহাসচিব ডমিনিকার বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ আইনজীবী “প্যাট্রিসিয়া জ্যান্টে স্কটল্যান্ড” তিনি কমনওয়েলথ এর প্রথম নারী এবং বৃটিশ নাগরিক মহাসচিব।
- কমনওয়েলথ এর সর্বশেষ সম্মেলন হয় ২০১৫ সালে মাল্টার বার্জুয়াতে।
- প্রতিবছর মার্চ মাসের দ্বিতীয় সোমবার কমনওয়েলথ দিবস পালিত হয়।
- কমনওয়েলথভুক্ত দেশ অস্ট্রেলিয়া যুক্তরাজ্যের রাজা বা রাণীকে তাদের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে স্বীকার করে।
- কমনওয়েলথ এমন একটি আন্তর্জাতিক সংঘঠন যার কোন সংবিধান নেই।
- কমনওয়েলথভুক্ত দেশ সমূহের ডিপ্লোমেটিক কর্মকর্তাকে হাইকমিশনার বলা হয়।
- বাংলাদেশ কমনওয়েলথ এর সদস্য হয় ১৯৭২ সালে।
- বাংলাদেশ কমনওয়েলথ এর ৩২তম সদস্য।

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (NAM):

পূর্ণরূপ: Non Aligned Movement.

প্রতিষ্ঠা: ১৯৬১ সালে যুগোস্লাভিয়ার বেলগ্রেডে এক সম্মেলনের মাধ্যমে NAM প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রতিষ্ঠাতা: NAM এর প্রতিষ্ঠাতা পাঁচজন : ১) যোশেফ মার্শাল টিটো (যুগোস্লাভিয়া), ২) জামাল আবদেল নাসের (মিশর), ৩) জওহরলাল নেহেরু (ভারত), ৪) ড. আহমেদ সুকর্ণ (ইন্দোনেশিয়া), ৫) কাওমী নকুম্বা (ঘানা)।

বান্দুং সম্মেলন: NAM প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং এ একটি সম্মেলন হয়। সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল তৎকালীন বিশ্বে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দেশ গুলোর মধ্যে আদর্শিক ও অর্থনৈতিক যুদ্ধ তথা শ্লায়ুযুদ্ধ চলছিল তা এড়িয়ে চলা। অর্থাৎ পুঁজিবাদ বা সমাজতন্ত্র কোনো জোটে না গিয়ে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা এবং নিজস্ব স্বার্থ রক্ষা করা। এজন্য এই বান্দুং সম্মেলনে পাঁচটি নীতি নির্ধারিত হয় যা ‘পঞ্চশীল নীতি’ নামে পরিচিত। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এই পঞ্চশীল নীতির প্রবক্তা।

- NAM এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১২০টি। সর্বশেষ সদস্য আজারবাইজান ও ফিজি।

- বাংলাদেশ NAM এর সদস্য পদ লাভ করে ১৯৭২ সালে।
- NAM এর সর্বশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২০১৬ সালে ভেনিজুয়েলার মার্গারিতাতে।
- NAM এর বার্তাসংস্থার নাম NNN (Nam News Network)। এর সদর দপ্তর মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে।
- NAM এর কোনো সদর দপ্তর নেই।

ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (OIC):

- ইসরাইল ১৯৬৯ সালের ২১ আগস্ট ইসলাম ধর্মের পবিত্র স্থান জেরুজালেমের ‘বায়তুল মোকাদ্দেস’ মসজিদে আগুন লাগিয়ে দেয়। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে মুসলিম উম্মাহর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এক শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে (মরক্কোর রাবাত) ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ গঠিত হয় OIC বা ইসলামী সম্মেলন সংস্থা। OIC-র প্রথম মহাসচিব নিযুক্ত হন মালয়েশিয়ার টেংকু আবদুর রহমান।

পূর্ণরূপ: Organization of Islamic Co-operation.

পূর্বপূর্ণরূপ: Organization of Islamic Countries

সদর দপ্তর: সৌদি আরবের জেদ্দায়।

সদস্য: ৫৭টি, সর্বশেষ সদস্য আইভরি কোস্ট।

মহাসচিব: ড. ইউসুফ বিন আল-ওথাইমিন (সৌদিআরব)

সর্বশেষ সম্মেলন: ২০১৬ সালে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে।

পরবর্তী সম্মেলন: ২০১৯ সালে গাম্বিয়াতে।

- বাংলাদেশ OIC এর সদস্যপদ লাভ করে ১৯৭৪ সালে (লাহোর সম্মেলনে)।
- অমুসলীম রাষ্ট্র হয়ে OIC এর সদস্য রুয়ান্ডা, মোজাম্বিক, উগান্ডা, ক্যামেরুন।
- OIC এর মহাসচিবের মেয়াদ ৫ বছর।
- অফিশিয়াল ভাষা ৩টি: ১) আরবী ২) ইংরেজী ৩) ফ্রেঞ্চ।

আরব লীগ (League of Arab States):

- আরব লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৫ সালে।
- আরব লীগের সদর দপ্তর মিশরের কায়রোতে।
- ১৯৭৯-১৯৯০ পর্যন্ত আরব লীগের সদর দপ্তর ছিল তিউনিসিয়ার তিউনিসে।
- আরব লীগের মহাসচিব মিশরের আহমেদ আবুল খেইত।
- মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ইরান এবং ইসরায়েল আরব লীগের সদস্য নয়।
- আরব লীগের সদস্য ২২টি: সৌদি আরব, UAE, ইরাক, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, ইয়েমান, ওমান, সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, ফিলিস্তিন, মিশর, লিবিয়া, আলজেরিয়া, তিউনিশিয়া, মরক্কো, মৌরিতানিয়া, জিবুতি, সুদান, কমোরোস ও সোমালিয়া।
- মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোই আরব লীগের সদস্য।
- আরব লীগের পর্যবেক্ষক দেশ ভারত।
- বর্তমানে সিরিয়ার সদস্যপদ বাতিল রয়েছে।
- আরব লীগের সর্বশেষ সদস্য কমোরোস।
- সর্বশেষ সম্মেলন হয় মৌরিতানিয়ার নৌয়াকচটে।

সার্ক (SAARC):

পূর্ণরূপ: South Asian Association for Regional Co-operation.

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৮৫

বর্তমান সদস্য: ৮টি যথা: বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা, নেপাল, ভুটান মালদ্বীপ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান।

- সার্কের সর্বশেষ সদস্য আফগানিস্তান।
- সার্ক সচিবালয় নেপালের কাঠমুন্ডুতে।
- সার্কের প্রথম মহাসচিব আবুল আহসান (বাংলাদেশ)।
- সার্কের অষ্টাদশ বা সর্বশেষ সম্মেলন হয় ২০১৪ সালে নেপালের কাঠমুন্ডুতে এবং পরবর্তী সম্মেলন তথা ১৯তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে।
- সার্কভুক্ত দেশ আফগানিস্তানে সার্কের কোনো সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নি।
- SAPTA চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৯৩ সালে এবং কার্যকর হয় ১৯৯৫ সালে।
- SAFTA চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ২০০৪ সালে এবং কার্যকর হয় ২০০৬ সালে।
- সার্কের বর্তমান মহাসচিব নেপালের অর্জুন বাহাদুর থাপা।
- সার্কভুক্ত দেশের মধ্যে আফগানিস্তানের শিক্ষার হার সবচেয়ে কম এবং মাথাপিছু আয়ও সবচেয়ে কম।
- সার্কভুক্ত দেশের মধ্যে শিক্ষার হার এবং মাথাপিছু আয় সবচেয়ে বেশি হল মালদ্বীপের।
- সার্কের প্রথম নারী মহাসচিব মালদ্বীপের ফাতিমা দিয়ানা সাঈদ।
- সার্কভুক্ত দেশ নেপাল ও ভুটানের সামরিক বাহিনী নেই।
- মালদ্বীপের সেনাবাহিনীর নাম MNDF। ২০০৬ সালে গঠিত হয়।
- সার্ক বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত ভারতের নয়াদিল্লিতে।
- ১৯৯১ সালে দক্ষিণ এশিয়ায় দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য একটি সার্ক কমিশন গঠন করা হয়েছিল।
- সার্কের সহযোগীতার ক্ষেত্র ১৩টি।
- সার্কের ১ম সম্মেলন হয় ১৯৮৫ সালে।
- ২০১৬ সালে সার্কের সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে চুড়ান্ত স্বীকৃতি লাভ করে বাংলাদেশের প্রাচীন জনপদ বগুড়ার মহাস্থানগড়।

সার্কের আঞ্চলিক কেন্দ্র

- বর্তমানে সার্কের আঞ্চলিক কেন্দ্র ৫ টি। খরচ কমাতে ২০১৪ সালের নভেম্বরে সার্কের ৪৯ তম প্রোগ্রামিং কমিটির বৈঠকে সার্কের ১১টি কেন্দ্রের মধ্য থেকে ৬ টি কেন্দ্র সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার জন্য সুপারিশ করা হলে এ পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ৬টি কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায়।
- সার্কের বর্তমান ৫ টি আঞ্চলিক কেন্দ্র হল:-

কেন্দ্রের নাম	সদর দপ্তর
সার্ক কৃষি কেন্দ্র	ঢাকা, বাংলাদেশ
সার্ক যক্ষ্মা ও এইডস কেন্দ্র	কাঠমান্ডু, নেপাল

সার্ক জ্বালানি ও পরিবেশ কেন্দ্র	ইসলামাবাদ, পাকিস্তান
সার্ক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র	নয়াদিল্লী, ভারত
সার্ক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র	কলম্বো, শ্রীলংকা

আফ্রিকান ইউনিয়ন (AU):

- ১৯৬৩ সালে Organization of African Unity বা OAU প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ২০০২ সালে OAU নাম পরিবর্তন করে AU বা African Union রূপ লাভ করে।
- আফ্রিকান ইউনিয়নের সদর দপ্তর ইথিওপিয়ার আদিস আবাবায়।
- আফ্রিকান ইউনিয়নের বর্তমান সদস্য দেশ ৫৪টি।
- সর্বশেষ সদস্য দক্ষিণ সুদান।
- মরক্কো ব্যতীত আফ্রিকার সকল দেশ AU এর সদস্য।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU):

- ইউরোপীয় দেশসমূহের সর্ববৃহৎ অর্থনৈতিক জোটের নাম EU। পূর্ণরূপ European Union. EU শুধু ইউরোপের নয় বরং বিশ্বের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক জোট। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ট্রেন সার্ভিসের নাম Eurostar. EU এর পূর্ব নাম ছিল EC (European community) বা EEC (European Economic Community). ১৯৫৭ সালে ইতালির রোমে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা রোম চুক্তি নামে পরিচিত। ১৯৫৮ সালে এই চুক্তি কার্যকর হওয়ার মধ্য দিয়ে EC বা EEC প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯২ সালে নেদারল্যান্ডের ম্যাসস্ট্রিচ শহরে ঐতিহাসিক ম্যাসস্ট্রিচ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে ১৯৯৩ সালের ১লা নভেম্বর EC পরিবর্তিত হয়ে EU বা European Union প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একক মুদ্রা হিসেবে EURO গ্রহণের পথ সুগম হয়।
- EU এর সদর দপ্তর বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে।
- EU এর বর্তমান সদস্য ২৮টি দেশ। সর্বশেষ সদস্য ক্রোয়েশিয়া।
- EU এর একক মুদ্রার নাম ইউরো। এই মুদ্রার জনক রবার্ট মুন্ডেল। ইউরো প্রথম চালু হয় ১৯৯৯ সালে তবে অভিন্ন মুদ্রা হিসেবে ইউরো প্রথম চালু হয় ২০০২ সালে। ইউরো নোট চালু হয় ২০০২ সালে। বর্তমান ২৫টি দেশে ইউরো মুদ্রা চালু আছে তবে EU ভুক্ত ১৯টি দেশে চালু আছে। লিথুয়ানিয়া (২০১৫ সালের ১লা জানুয়ারি) সর্বশেষ ইউরো মুদ্রা গ্রহণ করে। ১৯৯৯ সালে EURO চালু হয়েছিল ১১টি দেশে। যুক্তরাজ্য এখনো ইউরো মুদ্রা গ্রহণ করে নি। ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাইরে ভ্যাটিকান সিটি, সান ম্যারিনো, এন্ডোরা, মন্টিনেগ্রো, কসোভো, মোনাকো এই ৬টি দেশে ইউরো চালু আছে।
- ইউরো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সদর দপ্তর জার্মানির ফ্রাঙ্কফুটে।
- ইউরোপীয়ান পার্লামেন্টের সদর দপ্তর ফ্রান্সের স্ট্রাসবর্গে। European Parliament এর সদস্য সংখ্যা ৭৫১টি।
- সম্প্রতি EU তে যোগদানের জন্য তুরস্কে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়।

আসিয়ান (ASEAN):

পূর্ণরূপ: Association of South East Asian Nation.

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৬৭

সদস্য ১০টি। যথা: মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম, সিঙ্গাপুর, ব্রুনাই, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন। ASEAN এর সদস্য নয় পূর্বতিমুর। আসিয়ানের সর্বশেষ সদস্য কম্বোডিয়া।

সদর দপ্তর: ASEAN এর সদর দপ্তর ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায়।

মহাসচিব: ভিয়েতনামের লি লং মিন।

বাণিজ্য চুক্তি: ASEAN দেশগুলি AFTA বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করে ২০০৩ সালে।

- Asean Regional Forum (ARF) গঠিত হয় ১৯৯৪ সালে। সদর দপ্তর জাকার্তায়। সদস্য ২৭টি।
- সর্বশেষ সম্মেলন: ASEAN এর সর্বশেষ সম্মেলন হয় ২০১৬ সালে লাওসের ভিয়েনতিয়েনে।

BIMSTEC

➤ BIMSTEC প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৭ সালে। প্রতিষ্ঠাকালীন সময় এর নাম ছিল BISTEC (Bangladesh, India, Srilanka, Thailand Economic Co-operation) এবং প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ছিল এই ৪টি দেশ। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে মিয়ানমার যোগ দিলে নাম হয় BIMSTEC। সর্বশেষ ২০০৪ সালে নেপাল ও ভুটান যোগদান করলে সংক্ষিপ্ত রূপ BIMSTEC ঠিক থাকলেও পরিবর্তন আসে পূর্ণরূপে। পূর্ণরূপ হয়ে যায় Bay of Bengal Initiative for Multi Sectoral Technical and Economic Co-operation.

সদস্য: BIMSTEC এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৭টি।

সদর দপ্তর: BIMSTEC এর স্থায়ী সদর দপ্তর ঢাকায়।

শীর্ষ সম্মেলন: BIMSTEC এর সর্বশেষ বা তৃতীয় শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২০১৪ সালে মিয়ানমারের নাইপিদোতে।

সিরডাপ (CIRDAP):

পূর্ণরূপ: Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific.

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৭৯

সদস্য সংখ্যা: ১৫টি

সদর দপ্তর: CIRDAP এর সদর দপ্তর ঢাকার চামেলী হাউজ।

- FAO সংস্থাটি CIRDAP এর সদস্য।

উপসাগরীয় সহযোগীতা সংস্থা (G.C.C.):

পূর্ণরূপ: Gulf Co-operation Council.

প্রতিষ্ঠাকাল: G.C.C ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সদস্য: ৬টি। যথা: সৌদি আরব, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, বাহরাইন, কাতার।

সদর দপ্তর: সৌদি আরবের রিয়াদে।

G-77

- পূর্ণরূপ: Group of Seventy Seven
- সদস্য সংখ্যা ১৩৪টি। সর্বশেষ সদস্য দক্ষিণ সুদান।

ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (IDB):

পূর্ণরূপ: Islamic Development Bank

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৭৫

সদস্য: ৫৬টি

সর্বশেষ সদস্য: নাইজেরিয়া

সদর দপ্তর: সৌদি আরবের জেদ্দা।

www.boighar.com

- IDB বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে ১৯৮৩ সালে।
- IDB-র সদস্য হতে হলে অবশ্যই OIC-র সদস্য হওয়া লাগে।
- IDB-এর সর্বশেষ সম্মেলন হয় ইন্দোনেশিয়ার জার্কাতায় (২০১৬)।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB):

পূর্ণরূপ: Asian Development Bank

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৬৬

সদস্য সংখ্যা: ৬৭

সদর দপ্তর: ফিলিপাইনের ম্যানিলা

সর্বশেষ সদস্য: জর্জিয়া

- বাংলাদেশ ADB-এর সদস্যপদ লাভ করে ১৯৭৩ সালে।
- ADB এর প্রেসিডেন্ট তাকাহিকো নাকাও (জাপান)।

AIIB

পূর্ণরূপ: Asian Infrastructure Investment Bank

বাংলায়: এশীয় অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংক

প্রতিষ্ঠাকাল: ২০১৪, আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে ২০১৬ সালে।

প্রতিষ্ঠাতা সদস্য: ৫৭

সদর দপ্তর: চীনের বেইজিংয়ে

ECO

পূর্ণরূপ: Economic Co-operation Organization.

সদর দপ্তর: তেহরান, ইরান।

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৯২

সদস্য সংখ্যা: ১০টি। যথা : ইরান, তুরস্ক, আজারবাইজান, পাকিস্তান, কিরগিস্তান, আফগানিস্তান, উজবেকিস্তান, কাজাকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, তাজিকিস্তান।

ACU

পূর্ণরূপ: Asian Clearing Union

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৭৪

সদর দপ্তর: তেহরান, ইরান

সদস্য সংখ্যা: ৯টি। যথা: ইরান, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ, মিয়ানমার।

OPEC

পূর্ণরূপ: Organization of Petroleum Exporting Countries.

➤ ১৯৬০ সালে ভেনিজুয়েলার উদ্যোগে OPEC প্রতিষ্ঠিত হয় ইরাকের বাগদাদে।

সদস্য: ১৩টি। যেমন: ইরান, ইরাক, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, ভেনিজুয়েলা, ইকুয়েডর, আলজেরিয়া, নাইজেরিয়া, লিবিয়া, অ্যাঙ্গোলা ও গ্যাবন। OPEC-এর সর্বশেষ সদস্য গ্যাবন।

সদর দপ্তর: ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া।

মহাসচিব: মোহাম্মদ সানুসি বারকুড।

➤ পূর্বে OPEC এর সদস্য ছিল এখন নেই এমন দেশ ইন্দোনেশিয়া।

➤ ইকুয়েডর ১৯৯২ সালে সদস্য পদ প্রত্যাহার কর তবে ২০০৭ এ আবার ফিরে আসে। ইন্দোনেশিয়া ২০০৯ সালে সদস্যপদ প্রত্যাহার করে ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে ফিরে আসে। সর্বশেষ ২০১৬ এর নভেম্বরে OPEC এর সদস্যপদ প্রত্যাহার করে।

➤ গ্যাবনের সদস্যপদ ১৯৯৫ তে বাতিল করার পর ২০১৬ তে ফিরিয়ে দেয়া হয়।

APEC

পূর্ণরূপ: Asia Pacific Economic Co-operation.

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৮৯ সাল

সদস্য: ২১

সদর দপ্তর: সিঙ্গাপুর (আলেকজান্দ্রা পয়েন্ট)

➤ অ্যাপেকের প্রতিষ্ঠাতা বব হক

➤ অ্যাপেকের সর্বশেষ সম্মেলন হয়েছে পেরুর লিমাতে- ২০১৬ সালে।

NAFTA

North American Free Trade Area (NAFTA) চুক্তি হয় ১৯৯৩ সালে U.S.A, Mexico এবং CANADA এর মধ্যে।

BRICS

পূর্ণরূপ: Brazil, Russia, India, China এবং South Africa এই পাঁচটি দেশের আদ্যক্ষর নিয়ে BRICS.

পূর্বনাম: BRIC

সর্বশেষ সদস্য: দক্ষিণ আফ্রিকা

প্রতিষ্ঠাকাল: ২০০৮

সদস্য: ৫টি

- BRICS একটি অর্থনৈতিক জোট।
- BRICS এর প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকের নাম NDB (New Development Bank). এটি ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। NDB এর সদর দপ্তর চীনের সাংহাইতে এবং President ভারতের কে.ভি.কামাথ।

G-7

পূর্ণরূপ: Group of Seven.

সদস্য: ৭টি। যথা : জাপান, জার্মানি, ইতালি, ইউএসএ, বৃটেন, কানাডা, ফ্রান্স।

- সর্বশেষ ও বহিষ্কারকৃত সদস্য: রাশিয়া
- সদর দপ্তর নেই।
- প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৭৫ সাল
- G-7 এর সর্বশেষ সম্মেলন হয়েছে ২০১৬ সালে, জাপানে।

G-20

পূর্ণরূপ: Group of Twenty

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৯৯

সদস্য: ২০টি। যথা: G-7 এর ৭টি দেশ + BRICS এর ৫টি দেশ + EU + MINT (Malaysia, Indonesia, নাইজেরিয়া, তুরস্ক) এর নাইজেরিয়া ছাড়া বাকী তিনটি দেশ + Australia, Argentina, South Korea, Soudi Arabia.

সদর দপ্তর: নেই

- G-২০ ভুক্ত সংস্থা হচ্ছে EU.

D-8

পূর্ণরূপ: Developing Eight

গঠনকাল: ১৯৯৭

সদর দপ্তর: ইস্তাম্বুল, তুরস্ক

সদস্য: ৮টি। যথা: বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইরান, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মিশর, নাইজেরিয়া।

BENLUX

পূর্ণরূপ: Belgium, Netharland and Luxemburg Economic Co-operation.

সদস্য: ৩টি

সদর দপ্তর: বেলজিয়ামের ব্রাসেলস্।

ANZUS

পূর্ণরূপ: Australia, New Zealand, United States Defence pact.

সদস্য: ৩টি

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৫১

সদর দপ্তর: অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরা।

- এটি একটি সামরিক জোট।

NATO

- এটি একটি সামরিক জোট।

পূর্ণরূপ: North Atlantic Treaty Organization.

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৪৯

সদস্য: NATO এর সদস্য সংখ্যা ২৮টি। সর্বশেষ সদস্য ক্রোয়েশিয়া ও আলবেনিয়া।

সদর দপ্তর: বেলজিয়ামের ব্রাসেলস্।

NATO এর এসোসিয়েট সদস্য রাশিয়া।

মহাসচিব: জেনস স্টলটেনবার্গ।

- NATO প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শ্রাযুদ্ধকে কেন্দ্র করে।
- NATO ভুক্ত মুসলিম দেশ তুরস্ক, আলবেনিয়া।
- ন্যাটোর ২৭তম সম্মেলন হয়েছে ২০১৬ সালে পোলেন্ডের ওয়ারশোতে।
- ওয়ারশ প্যাক্ট/ Warsaw-Pact
- Warsaw-Pact একটি সামরিক জোট।
- ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- শ্রাযুদ্ধ চলাকালীন এটি সমাজতান্ত্রিক দেশ সমূহের জোট ছিল।
- ১৯৯১ সালে এই সামরিক জোট বিলুপ্ত হয়ে যায়।

Interpol

পূর্ণরূপ: International Criminal Police Organization.

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯২৩

সদর দপ্তর: ফ্রান্সের লিওতে

- বাংলাদেশ Interpol এর সদস্যপদ লাভ করে ১৯৭৬ সালে।
- ইন্টারপোলের সর্বশেষ সম্মেলন হয়েছে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে ২০১৬ সালে।

অরবিস ইন্টারন্যাশানাল

- অরবিস ইন্টারন্যাশানাল একটি উড়ন্ত চক্ষু হাসপিটাল।
- সদর দপ্তর: যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে।

কেয়ার

- কেয়ার যুক্তরাষ্ট্রের একটি সাহায্য সংস্থা।

আন্তর্জাতিক আদালত বা স্থায়ী সালিশি আদালত (ICC বা PCA):

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত জাতিসংঘের কোনো অঙ্গ প্রতিষ্ঠান নয়। এটি একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। ১৯৯৮ সালের স্বাক্ষরিত রোম চুক্তি ২০০২ সালে কার্যকর হওয়ার মধ্য দিয়ে ICC বা PCA প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০২ সালে।

- **পূর্ণরূপ:** ICC = International Criminal Court. PCA=Permenant Court of Arbitration.
- **সদর দপ্তর:** নেদারল্যান্ডের হেগে।
- **বিচারকের সংখ্যা** ১৮ এবং **বিচারকদের মেয়াদ** ৯ বছর।
- **ইসরায়েল, সুদান ও যুক্তরাষ্ট্র** রোম চুক্তি হতে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিয়েছে।

আন্তর্জাতিক সেবা সংস্থা

রেডক্রস:

রেডক্রস দুস্থ মানবতার সেবায় নিয়োজিত আন্তর্জাতিক সংস্থা।

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৮৬৩ সাল

প্রতিষ্ঠাতা: হেনরি ডুনাণ্ট

সদর দপ্তর: জেনেভা

রেডক্রস দিবস: ৮ মে (হেনরি ডুনাণ্টের জন্মদিন)।

প্রতীক: লাল রঙ্গের ক্রস। মুসলিম বিশ্বে রেডক্রসের প্রতীক অর্ধাকৃতি চাঁদ।

- মুসলিম বিশ্বে রেডক্রস রেড ক্রিসেন্ট নামে পরিচিত।
- রেডক্রস ও রেডক্রিসেন্টের সভাপতি জাপানের তাকাহিকো নাকাও।
- রেডক্রস ১৯১৭, ১৯৪৪ এবং ১৯৬৩ সালে এই তিনবার শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করে।

অ্যামেনিস্টি ইন্টারন্যাশনাল

- এটি মানবাধিকার সংরক্ষণে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা।

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৬১

প্রতিষ্ঠাতা: পিটার বেবেনসন

সদর দপ্তর: লন্ডন

মহাসচিব: সলিল শেঠী (ভারত)

- শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পায় ১৯৭৭ সালে।
-

রোটারি ইন্টারন্যাশনাল

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯০৫

প্রতিষ্ঠাতা: পল হ্যারিস (যুক্তরাষ্ট্র)

সদর দপ্তর: শিকাগো

লায়ন্স ক্লাব:

প্রতিষ্ঠাতা: মেলভিন জোস

সদর দপ্তর: শিকাগো

- এটি ধনাত্মক ব্যক্তিদের সংগঠন।

বয়েজ স্কাউটস:

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯০৭

প্রতিষ্ঠাতা: ব্যাডেন পাওয়েল

সদর দপ্তর: জেনেভা

গ্রীণ পিস:

১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। পারমাণবিক বিস্ফোরণ বিরোধী নোদারল্যান্ডভিত্তিক একটি পরিবেশবাদী সংস্থা।

ওয়ার্ল্ড ওয়াচ: যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি পরিবেশবাদী গ্রুপ।

LDC (Least Development Country):

- জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন সূচকের নিম্নস্তরের দেশসমূহ সংগোহিত দেশের তালিকাভুক্ত।
- সদস্য: ৪৮টি।
- সর্বশেষ LDC দেশের তালিকা থেকে বের হয়ে আসা দেশ হচ্ছে সামোয়া।

OAS (Organization of American Countries)

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৫১

সদর দপ্তর: ওয়াশিংটন ডিসি

SCO:

পূর্ণরূপ: Shanghai Co-operation Organization.

সদর দপ্তর: চীনের সাংহাই।

উদ্দেশ্য: সীমান্ত বিরোধ নিরসন।

COMECON

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পূর্ব-পশ্চিম দ্বন্দের ফলে সৃষ্ট পূর্বের অর্থনৈতিক জোটের নাম ছিল COMECON.

COMESA

- পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকার ১৯টি দেশের একটি বাণিজ্যিক ব্লক।

সদর দপ্তর: লুসাকা, জাম্বিয়া।

EFTA কি: ইউরোপের একটি বাণিজ্যিক ব্লক।

NAFTA

- উত্তর আমেরিকার মুক্ত বাণিজ্যচুক্তি।
- সদস্য দেশ তিনটি। U.S.A, Canada, Mexico.
- চুক্তি হয় ১৯৯২ তে এবং কার্যকর হয় ১৯৯৪ তে।

ফ্রিডম হাউজ

- U.S.A এর বুদ্ধিজীবীদের একটি সংগঠন।
- সদর দপ্তর: ওয়াশিংটন ডিসি।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল

- প্রতিষ্ঠাতা: পিটার ইজেন
- বার্লিন (জার্মানি) ভিত্তিক দুর্নীতি বিরোধী সংস্থা।

উইকিলিস

- গোপন তথ্য প্রকাশকারী সংবাদভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা।

প্রতিষ্ঠাতা: জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ

প্রতিষ্ঠাকাল: ২০০৬

SDG কী?

SDG পূর্ণরূপ: Sustainable Development Goals, যার বাংলা অর্থ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য। এটি সহস্রাব্দ উন্নয়ন বা MDG'র মতো জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত আরেকটি উন্নয়ন পরিক্রমা, যা ২০১৫ সালের পর এমডিজি'র স্থলে প্রতিস্থাপিত হয়েছে। MDG'র মূল লক্ষ্য ক্ষুধা-দারিদ্র হ্রাস, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নয়ন থাকলেও SDG'তে দরিদ্র মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠাভিত্তিক পরিকল্পনা থাকছে।

জাতিসংঘ উন্নয়ন লক্ষ্যে (MDG)-এর সাফল্যের ধারাবাহিকতায় নির্ধারণ করা হয় নতুন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যে SDG।

পূর্ণরূপ: Sustainable Development Goal, যার বাংলা অর্থ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য। প্রধান লক্ষ্য-১৭টি, সূচক-৪৭টি, সহযোগী লক্ষ্য-১৬৯টি।

SDG গঠনের প্রেক্ষাপট:

১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনের ২০ বছর পূর্তি হয় ২০১২ সালের জুনে। এ লক্ষ্যে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে ২০-২২ জুন ২০১২ অনুষ্ঠিত হয় 'রিও +২০' (Rio+20) বা 'অর্থ সামিট ২০১২' (Earth Summit 2012) সম্মেলন, যার আনুষ্ঠানিক নাম ছিল 'বিশ্ব টেকসই উন্নয়ন সম্মেলন' বা World Sustainable Development Conference (WSDC)। এ সম্মেলনে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (MDGs)'র উপর ভিত্তি করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বা Sustainable Development Goals (SDGs) গ্রহণ করা হয়। ১ জানুয়ারি ২০১৬ থেকে এসডিজি (SDGs)'র বাস্তবায়ন শুরু হয় এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ২০৩০ সাল।

২০১৬ সালে জাতিসংঘের প্রকাশিত SDG সূচকে শীর্ষ দেশ সুইডেন এবং সর্বনিম্ন দেশ মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র। বাংলাদেশের অবস্থান ১১৮।

আন্তর্জাতিক দিবস সমূহ

তারিখ	দিবস	তারিখ	দিবস
১৪ ফেব্রুয়ারি	বিশ্ব ভালোবাসা দিবস	মে মাসের ২য় রোববার	বিশ্ব মা দিবস
২১ ফেব্রুয়ারি	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস	৩১ মে	বিশ্ব ধূমপান বর্জন দিবস

৩ মার্চ	বিশ্ব বই দিবস	৫ জুন	বিশ্ব পরিবেশ দিবস
৮ মার্চ	বিশ্ব নারী দিবস	১১ জুলাই	বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস
মার্চ মাসের ২য় সোমবার	কমনওয়েলথ দিবস	১৮ জুলাই	বিশ্ব ম্যান্ডেলা দিবস
৭ এপ্রিল	বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস	২৯ জুলাই	বিশ্ব বাঘ দিবস
২২ এপ্রিল	বিশ্ব ধরিত্রী দিবস	৬ আগস্ট	হিরোশিমা দিবস
১ মে	মে দিবস/শ্রমিক দিবস	৯ আগস্ট	নাগাসাকি দিবস
৮ মে	বিশ্ব রেডক্রস দিবস	৮ সেপ্টেম্বর	বিশ্ব স্বাক্ষরতা দিবস
১৭ মে	বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবস	সেপ্টেম্বর মাসের ৩য় মঙ্গলবার	বিশ্ব শান্তি দিবস
২ অক্টোবর	আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস	২৫ সেপ্টেম্বর	OIC প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী দিবস
৯ অক্টোবর	বিশ্ব ডাক দিবস	২৭ সেপ্টেম্বর	বিশ্ব পর্যটন দিবস
১৬ অক্টোবর	বিশ্ব খাদ্য দিবস	২১ মার্চ	আন্তর্জাতিক বর্ণ বৈষম্য বিরোধী দিবস
২৪ অক্টোবর	জাতিসংঘ দিবস	১৬ সেপ্টেম্বর	বিশ্ব ওজোন দিবস
১ ডিসেম্বর	বিশ্ব এইডস দিবস	৯ আগস্ট	বিশ্ব আদিবাসী দিবস
৪ অক্টোবর	বিশ্ব প্রাণী দিবস	৩১ মে	বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস
১ অক্টোবর	আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস	৯ ডিসেম্বর	দুর্নীতি বিরোধী দিবস
২৬ জুন	আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধ দিবস।		
১০ ডিসেম্বর	বিশ্ব মানবাধিকার দিবস।		

- হ্যালোইন জাপানের একটি ধর্মীয় উৎসব।
- শিকাগো শহরের শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর পহেলা মে শ্রমিক দিবস পালিত হয়।

বিভিন্ন দেশের গোয়েন্দা সংস্থা

দেশ	গোয়েন্দা সংস্থার নাম	পূর্ণরূপ
যুক্তরাষ্ট্র	CIA	Central Intelligence Agency
	FBI	Federal Bureau of Investigation
ভারত	RAW	Research And Analysis Wing
	CBI	Central Bureau of Investigation
পাকিস্তান	ISI	Inter-Services Intelligence
জাপান	নাইচো	
ইসরাইল	মোসাদ, আমান	
চীন	MSS	Ministry of State Security Chinese
মিশর	মুখবরাত	
যুক্তরাজ্য	SIS/MI6	Secret Intelligence Service

	SIS/MI5	Security Service
বাংলাদেশ	CID	Criminal Investigation Department
	SB	Special Brance
	DGFI	Derectorate General Forces Intelligence
	NSI	National Security Intelligence
ইরান	VEVAK	
রাশিয়া	SVR	Foreign Intelligence Service

- FBI এর প্রতিষ্ঠাতা মার্কিন প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট।
- CIA এর সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রে ভার্জিনিয়াতে
- মোসাদ এর পূর্ব নাম ছিল দি ইনস্টিটিউট।
- Black Water যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক গোয়েন্দা সংস্থা।
- Scotland Yard যুক্তরাজ্যের গোয়েন্দা সংস্থা।

বিভিন্ন দেশের গেরিলা সংস্থা

LTTE:

পূর্ণরূপ: Liberation Tigers of Tamil Elam.

এটি শ্রীলংকার স্বাধীনতাকামী তামিল সংগঠন।

প্রতিষ্ঠাতা: ভিলুপিলাই প্রভাকরণ। তিনি ২০০৯ সালে মারা যান।

UNITA:

পূর্ণরূপ: National Union for the total Independence of Angola

এঙ্গোলার একটি গেরিলা সংগঠন।

JKLF:

পূর্ণরূপ: Jammu Kashmir Liberation Front.

ভারতের জাম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের স্বাধীনতাকামী সংগঠন।

প্রতিষ্ঠাতা: মুকবুল বাট

IRA:

পূর্ণরূপ: Irish Republican Army.

উত্তর আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতাকামী সংগঠন।

IRA এর রাজনৈতিক শাখা সিনফেন।

ULFA:

পূর্ণরূপ: United Liberation Front of Asham

আসাম রাজ্যের স্বাধীনতার দাবীতে আন্দোলনরত সংগঠন।

ULFA এর প্রধান পরেশ বড়ুয়া।

ULFA এর মহাসচিব অনুপ চেটিয়া। তিনি ২০০৯ সাল থেকে ২০১৬ এর প্রথম দিক পর্যন্ত বাংলাদেশের কারাগারে বন্দি ছিলেন। বর্তমানে তাকে India সরকারের কাছে ফেরত দেয়া হয়েছে।

LRA:

পূর্ণরূপ: Lords Resistance Army.

উগান্ডার একটি গেরিলা সংগঠন।

RUF:

পূর্ণরূপ: Revolutionary United Front.

সিয়েরালিওনের গেরিলা সংগঠন।

MNLF:

পূর্ণরূপ: Moro National Liberation Front.

ফিলিপাইনের মিন্দানাও দ্বীপের স্বাধীনতাকামী সংগঠন

প্রধান নেতা: নূর মিসৌরি

MRTA (টুপাক আমারু): টুপাক আমারু রেভেলশানরী মুভমেন্ট, পেরুর গেরিলা সংগঠন

KNU পূর্ণরূপ: Karen National Union

মিয়ানমারের স্বাধীনতাকামী সংগঠন।

বোকো হারাম

- নাইজেরিয়ার গেরিলা সংগঠন।
- বোকো হারামের প্রধান আবু বকর আল শেকাযি।
- বোকো হারাম IS এবং ISIL এর আনুগত্য স্বীকারকারী দল।
- নাইজেরিয়া, ক্যামেরুন, চাঁদ, মালি সীমান্তে বোকো হারাম সক্রিয়।

I.S

- Islamic State: ইরাক, লেবানন, সিরিয়াসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে খিলাফতের দাবীতে গঠিত গেরিলা সংগঠন। IS এর প্রধান আবু বকর আল বাগদাদী।
- MQM: পাকিস্তানের গেরিলা সংস্থা
- হামাস : ফিলিস্তিন ভিত্তিক গেরিলা সংস্থা। এর প্রধান খালেদ মিশাল।
- হিজবুল্লাহ : লেবানন ভিত্তিক গেরিলা সংগঠন। এর প্রধান শেখ হাসান নাসরুল্লাহ। হিজবুল্লাহ অর্থ আল্লাহর দল। হিজবুল্লাহর টেলিভিশন চ্যানেলের নাম আল মানার।

PKK (Party karkerani Kurdistan)

সিরিয়া, ইরাক ও তুরস্কের কুর্দিদের সংগঠন। স্বাধীন কুর্দিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামরত।

- লস্কর-ই-ইত্তয়বা পাকিস্তানের গেরিলা সংগঠন
- ব্লাককাট ভারতের গেরিলা সংগঠন।
- রেড আর্মি জাপানের গেরিলা সংগঠন।
- মাও সে তুং এর নেতৃত্বে ১৯২৮ সালে চায়না কমিউনিস্ট পার্টির আমর্ড ফোর্স হিসেবে ১৯২৮ সালে জন্মলাভ করে চাইনিজ রেড আর্মি। এর দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ এবং চীনের জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় পিপলস লিবারেশন আর্মি।

- জাপানিজ রেড আর্মি হল একটি সমাজতান্ত্রিক বিদ্রোহী বা গেরিলা গ্রুপ। ফুসাকো শিঞ্জনভোর নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে লেবাননে এটি গঠিত হয়। কারাগারে আটক থাকা অবস্থায় শিঞ্জনভো ২০০১ সালে এর বিলুপ্তি করে। এর উত্তরসূরি গ্রুপের নাম মুভমেন্ট রেনটেই।
- ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব বা বলশেভিক বিপ্লবের পর বলশেভিক দলের আমর্ড ফোর্স হিসেবে জন্মলাভ হয় রেড আর্মির। ১৯৯১ সাল পর্যন্ত পুঁজিবাদী বিশ্বের বিরুদ্ধে স্নায়ুযুদ্ধে এই রেড আর্মি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের বড় শক্তি।
- M-১৯ কলম্বিয়ার গেরিলা সংগঠন।
- আবু সায়াফ ফিলিপাইনের স্বাধীনতাকামী গেরিলা সংগঠন। এর প্রধান মোহাম্মদ আবু সায়াফ।
- গুর্খা হচ্ছে নেপালের সৈন্যবাহিনীর নাম।
- ভাইকিং হচ্ছে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চলের জলদস্যু।
- হিটলারের গোপন পুলিশ বাহিনীর নাম ছিল গেস্টাপো।
- ইরানের গোপন পুলিশ বাহিনী সাভাক।
- সাইপ্রাসে আন্দোলনরত জাতি ইনোসিস। এরা সাইপ্রাসকে গ্রিসের সাথে সংযুক্ত করতে চায়।
- যুক্তরাষ্ট্রের নিম্নোদের একটি সংস্থা ব্লাক পান্থার।
- ‘শিবসেনা’ হলো ভারতের চরম হিন্দু মৌলবাদী দল। এর প্রধান ব্যালথ্যাকার।
- ‘গডস আর্মি’ মিয়ানমারের সৈন্য।
- সাইনিং পাথ পেরুর গেরিলা সংগঠন।
- ফার্ক বিদ্রোহীরা কলম্বিয়ায় সক্রিয়।
- আনসার আল শরীয়া তিউনিসিয়া ভিত্তিক গেরিলা সংগঠন।
- জাপানের সন্ত্রাসবাদী সংস্থা ‘ওম শিংরিকিও’।
- ‘বালি নাইন’ ইন্দোনেশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার একটি সক্রিয় চোরাচালানকারী চক্র।
- ‘ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর’ ফিলিস্তিনের গেরিলা সংগঠন।
- ‘কন্ট্রা’ নিকারাগুয়ার বিদ্রোহী সংগঠন।

বিশ্বের উল্লেখযোগ্য চুক্তিসমূহ

ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি:

যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যে অবস্থিত একটি অবকাশ যাপন কেন্দ্রের নাম ক্যাম্পডেভিড। এখানে ১৯৭৮ সালে মিশর ও ইসরায়েলের মধ্যে যে ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাই ক্যাম্পডেভিড চুক্তি নামে পরিচিত। এর উদ্দেশ্য ছিল মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি স্থাপন। ক্যাম্পডেভিড চুক্তির মধ্যস্থতাকারী ছিলেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার। এই চুক্তি স্বাক্ষরের কারণে মিশরকে সাময়িকভাবে আরব লীগ ও OIC থেকে বহিষ্কার করা হয়।

প্রথম ভার্সাই চুক্তি:

১৭৭৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করলে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। ১৭৮০ তে ফ্রান্সের নগরী ভার্সাইয়ে দুই দেশের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা প্রথম

ভার্সাই চুক্তি নামে পরিচিত। এই চুক্তির মাধ্যমে ১৭৮৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।

দ্বিতীয় ভার্সাই চুক্তি:

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মিত্র শক্তি ও জার্মানির মধ্যে ১৯১৯ সালে দ্বিতীয় ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে জার্মানিকে যুদ্ধপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং জাতিপুঞ্জের সৃষ্টি হয়।

ভূমির বিনিময়ে শান্তি চুক্তি বা ওয়াইরিভার চুক্তি:

যুক্তরাষ্ট্রের মেরিলান্ডে অবস্থিত ওয়াইরিভার নামক স্থানে ১৯৯৮ সালে ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিম তীরের ১৩ শতাংশ ভূমি হতে ইসরায়েলি সৈন্য প্রত্যাহার। এই চুক্তির মধ্যস্থতা করেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন।

পিএলও- ইসরায়েল স্বায়ত্তশাসন চুক্তি:

১৯৯৩ সালে ফিলিস্তিনের পিএলও এবং ইসরায়েলের মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল গাজা ভূখণ্ড ও পশ্চিমতীরের জেরিকো শহর হতে বিগত ২৭ বছরের ইসরায়েলি দখলের অবসান ঘটানো। এই চুক্তির মধ্যস্থতা করেন মিশরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক। এর মাধ্যমে পিএলও এবং ইসরায়েল পরস্পরকে স্বীকৃতি দেয়। এটি অসলো চুক্তি নামেও পরিচিত।

জেনেভা চুক্তি ও প্যারিস শান্তি চুক্তি:

সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে ১৯৫৪ সালে ফ্রান্স ও ভিয়েতনামের মধ্যে ঐতিহাসিক জেনেভা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে ১৯৫৪ সালে ভিয়েতনামকে উত্তর ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম নামে দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করা হয়। ১৯৫৫ সালে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রিত উত্তর ভিয়েতনাম এবং যুক্তরাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৭৩ সালে এই যুদ্ধ অবসানের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ভিয়েতনামের মধ্যে প্যারিসে একটি চুক্তি হয় যা প্যারিস শান্তিচুক্তি নামে পরিচিত। এই চুক্তির মাধ্যমে ১৯৭৫ সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসান হয় এবং ১৯৭৬ সালে দুই ভিয়েতনাম একত্রিত হয়।

জেনেভা কনভেনশন:

যুদ্ধাহত ও যুদ্ধবন্দিদের প্রতি ন্যায়বিচারের জন্য আচরণবিধি তৈরীর উদ্দেশ্যে ১৯৪৯ সালে জেনেভাতে যে চুক্তি গৃহীত হয় তাই জেনেভা কনভেনশন। এই কনভেনশনে ৪টি আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

মানবাধিকার চুক্তি:

মানবজাতির প্রত্যেক মানুষের মর্যাদা, সমতা ও সমান অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সদর দপ্তরে এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। এটি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়। এই চুক্তিটি তৈরী করেছিলেন নোবেল লরিয়েট ওরেন ক্যাসিন। ১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস।

তাসখন্দ চুক্তি:

১৯৬৫ সালে কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয় বারের মত ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হয়। কাশ্মীর প্রশ্নে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের অবসান ও শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দে ভারত-পাকিস্তানের মধ্য এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে ভারতের পক্ষে জওহরলাল নেহেরু এবং পাকিস্তানের পক্ষে আইয়ুব খান স্বাক্ষর করেন। মধ্যস্থতা করেন সাবেক সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট কোসিগেন।

সিমলা চুক্তি:

ভারতের হিমাচল প্রদেশের রাজধানী সিমলাতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে ভারতের পক্ষে শ্রীমতি ইন্দিরাগান্ধী এবং পাকিস্তানের পক্ষে জুলফিকার আলী ভুট্টো স্বাক্ষর করেন।

ডেটন চুক্তি:

যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও রাজ্যের ডেটন বিমান ঘাঁটিতে ১৯৯৫ সালে বসনিয়া ও হার্জগোবিনিয়া যুদ্ধ নিরসনের লক্ষ্যে বসনিয়া, ক্রোয়েশিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মধ্যস্থতা করেন বা এই চুক্তির উদ্যোক্তা ছিলেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল-ক্লিনটন।

রোম চুক্তি ও ম্যাসট্রিচট চুক্তি:

১৯৫৭ সালে ইতালির রোমে ইইসি বা ইসি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রোম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা ১৯৫৮ তে কার্যকর হয় এবং ইসি কে ইইউ তে রূপান্তরের লক্ষ্যে নেদারল্যান্ডের ম্যাসট্রিচট শহরে ১৯৯২ সালে ম্যাসট্রিচট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ম্যাসট্রিচট চুক্তি কার্যকর হওয়ার মধ্য দিয়ে ১৯৯৩ সালের ১লা নভেম্বর ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতালি রোমে ১৯৯৮ সালের আরেকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিটি কার্যকর হয় ২০০২ সালে এবং এর মাধ্যমে ICC (Internation Criminal Court) প্রতিষ্ঠিত হয়।

NPT চুক্তি:

NPT (Neuclear Non-proliberation Treaty) হচ্ছে পারমানবিক অস্ত্রের বিস্তারোধ বিষয়ক চুক্তি। এটি ১৯৬৮ সালে স্বাক্ষরিত হয় এবং ১৯৭০ সালে কার্যকর হয়। উত্তর কোরিয়া NPT প্রত্যাহার করেছে।

CTBT চুক্তি:

CTBT (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty) হচ্ছে পারমানবিক অস্ত্র পরীক্ষা রোধ চুক্তি। ১৯৯৬ সালে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। নতুন করে কেউ আর পারমানবিক অস্ত্র তৈরী করতে পারবে না এবং আগের গুলো ধ্বংস করে সীমিত করে আনবে। এটাই ছিল CTBT এর মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশ ১৯৯৬ সালে CTBT তে স্বাক্ষর করে।

www.boighar.com

স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তি বা অটোয়া চুক্তি:

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পুঁতে রাখা মাইনগুলো ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ১৯৯৭ সালে কানাডার অটোয়াতে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি।

- স্টার্ট-১, স্টার্ট-২, সল্ট-১, সল্ট-২ এই চুক্তিগুলো U.S.A ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বিভিন্ন সময় স্বাক্ষরিত চুক্তি। সল্ট-১ চুক্তিটি হয়েছিল ১৯৭২ সালে।

আলজিরাস চুক্তি:

আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে ১৯৭৫ সালে শাত ইল আরব জলধারকে নিয়ে উত্তেজনা হ্রাসের জন্য এবং বিরোধপূর্ণ সীমানা নির্ধারণের লক্ষ্যে ইরান-ইরাকের মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৮০-১৯৮৮ সালের ইরান-ইরাক যুদ্ধের ফলে এই চুক্তি ভেঙে যায়।

www.boighar.com

কিয়োটো প্রটোকল:

বিশ্ব উষ্ণতা রোধ করার লক্ষ্যে জাপানের কিয়োটোতে ১৯৯৭ সালে কিয়োটো প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়। এর মেয়াদ শেষ হবে ২০২০ সালে। যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তি প্রত্যাহার করেছে।

কার্টগোনা প্রটোকল:

এটি জাতিসংঘের জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক চুক্তি। এটি ২০০০ সালে স্বাক্ষরিত হয়।

www.boighar.com

ম্যাগনাকার্টা:

ম্যাগনাকার্টা ল্যাটিন শব্দ। এর অর্থ মহাসনদ। ইংল্যান্ডের রাজা জন ১২১৫ সালে সামন্তদের চাপে পড়ে রাজার অধিকার সংরক্ষণ এই চুক্তিটি স্বাক্ষর করেন। এর ফলে রাজাকেও হতে হয়েছিল নিয়মের অধীন। এটি প্রজাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রাজাদের ক্ষমতা হ্রাসের দলিল। বর্তমানে ইংল্যান্ডের শাসনতন্ত্র বলতে নির্দিষ্ট কোনো দলিল নেই। ম্যাগনা কার্টাকেই ব্রিটিশ শাসন তন্ত্রের বাইবেল এবং ইংল্যান্ডের প্রথম শাসনতন্ত্র বলা হয়।

ইতিহাসের স্মরণীয় যুদ্ধ সমূহ

কলিঙ্গের যুদ্ধ:

২৬১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে কলিঙ্গের যুদ্ধটি সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে সম্রাট অশোক কলিঙ্গরাজাকে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে এত বেশি প্রাণহানী (প্রায় এক লক্ষ) এবং হতাহতের ঘটনা ঘটে যে সম্রাট অশোক তীব্র অনুশোচনায় ভোগেন এবং জীবনে আর কখনো কোনো যুদ্ধ করেননি। এই যুদ্ধের বিভীষিকায় বা নির্মমতায় অনুতপ্ত হয়ে সম্রাট অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। তার মাধ্যমেই বৌদ্ধ ধর্ম সবচেয়ে বেশি বিস্তৃত হয় এবং বিশ্ব ধর্মে পরিণত হয়। তাই সম্রাট অশোককে বৌদ্ধ ধর্মের কনস্টেন্টাইন বলা হয়।

মহানবী (সা:) এর আমলের উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ সমূহ

যুদ্ধ	খ্রিস্টাব্দ	যুদ্ধ	খ্রিস্টাব্দ
বদরের যুদ্ধ	৬২৪	উহুদের যুদ্ধ	৬২৫
		খন্দকের যুদ্ধ	৬২৭
মক্কা বিজয়	৬৩০	খাইবারের যুদ্ধ	৬২৯
তাবুকের যুদ্ধ	৬৩৭		

তরাইনের যুদ্ধ সমূহ

তরাইনের প্রথম যুদ্ধ:

১১৯১ সালে মোহাম্মদ ঘোরী এবং পৃথ্বিরাজ চৌহানের মধ্যে তরাইনের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে পৃথ্বিরাজ চৌহান জয়লাভ করে।

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ:

১১৯২ সালে মোহাম্মদ ঘোরী ও পৃথ্বিরাজ চৌহানের মধ্যে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে মোহাম্মদ ঘোরী জয়লাভ করেন।

www.boighar.com

ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ:

পবিত্র ভূমি জেরুজালেম এবং কন্সটেন্টিনেপোল দখলে নেয়ার জন্য ইউরোপের খ্রিস্টানদের সম্মিলিত শক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে ১০৯৫ থেকে ১২৭২ সাল পর্যন্ত আটটি ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ পরিচালনা করে। প্রথম ক্রুসেড পরিচালনাকরী খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন গড ফ্রে আর মুসলমানদের পক্ষে নেতা ছিলেন কাজী আরসেনাল।

শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ:

ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড ফ্রান্সের সিংহাসন দাবী করলে ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় যা ১৪৫৩ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং ইতিহাসে এই যুদ্ধ শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য নাম ফ্রান্সের সেনাপতি বীরকন্যা জোয়ান অব আর্ক।

পানি পথের যুদ্ধ সমূহ

যুদ্ধ	সংগঠনকাল	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
পানি পথের ১ম যুদ্ধ	১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ	বাবর ও ইব্রাহীম লোদীর মধ্যে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে জয়লাভের মধ্য দিয়ে সম্রাট বাবর ভারতে মুঘল সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা করেন।
পানি পথের ২য় যুদ্ধ	১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ	সম্রাট আকবরের সেনাপতি বৈরাম খান ও হিমুর মধ্যে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে বৈরাম খান জয়লাভ করেন।
পানি পথের ৩য় যুদ্ধ	১৭৬১ খ্রিস্টাব্দ	আহমেদ শাহ আবদালী ও মারাঠাদের মধ্যে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে মারাঠারা পরাজিত হয়।

যুক্তরাজ্যের স্বাধীনতা যুদ্ধ:

১৭৭৬ সাল থেকে ১৭৮৩ সাল পর্যন্ত জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ট্রাফালগার যুদ্ধ:

১৮০৫ সালে সংঘটিত এই যুদ্ধে ইংল্যান্ড বাহিনী ফ্রান্স ও স্পেনের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে।

ওয়াটার লু যুদ্ধ:

‘ওয়াটার লু’ বেলজিয়ামের ব্রাসেলস থেকে ১১ মাইল দূরে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক স্থান। এটি একটি যুদ্ধ ক্ষেত্র। ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়ন বৃটেনের কাছে পরাজিত হলে তাকে ভূ-মধ্যসাগরীয় দ্বীপ সেন্ট এলবাতে নির্বাসন দেয়া হয়। কিন্তু নেপোলিয়ন সেখান থেকে পলায়ন করে ফ্রান্সে প্রবেশ করেন। এবং পুনরায় সেনাবাহিনী একত্রিত করে লিঙ্গির যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে ব্রুশ্যারকে পরাজিত করেন। ১৮১৫ সালে বেলজিয়ামের ওয়াটারলুতে বৃটিশ সেনাপতি আর্থার ওয়েলেসলির (উপাধি ডিউক অব ওয়েলিংটন) সাথে ঐতিহাসিক ওয়াটার লু যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। যুদ্ধে নেপোলিয়ন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন এবং তাকে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসনে দেয়া হয়। এই দ্বীপে ১৮২১ সালে তার জীবনাবসান হয়।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ:

১৮৫৪-১৮৫৬ পর্যন্ত ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও তুরস্কের যৌথ বাহিনীর সাথে রাশিয়ার যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাই ক্রিমিয়ার যুদ্ধ। এই যুদ্ধে রাশিয়া পরাজিত হয়। ক্রিমিয়া স্থানটি বর্তমানে ইউক্রেনে অবস্থিত।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধ:

১৮৬১-১৮৬৫ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১১টি সাউদার্ন স্টেটস ও নর্দান ফেডারেল স্টেটস এর মধ্যে গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ সময় ১৮৬৩ সালে আব্রাহাম লিংকন দাস প্রথা বিলোপ করেন। যুদ্ধে উত্তরের রাজ্যগুলো জয়ী হয়। এটি গেটিসবার্গ যুদ্ধ নামেও পরিচিত।

প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধ:

১৮৯৪-৯৫ সালে কোরিয়ার প্রশ্নে জাপানের সঙ্গে চীনের এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে জয়ী হলে ফরমোজা (বর্তমান তাইওয়ান) ও কোরিয়া জাপানের হস্তগত হয়।

দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ:

১৯৩১-১৯৩৩ সালে মাঞ্চুরিয়াকে কেন্দ্র করে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে জয়লাভ করে জাপান চীনের কাছ থেকে মাঞ্চুরিয়া দখল করে এবং মাঞ্চুকুয়ো নামে রাজ্য ঘোষণা করে।

কোরিয়া যুদ্ধ:

১৯৫০-১৯৫৩ সাল পর্যন্ত উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া মধ্যে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৯৫৩ সালে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় এই যুদ্ধের অবসান হয়।

ভিয়েতনাম যুদ্ধ:

১৯৫৫ সালে উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যে এ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। উত্তর ভিয়েতনামের পক্ষে চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধে

উত্তর ভিয়েতনাম জয় লাভ করে। ১৯৭৩ সালে প্যারিস শান্তি চুক্তির মাধ্যমে ১৯৭৫ সালে যুদ্ধ বিরতি কার্যকর হয়। ১৯৭৬ সালে দুই ভিয়েতনাম একত্রিত হয়ে যায়।

আরব - ইসরায়েল যুদ্ধ সমূহ

আরব ইসরায়েল যুদ্ধ হয় চারটি। যথাক্রমে ১৯৪৮, ১৯৫৬, ১৯৬৭ এবং ১৯৭৩ সালে।

প্রথম আরব ইসরায়েল যুদ্ধ:

১৯৪৮ সালে স্বাধীন ফিলিস্তিনের বুকো ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্ম হয়। জেরুজালেম নগরীটি ছিল আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণে। কিন্তু রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার পর পরই ইসরায়েল অবৈধভাবে জেরুজালেম নগরীকে করতলগত করার লক্ষ্যে আক্রমণ চালায়। এতে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশ সমূহ ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

দ্বিতীয় আরব ইসরায়েল যুদ্ধ:

১৯৫৬ সালে মিশর সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করলে মিশরের বিরুদ্ধে ইসরায়েল যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফ্রান্স ও বৃটেন ইসরায়েলকে সহায়তা করে। কিন্তু রাশিয়ার হুমকিতে ইসরায়েল যুদ্ধ বিরতি মেনে নেয়।

তৃতীয় আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ:

এই যুদ্ধ ১৯৬৭ সালে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ মাত্র ৬ দিন স্থায়ী ছিল। এই যুদ্ধে ইসরায়েল জেরুজালেমের বিরাট অংশ, সিনাই উপদ্বীপ, গোলান মালভূমি, পশ্চিম তীর, গাজা দখল করে ফেলে।

চতুর্থ আরব ইসরায়েল যুদ্ধ:

১৯৭৩ সালে সংঘটিত চতুর্থ আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের স্থায়ীত্ব ছিল মাত্র ১৮ দিন। এই যুদ্ধে মিশর সিনাই উপদ্বীপ পূর্ণদখল করে। এই যুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো প্রথমবারের মত পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে তেল অস্ত্র আরোপ করে।

ইরাক-ইরান যুদ্ধ:

শাত ইল আরব জলাধারের মালিকানা নিয়ে ১৯৮০-১৯৮৮ পর্যন্ত ইরান ও ইরাকের মধ্যে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

ইরাক-কুয়েত যুদ্ধ বা প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ:

১৯৯০ সালে ইরাক কুয়েত দখল করে এবং কুয়েতকে তার ১৯তম প্রদেশ হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯৯১ সালে মার্কিন বহুজাতিক বাহিনী কুয়েতকে মুক্ত করার জন্য যে যুদ্ধ পরিচালনা করে তাই প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ বা ইরাক-কুয়েত যুদ্ধ নামে পরিচিতি। ১৯৯১ সালেই ইরাক জাতিসংঘের শর্ত মেনে নিয়ে কুয়েত থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয় তবে কুয়েতকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয় ১৯৯৪ সালে।

ফকল্যান্ড যুদ্ধ:

ফকল্যান্ড ছিল আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত ব্রিটেনের একটি দ্বীপপুঞ্জ। ১৯৮২ সালে আর্জেন্টিনা এটি দখল করে নিলে ব্রিটেন ও আর্জেন্টিনার মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের সময় ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন লৌহ মানবী মার্গারেট থ্যাচার। যুদ্ধে ব্রিটেন জয়লাভ করে ফকল্যান্ড দ্বীপ পুনর্দখল করে। বর্তমানে এখানে ব্রিটেনের নৌঘাঁটি রয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ:

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় ১৯১৪ সালের ২৮ জুলাই। এইদিন বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভো শহরে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্ডিনান্ড এক সার্বীয় বাসীর গুলিতে নিহত হলে অস্ট্রিয়া এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সার্বিয়াকে দায়ী করে এবং সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই যুদ্ধে দুই দেশের বন্ধু রাষ্ট্রগুলো ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্র শক্তি ছিল সার্বিয়া, রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ইতালি এবং অক্ষশক্তি ছিল জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি ও বুলগেরিয়া। এই যুদ্ধে মিত্র বাহিনীর জয় হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্র বাহিনীর সামরিক বাহিনীর প্রধান ছিলেন জেনারেল ফ্চ। যুক্তরাষ্ট্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেয় ১৯১৭ সালে। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত হয় ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর বিশ্বনেতারা হলেন--

- রাশিয়ার জার দ্বিতীয় নিকোলাস
- ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম।
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তির নেতা

- জার্মানির চ্যান্সেলর বিসমার্ক।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি যুক্তরাষ্ট্রের ‘লুসিতানিয়া’ জাহাজটি ডুবিয়ে দিলে যুক্তরাষ্ট্র ১৯১৭ সালে সরাসরি মিত্রবাহিনীর পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ:

১৯৩৯ সালে ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানি, পোল্যান্ড আক্রমণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে জাপান, জার্মানি ও ইতালি ছিল অক্ষশক্তি এবং ব্রিটেন, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, কানাডা, পোল্যান্ড ইত্যাদি ছিল মিত্র শক্তি। ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর জাপান যুক্তরাষ্ট্রের নৌঘাঁটি পার্ল হারবারে বোমা বর্ষণ করলে যুক্তরাষ্ট্র মিত্র বাহিনীর পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেয়।

১৯৪৪ সালের ৬ জুন ইউরোপের মূল ভূ-খন্ডকে জার্মান দখল থেকে মুক্ত করার জন্য মিত্র বাহিনীর বিশাল সংখ্যক সেনা ফ্রান্সের নরম্যান্ডিতে অবতরণ করে। এই দিনটিকে ডি-ডে বলে এবং D-Day (Dawn Day) তে পরিচালিত এই অভিযানটির নাম অপারেশন ওভারলোড। ১৯৪৫

সালের ৮ মে জার্মানির নাৎসী বাহিনী মিত্র বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে। এই দিনটিকে বলে V-E Day (Victory Over Europe Day). যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট হিরোসিমাতে এবং ৯ আগস্ট নাগাসাকিতে যথাক্রমে লিটল বয় ও ফ্যাটম্যান নামে দুটি পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করলে ১৫ই আগস্ট জাপান আত্মসমর্পণ করে। এই বোমা ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রুম্যান। ১৯৪৫ সালের ২রা সেপ্টেম্বর জাপান আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্র বাহিনীর নেতৃবৃন্দ

- যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী উইলস্টন চার্চিল।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট ও হ্যারি এস ট্রুম্যান।
- সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট যোসেফ স্টালিন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অক্ষশক্তির নেতৃবৃন্দ

- জার্মানির চ্যান্সেলর এডলফ হিটলার।
- ইতালির প্রেসিডেন্ট বেনিতো মুসোলিনি।
- জাপানের সম্রাট হিরোহিতো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের সমরনায়ক ছিলেন আইসেন হাওয়ার এবং বৃটেনের সমরনায়ক ছিলেন জেনারেল মন্টেগোমারি। মন্টেগোমারি মরুভূমিতে যুদ্ধ করার জন্য ডেজার্ট ব্যাট উপাধি লাভ করেন।

বিপ্লব সমূহ

ফরাসি বিপ্লব:

১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই বাস্তিল দুর্গ আক্রমণের মধ্য দিয়ে ফরাসি বিপ্লব শুরু হয়। রুশো, ভলতেয়ার তাদের লিখনি দ্বারা ফরাসি বিপ্লবকে অনুপ্রেরণা যোগিয়েছিলেন। ফরাসি বিপ্লবের স্লোগান ছিল স্বাধীনতা, সমতা ও ভাতৃত্ব। ১৭৯৩ সালে সহস্র দর্শকের সম্মুখে রাজা যোড়শ লুইকে গিলোটিনে শিরঃচ্ছেদ করা হয়। ‘জেকোবিন’ নামের একটি ক্লাব ছিল ফরাসি বিপ্লবের অগ্রনায়ক। ফরাসি বিপ্লবের স্লোগানটি ছিল মূলত দার্শনিক রুশোর একটি বিখ্যাত উক্তি।

‘Man is born free, but is every where in chain’।

নেপোলিয়নকে বলা হত ফরাসি বিপ্লবের শিশু। নেপোলিয়ন ভূ-মধ্যসাগরের কর্সিকা দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন।

রুশ বিপ্লব:

১৯১৭ সালে পোটেভ্রাডে শ্রমিক ধর্মঘট শুরু হয়। জার দ্বিতীয় নিকোলাস এই ধর্মঘট ঠেকাতে ব্যর্থ হয়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ডুমার নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ‘অস্থায়ী রাশিয়ান সরকার’ গঠন করে। কিন্তু এই সরকারও জনগণের দাবী পূরণে ব্যর্থ হলে ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে বলশেভিক দলের নেতা লেলিন বিপ্লবের ডাক দেন। এই বিপ্লবই ইতিহাসে রুশ বিপ্লব নামে

পরিচিত। এই বিপ্লব মাত্র ১০ দিন স্থায়ী ছিল। এই বিপ্লব অক্টোবর বিপ্লব অথবা বলশেভিক বিপ্লব নামেও পরিচিত। এই বিপ্লবের পর ১৯১৮ সালে রাশিয়ার রাজধানী প্রোডোয়াড হতে মস্কোয় স্থানান্তর হয়। রুশ বিপ্লবের নায়ক লেলিনের মরদেহ মস্কোর রেড স্কয়ারে অবস্থিত লেলিন যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব:

১৯৬৬ সালে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মাও সে তুং এর নেতৃত্বে চায়নাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে এই বিপ্লব সংঘটিত হয়।

সবুজ বিপ্লব:

বিশ্ব শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে ষাট দশকের শেষ ভাগ পর্যন্ত কৃষি বিষয়ক গবেষণা, প্রযুক্তির পরিবর্তন, উচ্চফলনশীল জাতের বীজ ব্যবহার, সার ও কীটনাশকের ব্যবহারের কারণে কৃষিতে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয় তাই সবুজ বিপ্লব। সবুজ বিপ্লবের জনক মার্কিন কৃষি বিজ্ঞানি নরম্যান বোরলাউগ।

ইসলামী বিপ্লব:

১৯৭৯ সালে ইসলামী বিপ্লবের মাধ্যমে ইরান ইসলামী প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়। এই বিপ্লবের নায়ক ছিলেন ইমাম আয়তুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী। এ বিপ্লবের মাধ্যমে ইরানে পাহলাবি বংশের রাজতন্ত্রের পতন হয়। ইরানের শেষ রাজা ছিলেন শাহ মোহাম্মদ রেজা পাহলাবি।

অরেঞ্জ বিপ্লব:

২০০৪ সালে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি হলে এর প্রেক্ষিতে যে রাজনৈতিক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে তাই অরেঞ্জ বিপ্লব।

ভেলভেট বিপ্লব:

১৯৮৯ সালে সাবেক চেকোস্লোভাকিয়ায় সংগঠিত অহিংস সমাজতন্ত্র বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন ভেলভেট বিপ্লব নামে পরিচিত। এই বিপ্লবকে Gentle Revolutionও বলে। এই বিপ্লবের ফলে চেকোস্লোভাকিয়ায় একদলীয় কমিউনিস্ট শাসনের সমাপ্তি ঘটে।

বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অপারেশন সমূহ
বাংলাদেশ সম্পর্কিত অপারেশন সমূহ

অপারেশন সার্চ লাইট:

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বর ও নির্মম হামলা।

অপারেশন জ্যাকপট:

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি নৌ-শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য মুক্তিবাহিনীর পরিচালিত অভিযান।

অপারেশন ক্রোজডোর:

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর অবৈধ অস্ত্র জমা নেয়ার অভিযান।

অপারেশন মান্না:

১৯৯১ সালে উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকায় ব্রিটিশ রাজকীয় নৌ-বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত ত্রাণ তৎপরতা।

অপারেশন সি এঙ্গেলস:

১৯৯১ সালে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পর ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যে মার্কিন টাস্কফোর্স কর্তৃক পরিচালিত অভিযান।

অপারেশন স্ট্রাইকিং ফোর্স: ২০০২ সালে নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন ব্যাগ নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিচালিত অভিযান।

অপারেশন ক্লিনহার্ট: ২০০২-২০০৩ পর্যন্ত বাংলাদেশে সন্ত্রাসী অপরাধীদের শ্রেষ্ঠার এবং অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের জন্য যৌথ বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত অভিযান।

ভারত সম্পর্কিত অপারেশন সমূহ

অপারেশন ব্লু স্টার: ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক শিখদের পবিত্র উপাসনালয় স্বর্ণমন্দিরে পরিচালিত সেনা অভিযান।

অপারেশন বিজয়: ১৯৯৯ সালে কারগিল সীমান্তে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে ভারতের পরিচালিত অভিযান।

ইরাক সম্পর্কিত অপারেশন সমূহ:

অপারেশন ডেজার্ট স্ট্রম: ১৯৯১ সালে বহুজাতিক বাহিনী কর্তৃক ইরাকের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান। এটি প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ নামেও পরিচিত।

অপারেশন ডেজার্ট ফব্র:

১৯৯৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সম্মিলিত বাহিনী কর্তৃক ইরাকের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান।

অপারেশন ইরাকি ফ্রিডম: ২০০৩ সালে ইঙ্গমার্কিন বাহিনী কর্তৃক ইরাকে পরিচালিত সামরিক অভিযান। এটি দ্বিতীয় উপসাগরীয় যুদ্ধ নামেও পরিচিত।

আফগানিস্তান সম্পর্কিত অপারেশন সমূহ:

অপারেশন অ্যানাকোভা: আফগানিস্তানের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে তালেবান ও আলকায়দাকে পরাজিত করার জন্য ২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত অভিযান।

অপারেশন এন্ডুরিং ফ্রিডম: ২০০১ সালে আফগানিস্তানে ইঙ্গমার্কিন বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত অভিযান।

অপারেশন রেড ডন: ২০০৩ সালে সাদাম হোসেনকে গ্রেফতার করার জন্য মার্কিন বাহিনীর পরিচালিত অভিযান।

অপারেশন ওডিসি ডন: ২০১১ লিবিয়ার একনায়ক গাদ্দাফিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে যৌথ বাহিনীর পরিচালিত অভিযান।

অপারেশন জেরিনিমো: ২০১১ সালে পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদ শহরে লাদেনকে হত্যার জন্য মার্কিন বাহিনীর পরিচালিত অভিযান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরিচালিত অপারেশন সমূহ

অপারেশন সি লায়ন: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি কর্তৃক বৃটেনের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান।

অপারেশন বারবারোস: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি কর্তৃক রাশিয়ায় পরিচালিত সামরিক অভিযান।

অপারেশন ওভারলোড: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ১৯৪৪ সালের ৬ জুন ফ্রান্সের নরম্যান্ডি শহরে মিত্র বাহিনী কর্তৃক ফ্রান্সকে মুক্ত করার জন্য জার্মানির বিরুদ্ধে অভিযান। এই দিনটি আবার D-Day নামে পরিচিত।

অপারেশন হাফি: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইতালির বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন কর্তৃক পরিচালিত অভিযান।

অপারেশন লাস্ট চান্স: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নাৎসী যুদ্ধাপরাধীদেরকে খুঁজে বের করার অভিযান।

বিভিন্ন স্থানের নাম করণের উৎস

ফিলিপাইন: স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের নাম অনুসারে এদেশের নামকরণ করা হয়েছে ফিলিপাইন।

মর্মর সাগর: বিখ্যাত মর্মর দ্বীপ বা মার্বেল দ্বীপ এ সাগরে অবস্থিত বলে এ সাগরের নামকরণ করা হয়েছে মর্মর সাগর।

ব্লাক সি (কৃষ্ণ সাগর): শীতকালে এ সাগর ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন থাকে বলে এর নামকরণ করা হয়েছে ব্লাক সি বা কৃষ্ণ সাগর।

ইকুয়েডর: নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত বলে দেশটির নামকরণ করা হয়েছে ইকুয়েডর।

ইন্ডিয়া: ইন্ডিগো (Indigo) নাম থেকে এ নামের উৎপত্তি।

এভারেস্ট শৃঙ্গ: বৃটিশ ভারতের সার্ভেয়ার স্যার এভারেস্টের নাম অনুসারে এ শৃঙ্গের নামকরণ হয়েছে।

ওয়াশিংটন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের নাম অনুসারে এই প্রদেশের নামকরণ হয়েছে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ: কলম্বাস ভারত অভিযানে বের হয়ে ভুল করে এই স্থানে পৌঁছান। কলম্বাস মনে করেছিলেন তিনি ভারতের পশ্চিমের কোনো দ্বীপে পৌঁছে গেছেন। তার ভ্রান্ত ধারণা মেনে নিয়েই এ দ্বীপের নামকরণ হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

মেসোপটেমিয়া: গ্রীক শব্দ মোসো মানে দুই নদীর মধ্যবর্তী স্থানে। ইরাক টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যে অবস্থিত বলে এর নাম হয়েছিল মেসোপটেমিয়া।

স্পেন: আদি নাম হিস্পানিয়া থেকে এ নামের উৎপত্তি।

অস্ট্রেলিয়া: অস্ট্রেলিয়া শব্দের অর্থ এশিয়ার দক্ষিণাঞ্চল। এই দেশ এশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে বলে এর নাম হয়েছে অস্ট্রেলিয়া।

আমেরিকা: আমেরিগো ভেশপুচি নামক নাবিকের নাম অনুসারে এ নামের উৎপত্তি।

সাইবেরিয়া: প্রাচীন ভারতীয়দের রাজধানী সাইবার থেকে সাইবেরিয়া নামের উৎপত্তি।

হাঙ্গরি: 'হুন' জাতির নাম অনুসারে এই নাম।

হোয়াইট সি: এই সাগর প্রায় সারা বছর বরফে আচ্ছাদিত থাকে বলে এর নাম হোয়াইট সি বা সাদা সাগর।

কলম্বিয়া: কলম্বাসের নাম অনুসারে কলম্বিয়া নামকরণ হয়েছে।

গ্রিনল্যান্ড: এ দ্বীপের সৈকতে সবুজ পাতা বিশিষ্ট এক প্রকারের ছোট ছোট প্রচুর গাছ জন্মায়। এই গাছের পাতার রং থেকেই গ্রীণল্যান্ড নামের উৎপত্তি।

নিউজিল্যান্ড: ডাচ নাবিক তাসমান ১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে এ দ্বীপ আবিষ্কার করেন এবং হল্যান্ডের একটি প্রদেশ জিল্যান্ড এর নাম অনুসারে এর নামকরণ করেন নিউজিল্যান্ড।

বেলজিয়াম: বেলজা নামক প্রাচীন গোত্রের নাম অনুসারে এ নাম হয়েছে।

ফ্রান্স: এদেশে বসবাসকারী প্রাচীন গোত্র ফ্রাংক এর নাম অনুসারে এ নামের উৎপত্তি।

মেক্সিকো: এ দেশে বসবাসকারী আজিকাস সম্প্রদায়ের রণদেবতা মেক্সিটির নাম অনুসারে মেক্সিকোর নাম করণ হয়েছে।

বিশ্বের সপ্তাশ্চর্য

সপ্তাশ্চর্যের নাম	অবস্থান
চিচেন ইতজা	মেক্সিকোর জুকাট্যান উপদ্বীপ
স্ট্যাচু অব লিবার্টি দ্য রিডিয়ার	রিও ডি জেনিরিও, ব্রাজিল
চীনের মহাপ্রাচীর	চীন
ম্যচু পিছু	আন্দিজ পর্বতমালা, পেরু
পেত্রা নগরী	জর্ডান

রোমের কলোসিয়াম	রোম, ইতালি।
তাজমহল	আগ্রা, ভারত

বিশ্বের প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য

দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদী ও বনভূমি	ইন্দোনেশিয়ার কমোডো পার্ক
ভিয়েতনামের হা লং বে	ফিলিপাইনের আন্ডারওয়াউন্ড রিভার পুয়েটো পিন্সিকা
আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের ইগুয়াজু জলপ্রপাত	দক্ষিণ আফ্রিকার টেবিল মাউন্টেন
দক্ষিণ কোরিয়ার জেজু দ্বীপ	

পারমাণবিক তথ্য

দেশ	প্রথম পারমাণবিক বোমার অধিকারী হওয়ার সাল
যুক্তরাষ্ট্র	১৯৪৫
রাশিয়া	১৯৪৯
ব্রিটেন	১৯৫২
ফ্রান্স	১৯৬০
চীন	১৯৬৪
ভারত	১৯৭৪
পাকিস্তান	১৯৯৮
উত্তর কোরিয়া	২০০৬
ইসরায়েল	

দেশ	বিস্ফোরণ স্থান	অবস্থান
যুক্তরাষ্ট্র	আলমাতাদো	মেক্সিকো মরুভূমি
	বিকিনি	প্রশান্ত মহাসাগর
ফ্রান্স	মরুরূয়া দ্বীপ	প্রশান্ত মহাসাগর
চীন	লুপনর	সিংকিয়াং
ভারত	পোখরান	রাজস্থান
পাকিস্তান	চাগাই	বেলুচিস্তান

দেশ	ক্ষেপণাস্রের নাম
ভারত	অগ্নি-১, অগ্নি-২, পৃথ্বী, ত্রিশূল
পাকিস্তান	ঘোঁরী, আবদালী, বাবুর- ১, ২, ৩
যুক্তরাষ্ট্র	প্যাট্রিয়ট, টোমাহক
ইরান	হাতফ
ইসরায়েল	জেরিকো
ইরাক	স্কাট

- পাকিস্তানের পারমানবিক বোমার জনক আব্দুল কাদির।
- ভারতের পারমানবিক বোমার জনক এ.পি.জে আব্দুল কালাম।
- বিশ্বের একমাত্র দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা ১৯৯১ সালে পারমানবিক অস্ত্রের অধিকারি হয়েও পরমানু অস্ত্রসম্ভার ধ্বংস করে।
- সবচেয়ে বেশি পরমানবিক অস্ত্রের মজুদ আছে রাশিয়াতে।
- সামরিক শক্তিতে শীর্ষদেশ যুক্তরাষ্ট্র, এশিয়াতে চীন, সার্কভুক্ত দেশসমূহে- ভারত।
- অস্ত্র রপ্তানিতে শীর্ষদেশ যুক্তরাষ্ট্র এবং আমদানিতে ভারত।
- সামরিক ব্যয়ে শীর্ষ দেশ যুক্তরাষ্ট্র।

কয়েকটি আন্তর্জাতিক রুট

ইউরো ট্যানেল: ইংলিশ চ্যানেলের নিচ দিয়ে বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যকার সুড়ঙ্গ রেলপথ।
সিঙ্ক রুট: চীন ও পাকিস্তানের মধ্যে কারাকোরাম পর্বতের মধ্যদিয়ে নির্মিত সড়ক পথ।
নিউ সিঙ্ক রুট: তুর্কমেনিস্তান ও ইরানের মধ্যকার রেলপথ।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিমান সংস্থা

- ১। বাংলাদেশ- বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্স।
- ২। ভারত- এয়ার ইন্ডিয়া
- ৩। পাকিস্তান- পিআইএ (পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ার লাইন্স)
- ৪। ইন্দোনেশিয়া- গারুদা।
- ৫। ডেনমার্ক- স্ক্যান্ডিনেভিয়ান এয়ারলাইন্স
- ৬। বেলজিয়াম- সাবিনা ওয়ার্ল্ড এয়ার লাইন্স
- ৭। গ্রিস- অলিম্পিক এয়ার ওয়েজ
- ৮। জার্মানি- লুফথানসা
- ৯। স্পেন- ইবেরিয়া
- ১০। পানামা- কোপা
- ১১। ব্রাজিল- বারিজ
- ১২। রাশিয়া- এরোফ্লোট
- ১৩। পর্তুগাল- টেপ এয়ার পর্তুগাল
- ১৪। যুক্তরাজ্য- বৃটিশ এয়ার ওয়েজ, ইজি জেট
- ১৫। যুক্তরাষ্ট্র- ট্রান্স ওর্যান্ড এয়ার লাইন্স, ডেলটা এয়ার লাইন্স, কন্টিনেন্টাল এয়ার লাইন্স।
- ১৬। চীন- ক্যাথে প্যাসিফিক
- ১৭। অস্ট্রেলিয়া- কোয়ান্টাস এয়ারওয়েজ
- ১৮। আয়ারল্যান্ড- রাইয়ান এয়ার
- ১৯। কলম্বিয়া- এভিয়ানকা
- ২০। জাপান- অল নিপ্পন এয়ারওয়েজ (এএনএ)
- ২১। নেদারল্যান্ড- কেএলএম
- ACARS (Aircraft Communications Addressing Reporting) শব্দটি বিমান সংস্থার সাথে সম্পর্কিত।

বিশ্বের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর

ভারত- সান্তা ক্রুজ বিমানবন্দর (বোম্বে)

থাইল্যান্ড- সুবর্ণভূমি বিমানবন্দর (ব্যাংকক)

সৌদি আরব- কিং ফাহাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (এটি আয়তনে বিশ্বের বৃহত্তম বিমানবন্দর)।

জাপান- নরিতা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, টোকিও।

সুইজারল্যান্ড- জুরিখ বিমানবন্দর

জার্মানি- ফ্রাঙ্কফুট বিমানবন্দর, মিউনিখ বিমানবন্দর।

যুক্তরাজ্য- হিথ্রো এয়ারপোর্ট, লন্ডন। গ্যাটহিউক এয়ারপোর্ট, লন্ডন।

ফ্রান্স- চার্লস দ্য গল এয়ারপোর্ট, প্যারিস।

যুক্তরাষ্ট্র- মিয়ামি আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট

➤ হার্টসফিল্ড জ্যাকসন আটলান্টা আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট (এটি বিশ্বের ব্যস্ততম বিমানবন্দর)।

➤ HZ সৌদি আরবের বেসামরিক বিমানের প্রতীক।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংবাদ সংস্থা

AFP (Agency France Press) - ফ্রান্স (এটি বিশ্বের প্রাচীনতম সংবাদ সংস্থা)

BSS (Bangladesh Songbad Songstha) - বাংলাদেশ

ENA (Eastern News Agency) - বাংলাদেশ

UNB (United News of Bangladesh) - বাংলাদেশ

APP (Associate Press of Pakistan) - পাকিস্তান

MENA (Middle East News Agency) - মিশর

R.S.S (Rashtriya Somachar Songstha) - নেপাল

ওয়াফা- ফিলিস্তিন

Fairfax- - অস্ট্রেলিয়া

NNN (Nam News Network) - Nam এর বার্তা সংস্থা

Barnama (বারনামা) - মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা

SPA (Soudi Arabia Press Agency) - সৌদি আরব

VOA (Voice of America) - যুক্তরাষ্ট্র

INA (Iran News Agency) - ইরান

JTA (Jeus Telegraph Agency) - ইসরায়েল

সিনহুয়া- চায়না

নভোস্তি, তাস, Interfax - রাশিয়া

রয়টার্স- যুক্তরাজ্য (বিশ্বের বৃহত্তম সংবাদ সংস্থা)

AP (Associate Press) – যুক্তরাষ্ট্র

BBC (British Broadcasting Corporation) – যুক্তরাজ্য

CNN (Cable News Network) – যুক্তরাষ্ট্র

আল জাজিরা- কাতারের দোহা ভিত্তিক স্যাটেলাইট চ্যানেল।

U.S.A এর প্রথম ইসলাম ধর্মভিত্তিক টিভি চ্যানেল আল হুররা

BBC এর সদর দপ্তর লন্ডনে (ব্রডকাস্টিং হাউজ)। পূর্বে সদরদপ্তরের নাম ছিলো বুশ হাউস।

বিভিন্ন দেশের প্রধান সংবাদপত্র

পত্রিকার নাম	দেশের নাম	পত্রিকার নাম	দেশের নাম
টাইমস্	লন্ডন, UK	প্রাভদা	মস্কো
সানডে	লন্ডন, UK	আশাহি শিমবুন, ইয়ামিয়োরি শিমবুন	টোকিও, জাপান
টাইম	নিউইয়র্ক, U.S.A	সানডে	ভারত
দ্যা টাইমস্ অব ইন্ডিয়া	ভারত	ইন্ডিপেন্ডেন্ট	লন্ডন
হেরাল্ড ট্রিবিউন	নিউইয়র্ক, U.S.A	এশিয়া উইক	হংকং
পিপলস্ ডেইলি	চায়না	ইকনোমিস্ট	লন্ডন
ডেইল জং	পাকিস্তান	ইউরোমানি	লন্ডন
ডন (Dawn)	পাকিস্তান	আকবর	মিশর
গার্ডিয়ান	লন্ডন, UK	আল আহরাম	মিশর
মারদেকা	ইন্দোনেশিয়া	ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল	নিউইয়র্ক, U.S.A
ডেইলি মিরর	লন্ডন, UK		

- Yomiuri Shimbun বিশ্বের সর্বাধিক বিক্রিত দৈনিক সংবাদপত্র।
- The times of India বিশ্বের সর্বাধিক বিক্রিত ইংরেজি দৈনিক।

ইন্টারনেট

- বিশ্বের সর্বাধিক ইন্টারনেট ব্যবহারকারি দেশ চীন।
- বিশ্বে প্রথম ইন্টারনেট চালু হয় ১৯৬৯ সালে।
- বাংলাদেশে ইন্টারনেট চালু হয় ১৯৯৬ সালে।
- ইন্টারনেটের জনক ভিন্টন জি কার্ফ।
- WWW এর জনক টিম বার্নার্স লি। WWW (World Wide Web)
- ই-মেইল এর জনক- রে টমলিনসন।
- সার্চ ইঞ্জিনের জনক- এলান এমটাজ।

বিশ্বের সামরিক তথ্য

- সৈন্য সংখ্যায় বিশ্বের বৃহত্তম সেনাবাহিনীর দেশ চীন।

- বিশ্বের বৃহত্তম সামরিক বাজেটের দেশ যুক্তরাষ্ট্র।
- মালদ্বীপের সেনাবাহিনীর নাম MNDF (Maldives National Defence Force)। প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০৬ সালে।
- মধ্য আমেরিকার দেশগুলোর মধ্যে কোস্টারিকার স্থায়ী সেনাবাহিনী নেই।
- ১৯৮৬ সালে ইউক্রেনের চেরনোবিলে ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ পারমানবিক দুর্ঘটনা ঘটে।
- ২০০০ সালে ব্যারেট সাগরে রাশিয়ার পারমানবিক সাবমেরিন ‘কুরস্ক’ নিমজ্জিত হয়।
- ২০১১ সালের ১১ মার্চ জাপানে স্মরণকালের ভয়াবহতম ভূমিকম্প এবং সুনামি সংঘটিত হলে ১২ মার্চ, ২০১১ জাপানের ফুকুশিমা পারমানবিক কেন্দ্রে বিস্ফোরণ ঘটে।
- সবচেয়ে বেশি পারমানবিক অস্ত্রের মজুদ আছে রাশিয়ার।
- সবচেয়ে বেশি পারমানবিক চুল্লি আছে যুক্তরাষ্ট্রের।
- ১৯৪৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র নিউমেক্সিকোর মরুভূমিতে বিশ্বের সর্বপ্রথম দেশ হিসেবে পারমানবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় যা ট্রিনিটি টেস্ট নামে পরিচিত।
- রাডারের নজর এড়াতে সক্ষম মার্কিন জঙ্গি বিমানের নাম স্টিলথ।
- সি-১৩০ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি সামরিক পরিবহন বিমান।
- বি-৫২ যুক্তরাষ্ট্রের বোমারু বিমান।
- মিগ-২১, মিগ-২৯, রাশিয়ার যুদ্ধ বিমান।
- যুক্তরাষ্ট্রের প্যাট্রিয়ট ক্ষেপনাস্ত্রটি ব্যবহৃত হয় আক্রমণকারী ক্ষেপনাস্ত্র ধ্বংস করার লক্ষ্যে।
- মার্কিন প্রেসিডেন্টকে বহনকারী বিমানের নাম এয়ার ফোর্স ওয়ান।
- নাপাম এক ধরনের রাসায়নিক বোমা যার বিস্ফোরণে মানুষ মরে কিন্তু দালান ও স্থাবর সম্পত্তির কিছুই হয় না।
- ‘Spy in the sky’ হল প্রতিরক্ষা বিষয়ক একটি উপগ্রহ।
- ড্রোন হচ্ছে চালক বিহীন বোমারু বিমান।
- আমেরিকার মূল ভূখণ্ডের বাইরে সবচেয়ে বড় নেভাল ফোর্স সগুম নৌ-বহর। এর প্রধান ঘাঁটি প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানে ‘ইয়াকোসোকা’।

বিশ্বের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সমূহ

- বিশ্বে প্রথম ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু হয় গ্রীসে।
- বিশ্বের প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম ব্যাংক অব ইংল্যান্ড।

দেশ	ব্যাংকের নাম
বাংলাদেশ	বাংলাদেশ ব্যাংক
ভারত	রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া
পাকিস্তান	স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান
যুক্তরাষ্ট্র	ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম
রাশিয়া	দি গস ব্যাংক

তুরষ্ক	মারকেজ ব্যাংকাসি
জার্মানি	গুয়েভার্স বার্গ
সুইডেন	রিকস ব্যাংক
মালয়েশিয়া	ব্যাংক নেগারা মালয়েশিয়া
চীন	সেন্ট্রাল ব্যাংক অব চায়না
মালদ্বীপ	মালদ্বীপ মানিটারি অথরিটি

কৃষিজ সম্পদ

কৃষিজ পণ্য	উৎপাদনকারী দেশ	রপ্তানিকারক দেশ	আমদানিকারক দেশ
ধান/চাল	চীন	ভারত	চীন
গম	চীন	যুক্তরাষ্ট্র	মিসর
ভুট্টা	যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাষ্ট্র	জাপান
সয়াবিন	যুক্তরাষ্ট্র	আর্জেন্টিনা	
চা	চীন	কেনিয়া	যুক্তরাষ্ট্র
কফি	ব্রাজিল	ব্রাজিল	যুক্তরাষ্ট্র
আপেল	চীন	চীন	
চিনি	ব্রাজিল	ব্রাজিল	
পাট	ভারত	ভারত	যুক্তরাষ্ট্র
রাবার (প্রাকৃতিক)	থাইল্যান্ড	থাইল্যান্ড	
পাম ওয়েল	ইন্দোনেশিয়া	ইন্দোনেশিয়া	
তামাক	চীন		
তুলা	ভারত	যুক্তরাষ্ট্র	
মৎস্য	চীন	চীন	যুক্তরাষ্ট্র
ইক্ষু	ব্রাজিল	ব্রাজিল	

- পৃথিবীর প্রায় সমুদয় চা উৎপন্ন হয় এশিয়া মহাদেশে।
- চা এর আদিবাস চীন।
- পৃথিবীর শীর্ষ রপ্তানিকারক দেশ চীন এবং শীর্ষ আমদানিকারক দেশ যুক্তরাষ্ট্র।
- পানীয় হিসেবে কফির ব্যবহার প্রথম শুরু হয় ইয়েমেনে।
- পৃথিবীর অর্ধেক পাট উৎপন্ন হয় ভারতে।
- পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ সেগুন কাঠ উৎপাদনকারী দেশ মিয়ানমার।
- পশম উৎপাদনে শীর্ষ দেশ চীন।
- কোকো উৎপাদনে ও ব্যবহারে শীর্ষ দেশ আইভরি কোস্ট।

খনিজ সম্পদ

খনিজের নাম	উৎপাদনকারী দেশ	রপ্তানিকারক দেশ	আমদানিকারক দেশ
লোহা	চীন	অস্ট্রেলিয়া	যুক্তরাষ্ট্র
প্রাকৃতিক গ্যাস	যুক্তরাষ্ট্র	রাশিয়া	যুক্তরাষ্ট্র
কয়লা	চীন	অস্ট্রেলিয়া	
খনিজ তেল	রাশিয়া	সৌদি আরব	যুক্তরাষ্ট্র
হীরক	বতসোয়ানা	ভারত	
স্বর্ণ	চীন		
রৌপ্য	পেরু		
তামা	চিলি	চিলি	
টিন	চীন		
বক্সাইট	অস্ট্রেলিয়া		

- পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হীরক খনি দক্ষিণ আফ্রিকার কিম্বার্লি।
- পৃথিবীর সবচেয়ে বড় স্বর্ণ খনি দক্ষিণ আফ্রিকার জোহান্সবার্গ।
- পৃথিবীর সর্ববৃহৎ তামার খনি চিলিতে। www.boighar.com
- পৃথিবীর সর্ববৃহৎ অত্র উৎপাদন ও রপ্তানিকারক দেশ ভারত।

শিল্প সম্পদ

- পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্প প্রধান দেশ যুক্তরাষ্ট্র।
- পাট শিল্পের জন্য বিখ্যাত শহর নারায়নগঞ্জের ভাঙি।
- সিনেমা শিল্পে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ দেশ যুক্তরাষ্ট্র।
- জাহাজ নির্মাণ শিল্পে সর্বাপেক্ষা উন্নত দেশ যুক্তরাজ্য।
- তৈরী পোষাক রপ্তানীতে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশ চীন।
- হলিউড অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলসে। এটি পৃথিবীর বৃহত্তম সিনেমা শিল্প নগরী।
- ঘড়ি শিল্পের জন্য বিখ্যাত সুইজারল্যান্ডের জেনেভা।
- অটোমোবাইলের জন্য বিখ্যাত যুক্তরাষ্ট্রের ডেট্রয়েট।

মোটর গাড়ি নির্মাতা দেশ

Country	Brand	Country	Brand
Germany	BMW, Mercedes	India	TATA
Sweden	Volvo	U.S.A	Ford
U.K	Jaguar	Japan	Toyota, Honda, Suzuki, Nissan

মেসোপটেমিয়া সভ্যতা

বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতা মেসোপটেমিয়া। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ অব্দে ইরাকে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর উর্বর তীরাঞ্চলে মেসোপটেমীয় সভ্যতার বিকাশ ঘটে। ‘মেসোপটেমিয়া’ একটি গ্রিক শব্দ। এর অর্থ দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূমি। মেসোপটেমিয়া সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সুমেরীয় সভ্যতা, ব্যাবিলনীয় সভ্যতা, অ্যাসেরীয় সভ্যতা ও ক্যালডীয় সভ্যতা।

সুমেরীয় সভ্যতা: মেসোপটেমিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা গড়ে তুলেছিল সুমেরীয়গণ। সুমেরীয়দের আয়ের মূল উৎস ছিল কৃষি। তারা উন্নত সেচ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। সুমেরীয়গণ ‘কিউনিফর্ম’ নামে একটি নতুন লিপির উদ্ভাবন করে। জলঘড়ি ও চন্দ্রপঞ্জিকার আবিষ্কার সুমেরীয়দের গুরুত্বপূর্ণ অবদান। সভ্যতায় সুমেরীয়দের সবচেয়ে বড় অবদান ‘চাকা’ আবিষ্কার।

ব্যাবিলনীয় সভ্যতা: সিরিয়ার মরুভূমি অঞ্চলের আমোরাইট জাতি মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে একটি নগর সভ্যতা গড়ে তোলে। ব্যাবিলনীয় সভ্যতার স্থপতি ছিলেন বিখ্যাত আমোরাইট নেতা হাম্মুরাবি। পৃথিবীতে প্রথম লিখিত আইনের প্রচলন হয় ব্যাবিলনে। প্রথম লিখিত আইন প্রণেতা ছিলেন ব্যাবিলনীয় সভ্যতার স্থপতি হাম্মুরাবি। কিউনিফর্ম লিপিতে লেখা হয় বিখ্যাত মহাকাব্য ‘গিলগামেশ’। পৃথিবীর প্রাচীনতম মানচিত্র পাওয়া যায় ব্যাবিলনে।

অ্যাসেরীয় সভ্যতা: ইতিহাসে আসিরিয়ার পরিচয় সামরিক রাষ্ট্র হিসাবে। আসিরীয়রা প্রথম বৃত্তকে ৩৬০° তে ভাগ করে। পৃথিবীকে সর্বপ্রথম তারা অক্ষাংশ (Latitudes) ও দ্রাঘিমাংশে (Longitudes) ভাগ করেছিল।

ক্যালডীয় সভ্যতা: ক্যালডীয় সভ্যতা ইতিহাসে ‘নতুন ব্যাবিলনীয় সভ্যতা’ নামেও পরিচিত। ক্যালডীয় সভ্যতার স্থপতি ছিলেন সম্রাট নেবুচাদনেজার। ‘ব্যাবিলনের শূন্যউদ্যান’ নির্মাণের জন্য তিনি অমর হয়ে আছেন। ক্যালডেরীয়রাই প্রথম সপ্তাহকে ৭ দিনে বিভক্ত করে। আবার প্রতিদিনকে ১২ জোড়া ঘণ্টায় ভাগ করার পদ্ধতি তারা বের করে।

প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা

মিশরে নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ অব্দে। নীল নদকে কেন্দ্র করে মিশরের এ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল বলে গ্রিক ইতিহাসবিদ হেরোডোটাস মিশরকে বলেছেন ‘নীল নদের দান’। মিশর কতগুলো ছোট ছোট নগর রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। এগুলোকে বলা হত ‘নোম’। ‘মেফিস’ নামের এক রাজা সমগ্র মিশরকে একত্রিত করে একটি নগর রাষ্ট্র গড়ে তোলেন। ফারাও ইখনাটন সভ্যতার ইতিহাসে সর্বপ্রথম এক ঈশ্বরের ধারণা দেন। প্রাচীন মিশরের রাজাদের বলা হত ‘ফারাও’। ফারাও রাজাদের মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য তৈরি করা হয় পিরামিড। পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতন কীর্তিস্তম্ভ পিরামিড। মিশরের সবচেয়ে বড় পিরামিড হচ্ছে ফারাও খুফুর পিরামিড। মিশরীয় ভাস্করদের সবচেয়ে বড় গৌরব ‘স্ফিংস’ তৈরিতে। স্ফিংসের দেহ সিংহের আকৃতির, আর মাথা ছিল ফারাওয়ের। ফারাওদের আভিজাত্য শক্তির প্রতীক ছিল এ মূর্তি। ১৯৯২ সালে তুতেনখামেনের সমাধি আবিষ্কার হয়। অক্ষরভিত্তিক মিশরীয় চিত্রলিপিকে বলা হয়

‘হায়ারোগ্লিফিক’। গ্রিক শব্দ ‘হায়ারোগ্লিফিক’ অর্থ পবিত্রলিপি। ‘প্যাপিরাস নামক এক ধরনের নল গাছের বাকল দিয়ে সাদা রঙের কাগজও তৈরি করত তারা।

মিশরীয়রা সর্বপ্রথম ১২ মাসে ১ বছর, ৩০ দিনে ১ মাস এই গণনারীতি চালু করেন। যেহেতু ফারাও মৃত্যুর পর পরকালে রাজা হবেন সেহেতু তাঁর মৃতদেহকে পচন থেকে রক্ষার জন্য মিশরীয় বিজ্ঞানীরা মমি তৈরি করতে শেখেন।

সিন্ধু সভ্যতা

এটি ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতা। প্রায় ৩৫০০ বছর পূর্বে দ্রাবিড় জাতি এ সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। এ প্রাচীন সভ্যতা আবিষ্কৃত হয় ১৯২২ সালে। সভ্যতাটি ‘সিন্ধু সভ্যতা’ নামে পরিচিত। সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কারক জন মার্শাল, ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

ফিনিশীয় সভ্যতা

প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে ফিনিশীয়দের পরিচয় শ্রেষ্ঠতম নাবিক ও জাহাজ নির্মাতা হিসাবে। ধ্রুবতারা দেখে তারা দিক নির্ণয় করত। এ কারণে ধ্রুবতারা অনেকের কাছে ‘ফিনিশীয় তারা’ নামে পরিচিত ছিল। সভ্যতার ইতিহাসে ফিনিশীয়দের সবচেয়ে বড় অবদান হল বর্ণমালা এর উদ্ভাবন। তারা ২২টি ব্যঞ্জনবর্ণের উদ্ভাবন করে।

পারস্য সভ্যতা

আজকের ইরান প্রাচীনকালে পারস্য নামে পরিচিত ছিল। জরথুষ্ট্র নামে পারস্যে এক ধর্মগুরু ও দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটে। জরথুষ্ট্র কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্ম ‘জরথুষ্ট্রবাদ’ নামে পরিচিত। ৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে গ্রিক বীর আলেকজান্ডার অধিকার করে নেন সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্যকে।

স্পার্টা ও এথেন্স উভয় দেশ একে অন্যের শত্রু ছিল। এক সময় এই দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়।

গ্রিক সভ্যতার সাথে দুইটি সংস্কৃতির নাম জড়িয়ে আছে। একটি ‘হেলেনিক’ এবং অন্যটি ‘হেলেনিস্টিক’। গ্রিসের প্রধান শহর এথেন্সে গুরু থেকেই যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, তাকে বলা হয় হেলেনিক সংস্কৃতি।

গ্রিকরা বহুদেবতায় বিশ্বাসী ছিল। গ্রিকদের প্রধান দেবতা ছিলেন জিউস। গ্রীকবাসী বিশ্বাস করত দেবতাদের বাস অলিম্পাস পর্বতের চূড়ায়।

গ্রিক দেবী বা দেবতার নাম	পরিচিতি
আফ্রোডায়িট	ভালোবাসা
অ্যাপোলো	সূর্য
আরটেমিস	উর্বরতা
জিউস	দেবতাদের রাজা

গ্রিকদের সবচেয়ে বড় অবদান ছিল দর্শন চর্চায়। সক্রেটিস ছিলেন দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান। অন্যান্য শাসনের প্রতিবাদ করায় শাসক গোষ্ঠী ৩৯৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এ মহান দার্শনিককে হেমলক লতার তৈরি বিষ খাইয়ে হত্যা করে। সক্রেটিসের ছাত্র দার্শনিক প্লেটো। তিনি

‘রিপাবলিক’ নামক গ্রন্থ রচনা করে। প্লেটোর ছাত্র এরিস্টটল। তাঁর একটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম ‘পলিটিক্স’।

গ্রিক মহাকাবি হোমার রচনা করেন মহাকাব্য ‘ইলিয়ড’ এবং ‘ওডিসি’। নাট্যকার সফোক্লিসের বিখ্যাত ট্রাজেডি ‘রাজা ঈদিপাস’। গ্রিক ইতিহাসবেত্তা হেরোডোটাসকে ইতিহাসের জনক বলা হয়। অন্য খ্যাতিমান ইতিহাসবিদ ছিলেন ‘থুকুডাইডিস’। তাঁকে বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের জনক বলা হয়।

গ্রিক বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কন করেছিলেন। তারাই প্রথম প্রমাণ করেছিলেন যে পৃথিবী একটি গ্রহ এবং তা নিজ কক্ষপথে আবর্তিত হয়। বিখ্যাত গ্রিক গণিতবিদ ‘পিথাগোরাস এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানী হিপোক্রেটিস যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

➤ খ্রিস্টপূর্ব ৭৭৬ অব্দে গ্রিসে অলিম্পিক প্রতিযোগিতার জন্ম হয়।

রোমান সভ্যতা

প্রাচীনকালের অধিকাংশ সভ্যতা নদীমাতৃক হলেও রোমান সভ্যতা নদীমাতৃক ছিল না। ইতালির ছোট্ট শহর রোমকে কেন্দ্র করে রোমান সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। ল্যাটিন রাজা রোমিউলাস একটি নগরীর পত্তন করেন। রাজার নামেই নগরীর নাম হয় রোম।

রোমের সবচেয়ে খ্যাতিমান সম্রাট ছিলেন জুলিয়াস সিজার। তাঁর বিখ্যাত উক্তি ‘এলাম, দেখলাম, জয় করলাম’। মিশরের রাজকন্যা ক্লিওপেট্রাকে ইতিহাসে Serpent of the Nile বলা হয়।

➤ ভার্জিলের মহাকাব্য ‘ইনিড’ বহুভাষায় অনূদিত হয়েছে। খ্যাতিমান এই কবি রোমে জন্ম নিয়েছিলেন।

➤ কলোসিয়াম নামে রোমে তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে বড় নাট্যশালা তৈরি হয়েছিল। একসাথে ৫৬০০ দর্শক বসতে পারত।

ইনকা সভ্যতা

পেরুর দক্ষিণাংশে শক্তিশালী ইনকা সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। ইনকা সভ্যতার ব্যাপ্তিকাল ছিল ১৪৩৮-১৫৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ইনকা সভ্যতার সম্রাটগণ তাদের বাসস্থান হিসাবে মাচু-পিকু নগরী গড়ে তুলেছিলেন।

আদিবাসী গোষ্ঠী

আদিবাসী সম্প্রদায়	অবস্থান	বিশেষ তথ্য
Zulu (জুলু)	South Africa	
Pygmy (পিগমি)	Central Africa	পৃথিবীর সবচেয়ে খর্বকায় জাতি।
Massi (মাসাই)	Kenya, Tanzania	
Maori (মাওরি)	New Zealand	
Kurdi (কুর্দি)	Iran, Iraq, Syria, Turkey	
Afridi (আফ্রিদি)	Pakistan	
Gurkha (গুর্খা)	Nepal	

Toda (টোডা)	India	সমাজে বহুস্বামী ভিত্তিক পরিবার দেখা যায়।
Naga (নাগা)	India	
Bedya (বেদে)	Indian Subcontinent	যাযাবর জাতি বিশেষ।
Eskimos (এস্কিমো)	Siberia (Russia), Alaska (USA), Canada, Greenland	এস্কিমোর শিকারের জন্য কুকুর চালিত যে গাড়ি ব্যবহার করে তার নাম স্লেজ (Sledge)। স্লেজ গাড়ি চালাতে Siberian Huskies বা Alaskan malamutes কুকুর ব্যবহৃত হয়।
Red Indian (রেড ইন্ডিয়ান)	America	আমেরিকার আদি অধিবাসী।

আদি মানব

জাভা মানব: ১৮৯১ সালে ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত পূর্ব জাভার সোলো নদীর তীরে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মাথার খুলি আবিষ্কৃত হয়। এই আদি মানবের নাম দেওয়া হয় ‘জাভা মানব’।

হেইডেলবার্গ মানব: জার্মানির হেইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক প্রাগৈতিহাসিক মানুষের নিচের চোয়ালের হাড় আবিষ্কার করেন এবং নামকরণ করেন ‘হেইডেলবার্গ মানব’।

পিকিং মানব: পিকিংয়ের নিকট পাওয়া যায় প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মাথার খুলি। এ আদি মানুষের নাম দেওয়া হয় ‘পিকিং মানব’।

লুসি: ইথিওপিয়ায় আবিষ্কৃত কংকালটির নামকরণ করা হয় লুসি।

ধর্ম

ইসলাম ধর্ম

দুনিয়ার প্রথম মানুষ হযরত আদম (আঃ) আল্লাহ প্রেরিত প্রথম নবী। হযরত ইব্রাহীম (আ.) কে মুসলিম জাতির আদি পিতা বলা হয়। হেবরনে তাঁর মাযার অবস্থিত। প্রাক-ইসলামিক আরবে একশ্বরবাদীদের হানিফ বলা হতো।

হযরত মুহম্মদ (স.) আরব দেশের মক্কা নগরীতে কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সত্যবাদিতার জন্য আরবের লোকেরা তাঁকে আল-আমিন বা বিশ্বাসী বলে ডাকত। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি নবুয়্যাত প্রাপ্ত হন বা নবী হন। হযরত মুহম্মদ (স.) আল্লাহর আদেশে তখন একদিন মক্কা থেকে মদীনা চলে যান। ইতিহাসে এ ঘটনাকে হিজরত বলা হয়। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে এ ঘটনা ঘটে। এ বছর থেকে হিজরী সাল গণনা করা হয়। ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি মক্কার কুরাইশদের সাথে বিখ্যাত ‘হুদাইবিয়ার সন্ধি’ করেন। ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি মক্কা জয় করে মক্কার লোকদের সব অপরাধ মাফ করে দেন। মহানবী ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে (১২ রবিউল আউয়াল) ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

আসমানী কিতাব ৪টি। যথা: তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল এবং আল কুরআন। পবিত্র শবে কদরের রাতে আল কুরআন শরীফ নাযিল হয়। ওহীর মাধ্যমে সমগ্র আল কোরআন শরীফ নাযিল হতে ২৩ বছর সময় লাগে।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.): ইসলামের প্রথম খলিফা। তিনি ভগ্নবীদের কঠোর হস্তে দমন করেন। এ জন্য তাঁকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়।

আব্বাসীয় খলিফা হারুন অর রশিদ জ্ঞান চর্চার জন্য 'বাউতুল হিকমা প্রতিষ্ঠা করেন। কুখ্যাত মঙ্গোলীয় নেতা হালাকু খানের হাতে বাগদাদ নগরীর পতন হয়।

হিন্দু ধর্ম

হিন্দু ধর্মকে পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম বলা হয়। হিন্দু শব্দটা ফারসি। একে 'সনাতন ধর্মও বলা হয়। শ্রীচৈতন্য হিন্দু ধর্মের একজন বড় সংস্কারক। হিন্দুরা তাঁকে কলিযুগের অবতার বলে শ্রদ্ধা করে। তিনি বৈষ্ণব ধর্মমত প্রচার করেন।

প্রাচীন হিন্দু সমাজে চারটি বর্ণ ছিল প্রধান। যথা: ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র।

জৈনধর্ম

২৪ জন ঋষি জৈনধর্ম প্রচার করেন। তাঁদের একত্রে 'তীর্থাঙ্কর' বলে। মহাবীর ছিলেন সর্বশেষ ঋষি। মহাবীর ভারতের বিহার রাজ্যে শূদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে বুদ্ধদেব হিমালয়ের পাদদেশে নেপালের লুম্বিনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতামাতা তাঁর নাম রাখে গৌতম। বাল্যকালে তাঁর নাম ছিল সিদ্ধার্থ। শাক্যবংশে জন্ম বলে তাঁকে শাক্যসিংহও বলা হয়। যে গাছের নিচে বসে তিনি ধ্যান করেছিলেন সে গাছটির নাম রাখা হয় 'বোধিবৃক্ষ'। স্থানটির নাম রাখা 'বুদ্ধগয়া'। গৌতমবুদ্ধ কুশীনগরে মৃত্যুবরণ করেন। বৌদ্ধ ধর্মের মূলকথা হচ্ছে অহিংসা পরম ধর্ম। গৌতম বুদ্ধের মতে, দুঃখ থেকে মুক্তির নাম 'নির্বাণ লাভ'।

খ্রিস্টধর্ম

যীশুখ্রিস্ট জেরুজালেমের বেথেলহামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মায়ের নাম মেরী। রোম সম্রাট অগাস্টীন সিজারের প্রতিনিধি পন্টিয়াস তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। খ্রিস্টধর্মালম্বীদের মতে, তাঁকে ক্রশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। পৃথিবীতে বর্তমানে খ্রিস্টান ধর্মালম্বীদের সংখ্যা সর্বাধিক। রোমের ভ্যাটিকান শহরে খ্রিস্টান জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু পোপ বাস করেন। পোপের দেহরক্ষী বাহিনীকে 'সুইস গার্ড' বলে।

বিশ্বের প্রধান ধর্ম, প্রবর্তক, ধর্মগ্রন্থ ও পবিত্র স্থান

ধর্ম	প্রবর্তক	ধর্মগ্রন্থ	উপাসনালয়	তীর্থস্থান
ইসলাম	হযরত মুহম্মদ (স.)	কুরআন	মসজিদ	মক্কা, মদিনা, জেরুজালেম
হিন্দু	আর্য ঋষিগণ	বেদ	মন্দির	কাশী, গয়া
খ্রিস্টান	যীশু খ্রিস্ট	বাইবেল	গির্জা	জেরুজালেম

বৌদ্ধ	গৌতম বুদ্ধ	ত্রিপিটক	মন্দির	বুদ্ধগয়া
ইহুদি	মোজেস	তাওরাত	সিনাগগ	জেরুজালেম
শিখ	গুরু নানক	গ্রন্থসাহেব	গুরুদুয়া	পাঞ্জাবের অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির

➤ Jerusalem (জেরুজালেম) শহরটি মুসলমান, খ্রিস্টান এবং ইহুদী তিনটি ধর্মের জন্যই পবিত্র স্থান।

পুরস্কার নোবেল পুরস্কার

নোবেল পুরস্কারের প্রবর্তক আলফ্রেড নোবেল ১৮৩৩ সালে সুইডেনের স্টকহোমে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ডিনামাইট (উন্নত মানের বিস্ফোরক) আবিষ্কার করে বিশাল সম্পত্তির মালিক হয়ে যান। মৃত্যুর বছরখানেক আগে তিনি তাঁর সম্পত্তির ৯৪% উইল করে যান। উইল মোতাবেক ১৯০১ সালে প্রবর্তিত হয় নোবেল পুরস্কার। ১৯০১ সাল হতে পাঁচটি বিষয়ে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হত। বর্তমানে মোট ৬টি বিষয়ে পুরস্কার প্রদান করা হয়। বিষয়গুলো হলো : ১) পদার্থ বিজ্ঞান ২) সাহিত্য ৩) শান্তি ৪) রসায়ন ৫) চিকিৎসাবিজ্ঞান ৬) অর্থনীতি। অর্থনীতি ছাড়া অন্য বিষয়গুলোতে ১৯০১ সাল থেকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। ১৯৬৯ সাল থেকে অর্থনীতিতেও এ পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়।

নোবেল পুরস্কার ঘোষণা

পুরস্কারের বিষয়	ঘোষণাকারী প্রতিষ্ঠান
চিকিৎসা বিজ্ঞান	ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট
পদার্থ বিদ্যা	রয়েল সুইডিস একাডেমি অব সায়েন্সেস
রসায়ন	রয়েল সুইডিস একাডেমি অব সায়েন্সেস
সাহিত্য	সুইডিস একাডেমি
শান্তি	নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি
অর্থনীতি	রয়েল সুইডিস একাডেমি অব সায়েন্সেস

প্রথম নোবেল পুরস্কার বিজয়ী

ক্ষেত্র	সাল	নোবেলজয়ীর নাম	দেশ
পদার্থ	১৯০১	উইলহেম রন্টজেন	জার্মানি
সাহিত্য	১৯০১	সুলি প্রদোম	ফ্রান্স
শান্তি	১৯০১	হেনরি ডুনাণ্ট এবং ফ্রেডারিক পার্সি	সুইজারল্যান্ড এবং ফ্রান্স
অর্থনীতি	১৯৬৯	রাগনার ফ্রেস এবং জ্যান টিম্বারজেন	নরওয়ে এবং নেদারল্যান্ড

উপমহাদেশের নোবেলজয়ী ব্যক্তিত্ব

ক্ষেত্র	সাল	নোবেল জয়ীর নাম	দেশ	তথ্য
সাহিত্য	১৯১৩	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভারত	নোবেলজয়ী প্রথম এশীয়। সাহিত্যে নোবেলজয়ী প্রথম অ-ইউরোপীয়।
পদার্থ	১৯৩০	সিভি রমন	ভারত	নোবেলজয়ী দ্বিতীয় এশীয়। উপমহাদেশের নোবেলজয়ী প্রথম বিজ্ঞানী
চিকিৎসা	১৯৬৮	এইচ জি খোরানা	ভারত	‘জেনেটিক কোড’ আবিষ্কার করেন।
পদার্থ	১৯৭৯	আব্দুস সালাম	পাকিস্তান	
শান্তি	১৯৭৯	মাদার তেরেসা	ভারত	নোবেল জয়ী প্রথম এশীয় নারী
পদার্থ	১৯৮৩	চন্দ্রশেখর	ভারত	
অর্থনীতি	১৯৯৮	অমর্ত্যসেন	ভারত	দারিদ্র ও দুর্ভিক্ষ নিয়ে গবেষণা করেন।
শান্তি	২০০৬	মুহাম্মদ ইউনুস	বাংলাদেশ	ক্ষুদ্রঋণ (Microcredit) ধারণার প্রবর্তক।
রসায়ন	২০০৯	ভি. রামকৃষ্ণ	ভারত	
শান্তি	২০১৪	মালালা ইউসুফজাই	পাকিস্তান	শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং শিশুদের শিক্ষার অধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।
শান্তি	২০১৪	কৈলাস সত্যার্থী	ভারত	

- নোবেলজয়ী বাঙালি মনীষী ৩ জন। যথা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমর্ত্য সেন ও ড. মুহাম্মদ ইউনুস। ২০০৬ সালে গ্রামীণ ব্যাংক এবং ড. ইউনুস যৌথভাবে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে নোবেলজয়ী প্রথম নারী

ক্ষেত্র	সাল	নোবেল জয়ীর নাম	দেশ	তথ্য
পদার্থ	১৯০৩	মেরি কুরি	পোলেন্ড	নোবেলজয়ী প্রথম নারী।
রসায়ন	১৯১১			
শান্তি	১৯০৫	বার্থাভন সুকনার	অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি	শান্তিতে নোবেলজয়ী প্রথম নারী।
সাহিত্য		সেলমা লাগারলফ	সুইডেন	সাহিত্যে নোবেলজয়ী প্রথম নারী।
অর্থনীতি	২০০৯	ইলিনর অস্ট্রম	ইউএসএ	অর্থনীতিতে নোবেলজয়ী প্রথম নারী।

- সাহিত্যে এ পর্যন্ত নোবেল জয়ী নারীর সংখ্যা- ১৩ জন।
- ২০০৯ সাল পর্যন্ত অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পান- ১ জন নারী।

নোবেল জয়ী মুসলিম মনীষী

ক্ষেত্র	সাল	নোবেলজয়ীর নাম	দেশ	তথ্য
শান্তি	১৯৭৮	আনোয়ার সাদাত	মিশর	প্রথম মুসলিম নোবেল বিজয়ী
পদার্থ	১৯৭৯	আব্দুস সালাম	পাকিস্তান	
সাহিত্য	১৯৮৮	নাগিব মাহফুজ	মিশর	সাহিত্যে নোবেলজয়ী প্রথম আরব সাহিত্যিক। উপন্যাসের জন্য তিনি সমধিক পরিচিত।
শান্তি	২০০৩	শিরিন এবাদি	ইরান	শান্তিতে নোবেলজয়ী প্রথম মুসলিম নারী।
সাহিত্য	২০০৬	ওরহান পামুক	তুরস্ক	বিখ্যাত গ্রন্থ The White Castle
শান্তি	২০১১	তাওয়াঙ্কুল কারমান	ইয়েমান	
শান্তি	২০১৫	মালালা ইউসুফজাই	পাকিস্তান	সর্বকনিষ্ঠ নোবেলজয়ী।

মরণোত্তর নোবেল পুরস্কার বিজয়ী

নোবেল বিজয়ীর নাম	ক্ষেত্র	দেশ
এরিক কে. কার্লফেল্ট	সাহিত্য	সুইডেন
দ্যাগ হ্যামারশোল্ড	শান্তি	সুইডেন

একাধিকবার নোবেলজয়ী

নোবেলজয়ীর নাম	পুরস্কার জয়ের বর্ষ (বিষয়)
আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটি	১৯১৭, ১৯৪৪, ১৯৬৩ (শান্তি)
জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশন	১৯৫৪, ১৯৮১ (শান্তি)
মেরী কুরি	১৯০৩ (পদার্থ), ১৯১১ (রসায়ন)
লিনাস পাউলিং	১৯৫৪ (রসায়ন), ১৯৬২ (শান্তি)

নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান

➤ এ পর্যন্ত দুইজন নোবেলজয়ী স্বেচ্ছায় নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁরা হলেন:

জ্যা পল সাত্রে	১৯৬৪ (সাহিত্য)
লি ডাক থো	১৯৭৩ (শান্তি)

নোবেল প্রাইজের বিশেষ তথ্য

লিনাস পাউলিং	বিজ্ঞানী কিন্তু শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।
গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ	গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ কলম্বিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ল্যাটিন আমেরিকার বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লেখক হিসেবে বিবেচিত। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করে।
ব্যানিয়েল ক্যানোম্যান	মনোবিজ্ঞানী কিন্তু অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।
বার্ট্রান্ড রাসেল	দার্শনিক কিন্তু সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

নোবেল পুরস্কার ২০১৬

ক্ষেত্র	নাম	দেশ	অবদান
চিকিৎসা	ইয়োশিনোরি ওসুমি	জাপান	Autophagy বা আত্মভক্ষণ কৌশল আবিষ্কারের জন্য।
পদার্থ	ডেভিড জে. থোলেস, মাইকেল কোস্টারলিংজ ও ডানকান হ্যালডেন	বৃটিশ বংশোদ্ভূত মার্কিন	পদার্থের বিচিত্র অবস্থা তথা বস্তুর অচেনা গঠন প্রণালি আবিষ্কারের জন্য।
রসায়ন	জঁ পিয়েরে সডেজ,	ফ্রান্স	আণবিক যন্ত্রের নকশা ও সংশ্লেষে অবদান রাখার জন্য
	স্যার ফ্রেসার স্টোডার্ট ও	যুক্তরাজ্য	
	বার্নার্ড এল ফেরিঙ্গা।	নেদারল্যান্ডস	
শান্তি	হুয়ান ম্যানুয়েল সাঙ্কোস	কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট	দীর্ঘ পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে চলা গৃহযুদ্ধ অবসানে প্রচেষ্টার জন্য। তিনি FARC বিদ্রোহীদের সাথে শান্তি চুক্তি করতে সমর্থ হন।
সাহিত্য	বব ডিলান	ফিনল্যান্ডে জন্মগ্রহণকারী মার্কিন	আমেরিকান সঙ্গিত, ঐতিহ্যে নতুন কাব্যিক অভিব্যক্তি প্রবর্তনের জন্য।
অর্থনীতি	অলিভার হার্ট	বৃটিশ বংশোদ্ভূত মার্কিন	চুক্তিতত্ত্ব নিয়ে গবেষণার জন্য
	বেংট হমস্ট্রোম	ফিনল্যান্ডে জন্ম কিস্ত মার্কিন	

ম্যাগসেসে পুরস্কার

রামোন ম্যাগসেসে পুরস্কার ১৯৫৭ সালে প্রবর্তিত হয়। এই পুরস্কারটি প্রবর্তন করা হয় ফিলিপাইনের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট রামোন ম্যাগসেসেকে স্মরণ করে। এ পুরস্কারকে এশিয়ার নোবেল পুরস্কার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রতিবছর ৬টি শ্রেণিতে এশিয়ার বিভিন্ন ব্যক্তি এবং সংগঠনকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। যথা- সাংবাদিকতা, সাহিত্য ও যোগাযোগে উদ্ভাবনী কলা ইত্যাদি।

ম্যানবুকার পুরস্কার

ম্যানবুকার পুরস্কার বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম মর্যাদা সম্পন্ন পুরস্কার। ব্রিটেনের ম্যান গ্রুপ এই পুরস্কার প্রদান করে। সর্বকনিষ্ঠ বুকুর পুরস্কার বিজয়ী হচ্ছেন নিউজিল্যান্ডের ইলিনর ক্যাটন। ২০১৬ সালের পুরস্কার লাভ করে ইউএস-এর লেখক পল বিটি (উপন্যাসের নাম-“The Sellout”)। তিনি প্রথম মার্কিনি হিসেবে ম্যানবুকার লাভ করেন।

একাডেমি পুরস্কার

একাডেমি পুরস্কার বা অস্কার বিশ্ব চলচ্চিত্রের সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার। ১৯২৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের Academy of Motion Picture Arts and Sciences এ পুরস্কারটি প্রবর্তন করে। মরোণোত্তর অস্কারজয়ী একমাত্র অভিনেতা ছিলেন Peter Finch। প্রথম বাংলাদেশী হিসাবে অস্কার জয় করেন নাফিস বিন জাফর, ২০০৭ সালে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্যাটাগরিতে। তিনি আইস এইজ মুভিতে কাজ করে এই পুরস্কার লাভ করেন।

৮৯তম অস্কার বা একাডেমি এ্যাওয়ার্ড

সেরা চলচ্চিত্র: মুন লাইট (পরিচালক: বেরি জেনকিনস)
 সেরা চলচ্চিত্র পরিচালক: ডেমিয়েন সেজেল (চলচ্চিত্র: লা লা ল্যান্ড)
 সেরা অভিনেতা: কেসি এফ্ল্যাক (চলচ্চিত্র: ম্যানচেস্টার বাই দ্যা সি)
 সেরা অভিনেত্রী: এ্যামা স্টোন (চলচ্চিত্র: লা লা ল্যান্ড)
 সেরা পার্শ্ব অভিনেতা: মাহের সালা (চলচ্চিত্র: মুন লাইট)
 সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রী: ভাইয়োলা ডেভিস (চলচ্চিত্র: ফেনসেস)
 সেরা এ্যানিমেটেড মুভি: জুটুপিয়া (পরিচালক: বাইরন হাওয়ার্ড)
 সেরা বিদেশী ভাষার চলচ্চিত্র: ইরানি চলচ্চিত্র দ্যা সেলসম্যান
 (পরিচালক: আসগর ফারহার্দি।)

পুলিৎজার পুরস্কার

১৯১৭ সালে পুলিৎজার পুরস্কার চালু হয়। যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পুলিৎজার পুরস্কার প্রদান করে। যুক্তরাষ্ট্রের সাংবাদিক জোসেফ পুলিৎজারের নামানুসারে পুরস্কারের নামকরণ করা হয়। সংবাদপত্রের সাংবাদিকতা, সাহিত্য এবং সঙ্গীত বিষয়ে অনন্য অবদানের জন্য পুলিৎজার পুরস্কার প্রদান করা হয়।

বিবিধ পুরস্কার

কান চলচ্চিত্র উৎসব	কান চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ফ্রান্সের কান শহরে।
মিলেনিয়াম পিস প্রাইজ	বিশ্ব শান্তিতে নারীর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ এ পুরস্কার দেওয়া হয়। ২০০১ সালে মিলেনিয়াম পিস প্রাইজ প্রবর্তন করা হয়।
শাখারভ পুরস্কার	মানবাধিকার এবং গণতন্ত্রের সংগ্রামে অবদানের জন্য ইউরোপীয় পার্লামেন্ট 'শাখারভ পুরস্কার' প্রদান করে।
প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম	যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার।
২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্যা আর্থ' লাভ করেন।	

তথ্য প্রযুক্তিতে অগ্রগতির স্বীকৃতি হিসেবে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সংস্থা (আইটিইউ) বাংলাদেশকে আইসিটি টেকসই উন্নয়ন পুরস্কারে ভূষিত করে।

২০১৫ সালে গুসি শান্তি পুরস্কার লাভ করেন বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন ও গণমাদ্যম ব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজসহ মোট ১৯ জন। গুসি প্রাইজ দেওয়া হয় ফিলিপাইন থেকে।

খেলাধুলা

ক্রিকেট খেলার জন্য হয় ইংল্যান্ডে। এজন্য ইংল্যান্ডকে ক্রিকেটের পিতৃভূমি বলা হয়। ১৭৮৮ সালে মেলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাব ক্রিকেট খেলার নিয়ামাবলী রচনা এবং প্রবর্তন করে। ক্রিকেট ব্যাটের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য ৩৮ ইঞ্চি এবং সর্বোচ্চ প্রস্থ ৪.২৫ ইঞ্চি। ক্রিকেট ব্যাট তৈরি করা হয় উইলো গাছের কাঠ থেকে। ক্রিকেট বলের ন্যূনতম ব্যাস ৭ সি.মি. এবং ওজন ১৫৬ – ১৬৩ গ্রাম।

www.boighar.com

ক্রিকেট খেলায় একজন ব্যাটসম্যান ১০টি উপায়ে আউট হতে পারে। ক্রিকেটের টাই ব্রেকিং পদ্ধতি হল সুপার ওভার।

পিচ- ক্রিকেট খেলার মাঠের মাঝখানে ২২ গজ লম্বা ও ৮ ফুট ৮ ইঞ্চি চওড়া স্থান।

ক্রিকেট বলের ওজন- ৫.৫ থেকে ৬.৫ আউন্স।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আই সি সি)

ভূমিকা	ক্রিকেটের আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ সংস্থা
প্রতিষ্ঠাকাল	১৯০৯
সদর দপ্তর	দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত
পূর্ণ সদস্য ১০টি দেশ	অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, সাউথ আফ্রিকা, শ্রীলংকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইন্ডিয়া ও জিম্বাবুয়ে। (শুধু ICC এর পূর্ণ সদস্য ১০টি দেশ টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে পারে)

➤ ICC এর সর্বশেষ পূর্ণসদস্য দেশ বাংলাদেশ।

➤ ICC এর বর্তমান সদস্য ১০৬টি দেশ।

টেস্ট ক্রিকেট

১৮৭৭ সালে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের খেলার মধ্যে দিয়ে টেস্ট ক্রিকেটের যাত্রা শুরু হয়। এক Calender year এ সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী ক্রিকেটার ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভিভ রিচার্ডসন। টেস্টে সর্বকনিষ্ঠ সেঞ্চুরিয়ান বাংলাদেশে মোঃ আশরাফুল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের কোর্টলি ওয়ালস টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম ৫০০ উইকেট শিকারের কৃতিত্ব অর্জন করেন। বাংলাদেশ টেস্ট স্ট্যাটাস লাভ করে ২০০০ সালে।

- বর্তমানে টেস্ট খেলুড়ে দেশের সংখ্যা ১০টি।
- টেস্ট ক্রিকেটে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি বোলার শ্রীলংকার মুন্তিয়া মুরালিধরন (৮০০ উইকেট)
- ওয়ানডে ও টেস্টে মিলে ১০০টি সেঞ্চুরিকারি একমাত্র ব্যাটম্যান শচীন টেডুলকার। টেস্টে ৫১টি এবং ওয়ানডেতে ৪৯টি।
- টেস্টে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরি শচীনের ৫১টি।
- টেস্টে সর্বোচ্চ গড় রান ডন ব্র্যাডম্যানের।
- সবচেয়ে কম বয়সে টেস্ট খেলেন পাকিস্তানের হাসান রাজা।
- টেস্ট ক্রিকেটে দ্রুততম ট্রিপল সেঞ্চুরি বীরেন্দ্রার শেহবাগের (২৭০ বল)।
- টেস্টে সর্বোচ্চ রানের মালিক শচীন (১৫৯২১ রান)।
- টেস্ট ক্রিকেটে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান ব্রায়ান লারার (৪০০ রান)
- টেস্ট ও ওয়ানডেতে দুটি করে হ্যাটট্রিককারী বোলার হলেন ওয়াসিম আকরাম।
- টেস্ট ক্রিকেটে দ্রুততম হাফ সেঞ্চুরি মিসবাহ উল হকের (পাকিস্তানের, ২১ বলে) এবং দ্রুততম সেঞ্চুরি ব্রেন্ডন ম্যাককলামের (নিউজিল্যান্ড)।
- টেস্ট ক্রিকেটে এক ইনিংসে দশ উইকেট প্রাপ্ত বোলার জিম লেকার ও অনিল কুম্বে।
- বাংলাদেশ প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলে- ভারতের সাথে (১৫ নভেম্বর, ২০০০ সালে)।
- সর্বাধিক টেস্ট ম্যাচ খেলা খেলোয়ার- ভারতের শচীন টেডুলকার (২০০টি ম্যাচ)
- ওয়ানডে ও টেস্ট ক্রিকেটে ১০০০ উইকেট শিকারি বোলার- শ্রীলংকার মুন্তিয়া মুরালিধরন ও অস্ট্রেলিয়ার শেন ওয়ার্ন।
- টেস্ট ক্রিকেটের ১৩৬ বছরের ইতিহাসে এক ম্যাচে হ্যাটট্রিক ও সেঞ্চুরি করেন- বাংলাদেশের সোহাগ গাজী।
- টেস্টের এক ইনিংসে সেরা বোলিং- ইংল্যান্ডের জিম লেকার (১০/৪৮)।

ওয়ানডে ক্রিকেট

১৯৭১ সালে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের খেলার মধ্যে দিয়ে ওয়ানডে ক্রিকেট শুরু হয়। এখন পর্যন্ত সর্বাধিক ওয়ানডে ম্যাচ খেলেন ভারতের শচীন টেডুলকার। একদিনের ক্রিকেটে প্রথম হ্যাটট্রিক করেন পাকিস্তানের জালাল উদ্দিন। বাংলাদেশ ওয়ানডে স্ট্যাটাস লাভ করে ১৯৯৭ সালে।

- বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগতির বোলার হওয়ার গৌরব অর্জন করেন- শোয়েব আকতার।
- ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী বোলার- শ্রীলংকার মুন্তিয়া মুরালিধরন।
- ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরি করেছে- শচীন টেডুলকার (৪৯টি)।
- শচীন টেডুলকার তাঁর শততম সেঞ্চুরি করেন- বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এশিয়া কাপ ক্রিকেটে মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে।
- ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ রানের মালিক- শচীন টেডুলকার
- ওয়ানডে ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরি করেন- দক্ষিণ আফ্রিকার এবি ডি ভিলিয়ান্স (৩১ বলে)
- ওয়ানডে ক্রিকেটে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ইনিংসের মালিক- ভারতের রোহিত শর্মা (২৬৪)
- ওয়ানডে ক্রিকেটে একমাত্র দুটি ডাবল সেঞ্চুরির রেকর্ড রয়েছে- ভারতের রোহিত শর্মা
- বাংলাদেশ ওয়ানডে স্ট্যাটাস লাভ করে- ১৫ জুন, ১৯৯৭ সালে
- ওয়ানডে ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলেন- ভারতের শচীন টেডুলকার
- ওয়ানডে ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি ছক্কা মারেন- শহীদ আফ্রিদি (৪০০)
- একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে সর্বোচ্চ রান- ৮৭২ রান (দক্ষিণ আফ্রিকা-৪৩৮ ও অস্ট্রেলিয়া-৪৩৪)
- একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে সর্বোচ্চ দলীয় রান- ৪৪৩ রান (শ্রীলংকার)
- ওয়ানডে ক্রিকেটে সর্বাধিক ৫৯ বার ম্যান অব দ্যা ম্যাচ হয়েছেন- শচীন টেডুলকার।
- ওয়ানডে ক্রিকেটে প্রথমবারের মত ১৮,০০০ রানের অধিকারী ব্যাটসম্যান- শচীন টেডুলকার (১৮,৪২৬)
- ওয়ানডে ক্রিকেট বা বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ৬ বলে ৬টি ছক্কা মেরে রেকর্ড গড়েন- দক্ষিণ আফ্রিকার হার্সেল গিবস।
- একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দ্রুততম ৫০ করেন- দক্ষিণ আফ্রিকার এবি ডি ভিলিয়ান্স (১৬ বলে)
- একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দ্রুততম ১৫০ করেন- দক্ষিণ আফ্রিকার এবি ডি ভিলিয়ান্স (৬৪ বলে)
- ওয়ানডে ক্রিকেটে সর্বনিম্ন দলীয় রান- জিম্বাবুয়ের (৩৫ রান)
- ওয়ানডে ক্রিকেটের ইতিহাসে অভিষেক ম্যাচে হ্যাটট্রিক করা প্রথম বোলার-বাংলাদেশের তাইজুল ইসলাম
- বিশ্বকাপ ক্রিকেট শুরু হয়- ১৯৭৫ সাল থেকে।
- বিশ্বকাপ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হয়- ৪ বছর পর পর
- মহিলা বিশ্বকাপ ক্রিকেট শুরু হয়- ১৯৯৩ সালে।
- বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন দেশ- অস্ট্রেলিয়া।
- ২০১৫ সালে এগারতম বিশ্বকাপ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হয়- অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে
- ২০১৯ সালে দ্বাদশ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে- ইংল্যান্ডে

একাদশ বিশ্বকাপ ক্রিকেট ২০১৫

- আয়োজক- অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড
- চ্যাম্পিয়ন- অস্ট্রেলিয়া
- ম্যান অব দ্যা ফাইনাল- জেমস ফকনার (অস্ট্রেলিয়া)
- ম্যান অব দ্যা টুর্নামেন্ট- মিচেল স্টার্ট (অস্ট্রেলিয়া)
- শুধু বিশ্বকাপ নয়, ওয়ানডে ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম ব্যাটসম্যান হিসাবে একদিনের ক্রিকেটে টানা চার সেঞ্চুরি করে বিশ্বরেকর্ড গড়েন শ্রীলংকার কুমার সাঙ্গাকারা।
- বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি করেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিস গেইল।
- বিশ্বকাপে দ্রুততম ৫০ করেন- দক্ষিণ আফ্রিকার এবি ডি ভিলিয়ার্স (১৬ বলে)
- বিশ্বকাপে দ্রুততম ১০০ করেন- দক্ষিণ আফ্রিকার এবি ডি ভিলিয়ার্স (৩১ বলে)
- বিশ্বকাপে দ্রুততম ১৫০ করেন- দক্ষিণ আফ্রিকার এবি ডি ভিলিয়ার্স (৬৪ বলে)

ওয়ানডে বিশ্বকাপ ক্রিকেট সমাচার

- সর্বাধিক রান- ২২৭৮ রান শচীন টেডুলকার (ভারত)
- সর্বাধিক সেঞ্চুরি- শচীন টেডুলকার (ভারত) ৬টি
- সর্বাধিক অর্ধশত- শচীন টেডুলকার (ভারত) ২১টি
- ইনিংসে সর্বোচ্চ রান- মার্টি গাপাটিল (২৩৭) (নিউজিল্যান্ড)
- সর্বোচ্চ উইকেট- গ্লেন ম্যাকগ্রা (অস্ট্রেলিয়া), (৭১ উইকেট)
- সর্বাধিকবার চ্যাম্পিয়ন- অস্ট্রেলিয়া ৫ বার
- বিশ্বকাপ তথা ওয়ানডে ক্রিকেটের ইতিহাসে ইনিংস এর প্রথম তিন বলে হ্যাট্রিক করার রেকর্ড- চামিন্দা ভাস (বাংলাদেশের বিপক্ষে)।
- বিশ্বকাপ ক্রিকেটে সবচেয়ে দ্রুততম বল করেন- শোয়েব আকতার (১০০.২৩ মাইল বা ১৬১.৩ কিলোমিটার/ঘণ্টা)
- বিশ্বকাপের ইতিহাসে ১ ইনিংসে সর্বোচ্চ ছক্কা- ১৬টি ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিস গেইলের।

আইসিসি এ্যাওয়ার্ড বা ক্রিকেটের অস্কার

- বর্ষসেরা ক্রিকেটার- রবিচন্দ্র অশ্বিন (ভারত)
- বর্ষসেরা নারী ক্রিকেটার- সুজি বেইটস (নিউজিল্যান্ড)
- বর্ষসেরা টেস্ট ক্রিকেটার- রবিচন্দ্র অশ্বিন (ভারত)
- বর্ষসেরা ওয়ান ডে ক্রিকেটার- কুইন্টন ডি কক (দক্ষিণ আফ্রিকা)
- বর্ষসেরা উদীয়মান ক্রিকেটার- মোস্তাফিজুর রহমান (বাংলাদেশ)
- বর্ষসেরা T-20 পারফরমার- কার্লোস ব্রেইটওয়েট (ওয়েস্টইন্ডিজ)

এশিয়াকাপ- ২০১৬

- ◆ চ্যাম্পিয়ন- ভারত ◆ রানার্স আপ- বাংলাদেশ ◆ সর্বাধিকবার চ্যাম্পিয়ন দেশ- ভারত (৬ বার) ◆ এশিয়া কাপ সবচেয়ে বেশি (৫ বার) আয়োজন করেছে বাংলাদেশ।

অনুর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ:

♦ চ্যাম্পিয়ন দেশ- ওয়েস্ট ইন্ডিজ ♦ রানার্স আপ- বাংলাদেশ ♦ সর্বাধিকবার চ্যাম্পিয়ন দেশ ভারত ও অস্ট্রেলিয়া (৩ বার করে) ♦ অনুর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে সর্বাধিক রান সংগ্রাহক- বাংলাদেশের নাজমুল হোসেন শান্ত ♦ অনুর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে সর্বাধিক উইকেট শিকারী- বাংলাদেশের মেহেদী হাসান মিরাজ ♦ সর্বশেষ অনুর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়- বাংলাদেশে।

টি- ২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেট- ২০১৬

চ্যাম্পিয়ন: ওয়েস্ট ইন্ডিস

অংশগ্রহণকারী দল: ১৬ টি

প্লেয়ার অব দ্য সিরিজ: ভিরাট কুহলি (ভারত)

অধিক রান সংগ্রহ: তামিম ইকবাল-২৯৫ (বাংলাদেশ)

অধিক উইকেট সংগ্রহ: মোহাম্মদ নবী-১২ (আফগানিস্তান)

পরবর্তী টি-২০: অস্ট্রেলিয়া

ফুটবল

ফুটবল খেলার জন্ম হয় চীনে। একটি আদর্শ ফুটবলের ওজন ১৪-১৬ আউন্স এবং পরিধি ৬৮-৭০ সেমি। একটি আন্তর্জাতিক ফুটবলের মাঠের দৈর্ঘ্য ১১০-১২০ গজ এবং প্রস্থ ৭০-৮০ গজ। ১৯০০ সালে ফুটবল খেলা অলিম্পিকে অন্তর্ভুক্ত হয়। টোটাল ফুটবলের জনক বলা হয় জোহান ক্রুইফ কে।

FIFA

পূর্ণরূপ- Federation International Football Association (FIFA)

প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯০৪

সদর দপ্তর- জুরিখ, সুইজারল্যান্ড

সদস্য - ২১১ (সর্বশেষ: জিব্রাল্টার)

সভাপতি- জিয়ান্নি ইনফেনটিনো

ফিফা বিশ্বকাপ

১৯৩০ সালে এই প্রতিযোগিতা শুরু হয় এবং এখন পর্যন্ত প্রতি ৪ বছর পরপর এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল উরুগুয়েতে ১৯৩০ সালে। ১৯৩০ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন দেশ উরুগুয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে ১৯৪২ এবং ১৯৪৬ সালে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়নি। ৫ বার শিরোপা জিতে ব্রাজিল হচ্ছে

বিশ্বকাপের সবচেয়ে সফল দল। ৪টি করে শিরোপা জিতে ইতালি এবং জার্মানি রয়েছে দ্বিতীয় অবস্থানে। বিশ্বকাপের প্রত্যেক আসরের সেরা খেলোয়াড়কে Golden Ball (গোল্ডেন বল) পুরস্কার দেওয়া হয়। বিশ্বকাপের প্রত্যেক আসরের সর্বোচ্চ গোলদাতাকে Golden Boot (গোল্ডেন বুট) পুরস্কার দেওয়া হয়।

- আদর্শ ফুটবলের ওজন- ১৪-১৬ আউন্স
- বিশ্বের সবচেয়ে বড় স্টেডিয়ামের নাম- ব্রাজিলের মারাকানা স্টেডিয়াম (প্রায় ২ লক্ষ আসন বিশিষ্ট)
- পাঁচবার বা সর্বাধিকবার ফিফার বর্ষসেরা খেলোয়ার হবার কৃতিত্ব অর্জন করেন- লিওনেল মেসি।
- এক বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলদাতা- ফ্রান্সের জাস্ট ফন্টেইন (১৩টি গোল)
- বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলদাতা- জার্মানির মিরোস্লাভ ক্লোজা (১৬টি গোল)
- বিশ্বকাপ ফুটবলে সর্বাধিকবার চ্যাম্পিয়ন দেশ- ব্রাজিল (৫ বার) ১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৭০, ১৯৯৪, ২০০০
www.boighar.com
- ২০১৪ সালে বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হয়- ব্রাজিলে
- ২০১৪ সালে বিশ্বকাপ ফুটবলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ব্রাজিলের সাও পাওলোতে অনুষ্ঠিত হয়।
- ২০১৪ সালে বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়- ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওর মারাকানা স্টেডিয়ামে।
- ২০১৮ সালে বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হবে- রাশিয়ায়।
- ২০২২ সালে বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হবে- কাতারে।
- সবগুলো বিশ্বকাপ ফুটবলে অংশগ্রহণকারী একমাত্র দল- ব্রাজিল।
- ২০১৪ সালের বিশ্বকাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়- জার্মানি (রানার্স আপ- আর্জেন্টিনা)
- ২০১৪ সালের বিশ্বকাপ ফুটবলে সেরা খেলোয়ার (গোল্ডেন বল) নির্বাচিত হন- আর্জেন্টিনার লিওনেল মেসি।
- ২০১৪ সালের বিশ্বকাপ ফুটবলে গোল্ডেন বুট পান- কলম্বিয়ার হামেস রদ্রিগেজ।
- বিশ্বকাপ ফুটবলে দ্রুততম গোল করেন- হাকান শুকুর (১০.৮ সেকেন্ডে)
- ফিফা বর্ষসেরা পুরস্কার চালু হয়- ১৯৯১ সালে।
- ২০১৫ সালে ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলার (পুরুষ) নির্বাচিত হন- লিওনেল মেসি (আর্জেন্টিনা)
- ২০১৫ সালে ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলার (নারী) নির্বাচিত হন- কার্লি লয়েড (যুক্তরাষ্ট্র)
- ২০১৫ সালে ফিফার বর্ষসেরা গোল রক্ষক- ম্যানুয়েল নুয়্যার (জার্মানি)
- ২০১৬ পঞ্চদশ ইউরো ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপ-২০১৬ এ চ্যাম্পিয়ন হয়- পর্তুগাল।
- ১৬তম এশিয়া কাপ ফুটবলের আসর অনুষ্ঠিত হয়- ২০১৫ সালে অস্ট্রেলিয়াতে।

লন টেনিস

টেনিস খেলার জন্ম হয় ইংল্যান্ডে। টেনিসের বিখ্যাত কেন্দ্র উইম্বলডন ইংল্যান্ডে।

গ্র্যান্ডসলাম টুর্নামেন্ট:

- উইম্বলডন চ্যাম্পিয়নশীপ
- ফ্রেঞ্চ ওপেন
- অস্ট্রেলিয়া ওপেন
- ইউ.এস ওপেন

এ প্রত্যেক প্রতিযোগিতাই গ্র্যান্ডসলাম প্রতিযোগিতা নামে পরিচিত। গ্র্যান্ডসলাম খ্যাতি অর্জনের জন্য একজন খেলোয়াড়কে এক বছরে ৪টি ট্রফি জয় করতে হবে।

- হাডুডু বা কাবাডি খেলা সর্বপ্রথম শুরু হয় ভারতে।
- দাবা খেলার আদি নাম চতুরঙ্গ। দাবা খেলার জন্ম হয় ভারতবর্ষে।
- ম্যারাথন দূরপাল্লার দৌড় খেলা বিশেষ।

জাতীয় খেলা

Country	National Sports	Country	National Sports
Bangladesh	Kabaddi	Japan	Sumo
India	Hockey	USA	Baseball
Pakistan	Hockey	England	Cricket (Summer) Football (Winter)
Srilanka	Volleyball	Scotland	Golf
Nepal	Nandi Biyo	Russia	Bandy
Bhutan	Archery	China	Table Tennis
Afganistan	Buzkashi	Malaysia	Badminton

- মেলবোর্ন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ক্রিকেট ভেন্যু।
- ধারনক্ষমতার ভিত্তিতে বিশ্বের বৃহত্তম স্টেডিয়াম মেলবোর্ন।
- মারাকানা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ফুটবল স্টেডিয়াম।
- ইয়াংকি স্টেডিয়াম বক্সিং খেলার জন্য বিখ্যাত স্টেডিয়াম।
- গান্ধারি স্টেডিয়াম অবস্থিত- পাকিস্তানে।

অলিম্পিক

অলিম্পিক গেমস (অন্য নাম গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক) বিশ্বের সর্ববৃহৎ এবং সর্বোচ্চ সম্মানজনক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে প্রাচীন গ্রিসের অলিম্পিয়া থেকে শুরু হওয়া ক্রীড়া প্রতিযোগিতা থেকেই মূলত আধুনিক অলিম্পিক গেমসের ধারণা জন্মে। ১৮৯৪ সালে ব্যারন পিয়েরে দ্য কুবার্তো International Olympic Committee- IOC গঠন করেন। সুইজারল্যান্ডের লুজানে এর সদর দপ্তর অবস্থিত। পিয়ের দ্য কুবার্তোকে আধুনিক অলিম্পিকের

জনক বলা হয়। অলিম্পিক মিউজিয়াম সুইজারল্যান্ডে অবস্থিত। আধুনিক অলিম্পিক গেমসের প্রথম আসর বসে ১৮৯৬ সালে গ্রিসের এথেন্সে। প্রথম প্যারা অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬০ সালে, ইতালির রোমে। অলিম্পিক গেমসের প্রতীক এবং পতাকায় নীল, কালো, সবুজ এবং লাল রঙের ৫টি করে ৫টি বৃত্ত থাকে। ৫টি বৃত্ত ৫টি মহাদেশ নির্দেশ করে।

অলিম্পিক পতাকার পরিকল্পনাকারী- ব্যারন পিয়েরে দ্য কুবার্তো।

খেলা অন্তর্ভুক্ত হয়	সাল
অলিম্পিকে মেয়েরা সর্বপ্রথম অংশগ্রহণ করেন	প্যারিসে, ১৯০০ সালে
অলিম্পিকে সাঁতার প্রতিযোগিতা শুরু হয়	এথেন্স অলিম্পিকে, ১৮৮৬ সালে
অলিম্পিকে প্রথম ফুটবল খেলা অন্তর্ভুক্ত হয়	প্যারিস অলিম্পিকে

➤ সর্বশেষ অলিম্পিকের আসর হয় ২০১৬ সালে ব্রাজিলের রিওডি জেনেরিয়োতে।

First Event different games & then occurs how frequently:

Games	Year	Host Country	Occurs Every
Summer Olympic	1896	Athens, Greece	4 years
Winter Olympic	1924	Chamoni, France	4 years
Common Wealth	1930	Hamilton, Canada	4 years
Asian	1951	New Delhi, India	4 years
South Asian (SAF)	1984	Kathmandu, Nepal	2 years

➤ ঢাকায় প্রথম সাফ গেমস অনুষ্ঠিত হয়- ১৯৮৫ সালে।

এস এ গেমস: ২০১৬

আয়োজক: ভারত (গোহাটি, শিলং)

বাংলাদেশের অর্জন: মাহফুজা খাতুন শিলা: ২টি স্বর্ণপদক (সাঁতার)

মাবিয়া আক্তার সীমান্ত: ১টি স্বর্ণপদক (ভারোত্তোলন)

বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্ট- ২০১৬

- জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল () ২০১৬ সালে 'বিশ্ব জনসংখ্যা পরিস্থিতি প্রতিবেদন' প্রকাশ করে।
- জনসংখ্যা (২০১৬): ৭৪৩ কোটি ৩০ লাখ।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (২০১০ - ২০১৬) ১.২%
- সর্বাধিক জন্মহারের দেশ: ওমান (৭.৬%)
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম: সিরিয়াতে
- নারী প্রতি সর্বাধিক প্রজনন হারের দেশ: নাইজার (৭.৬ জন)

যারে তুমি ফেলো পিছে
সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
প্রতিযোগিতার এই খেলায়
সফল হয় নি কেউ কোন বেলায়
----- মান্না দে।

প্রতিযোগিতা মানে প্রতিহিংসা নয়। একজন সফল প্রতিযোগি সবসময় অপরের জয় কে সম্মান করবে এবং অপরের পরাজয়ে স্বান্তনা হবে।

কারো সাথে প্রতিযোগিতা নয়। প্রতিযোগিতা হবে নিজের সাথে। প্রতি মুহূর্ত নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। উপভোগ করতে হবে নিজের সামান্যতম এগিয়ে যাওয়া কে ও। বেকারত্বের অভিশাপ বলে কিছু নেই। সময়ের সাথে নিজের মেধা ও উপস্থাপন ক্ষমতা বাড়াবেন। নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তুলবেন। সফলতা তো পিছনে ছুটে আসবে।

আর ধৈর্য রাখবেন। নিজের ও সৃষ্টিকর্তার প্রতি। তিনি আপনার সাথে অন্যায় করবেন না। তবে আপনি যোগ্য হবার আগে আপনাকে কিছু দিবেনও না। তাই মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করে যান। হয়তো বিরক্ত হয়ে যাবেন। মনে রাখবেন সফলতার পথে কঠিন সময় হয় শেষের পথটুকুই। আপনি সফল হতে চলেছেন এমন সময় আপনি হাল ছেড়ে দিবেন, অথচ আর একটু পরেই সফলতা ছিলো। তাই চেষ্টা করে যান।

সবাই ভালো থাকবেন। আমাদের জন্য দোয়া করবেন। যেন দেশ ও জাতির সেবায় নিয়োজিত থাকতে পারি সবসময়।

ধন্যবাদান্তে

নাদিম

মান্না দে

নিজের জয়ে অতিউচ্ছ্বাস ও পরাজয়ে ভেঙ্গে পড়া-দুটোই পরিহার করুন।
জীবন অনেক বেশি সুখের হবে। -মান্না দে।

All kinds of pdf books free Download:

MyMahbub.Com

BCS all PDF free Download:

MyMahbub.Com